শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তৃতীয় খণ্ড

ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের মূল শ্লোক, অন্বয়, শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা,

তাহার বঙ্গানুবাদ ও

যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আধ্যাত্মিক-দীপিকা সম্বলিত

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল

কর্ত্তৃক আধ্যাত্মিক-দীপিকা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত।

কাশী গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম. এ,

লিখিত ভূমিকা সহিত

প্রথম সংস্করণ

সন ১৩৪৬ সাল।

মূল্য তিন টাকা

প্রকাশক—
ডাক্তার শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায
৪।১ আশু বিশ্বাস রোড, ভবানীপুর
কলিকাতা।

সম্পাদক—
অধ্যাপক শ্রীঅবনীভূষণ দাস
অধ্যাপক শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সর্ব্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্
৪।৪এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
মহেশ লাইব্রেরী
১৯৫।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডা. শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
৪।১, আশু বিশ্বাস রোড, কলিকাতা।
অধ্যাপক শ্রীঅবনীভূষণ দাস
সিটি কলেজ, কলিকাতা।
ম্যানেজার, কাশী যোগাশ্রম
হাউজ কাটরা, বেনারস সিটি।

প্রিণ্টার—শ্রীঅম্বিকাচরণ বাগ
মানসী প্রেস,
৭৭ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তৃতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র	..	।/০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা		১—৪৭২
ত্রয়োদশ অধ্যায় (প্রকৃতিপুরুষবিবেক যোগ)		১—১১৫
চতুর্দ্দশ অধ্যায় (গুণত্রয়বিভাগ যোগ)		১১৫—১৩৭
পঞ্চদশ অধ্যায় (পুরুষোত্তম যোগ)		১৩৮—২০০
ষোড়শ অধ্যায় (দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ যোগ)		২১৩—২৪৮
সপ্তদশ অধ্যায় (শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ)	..	২৪৯—২৮৮
অষ্টাদশ অধ্যায় (মোক্ষ যোগ)	..	২৮৯—৪৩৬
অষ্টাদশ অধ্যায় ও সমগ্র গীতার সারাংশ	...	৪৩৭—৪৬৯
পরিশিষ্ট ...	...	৪৭০—৪৭২
শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্ ...	...	৪৭৩—৪৮২
যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী		৪৮৩—৪৯৪
শ্লোক-সূচী		৪৯৫—৫০০
বিষয়-সূচী ...		৫০১—৫০৭

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতে এত অধিক বিলম্ব হওয়ায়, আমরা গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মহাশয়ের তীর্থভ্রমণ ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য, এবং নিয়মিত প্রুফ দেখার অসুবিধার জন্যও এত দেরী হইয়া গেল।

যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আধ্যাত্মিক-দীপিকা পূর্ব্ব পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি শ্লোকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রথমেই মোটা অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। ছাপার ভুল যতদূর সম্ভব শুদ্ধ করিয়া শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হইল।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী ভাগবদ্ভূষণ মহাশয় প্রুফ দেখিয়া আমাদের অনেক সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নবেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এম. এ. মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া এই গীতার বিষয়-সূচী ও শুদ্ধিপত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মানসী প্রেসের শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই গীতা প্রকাশে তাঁহার সহৃদয়তা ও আন্তরিক যত্নের জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

দোল পূর্ণিমা
সন ১৩৪৬ সাল।

প্রকাশক

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধপাঠ
২৭০	২	সৌমত্যং	সৌম্যং
২৭৪	৩১	যাহার জন্য	জন্য যাহার
২৭৬	৩১	দণ্ডমেন্দ্রাজ্ঞা	দণ্ডয়েন্দ্রাজ্ঞা
২৭৭	১৫	এবদ্ভূতং	এবম্ভূতং
২৭৯	৯	চৈতন্যযুক্ত	চৈতন্যযুক্ত
২৮৬	১	ক্রতং	কৃতং
২৯৩	১১	জন সমজে	জন সমাজে
২৯৪	২৯, ৩০	না না হইয়াও	না হইয়াও
২৯৮	২১	করিয়	করিয়া
৩০২	১৮	সজ্ঞার্থ	সজ্জার্থ
৩০৫	১৪	ক্রিয়াযোগগুলি	ক্রিয়াযোগগুলি
৩১৫	২৮	কর্ম্ম লোপ হয় না	কর্ম্মলেপ হয় না
৩১৬	১১	ক্রিয়ার	ক্রিয়ার
[illegible]	[illegible]	পঞ্চম	পঞ্চমম
[illegible]	২৬	বিপরীত র	বিপরীত বা কর্ম্ম
৩২০	১	কর্ত্তারমাত্মানং	কর্ত্তারমাত্মানং
৩২৮	৬	তথই	তখনই
৩২৮	১০	মায়াদ্বারা	মায়াদ্বারা
৩২৮	২০	তখন জীব	জীব
৩৩৭	১৩	তখন বুদ্ধির তখন	তখন বুদ্ধির
৩৩৯	[illegible]	দ্বৈতপ্রপঞ্চে	দ্বৈতপ্রপঞ্চ
৩৪১	[illegible]	ক্রিয়াবান	ক্রিয়াবান
৩৫১	১০	হাইবে	যাইবে
৩৫৩	২৫	সূত্রাত্মরূপে	সূত্রাত্মারূপে
৩৬১	২২	মরে	করে
৩৬৫	৯	মুক্ত	মুক্তং
৩৬৬	২৪	যইতে	হইতে
৩৬৭	৩২	দাকে	থাকে
৩৭৮	২০	উচ্চভবের	উচ্চভাবের
৩৭৮	২৫	ভৃগুসংহিত	ভৃগুসংহিতা
৩৮০	৮	স্থির প্রাণেই	স্থির প্রাণেই
৩৮২	২	কিন্তু	কিন্তু

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধপাঠ
৩৮২	৯	কল্যণকামী	কল্যাণকামী
৩৮২	১০	বলাৎকারে	বলাৎকারেণ
৩৮৩	২০	এবম্ভূতেন	এবম্ভূতেন
৩৮৩	২২	তাগেন	ত্যাগেন
৩৯৭	৭	দ্বায়া	দ্বারা
৪০৩	৮	হৃদয়মধ্যে	হৃদযমধ্যে
৪০৮	২০	শাশ্বত স্থানং	শাশ্বতং স্থানং
৪১২	১৯	হইাতে	হইতে

ESTD. 1907
P.O. NABADWIP, NADIA

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

(প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক যোগঃ)

অর্জ্জুন উবাচ।

[প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥]

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। কেশব ! (হে কেশব) প্রকৃতিং পুরুষং চ এব (প্রকৃতি ও পুরুষ) ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ (জ্ঞান ও জ্ঞেয়) এতদ্ বেদিতুম্ (ইহা জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন--হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকল তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি ॥

[শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেন নাই। শুধু শ্রীধর স্বামী কেন আচার্য্য শঙ্কর ও প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যেও অনেকেই এই শ্লোকটি গীতার অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং ব্যাখ্যাও করেন নাই। পূজ্যপাদ লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যাত গীতাতেও এই শ্লোকটী নাই। এই অধ্যায়ে যে তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যাত হইবে তাহাই অর্জ্জুনের মুখ দিয়া এই শ্লোকটিতে প্রশ্নরূপে বলানো হইয়াছে। ভগবান কেন এ তত্ত্বগুলি এখানে আলোচনা আরম্ভ করিলেন, কাহারও কাহারও নিকট ইহা একটু আকস্মিক মনে হইতে পারে, তাই এ শ্লোকটি হয়তো কেহ পরে রচনা করিয়া দিয়া থাকিবেন। যখন প্রসিদ্ধ প্রাচীন ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে কেহই এ শ্লোকটির ভাষ্য বা টীকা লিখেন নাই, তখন এ শ্লোকটিকে গীতার অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতে দ্বিধা আসে। প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ আলোচনার অবতারণাও আকস্মিক নহে। প্রকৃতি সম্বন্ধে ভগবান পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন একটু বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনার আবশ্যকতা আছে। সুতরাং এরূপ আলোচনা আকস্মিক নহে। ইহা অপ্রাসঙ্গিকও নহে, কারণ ভগবান পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে তিনি ভক্তদিগকে শীঘ্রই জন্মমরণরূপ-সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে এই উদ্ধার সম্ভবপর নহে, তাই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ এই অধ্যায়ে আরম্ভ করিলেন।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥১

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)। কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয়) ইদং শরীরং (এই শরীরকে) ক্ষেত্রম্ ইতি (ক্ষেত্র বলিয়া) অভিধীয়তে (অভিহিত করা হয়)। যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) বেত্তি (অনুভব করেন) তং (তাঁহাকে) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ববেত্তৃগণ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (ক্ষেত্রজ্ঞ) ইতি প্রাহুঃ (এইরূপ বলিয়া থাকেন) ১

শ্রীধর। ভক্তানামহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধ্যৈ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে ॥

'তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ'—ইতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং। তচ্চ আত্মজ্ঞানং বিনা সংসারাদুদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকাধ্যায় আরভ্যতে। তত্র যৎ সপ্তমেঽধ্যায়ে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োঃ অবিবেকাৎ জীবভাবম্ আপন্নস্য চিদংশস্য অয়ং সংসারঃ। যাভ্যাং চ জীবোপভোগার্থম্ ঈশ্বরঃ সৃষ্ট্যাদিষু প্রবর্ত্ততে। তদেব প্রকৃতিদ্বয়ম্ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যং পরস্পরং বিবিক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে, সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ। এতদ্ যো বেত্তি অহং মমেতি মন্যতে, তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ, কৃষিবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ। তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বিবেকজ্ঞাঃ। ১

বঙ্গানুবাদ। "আমি ভক্তদিগকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি" এই কথা যিনি (দ্বাদশাধ্যায়ে) বলিয়াছেন, এখন তৎসিদ্ধ্যর্থ অর্থাৎ ভক্তগণ কি ভাবে উদ্ধার হয় ; সেই তত্ত্বজ্ঞান এই ত্রয়োদশাধ্যায়ে কথিত হইতেছে।

['জন্মমরণ রূপ সংসার হইতে তাহাদিগকে আমি শীঘ্রই উদ্ধার করিয়া থাকি'—ভগবানের প্রতিজ্ঞাত এই সংসারোদ্ধারণ আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে, তাই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশার্থ এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকাধ্যায় আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরারূপ প্রকৃতিদ্বয় যাহা উক্ত হইয়াছে এবং যে প্রকৃতিদ্বয়ের বিবেকাভাব হইলে জীবভাব-প্রাপ্ত চিদংশের এই সংসার প্রাপ্তি হয় ; আর যে প্রকৃতিদ্বয় দ্বারা জীবের উপভোগার্থ ঈশ্বর সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হন, সেই পরস্পর বিভিন্ন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-পদবাচ্য প্রকৃতিদ্বয়ের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য] —শ্রীভগবান বলিলেন, হে কৌন্তেয়, এই ভোগায়তন শরীরকে ক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে, যেহেতু ইহা সংসারের প্ররোহভূমি অর্থাৎ সংসাররূপ শস্যের উৎপত্তির ভূমি। এই শরীরকে যিনি জানেন অর্থাৎ আমি ও আমার মনে করেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিবেকিগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন। কারণ কৃষকের ন্যায় এই ক্ষেত্রজ্ঞই সেই ক্ষেত্রের ফলভোক্তা। তদ্বিদঃ শব্দের অর্থ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেকজ্ঞগণ ॥ ১

[এই শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্য :—"সপ্তমে অধ্যায়ে সূচিতে দ্বে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য। ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টধা ভিন্না অপরা সংসার হেতুত্বাৎ, পরা চান্যা জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণেশ্বরাত্মিকা চ। যাভ্যাং

প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে। তত্র ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ—প্রকৃতিদ্বয়নিরূপণদ্বারেণ তদ্বত ঈশ্বরস্য তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থং ক্ষেত্রাধ্যায় আরভ্যতে। অতীতানন্তরাধ্যায়ে চ—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদিনা যাবদধ্যায়পরিসমাপ্তিঃ তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানিনাং সন্ন্যাসিনাং নিষ্ঠা যথা তে বর্ত্তন্তে ইত্যেতদুক্তং, কেন পুনস্তে তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তা যথোক্ত ধর্ম্মাচরণাৎ ভগবতঃ প্রিয়া ভবন্তি, ইত্যেবমর্থশ্চায়মধ্যায় আরভ্যতে।"—সপ্তমাধ্যায়ে ঈশ্বরের দুইটি প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে। সংসারের হেতুভূতা ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টধা বিভক্তা যে প্রকৃতি তাহাই "অপরা," এবং অন্যটি "পরা প্রকৃতি"—যিনি জীবরূপা এবং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণান্বিতা ঈশ্বররূপা। এই দুইটি প্রকৃতির সাহায্যে ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হইয়া থাকেন। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ প্রকৃতিদ্বয়ের তত্ত্বনিরূপণ দ্বারা সেই প্রকৃতিদ্বয়সম্পন্ন ঈশ্বরের তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থ এই ক্ষেত্রাধ্যায়ের আরম্ভ করা হইতেছে। অতীতানন্তরাধ্যায়ে অর্থাৎ দ্বাদশাধ্যায়ে—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদি শ্লোক হইতে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসিগণের নিষ্ঠা অর্থাৎ যেভাবে তাঁহারা থাকেন বা আচরণ করেন তাহা বলা হইয়াছে। পুনর্ব্বার কিরূপ তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত হইয়া যথোক্ত ধর্ম্মসমূহের আচরণ দ্বারা তাঁহারা ভগবানের প্রিয় হইয়া থাকেন ইহাও বুঝাইবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে।

"প্রকৃতিশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা—সর্ব্বকার্য্যকরণবিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্য ভোগাপবর্গার্থকর্ত্তব্যতয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ সংহন্যতে সোঽয়ং সংঘাতঃ ইদং শরীরম্। তদেতৎ—প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, ঐ প্রকৃতি সর্ব্বকার্য্য, করণ ও বিষয়াকারে পরিণত হইয়া পুরুষের ভোগ ও অপবর্গসিদ্ধির জন্য দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির আকারে সংহত হইয়া থাকে—সেই সংঘাতই এই শরীর, তাহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান বলিতেছেন "ইদং শরীরং কৌন্তেয়!" "ইদমিতি সর্ব্বনাম্নোক্তং বিশিনষ্টি শরীরমিতি। হে কৌন্তেয় ক্ষতত্রাণাৎ ক্ষয়াৎ ক্ষরণাৎ ক্ষেত্রবদ্ বা অস্মিন্ কর্ম্মফলনিষ্পত্তেঃ ক্ষেত্রমিতি। ইতি শব্দঃ এবং শব্দপদার্থকঃ। ক্ষেত্রম্ ইত্যেবম্ অভিধীয়তে কথ্যতে। এতৎ শরীরং ক্ষেত্রং যো বেত্তি—বিজানাতি আপাদতলমস্তকং জ্ঞানেন বিষয়ীকরোতি—স্বাভাবিকেন ঔপদেশিকেন বা বেদনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগশঃ তং বেদিতারং প্রাহুঃ কথয়ন্তি ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেবমাহুঃ। কে? তদ্বিদঃ তৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যে বিদন্তি তে তদ্বিদঃ"—"ইদং" এই সর্ব্বনাম পদের দ্বারা যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে উহা শরীর। হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় কেন? কারণ ইহা ক্ষত হইতে ত্রাণ করে, অথবা ইহার ক্ষয় হয়, কিংবা ক্ষেত্রবৎ (ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়) এই দেহকৃত কর্ম্মেরও ফলভোগ হয়—এই জন্যও এই দেহকে ক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে। ইতি শব্দের অর্থ "এবং" অর্থাৎ এই প্রকার—এই শরীরকে ক্ষেত্র এই প্রকারে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

এই শরীররূপ ক্ষেত্রকে যিনি জানেন—অর্থাৎ পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত জ্ঞানের বিষয় যিনি করিয়া থাকেন, স্বাভাবিক অথবা উপদেশজনিত অনুভবের বিষয় করিয়া থাকেন, দেহ হইতে পৃথক সেই দেহবেত্তাকে "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কাহারা এই কথা বলিয়া থাকেন? যাঁহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইটি পদার্থকেই জানেন, তাঁহারাই "তদ্বিদঃ"।]

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে ঃ—এই শরীর ক্ষেত্রের স্বরূপ ইহাতে চাষ যিনি করেন, তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়া।—শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় কেন? আচার্য্য শঙ্করের মতে ইহার তিন প্রকার কারণ হইতে পারে।

(১) প্রথমতঃ ইহা ক্ষত হইতে ত্রাণ করে, (২) যেহেতু ইহার ক্ষয় হয় এইজন্যও ইহাকে ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে; (৩) ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, এই দেহকৃত কর্ম্মের ফল ভোগও সেইরূপ জীবকে করিতে হয়।

সংসারের চিন্তায় জীব ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়ে, বিনা সাধনে সে ক্ষত শুকায় না; সুতরাং জ্বালাও নিবৃত্তি হয় না। এই শরীর না থাকিলেও সাধনা হয় না, সাধন না করিতে পারিলে বার বার জন্ম যাতায়াত নিবৃত্ত হয় না। কর্ম্মায়তন এই দেহ যেমন কর্ম্ম দ্বারা জীবকে সুখে দুঃখে আবদ্ধ করে, তদ্রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া অপবর্গ প্রদানেও কৃতার্থ করে।

ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেরূপ ফলোৎপত্তি হয়, এবং ক্ষেত্রকর্ত্তা সেই ফলভোগ করেন, এই শরীররূপ ক্ষেত্রে সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম করিয়া জীবকেও সেইরূপ নিজকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু ভাল চাষী হইতে পারিলে জীবকে আর কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না। ভাল চাষী কিরূপে হওয়া যায় শুনিবে? (১) চাষীকে ভাল করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হইবে। (২) উত্তম বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং (৩) শস্যোৎপত্তির বিঘ্ন সকলকে দূর করিতে হইবে। চাষী যদি ভাল করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ না করে বা তাহাতে অমনোযোগী হয় বা অবহেলা করে তবে ভাল বীজ বপন করিলেও সুফল হয় না। এতদ্ব্যতীত দৈবানুকম্পাও প্রয়োজন, কারণ সময়মত বৃষ্টি না হইলে ফসল ভাল হয় না, যদি বা সুবৃষ্টি হয়, কিন্তু ভাল করিয়া পাহারা দিতে না পারিলে, শস্যের বহুভাগ কীট পতঙ্গ, পশুপক্ষী খাইয়া ফেলে।

ক্ষেত্রকর্ষণের জন্য তিনটি বস্তুর প্রয়োজন,—ক্ষেত্র, কর্ষণযন্ত্র ও পশু। আধ্যাত্মিক চাষে আমাদের এই শরীর হইল ক্ষেত্র, কর্ষণযন্ত্র হল হইল প্রাণক্রিয়া বা শ্বাস-প্রশ্বাস, এবং এই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ হলকে চালনা করিবে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-পশুরা। এইরূপ প্রাণায়ামাদি প্রাণক্রিয়া করিয়াই জনক রাজা সীতা নাম্নী যজ্ঞ-দেবতা বা সাধনের ফলস্বরূপ সাধনলব্ধা ব্রহ্মবিদ্যাকে লাভ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা উত্তম সাধন প্রণালী পাইয়াও সাধনে অবহেলা করেন বা মন দিয়া সাধন না করেন তাঁহারা সাধনার সুমিষ্ট ফল যে শান্তি তাহা লাভ করিতে পারেন না। দৈবানুকম্পার প্রয়োজন অর্থাৎ যাঁহাদের পূর্ব্ব জন্ম হইতেই সাধন সাধা আছে, বর্ত্তমান জন্মে তাঁহারা পরিশ্রম করিলেই উপযুক্ত ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু তবুও সাধককে সতর্ক থাকিতে হয়, বৈরাগ্যবান হইতে হয়, নচেৎ বহু তপস্যার ফল ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপ চোরেরা অপহরণ করিয়া লয়। সাধকের তীব্র সাধনা ও তাহার ফল দেখিয়া বহুলোকে তাঁহাকে সম্মান করে, তাঁহার খ্যাতি দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া যায়, তাহার ফলে যদি ঐ সকল প্রতিষ্ঠার প্রতি সাধকের লোভ আসে, তাহা হইলে ক্ষেত্রে ভাল ফল জন্মিলেও, সে ফল অভিমানরূপ পশু, পক্ষী, কীটেরা নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা অপদেবতার ভোগ্য হয়—দেবতার ভোগে আসে না।

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩

দেহ দৃষ্টি হেতুই জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেহাদিসংঘাত হইতে জীব যখন পরম পুরুষে মিলিয়া এক হইয়া যায় তখন ভেদের কোন পারমার্থিকতা থাকিতে পারে না। জীব দেখিতে যদিও অসংখ্য এবং প্রত্যেক জীবই পরমাত্মার অংশ, তথাপি উহাতে পরমাত্মার পূর্ণত্ব ও একত্বের হানি হয় না, কারণ এই জীবভাব অবিদ্যাকল্পিত, পারমার্থিক সত্য নহে। প্রতিবিম্ব অসংখ্য হইলেও প্রকৃত সূর্য্যের যেমন তাহাতে ক্ষয় বা হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ জীব যতই অসংখ্য ও অগণ্য হউক পরমাত্মার তাহাতে হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য ভগবান স্বেচ্ছায় বা স্বমায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া যখন বহুরূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন তখনও তাঁহার পূর্ণত্বের হানি হয় না। সুতরাং সাংখ্যের অসংখ্য পুরুষবাদ সত্ত্বেও পরম পুরুষে নানাত্ব নাই, তিনি এক অখণ্ড-ভাবেই চির বর্ত্তমান। ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ ভগবান মায়া দ্বারাই জগৎপ্রপঞ্চরূপে পরিণত হন, এবং মায়া হেতুই এই প্রপঞ্চের বোধ হয়, বাস্তবিক তাঁহাতে বিকার নাই। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জাগ্রদাবস্থায় যেরূপ অস্তিত্ব থাকে না তদ্রূপ মায়া নিবৃত্ত হইলেই এই দৃশ্যমান জগতেরও কোন অস্তিত্ব থাকে না। নাভিদেশেতে সমান বায়ুর স্থান, ঐখানেই ক্ষেত্রজ্ঞের অবস্থান। তিনিই এই ক্ষেত্রকে চালনা করিতেছেন, তেজঃরূপে। মৃত্যুর সময় এই তেজের যত অভাব হয় ততই শরীরের ক্রিয়াশক্তি নষ্ট হইতে থাকে। সমান বায়ু চলা হইলেই আর প্রাণকে দেহে ধরিয়া রাখা যায় না। নাভিস্থ শক্তিই কূটস্থের তেজঃ বা শক্তি, এইজন্য উভয়ে উভয়ের সখা। ইহাকে অবগত হইতে হইলে গুরুবাক্য-গম্য সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক ॥ ২

অন্বয়। তৎ ক্ষেত্রং (সেই ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা অর্থাৎ যেরূপ জড় দৃশ্যাদি স্বভাবযুক্ত), যাদৃক্ চ (যেরূপ অর্থাৎ যেরূপ ইচ্ছাদি ধর্ম্মযুক্ত) যদ্বিকারি (যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত), যতঃ (যেরূপ প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ হইতে উৎপন্ন), যৎ চ (স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে যেরূপ বিভিন্ন), সঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ), যঃ (যৎস্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপতঃ যাহা), যৎপ্রভাবঃ (যেরূপ অচিন্ত্য প্রভাবযুক্ত) তৎ (তাহা) মে (আমার নিকট) সমাসেন (সংক্ষেপে) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৩

শ্রীধর। অথ যদ্যপি চতুর্বিংশতিভেদৈঃ ভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রং ইত্যভিপ্রেতং তথাপি দেহরূপেণ পরিণতায়ামেব তস্যাং অহংভাবেন অবিবেকঃ স্ফুট ইতি। তদ্বিবেকার্থং ইদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যাদি উক্তম্ তদেতৎ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে—তদিতি। যদুক্তং ময়া তৎ ক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতো জড়ং দৃশ্যাদি স্বভাবং। যাদৃগ্—যাদৃশং চেচ্ছাদিধর্ম্মকং। যদ্বিকারি—যৈঃ ইন্দ্রিয়াদি-বিকারৈঃ যুক্তং। যতশ্চ—প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ ভবতি। যদিতি—যৈঃ স্থাবর জঙ্গমাদিভেদৈঃ ভিন্নমিত্যর্থঃ। স চ ক্ষেত্রজ্ঞো, যঃ—স্বরূপতঃ, যৎ প্রভাবশ্চ—অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নঃ। তৎসর্ব্বং সংক্ষেপতঃ মত্তঃ শৃণু ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ। [এখানে যদিও চতুর্ব্বিংশতি প্রকার ভেদে ভেদবিশিষ্ট প্রকৃতিই ক্ষেত্র বলিয়া ভগবানের অভিপ্রেত, তথাপি দেহরূপে পরিণত সেই প্রকৃতিতেই অহংরূপে অবিবেকটি পরিস্ফুট এই নিমিত্ত সেই প্রকৃতির বিবেকার্থ এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তাহাই বিস্তৃত করিয়া বুঝাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছেন]—মৎকর্ত্তৃক উক্ত যে ক্ষেত্র তাহা (১) "যৎ" অর্থাৎ যেরূপ জড় দৃশ্যাদি স্বভাবযুক্ত, এবং (২) যাদৃক্ অর্থাৎ যাদৃশ ইচ্ছাদি ধর্ম্মক (৩) "যদ্বিকারি" যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত, এবং (৪) "যতঃ" যেরূপে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, (৫) "যৎ" যে প্রকারে স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে বিভিন্ন হয়। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ (৬) "যঃ" অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যাহা, এবং (৭) "যৎ প্রভাবঃ" অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য যোগদ্বারা যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন—তাহা সমস্ত সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই শরীর যাহা যেরূপ এবং তাহার বিকার হইয়া যাহা যেরূপে সংসারে—সকল লোকে আবৃত আছে অর্থাৎ ক্রিয়া—সর্ব্বদা আত্মাতে থাকা—ইহার নাম কার—বিকার অন্যদিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করা তাহার দ্বারায় মনের বিকার ও প্রকাশ—তাহা সমুদয় শুন।—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য ভগবান এইবার তাহা বলিবেন, এবং অর্জ্জুনকে উহা ভাল করিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লইতে বলিতেছেন। শরীরটা যেরূপ জড়দৃশ্যস্বভাবযুক্ত এবং উহা যেরূপ ইচ্ছাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া সকলের জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং তাহা হইতে কিরূপ বিচিত্র কার্য্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য। আত্মা যখন আপনাতে আপনি থাকেন তখন এই দেহাদির কার্য্য কিছুই থাকে না, তখন সকল কাজই বন্ধ। নাইও কিছু এবং সেই জন্য আসক্তিও কিছুতে নাই, যেমন সুষুপ্তিতে হইয়া থাকে। আবার মন যেমনই জাগিয়া উঠে, আসক্তিপূর্ব্বক চারিদিকে দৃষ্টি করে, অমনি পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চবিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। যাহা ছিল না সেই সংসার আবার চারিদিক হইতে ফুটিয়া উঠে। অব্যক্তের মধ্যে যাহা প্রবিষ্ট ছিল তাহা যখন আবার ব্যক্ত হইতে থাকে তখন একেবারেই স্থূলতম ভাব প্রাপ্ত হয় না, আগে কারণ, পরে সূক্ষ্ম, তাহার পরে স্থূলের বিকাশ হয়। এই সকল বিকার বা প্রকাশের কথাই ভগবান বলিবেন। এবং এই সকল যাহা কিছু বিকাশ তাহা সমস্তই যে অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগসম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ঞের শক্তি, সেই "ক্ষেত্রজ্ঞ" বিশেষভাবে আলোচনীয়। এই দেহেন্দ্রিয়াদি মন লইয়াই সংসার এবং এই সমগ্র সংসার সেই স্বরূপাবস্থারই বিকার। তাঁহা হইতেই হইয়াছে, আত্মা না থাকিলে এই জগৎ প্রপঞ্চ ব্যক্ত হইতেই পারিত না। গৃহাদি বস্তু আকাশকে বেষ্টন করিয়াই উৎপন্ন হয়, আকাশ ব্যতীত তাহাদের প্রকাশ কেহই দেখিতে পাইত না, তদ্রূপ এই জগৎ প্রপঞ্চ প্রকৃতির পরিণাম, এবং প্রকৃতি তাঁহার, সুতরাং সবই তিনি। দেহেন্দ্রিয়াদির উপর সোয়ার হইয়া মন কত না বাহ্য চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে, তাহার বাসনার আর অন্ত নাই। বহির্ম্মুখ জীব একেবারে নিজ নিকেতনের কথা ভুলিয়া যায়! সংসার তাপে তাপিত হইয়া জীব অবিরত হাহাকার করিতেছে, কিন্তু কিসে শীতল হওয়া যায়, কোথায় গেলে সে জুড়াইতে পারে, সে সব কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। নিজের ঘর ছাড়িয়া পরের ঘরে আশ্রয় পাইবার জন্য কাঁদিয়া বেড়াইতেছে! এ ভ্রান্তি কেন

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা- সমুদয় কালী প্রভৃতি রূপ—ইহারা এই কূটস্থের মধ্যে দৃশ্যমান হয়েন—ইহারাই ঋষি- ইহার প্রমাণ তন্ত্রেতে কালিকা ঋষি—ছন্দ নানা প্রকার কূটস্থের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়- পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মের সূত্র মেরুদণ্ডেতে আছেন যাঁহার অন্তর্গত বিশ্বসংসার - তাহাও ক্রিয়ার দ্বারায় দেখিতে পাওয়া যায়—যিনি মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত কূটস্থ স্বরূপে বিরাজমান তিনিই এই শরীরের হেতু সুন্দর ও নিশ্চিত-রূপ সকল শাস্ত্রেই কথিত আছে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা বহু শাস্ত্রে এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডেও ইহার আলোচনা আছে, উপনিষদাদিতে ও বেদান্তসূত্রে এবং সিদ্ধান্তবাদিগণের সিদ্ধান্তে এই অতীব সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। আলোচিত হইয়াছে সত্য কিন্তু কেবল আলোচনায় ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না। এজন্য তপস্যার প্রয়োজন। প্রাণায়ামাদি তপস্যার দ্বারা নাড়ী শুদ্ধ হইলে তবে সত্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ঐ প্রকাশ আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। সেই প্রকাশই কূটস্থ জ্যোতিঃ, তাহার মধ্যেই উত্তম পুরুষকে দেখা যায়। তখন এক শুদ্ধ নির্ম্মল রশ্মির প্রকাশ হয়, যাহার মধ্যে কোন রং নাই, উহা দেখিতে দেখিতে সাধক ব্রহ্মময় হইয়া যান। সাধন করিতে করিতে সাধকের শরীরে এক বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, ঐ শক্তিই অনির্ব্বচনীয়া ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রী। গায়ত্রীর প্রথমে ওঁকার ধ্বনি আপনা আপনি শুনিতে পাওয়া যায় এবং নানা প্রকার অনাহত শব্দই শুনিতে পাওয়া যায়। তখন অন্নময় কোষও ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়, প্রাণ অন্নব্রহ্মে মিলিত হয়। প্রাণ সমস্ত ভূতের মধ্যে আছে বলিয়াই সমস্ত ভূতাদির প্রকাশ হইয়া থাকে. সেই প্রাণ ব্রহ্মেতে মিলিলে, সমস্ত ভূতও ব্রহ্মে মিলিয়া যায়—এই জ্ঞানের নাম বেদ। ইহা জানিতে হইলে ত্রয়াবিদ্যা জানিতে হয় অর্থাৎ প্রাণ, অপান ও ব্যানের ক্রিয়া করিতে হয়। প্রাণ অপানের ক্রিয়া দ্বারা শ্বাস স্থির হইলে তখন সত্যব্রহ্মের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ এক পরমানন্দময় অবস্থার প্রকাশ হয়। এই স্থিতিই ব্যানের ক্রিয়া, যাহাকে তুরীয় অবস্থা বলে এবং ইহা জানার নামই বেদ। "ভূর্ভুবস্বঃ" এই ত্রিপদা গায়ত্রী, এই তিন লোক এক হইলেই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। অর্থাৎ যখন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এক হইয়া যায়। যখন মস্তকে বায়ু স্থির হয়, তখন প্রথম পদ, বায়ু বাহুতে স্থির হইলে দ্বিতীয় পদ, আর সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হইলেই বায়ু চরম স্থির অবস্থা লাভ করে, উহাই গায়ত্রীর তৃতীয় পদ। প্রাণায়াম দ্বারা অনিল স্থির হইলে স্থিতি পদ প্রকাশ পায়। এই স্থিতিই অমৃত পদ। এই অমৃত পান করিতে পারিলেই সাধক আনন্দ স্বরূপ হইয়া যান।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে "কালিকাঋষি"—এখানে ঋষির অর্থ—"যিনি স্বয়ং উৎপন্ন হ'ন" (প্রকৃতিবাদ অভিধান). ইনিই চিদাকাশ, আদ্যাশক্তি বা কালিকাঋষি—"আধার-রূপা জগতস্তমেকা" ইনি সর্ব্ব বস্তুর আধাররূপে থাকিয়াও কোন পদার্থে লিপ্ত হন না। অনেক দেব দেবী ও সিদ্ধগণ কূটস্থের মধ্যে দেখা যায়।

"ছন্দ"—নানাপ্রকার সাদা কাল বুটি কূটস্থের মধ্যে দেখা যায়, যাহা হইতে বীণার ন্যায় ধ্বনি শোনা যায়—এই আদ্যাশক্তি ঋষি বা চিদাকাশের বিষয় শাস্ত্রে বহুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সমুদ্রেই লয় হইতেছে, সেইরূপ অব্যক্ত ব্রহ্ম সমুদ্র হইতে চরাচরের উৎপত্তি হইতেছে এবং সে সকল সেই ব্রহ্ম সমুদ্রেই আবার লয় লইতেছে। পরমাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিনিই ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইয়া সমস্ত প্রজার উপাদান স্বরূপ হইতেছেন, যাহাকে কূটস্থ বলে। উহাই বৈশ্বানর স্বরূপ "জাগ্রত" স্থান। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই কূটস্থকেও আর দেখা যায় না ॥ ৫

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬

অন্বয়। ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং (ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ) সংঘাতঃ (দেহেন্দ্রিয়াদির সংহতি—এক কথায় যাহাকে দেহ বা শরীর বলে), চেতনা (চিত্তের জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি), ধৃতিঃ (ধৈর্য্য অর্থাৎ মনঃপ্রাণের ক্রিয়া যে শক্তি দ্বারা স্থির থাকে) এতৎ (ইহাই) সবিকারং ক্ষেত্রং (বিকারযুক্ত ক্ষেত্র) সমাসেন উদাহৃতম্ (সংক্ষেপে কথিত হইল) [অর্থাৎ ইহাই ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়] ॥ ৬

শ্রীধর। ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ, সংঘাতঃ শরীরং, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতি ধৈর্য্যম্। এতে ইচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বাৎ ন আত্মধর্ম্মা, অপি তু মনোধর্ম্মা এব, অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এব। উপলক্ষণং চ এতৎ সঙ্কল্পাদীনাম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিঃ অধৃতিঃ হ্রীঃ ধীঃ ভীঃ ইত্যেতৎ সর্বং মন এব" ইতি। অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মাদর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারম্ ইন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়া উক্তম্। ইতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ। ইচ্ছাদির অর্থ—ইচ্ছাদি অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ ইহারা প্রসিদ্ধ [অর্থাৎ পরিচয় অনাবশ্যক]। সংঘাত অর্থাৎ শরীর এবং চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি, ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য—ইহারা দৃশ্যত্ব হেতু মনোধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে, সুতরাং ইহারা সঙ্কল্পাদির উপলক্ষণস্বরূপ অতএব ক্ষেত্রান্তঃপাতী। শ্রুতিও বলেন—কামনা, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয়—ইহারা সমস্তই মন। এই কথা দ্বারা এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে "ক্ষেত্র যাদৃক" বলিবেন বলিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাত ক্ষেত্রধর্ম্ম সকল প্রদর্শিত হইল। ইন্দ্রিয়াদির বিকার সহিত এই ক্ষেত্র বিষয়ক কথা সংক্ষেপে কথিত হইল। ইহাই ক্ষেত্র বর্ণনার উপসংহার ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তৎপরে কোন বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে ইচ্ছা হয়—সেই ইচ্ছা [পূর্ণ] না হইলে দ্বেষ হয়—দ্বেষ করিবার ইচ্ছা কেবল সুখাভিলাষের নিমিত্ত তাহা না হইলেই দুঃখ—দুঃখেতে মৃত্যু—মৃত্যু হইলেই জন্ম—জন্ম হইলেই কিছুদিন থাকা এই শরীরের বিকারের সহিত সমুদয় বলিলাম।—শরীর কেন হয়, শরীর কি? শরীরের ধর্ম্মগুলি বলিয়া ক্ষেত্রতত্ত্ব উপসংহার করিতেছেন। জগতপ্রপঞ্চ কেন ব্যক্ত হয়? ইহাই অনাদি ঈশ্বর ইচ্ছা বা সঙ্কল্প। জগৎ-দেহের যাহা কারণ এই ক্ষুদ্র দেহেরও কারণ সেই ইচ্ছা। কোন বস্তুর প্রতি যখন আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করা যায় তখনই তদ্বিষয়ক ইচ্ছা সমুদ্ভূত হয়। তখনই আত্মার

স্বক্ষেত্র (স্থিরাবস্থা) হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যে বহির্দ্দিকে অবতরণ উহার নামই সঙ্কল্প বা মন। তখনই যে বস্তুবিশেষকে আমাদের মনের ভাল লাগে, তাহাকে পাইবার জন্য মনের ঝোঁক বা বেগ হয়—উহাই ইচ্ছা। সেই স্বাভিলাষ পূর্ণ না হইলে বা তাহার সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে ক্রোধ বা বিদ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

পূর্ব্ব সংস্কার অনুরূপ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃ কতকগুলি বিষয় মনের অনুকূল এবং কতকগুলি বিষয় মনের প্রতিকূল রূপে বেদন হয়। অনুকূল বিষয়গুলি সুখজনক এবং প্রতিকূল বিষয়গুলি দুঃখদায়ক ভাবে মনে প্রতীত হয়। জীবের জীবন সুখ দুঃখের কতকগুলি অনুভব মাত্র। ঈপ্সিত বস্তু পাইবার আশা ও অনভিলষিত বস্তুর ত্যাগেচ্ছা—এই দ্বন্দ্বভাব লইয়াই জীবের জীবন। এই দ্বন্দ্বভাব দ্বারাই সংসার পরিপূর্ণ—ইহারাই সংসার-সিন্ধুর বিশাল তরঙ্গমালা। এই দ্বন্দ্বভাব শেষ হইতে না হইতেই জীবন সমাপ্ত হয়। জীবনের কত আশা, কত ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকিতে থাকিতেই যবনিকা পড়িয়া যায়। কিন্তু এই মৃত্যুতেই জগৎ লীলা শেষ হয় না, সেই অসম্পূর্ণ ইচ্ছার পূর্ত্তির জন্য আবার এই জগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মৃত্যুর পরপারেও কিছু দিন ভোগময় দেহ পাইয়া সেখানেও স্বর্গ নরকাদির ভোগ হয়, ভোগান্তে আবার এই জগতে ফিরিয়া আসিতে হয়। আবার জন্ম আবার মৃত্যু। এ যাতায়াত আর কিছুতেই মিটিতে চায় না। এ ভ্রম কেন হয় কে বলিবে? কি জানি কিরূপে জীব নিজ নিকেতন হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বহির্ম্মুখ হইয়া আসিল। সে যে আত্মা, সে যে চিরস্থির, জন্মমৃত্যুর অতীত, আসিয়াই তাহা ভুলিয়া গেল। বহির্দ্দিকে আসিয়া দেহের সহিত মিলিয়া গিয়া নিজে যে কি তাহা ভুলিয়া গেল। দেহের ধর্ম্মকে নিজধর্ম্ম মনে করিয়া দেহের জন্মমৃত্যুর সহিত আপনাকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট বোধ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল! দেহপ্রকৃতি জন্মমৃত্যুরূপ বিকারের অধীন, সেই দেহে আবদ্ধ হইয়া জীবের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। দেহদৃষ্টি থাকিতে জন্মমৃত্যুর ভয় ঘুচিবার নহে, ভোগ লালসার আশা মিটিবার নহে, তাই দেহের ক্ষণিক সুখের লোভে লুব্ধ হইয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়া জীব অনাত্মায় আত্মসমর্পণ করিল। সেইাবধি জীব এই দেহ লইয়া অস্থির, দেহের অতিরিক্ত নিজ চিন্ময় স্বরূপের সন্ধান নাই, তাই দেহের সুখকেই সুখ মনে করিয়া সেই কল্পিত সুখের পিছনে পিছনে ছুটাছুটি করিয়া বার বার দেহ গ্রহণ ও দেহত্যাগের অভিনয় চলিতে লাগিল। দেহের ভোগ যে সুখ নহে এ কথা এখন তাহাকে কে বুঝাইবে, কে তাহাকে নিজ নিকেতনের পথ দেখাইয়া দিবে? কে তাহার মিথ্যা "আমিকে" ভুলাইয়া সত্য "আমিকে" চিনাইয়া দিবে? ওরে মূর্খ! "আমি" "আমি" করিতেছ, "আমিকে" কি কভু দেখিয়াছ? তোমার এ "দেহ-আমি" যে তোমার প্রকৃত "আমি" নয়, সে যে দেহাতীত। দেখ দেখি দেহের উপর সোয়ার হইয়া কে বসিয়া আছেন? তাঁহার দিকে কি একবারও নজর পড়ে না? ওরে সেই যে তোমার "আমি"—সে যে নিত্য সত্য অব্যয় বস্তু, তার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই। খেলিতে খেলিতে তন্ময় হইয়া অন্তঃপুর হইতে এত সরিয়া আসিয়াছি যে এখন আর মনেই পড়ে না কে আমি, কোথাকার আমি, কোথা হইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি! হে জীব, তোমার নিজ গৃহ পানেই আবার তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, যে রাস্তা ধরিয়া

"শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্" ॥ ইতি
স্থৈর্য্যং সন্মার্গে প্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা। আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ। এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তং পঞ্চমেনান্বয়ঃ ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং পূর্ব্বোক্তলক্ষণ ক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত জ্ঞেয় যে শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিবেন বলিয়া "অমানিত্বাদি" পঞ্চশ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন সমূহ বলিতেছেন]—(১) অমানিত্ব—স্বগুণের শ্লাঘা অর্থাৎ প্রশংসারাহিত্য, (২) অদম্ভিত্ব—দম্ভরাহিত্য, (৩) অহিংসা—পরপীড়াবর্জ্জন, (৪) ক্ষান্তি—সহিষ্ণুতা (৫) আর্জ্জব—অবক্রতা (অর্থাৎ সরলতা), (৬) আচার্য্যোপাসন—সদ্গুরু সেবা, (৭) শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, মৃজ্জলাদির দ্বারা বাহ্য শৌচ হয় আর রাগদ্বেষাদি মলক্ষালন (ভাবশুদ্ধি) দ্বারা অভ্যন্তর শুদ্ধি হইয়া থাকে। (৮) স্থৈর্য্য—সন্মার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তির তদেকনিষ্ঠতা (৯) আত্মবিনিগ্রহঃ—শরীর সংযম। "ইহারা জ্ঞানের সাধন, ইহার যে বিপরীত তাহা অজ্ঞান"—এই পঞ্চম শ্লোকের সহিত ইহার অন্বয় ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মানরহিত ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে হয়—দম্ভ অর্থাৎ বড়াই দর্প বুক চাড়া দিয়া চলা—অভিমান অর্থাৎ অন্যের দ্বারায় শুনিয়া আপনা আপনি মান করা কিম্বা মানের হানি হইলে আপনা আপনি অপমান বিবেচনা করা—দম্ভরহিত—অহিংসা হিংসা নাই—ক্ষান্তি—ঋজু অর্থাৎ সরল হওয়া—আর্জ্জবং সরল অর্থাৎ যাহা মনে থাকে তাহাই বলে—গুরুর উপাসনা অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে স্থির হওয়া আত্মা ব্রহ্মেতে রাখা।—শরীরদৃষ্টি হইতে (১) আত্মশ্লাঘা হয়, তখন নিজেকে জ্ঞানী, মানী, ধনী, বিদ্বান কত কি মনে হয়—নিজেকে সকলের অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হয়, যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় শরীরের উর্দ্ধে থাকেন তাঁহার শরীর বোধ না থাকায় শরীরজনিত অভিমানও তাহার থাকে না। (২) দম্ভ অর্থাৎ সর্ব্বদা নিজের বড়াই করা, আমাকেই যেন একমাত্র সর্ব্বগুণান্বিত মানুষ করিয়া ভগবান পাঠাইয়াছেন; ইহারা নিজ নিজ শক্তির বড়াই তো করেই, আবার নিজের কুটুম্ব কেহ বড়লোক আছে তাহারও বড়াই করিয়া থাকে। নিজের মঙ্গলের জন্য উপাসনা করিয়া থাকে তাহারও বড়াই করিতে ছাড়ে না—"আমি ছয়ঘণ্টা করিয়া সাধনভজন প্রত্যহ করি" ইত্যাদি। ইঁহাদের এত অভিমান যে পান থেকে চূণ খসিবার উপায় নাই। কোথায় এতটুকু মানের হানি হইল সে লক্ষ্য ইহাদের সর্ব্বদাই থাকে—এইরূপ দম্ভের অভাবই অদম্ভিত্ব। (৩) অহিংসা—প্রাণি-মাত্রকেই পীড়া না দিবার আগ্রহ, সর্ব্বদাই বিপন্ন ব্যক্তিকে নিজজন বোধে সাহায্য করিবার চেষ্টা। সকলের সুখকেই নিজের সুখ মনে করা—ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "যম"। এই অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে বুঝা যায় যে সাধক সর্ব্বাত্মবোধের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। হিংসা মনে থাকিতে ভগবদ্কৃপার কণামাত্র লাভ করাও অসম্ভব। এই অহিংসা ভাব যখন নিজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইতর প্রাণীরাও আর তাহার হিংসা করিতে পারে না। আপনাকে আপনি কেহ হিংসা করে না, সেইরূপ সর্ব্বত্র যাঁহার আত্মদর্শন হইয়া থাকে তিনি

স্থিতি সুদীর্ঘ হয়, কিন্তু এই স্থিতি লাভ পর্য্যন্ত সাধনায় লাগিয়া থাকিতে না পারাই জীবনের পরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য মোচন করা সাধকের নিজের হাতেই রহিয়াছে। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া ভাল করিয়া মন দিয়া ক্রিয়া করিলেই মন ব্রহ্মে আটকাইয়া যায়। ভাগবতে রাসলীলার সময় ভগবানের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরত"—সুরত অর্থে রতি ক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়-বাসনা ও বিষয়াসক্তি। এই সুরত জন্য যে আনন্দ তাহার নাম সৌরত। সেই বিষয়ানন্দ আত্মায় নিত্যই অবরুদ্ধ থাকে অর্থাৎ প্রবেশই করিতে পারে না। যাহার মন আত্মাতে আটকাইয়া থাকে তাহার বিষয় বাসনার উদয়ই হইতে পারে না। এইরূপ অবরুদ্ধ বা স্থৈর্য্যই সাধনার ঐকান্তিক লক্ষ্য।

(৯) আত্মবিনিগ্রহ—দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া সন্মার্গে প্রবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদন করিতে না পারিলে সাধনমার্গে বহু বিঘ্নই আসিয়া উপস্থিত হয়। এইজন্য একদিকে অভ্যাসপটুতা ও অন্যদিকে বাহ্য বিষয়াদির প্রতি অনাবশ্যক আসক্ত না হওয়া সাধন-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

আত্মবিনিগ্রহের অর্থ হইল "আত্মা ব্রহ্মেতে রাখা।" অর্থাৎ মনকে অন্য বিষয়ে যাইতে না দিয়া কেবল আত্মস্থ করিয়া রাখা। শ্রীমৎ স্বামী রামানুজের ব্যাখ্যাতেও এই কথার প্রতিধ্বনি আছে—"আত্মস্বরূপব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো মনসো নিবর্ত্তনং"—আত্মস্বরূপ ব্যতীত অন্য বিষয় হইতে মনকে নিবর্ত্তিত করাই—"আত্মবিনিগ্রহ"। মধুসূদন বলিয়াছেন—"আত্মনো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্য স্বভাবপ্রাপ্তা মোক্ষপ্রতিকূলা প্রবৃত্তিং নিরুধ্য মোক্ষসাধন এব ব্যবস্থাপনং"—দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের স্বভাবপ্রাপ্ত মনের যে মোক্ষবিষয়ে প্রতিকূল প্রবৃত্তি তাহাই নিরোধ করিয়া মোক্ষসাধনে ব্যবস্থাপিত করাই "আত্মবিনিগ্রহ।" এখন দেখা যাক মনকে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিরূপে? আপনাতে আপনি—এই ভাবের স্থিতি হইলেই আত্মবিনিগ্রহ হয়। জোর করিয়া এই মনকে নিগ্রহ করা যায় না। আত্মবিনিগ্রহ শব্দে কেহ কেহ শরীর সংযম কেহ কেহ বা মনঃসংযম বুঝিয়াছেন। উভয়ের কথাই আংশিক সত্য, দেহ ও ইন্দ্রিয় উভয়কেই সংযত করিতে হইবে, নচেৎ চিত্তকে আত্মাভিমুখ করা কঠিন। প্রথমতঃ বিষয়ের প্রতি চিত্তের বেগকে হ্রাস করিয়া আনিবার জন্য ভোগ্য বিষয়ের (শরীর ও ভোগ্য বস্তুর) অনিত্যতা চিন্তা করা আবশ্যক, পরে দেহেন্দ্রিয়াদির সংযমের জন্য "আসন ও প্রাণায়াম"—এই দুইটীর প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যোগীরা সেই জন্য সাধনের মধ্যে আসন ও প্রাণসংযমকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। হঠযোগাদিগ্রন্থে স্বস্তিক, পদ্মাসনাদি বহুবিধ আসনের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্যই বিশেষভাবে প্রয়োজন, তথাপি তাহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রকৃত "আসন" যে কি তাহা ভগবান পতঞ্জলি যোগদর্শনে উল্লেখ করিয়াছেন—"স্থিরসুখমাসনম্।" এমন ভাবে আসন করিতে হইবে যাহাতে দেহের কষ্ট না হয়, দেহের কষ্ট হইলেই মন চঞ্চল হইবে। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর অপরোক্ষানুভূতিতে বলিয়াছেন—

"সুখেনৈব ভবেদ্যস্মিন্ অজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।
আসনং তদ্বিজানীয়াৎ নেতরৎ সুখনাশনম্॥"

যে অবস্থায় সুখপূর্ব্বক অজস্র ব্রহ্মচিন্তন হইতে থাকে, তাহাকেই প্রকৃত আসন বলিয়া জানিবে, অন্য আসনাদি সুখ-নাশের জন্য।

কিন্তু এই অজস্র ব্রহ্মচিন্তন হইবে কিরূপে? একে তো মনের ছুটাছুটি আছেই, তাহার উপর দেহ বাঁকিয়া বসে, এই জন্য দেহটাকে ঠিক করিবার জন্য হঠযোগীরা বহুবিধ আসনের উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে দেহ ও দৈহিক বিকারের উভয়েরই শান্তি হইয়া থাকে। কিন্তু দেহকে ঠিক করিতে করিতে ওদিকে যে আয়ু ফুরাইয়া যায়, আর অজস্র ব্রহ্মচিন্তন কিরূপে করিব? তাই কেবল আসনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া এক আধটা আসন যাহা অভ্যাস হয় তাহার উপরই নির্ভর করিয়া মনকে স্থির করিবার প্রযত্নই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করিয়া করা আবশ্যক। "স্থির সুখমাসনম্" স্থিরতা-জনিত যে সুখ সেই স্থিরত্বে যাঁহার চিত্ত উপবিষ্ট থাকে তাঁহারই আসন-সিদ্ধি হইয়াছে। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের প্রভাবে চিত্ত যখন প্রাণসহ হৃদয় দেশে অবস্থান করিতে পারে, তখন সে চিত্তে আর কোন তরঙ্গ উঠে না। এই স্থির প্রশান্ত চিত্তই ভগবানের বসিবার স্থান। নিরালম্বোপনিষদে আছে—"ব্রহ্মৈব স্বপ্রকৃতিশক্ত্যভিলেশমাশ্রিত্য লোকান্ দৃষ্ট্বা তর্য্যামিত্বেন প্রবিশ্য ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয়নিয়ন্তৃত্বাদীশ্বরঃ"—ব্রহ্ম স্বয়ং নিজ প্রকৃতিশক্তির লেশকে আশ্রয় পূর্ব্বক সকল লোক দৃষ্টি করিয়া অন্তর্য্যামী (অন্তরে গমন করিব) এতদ্রূপ চিন্তনান্তর সকলের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক জগতস্থ তাবৎ ব্যক্তির বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তাই ঈশ্বর। তাই চিত্ত যাহার যত অন্তরে অর্থাৎ হৃদয়ে প্রবিষ্ট তাহার ঈশ্বর-সান্নিধ্য তত অধিক। হৃদয়দেশে চিত্তকে স্থাপিত করিতে পারিলে তবে এই চঞ্চল চিত্ত স্থিরত্বের আনন্দ ও প্রশান্তভাবের আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। গীতাতেও "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ" বলিয়াছেন। এই শুচিদেশই হইল হৃদয়াকাশ, সেই হৃদয়াকাশেই যোগীকে আসন পাতিতে হইবে। এই আসন যাহার যত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ঈশ্বরের সহিত তত যোগযুক্ত হইতে পারিয়াছেন। এই আসনের যাহা ফল, তাহা যোগদর্শনে যেরূপে উল্লিখিত আছে তাহা বলিতেছি। ঋষি বলিয়াছেন—

"প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্।" যোগদর্শন, সাধন পাদ।

আসনসিদ্ধি তখন হইয়াছে বুঝিতে পারা যাইবে যখন "প্রযত্ন শৈথিল্য ও অনন্ত সমাপত্তি" এই দুইটী লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে যে স্বাভাবিক কর্ম্মোন্মুখতা দৃষ্ট হয়, তাহার শিথিলতার নামই "প্রযত্ন শৈথিল্য", অর্থাৎ যে সময় চিত্তের এরূপ স্থৈর্য্য হয় যে তখন আর দেহাদি অবয়ব অথবা চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় আর কোন ব্যাপারের মধ্যে ধাবিত হইতে চাহে না, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মচেষ্টা হইতে তাহাদিগকে যেন নিরস্ত করিয়া রাখে, তখনই "প্রযত্ন শৈথিল্য" অবস্থা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "অনন্ত সমাপত্তি" তখনই হয় যখন চিত্ত অসীম ভাবে ভাবিত হয়, চিত্ত তখন আর সসীম ভাব লইয়া থাকিতে পারে না। অনন্তের ভাসা ভাসা উপলব্ধিও (যাহা কবিদের হয়) তাহা সম্যক্ প্রাপ্তি বা সমাপত্তি নহে। আমরা সন্ধ্যাদি পূজাকালে সে আসনশুদ্ধি করিয়া থাকি, তাহার উদ্দেশ্যও এই অসীমভাবে

চিত্তকে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া। আসন মন্ত্রের তাই সুতলং ছন্দ, কূর্ম্ম দেবতা এবং মেরুপৃষ্ঠ ঋষি। মেরুদণ্ডই সেই দেবতার পীঠস্থান, তন্মধ্যস্থ শক্তিই তাহার ঋষি, ইহার ছন্দ সুতল অর্থাৎ পদতল হইতে মূলাধার ও নাভি পর্য্যন্ত বায়ু স্থির, তখন যে ভাব বা দেবশক্তির প্রকাশ হয়,—তাহাই কূর্ম্ম দেবতা। কূর্ম্ম যেমন অঙ্গ সকলকে ভিতরে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে তদ্রূপ যাঁহার মন প্রাণের মধ্যে এবং প্রাণ মহাপ্রাণ স্থিরতার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারই প্রকৃত আসন সিদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই আসন সিদ্ধি হইলে "ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ"—অর্থাৎ শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব জনিত চিত্তের যে ক্লেশ তাহা আর থাকিতে পারে না। এতদবস্থায় অনুকূল বা প্রতিকূল কোন ভাবের দ্বারাই চিত্ত মথিত হইতে পারে না। যে সুখস্বরূপ ব্রহ্মেঃ স্থিত হইলে অন্য কোন চিন্তার লেশও উদয় হয় না, সেই ত্রিকালস্থায়ী ব্রহ্মই আসন, সাধকের বসিবার স্থান।

দ্বিতীয় বিষয়টী প্রাণসংযম—যাহা প্রাণায়ামাদি সাধন দ্বারা হইয়া থাকে। প্রাণের স্থিরতা না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের স্বরূপ অনুভব হয় না। প্রাণের সাধনাতেই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়। প্রাণই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রবাহিকার মধ্য দিয়া গিয়া নানাস্থানে গ্রন্থি উৎপন্ন করিয়াছে। যেমন নদীর মধ্যে আবর্ত্ত হয় সেইরূপ প্রাণধারা এই এক একটি গ্রন্থির মধ্যে সন্নিরুদ্ধ হইয়া তথায় প্রাণ-প্রবাহকে আবর্ত্তময় করিয়া তুলিয়াছে, সেই গ্রন্থি ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের মুক্তি হয় না। কারণ যাহা মুক্তির পথ তাহাই আবর্ত্তবহুল হইয়া স্বাভাবিক গতিকে রোধ করিয়া রাখিয়াছে। এই আবর্ত্তকে আবর্ত্তহীন সরল করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলেই প্রাণশক্তি বা কুণ্ডলিনী শক্তি সহজ পথ পাইয়া স্বস্থানে অবিলম্বে পৌঁছিতে পারিবে। কুণ্ডলিনীর পথকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই মুদ্রাদি সাধনের উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ হইতেই প্রাণের নিরোধ-ভাব উপস্থিত হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় আমার "অহং"-ভাবও প্রাণসত্ত্বা হইতে অভিন্ন।

এই প্রাণায়ামের ফল যোগদর্শনে আছে—"ধারণাসু যোগ্যতামনসঃ"—যোগ ধারণা বিষয়ে মনের যোগ্যতা লাভ হয়। আমাদের সময়ে সময়ে আধ্যাত্মিক ভাবের কথাগুলি ভাল লাগে, কোন কোন সময়ে আকস্মিক অনেক আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপলব্ধিও হইয়া থাকে, কিন্তু সে ভাবগুলিকে মনের অক্ষমতা হেতু ধারণা করিয়া রাখা যায় না। সুতরাং সেই সকল অত্যুত্তম ভাবনিচয়ের স্মৃতিধারা অল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাই উচ্চভাবে ভাবিত হইলেও মনের সে ভাবকে স্থায়ী করিয়া রাখা শক্ত। জলের বুদ্‌বুদ যেন ক্ষণপরে জলেই মিশিয়া যায়। ইহাতে স্থায়ী কল্যাণ হয় না, স্মৃতি ধরা না হইলে চিত্তশুদ্ধির বিঘ্ন করে। এই জন্য যাহা ধারণার ব্যাঘাতক ও আত্মপ্রকাশের আবরণ স্বরূপ তাহার ক্ষয় হওয়া আবশ্যক। এই আবরণ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনার উচ্চতম অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু ইহাতেও প্রাণায়ামের কল্যাণকারিণী শক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইল না। অপরোক্ষানুভূতিতে প্রাণায়ামের এই লক্ষণ করিয়াছেন—

"চিত্তাদি সর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ।
নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥"

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯

উৎক্রমণ এবং নিরাশ্রয় হেতু মনের ভয়, অত্যন্ত স্থবিরাবস্থাই জরা, তাহাতে হস্ত পদাদি ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হ্রাস হইয়া যায় এবং মনেরও শক্তি কমিয়া যায়, বুদ্ধির প্রাখর্য্যেরও ব্যতিক্রম ঘটে ; এ অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর, এ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা কেবল কষ্টভোগ মাত্র। ইহার উপর ব্যাধি, নানাপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক দৈহিক পীড়া—এই সকল দুঃখভোগের কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে দেহ ধারণের বাসনা এবং দেহজনিত বিবিধ ভোগ-বাসনা ক্ষীণ হইতে থাকে। সুতরাং এতদালোচনা যে জ্ঞান লাভের অনুকূল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

[শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ দুঃখানি চ তেষু জন্মাদিদুঃখান্তেষু প্রত্যেকং দোষানুদর্শনম্"—জন্ম, মরণ, বার্দ্ধক্য, ব্যাধিসমূহ ও অন্যান্য দুঃখ সমূহ—এই কয়টি বস্তুর প্রত্যেকটিতেই দোষদর্শন অর্থাৎ আলোচনা করা। অথবা—"দুঃখান্যেব দোষঃ দুঃখদোষস্তস্য জন্মাদিষু পূর্ব্ববদনুদর্শনম্। দুঃখং জন্ম, দুঃখং মৃত্যু, দুঃখং জরা, দুঃখং ব্যাধয়ঃ, দুঃখনিমিত্তত্বাৎ জন্মাদয়ো দুঃখং। ন পুনঃ স্বরূপেনৈব দুঃখমিতি। এবং জন্মাদিষু দুঃখ দোষানুদর্শনাৎ দেহেন্দ্রিয় বিষয়ভোগাদিষু বৈরাগ্যমুপজায়তে। ততঃ প্রত্যগাত্মনি প্রবৃত্তি করণানামাত্মদর্শনায়। এবং জ্ঞানহেতুত্বাৎ জ্ঞানমুচ্যতে জন্মাদিদুঃখদোষানুদর্শনম্"—অথবা দুঃখ সমূহই দোষ এই অর্থে দুঃখদোষ শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই 'দুঃখদোষ' শব্দটি জন্মাদি শব্দগুলির সহিত অন্বয় করিতে হইবে। যথা জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিসমূহও দুঃখ। জন্ম প্রভৃতি স্বরূপতঃ দুঃখ নহে, কিন্তু উহারা দুঃখের কারণ, এইজন্য দুঃখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইল। এই প্রকার জন্ম প্রভৃতিতে দুঃখ দোষানুদর্শনের দ্বারা দেহেন্দ্রিয় ও বিষয়-ভোগ সমূহে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তাহার পর পরমার্থদর্শনের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রকার জন্মাদিতে দুঃখ দর্শন ও জ্ঞানের হেতু বলিয়া উহা জ্ঞান শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় ক্লেশকর চিন্তা করিতে করিতে ভোগ-বাসনা হ্রাস হইয়া আসে এবং দেহ ধারণের জন্যও বলবতী স্পৃহা থাকে না—এইজন্য জন্মমৃত্যু প্রভৃতির দোষানুসন্ধান আত্মজ্ঞান লাভের পরম সহায় ॥ ৮

অন্বয়। পুত্রদারগৃহাদিষু (পুত্র স্ত্রী গৃহাদিতে) অসক্তিঃ (প্রীতিবর্জ্জন), অনভিষ্বঙ্গঃ (তাহাদের সুখদুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা), ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু চ (এবং ইষ্টলাভে বা অনিষ্টপাতে) নিত্যং সমচিত্তত্বং (সর্ব্বদা চিত্তের সমভাব) ॥ ৯

শ্রীধর। কিঞ্চ—অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদিষু অসক্তিঃ—প্রীতিত্যাগঃ। অনভিষ্বঙ্গঃ—পুত্রাদীনাং সুখেদুঃখে বা অহমেব সুখী দুঃখী চ ইতি অধ্যাসাতিরেকাভাবঃ। ইষ্টানিষ্টয়োঃ উপপত্তিষু—প্রাপ্তিষু, নিত্যং—সর্ব্বদা সমচিত্তত্বম্ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—পুত্রাদিতে অসক্তি অর্থাৎ প্রীতিত্যাগ। অনভিষ্বঙ্গ অর্থাৎ পুত্র প্রভৃতির সুখে বা দুঃখে আমিই সুখী বা দুঃখী এইরূপ অধ্যাসের যে আধিক্য তাহার অভাব। ইষ্ট এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমচিত্ততা ॥ ৯

চারিণী সা চ জ্ঞানং"—ভগবান বাসুদেব হইতে অন্য কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, অতএব তিনিই আমাদের একমাত্র গতি এইরূপ নিশ্চিতবুদ্ধিকেই অনন্যযোগ বলা যায়। সেই অনন্যযোগের সহিত যে ভক্তি বা ভজন তাহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। সেই ভক্তিও জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়। আবার ক্রিয়ার পর অবস্থাই প্রকৃত "জ্ঞান," সেই জ্ঞান লাভ হয় যদি ফল কামনা রহিত হইয়া অবিচলিতভাবে ক্রিয়া করা যায়। এইভাবে ক্রিয়া করিতে করিতে আর অন্য বস্তুর প্রতি আসক্তির সহিত দৃষ্টি থাকে না, লক্ষ্য সর্ব্বদা আত্মাতেই থাকে। আত্মাতে লক্ষ্য না থাকিলেই মন ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সাধক যখন অনুভব করেন যে "ভগবান বাসুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই," সুতরাং তিনি আমার সর্ব্বস্ব, তখন তিনি তাঁহাকে ভজন না করিয়া অন্য বস্তুর প্রতি আসক্তি দেখাইবেন কেন? সাধকের অব্যভিচারিণী ভক্তি এখানে জ্ঞানের অন্যতম লক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করা হইল। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্য কোন বোধ না থাকায়, সেই অবস্থায় যে ভজন তাহাই অনন্য ভক্তি। অর্থাৎ তাহাতে স্থিতি; তাহাই প্রকৃত ভক্তি।

এই বোধ ভজন করিতে করিতেই হয় বটে, কিন্তু কখন হয়? যে বিশ্বব্যাপী আত্মা সর্ব্বত্র ও সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, যখন তাঁহাকে তিনি সাক্ষাৎ করেন। এইরূপ আত্মদর্শন আমাদের সকলের হয় না কেন? কারণ আমাদের মন বহির্ম্মুখ হইয়া নিজ কল্পনাবলে অবস্তুতে (যাহা প্রকৃত কোন বস্তু নহে) বস্তু দর্শন করে এবং তাহাই সত্য ভাবিয়া সেই সকল কল্পিত বস্তুকে ভোগার্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যদি সংগ্রহে সমর্থ হয় তখন তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না, আর যদি সংগ্রহে অসমর্থ হয় তাহা হইলে শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হয়। কিন্তু উহা যে আকাশের গায়ে মূর্ত্তি কল্পনার ন্যায় অলীক তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সামর্থ্য তখন তাহার থাকে না, তজ্জন্য তাহাদের চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে ও নিরানন্দে ভরিয়া যায়। এই মিথ্যা কল্পনার কবল হইতে মুক্তি না পাইলে জীবের শান্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? জীবের গতি মুক্তি যে সেই চির স্থির চিদানন্দময় আত্মা। তিনি যে পরম শূন্য, কারণ সেখানে মনও নাই, কল্পনাও নাই, ভোক্তা ভোগ্য সম্বন্ধও সেখানে নাই, সুতরাং বস্তুর প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে সেই সুখময়ী শান্তি নিদার কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এই সুখময় শান্তিময় অবস্থা পাওয়া যায় কিরূপে? সর্ব্বদা আত্মক্রিয়া, আত্মচিন্তা ও আত্মমননের দ্বারা মনের নিবিড় কল্পনা মেঘ কাটিয়া যায়, কল্পনা তিরোহিত হইলেই আত্মজ্ঞানের ঊষাস্নিগ্ধ-কিরণে মন-প্রাণ ও দেহ ভরিয়া যায়। তখন কোন দিকে আসক্তি নাই, কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তি নাই—তখন মন জনশূন্য অরণ্যের মত নিস্তব্ধ কোলাহল শূন্য। সে কি সুন্দর অবস্থা! এই অবস্থাই ক্রিয়ার পর অবস্থা, অন্য দিকে দৃষ্টি না দিয়া মন দিয়া কেবল ক্রিয়া করিতে পারিলে এই অপূর্ব্ব অবস্থাকে আয়ত্ত করা যায়। আত্মা ব্যতীত অন্য বিষয়ে আসক্তি হইলেই চিত্তের পবিত্রতা নষ্ট হয়, চিত্ত তখন ব্যভিচারদোষগ্রস্ত হয়। মনের বিষয়রতি থাকিতে ঐকান্তিকভাবে আত্মায় যোগস্থাপন হয় না। সেই জন্য সর্ব্বদা আত্মক্রিয়া ও আত্মমননে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে সাধক তীব্র চেষ্টাশীল ও যাঁহার চিত্ত তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত তাঁহার

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১

প্রাণস্থানীয় সুতরাং কর্ম্মপ্রবৃত্তি ক্ষীণ হইলে অজ্ঞানও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞান ক্ষীণ হইলে মনের চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না, মন অচঞ্চল হইলে দেহেন্দ্রিয়াদিকৃত কর্ম্মে জীবাত্মার অভিমান আসিবে না। অতএব মন দিয়া ক্রিয়া করা আবশ্যক, মন দিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে এক প্রকার নেশার মত বোধ হয়, তখন বাহ্য উপদ্রবাদি মনকে আর বিষয়ের পানে টানিয়া আনিতে পারে না। সাধক তখন সেই নেশায় ভোর হইয়া আপনাকে ও আপনার বহিস্থ বিষয়কে ভুলিয়া যান। এইজন্যই আত্মজ্ঞানলাভে সদা উদ্যোগ চাই। কূটস্থদর্শনও অধ্যাত্মজ্ঞান বটে কিন্তু তাহাও চরম জ্ঞান নহে। চরম জ্ঞান ক্রিয়ার পরাবস্থায় উদিত হয়। তখন দৃশ্যদর্শন লোপ পায়। ভগবানও বলিয়াছেন—"যদ্দৃষ্টং বিশ্বরূপং মে মায়ামাত্রং তদেবহি তেন ভ্রান্তোঽসি কৌন্তেয় স্ব স্বরূপং বিচিন্তয়"। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই স্বস্বরূপের জ্ঞান হয়। জনসমাগমে অনিচ্ছা ও কোন লোকের বা বস্তুর প্রতি আসক্তি তখন সম্ভবই হয় না। বাহিরের সঙ্গ ত্যাগ তো কঠিন নহে, কিন্তু মনের দ্বারা বিষয়ালোচনা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। বাহিরের দুঃসঙ্গ ত্যাগও তত কঠিন নহে, কিন্তু পুত্র, কলত্র, বিত্ত, গৃহাদির প্রতি যে অত্যধিক আসক্তি রহিয়াছে তাহার বন্ধনই সর্ব্বাপেক্ষা দুশ্ছেদ্য। এইজন্য বাহিরের ও ভিতরের সর্ব্ব প্রকার সঙ্গই বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু জনসঙ্গ অপ্রয়োজনীয় হইলেও সাধুসঙ্গ সাধনার সময় বিশেষভাবেই প্রয়োজনীয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত সদ্ভাব পরিপুষ্ট হয় না, মনে সাধুভাবের অভাব হইলে অসৎ কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি আসিবে না।' ১০

অন্বয়। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মজ্ঞানে সদা নিষ্ঠা), তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা ফল-সম্বন্ধে আলোচনা) এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ (এই সকলকে জ্ঞান বা জ্ঞানের সাধন বলা হয়)। অতঃ (ইহা হইতে) যৎ অন্যথা (যাহা বিপরীত) অজ্ঞানম্ (তাহা অজ্ঞান) ॥ ১১

শ্রীধর। কিঞ্চ—অধ্যাত্মেতি। আত্মানং অধিকৃত্য বর্ত্তমানং জ্ঞানং তস্মিন্ নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ। ত্বং পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বং ইত্যর্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্য অর্থঃ—প্রয়োজনং মোক্ষঃ তস্য দর্শনম্ মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টতালোচনমিত্যর্থঃ। এতদ্ অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্ ইত্যাদি বিংশতি সংখ্যকং যদুক্তং এতদ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানসাধনত্বাৎ। অতোঽন্যথা—অস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদি যৎ এতৎ অজ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভিঃ জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ। অতঃ সর্ব্বথা ত্যজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন] আত্মাকে অধিকার (বিষয়) করিয়া বর্ত্তমান যে জ্ঞান সেই অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যভাব অর্থাৎ "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থ শুদ্ধির জন্য নিষ্ঠত্ব অর্থাৎ তাহাতে বিশ্বাস। তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ বা প্রয়োজন যে মোক্ষ তাহাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহার আলোচনা। অমানিত্ব, অদম্ভিত্বাদি জ্ঞানের সাধন বলিয়া বশিষ্ঠাদি এই বিংশতি সংখ্যককে

তাহাই "অসৎ" শব্দ বাচ্য। কিন্তু জ্ঞেয় স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি উভয় হইতে বিলক্ষণ, কারণ ব্রহ্ম অবিষয়। [ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু হয় "সৎ" অর্থাৎ আস্তি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া আছে, নচেৎ "অসৎ" নাস্তি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম অবাঙ্‌মানসগোচর, সেজন্য অস্তি কি নাস্তি এই দুইটী বুদ্ধির কোনটীকেই আশ্রয় করিয়া নাই]॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার যে বস্তু—কূটস্থ ব্রহ্ম—তাহা ভালরূপে বলিতেছি—যাহা জানিলে আমার পদকে পায়—যাহার আদি নাই অর্থাৎ কোন সময়ে নেশা—ক্রিয়ার পর অবস্থার—সুরু হইল তাহা অনুভব হয় না; তখন আমাতে আমি নাই, তিনি পরব্রহ্ম, সকলের পর ধ্রুব নিশ্চিত—তখন সৎ অসৎ দুইই—বর্জ্জিত অর্থাৎ দৃশ্য ও দ্রষ্টা কেহই নাই।— কুটস্থ ব্রহ্মই জ্ঞেয় বস্তু। এই কূটস্থকে জানিতে পারিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। এই দেহটা মরিয়া যায়, কূটস্থের তো আর মৃত্যু নাই, এই কূটস্থকে জানিলেই জন্মমৃত্যুর খেলা শেষ হইয়া অমরত্ব লাভ হয়। কিন্তু জ্ঞেয় বলিলেই মনে হয় জ্ঞাতার যিনি জ্ঞানের বিষয়, তাহা হইলেই জ্ঞেয় পদার্থ সাধারণ বস্তুর মত হইয়া গেল। চক্ষুর জ্ঞেয় যেমন দৃশ্য বস্তু উহা কিন্তু সেরূপ জ্ঞেয় নহে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি সেই জ্ঞেয় সম্বন্ধে বলিতেছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—অর্থাৎ তিনি বাক্য মনের অতীত। সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞানের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তখন আমাতে আমি থাকে না, সে অবস্থায় দৃশ্য ও দ্রষ্টা কিছুই থাকে না। বুদ্ধির অতীত সেই পরমাত্মাকে বুদ্ধিরও জানিবার সামর্থ্য নাই। সেই জন্য বলা হইল তিনি সৎ অসৎ কিছুই নহেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৎ পদার্থ নহেন, তাই বলিয়া তিনি যে নাই তাহাও নহে, তাহার ঝলক বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়। পরে বুদ্ধিও যখন থাকে না, তখন বোদ্ধাও থাকে না, কিন্তু তিনি থাকেন, সেই যে থাকা বা অস্তিত্ব মাত্র সত্তাকেই জ্ঞেয় বলা হইয়াছে। বেদ বলিতেছেন—"নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমপরো যদিতি"—(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল)—সৃষ্টি বিকাশের পূর্ব্বে অসৎ বা শূন্য, সৎ বা ব্যক্ত প্রভৃতি কিছুই ছিল না। যাহা দ্বারা জানা যায় সেই করণ সমূহ ব্রহ্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। বরং মন ইন্দ্রিয়াদি সহ বুদ্ধি নিরুদ্ধ না হইলে তাঁহাকে জানা যায় না। অগাধ সিন্ধুর তলদেশে যে অসীম আকাশ বর্ত্তমান তাহা যেমন সলিল রাশির ভিতর হইতে দেখা যায় না, কিন্তু কল্পনা করা যায়, তদ্রূপ মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিরূপ তরঙ্গ ভঙ্গের মধ্যে চিরস্থির নিত্য সত্য পরমাত্মাকে অনুভব করা যায় না, কিন্তু অনুমান করা যায়। কিন্তু তখনই ঠিক ধরা যায় যখন বুদ্ধিও থাকে না অর্থাৎ তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান এক হইয়া যায়। এ অবস্থায় কিছুই থাকে না, সুতরাং সে অবস্থাকে লক্ষ্য করিবে কে? এই অবস্থা হইতে অবতরণ করিলে যখন বুদ্ধি জাগ্রত হয় তখন সেই বুদ্ধির মধ্যে আত্মার কিছু প্রকাশ অনুভব হয়, এই জন্য উহাকে "বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং" বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের এই বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবটীও পরিলক্ষিত হইতে পারে না যদি বুদ্ধি স্থির ও নির্ম্মল না হয়। এই জন্য যাঁহারা আত্মার পরিচয় পাইতে চাহেন তাঁহাদের ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিকে অসীম স্থিরতার মধ্যে লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু প্রাণের চাঞ্চল্য তিরোহিত করিতে না পারিলে উহাদের চাঞ্চল্য

পাণিপাদশিরোমুখ দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ করাইতেছে। জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞান হইতে পৃথক নহে। যখন কিছুই ছিল না তখনও একটা বোধ ছিল, সেই বোধের মধ্যে সর্ব্ব বস্তু মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, আবার যখন সর্ব্ব বস্তুর বোধঃ ফিরিয়া আসিল তখনও বোধটীই সর্ব্ববস্তুরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। যখন ব্রহ্ম কেবল জ্ঞান মাত্র তখন ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ ও সঙ্কোচের দ্বারা অনুভবের পার্থক্য হইলেও উহা প্রকৃত পৃথক বস্তু নহে। যখন নানাত্বের বোধ হয়, তখনও তাহা মন ইন্দ্রিয়ের বিলাস মাত্র উহা নূতন কোন বস্তু নহে।

এই "তৎ" বস্তুটী যে সর্ব্বত্র পাণিপাদ যুক্ত, সর্ব্বত্র চক্ষুকর্ণ বিশিষ্ট তাহা আরও সূক্ষ্মভাবে বুঝা যায় যোগাভ্যাসের দ্বারা যে শক্তির বিকাশ হয় তাহা হইতে। ব্রহ্ম সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, স্থান ও কাল দ্বারা তাহা বাধিত হয় না, তাই যোগী যখন স্থিরপদ লাভ করিয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত হন, তখন কেবল মন বা সঙ্কল্পের দ্বারাই সকল বস্তুর আদান প্রদান হইয়া থাকে। যাহা তিনি ভাবিতেছেন তাহাই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইয়া থাকেন; মনে উদয় হইবা মাত্রই বহুদূরবর্ত্তী স্থানেও উপস্থিত হইতে পারেন বা তথাকার সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সহস্র সহস্র ক্রোশের ব্যবধান থাকিলেও তত্তৎ স্থানে কে কি বলিতেছে ইচ্ছা করিলে শুনিতে পান, কোন দ্রব্যের মধ্যে কি কি গুণ রহিয়াছে তাহা ইচ্ছা করিলেই জানিতে পারেন; ব্রহ্ম দ্বারা সকল বস্তুই আবৃত, তিনি ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া তাই একস্থানে বসিয়াই ব্রহ্মাণ্ডের সব সংবাদ গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট এ স্থান বা অন্য স্থান নাই, সকল স্থানই তাঁহার নিকট একস্থানে। কিন্তু যখন নানাত্বের জ্ঞান হয় তখনও তাহা পরমাত্মারই অধিষ্ঠান ইহা বুঝিতে হইবে। ভাল করিয়া ক্রিয়া করিতে পারিলে ক্রিয়ার দ্বারা যে ধারণা হয় এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত যোগী যেরূপে সংসার করেন বা যে ভাবে তিনি সংসারকে দেখেন তাহা ধারণা করিতে পারিলেই ভগবানের সর্ব্বত্র বিদ্যমানের কথা বুঝিতে পারা কঠিন হইবে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই উপবাসরূপ-ব্রত। উপ অর্থাৎ সমীপে বাস, পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের জন্য যে বিদ্যা সাধিত হয় তাহাই ক্রিয়া, কারণ ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হয়। তখন ব্রহ্মের সমীপে বা তাঁহার সহিত এক হইয়া অবস্থান করা যায়। তখন শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বাহিরে অনুভব করা যায় না, তখন উহা এত সূক্ষ্ম ভাবে ভিতরে ভিতরে চলে যে মনে হয় না চলিতেছে, কিন্তু শ্বাসে মন দিলেই চলিতেছে দেখা যায়, যদি না চলিত তবে জীবন থাকিত না। ক্রিয়া দ্বারা উক্ত প্রকার যে স্থিতি হয় তাহাই যোগধারণা। লৌহ যেমন চুম্বক পাথরের নিকটে আসিলেই লৌহের গাত্রে সংলগ্ন হয়, তদ্রূপ ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আত্মা পরমাত্মাতে সংলগ্ন হইয়া যায় এবং তাহাতেই আটকাইয়া থাকে। প্রথম প্রথম এ অবস্থায় আর অন্য কোন কর্ম্ম করিতে পারা যায় না, কিন্তু পরে আটকাইয়া থাকিলেও যোগী সকল কর্ম্মই করিতে পারেন। এইজন্য প্রত্যহ এবং সর্ব্বদা ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য, নচেৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ হয় না এবং আত্মা (মন প্রাণ) কেমন করিয়া যে পরমাত্মাতে আটকাইয়া থাকে (অবরুদ্ধ রূপ) তাহা বুঝা যায় না। ক্রিয়া করিবার সময় মন চঞ্চল থাকে, কিন্তু পরাবস্থায় কোন সঙ্কল্প থাকে না, সুতরাং মনও থাকে না,

তখন এক প্রকার নেশার মত অবস্থা হয়। এই নেশাতে থাকার নামই **ভক্তি, শ্রদ্ধা, ধ্যান বা যোগ।** ইহারই নাম "উপবাস" কারণ তখন পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ হয় এবং তখন শ্বাস প্রশ্বাস ও তৎসহ মন আটকাইয়া থাকে বলিয়া কোন বাহ্য বস্তুর গ্রহণ হয় না। এই অবস্থায় সাধকের অসাধারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয় যাহা হইতে সমস্ত হইয়াছে, তাহাতেই মন লীন হইয়া থাকে তখনই ব্রহ্ম যে এক অদ্বিতীয় তাহার অনুভব হয়। উহা সদা একরস, কারণ নানাত্ব নাই, আনন্দঘন স্বপ্রকাশ, তিনিই সর্ব্বতোমুখ মহাদেব মহেশ্বর। রস শব্দের অর্থ স্বাদ, যখন একরস তখন অন্য কোন স্বাদ নাই, কেবল একের অনুভব, ইহাই অব্যক্ত রস, কারণ সে রসের পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু তাহা নিত্য নূতনের ন্যায় উপভোগ্য। ক্রিয়ার পর অবস্থার গাঢ় নেশাতে যে অগাধ গভীর আনন্দ হয়, তাই সে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইতে মনের ইচ্ছাই থাকে না। ইহাই স্বপ্রকাশ রূপ, নিজেই নিজের প্রকাশ, অন্য কিছু তাহার তুলনা নাই। তখন সব ব্রহ্মেতে সংলীন থাকে তাই পৃথক অভিমান রূপ যে "আমি" সে "আমি"ও সেখানে থাকে না। এই অবস্থায় নিজের পৃথক সত্তার বোধ না থাকায় তখন আমি সর্ব্বব্যাপক হইয়া যায়। তাহা হইলেই সর্ব্বত্র মুখ চক্ষু হইল অর্থাৎ একস্থানে বসিয়াই সব শব্দের শ্রবণ, সব দৃশ্যের দর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ বোধ করিতে লাগিল। চেষ্টা করিয়া এ অবস্থাকে আনা যায় না, উহা আপনি আপনি হয়। তখন যোগী যে স্থানে বসিয়া আছেন তাঁহার সম্মুখে একজন লোক আসিল তাহাকে দেখিয়াই তাহার চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলেন, কেহ হয়তো বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক ডাকিতেছে তাহা শুনিতে পাইলেন; কেহ ধ্যানমগ্ন হইয়া কোথায় বসিয়া আছে তাহা দেখিতে পাইলেন; কেহ সুগন্ধ বা পুষ্পের দ্বারা ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিতেছে তাহার ঘ্রাণ নাসিকায় পাইয়া থাকেন, কেহ কোন দ্রব্য ভক্তি পূর্ব্বক দিতেছে তাহার স্বাদ জিহ্বায় অনুভব করেন।

বায়ুস্থিরের নামই প্রাণস্থির হওয়া। বায়ুস্থির হইয়া সর্ব্বগত হয়, তখন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সাধক স্পর্শ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিয়া আছে তাহা বোধ হইবে না। ব্রহ্মও সর্ব্ব বস্তুকে স্পর্শ করিয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান কিন্তু ব্রহ্মস্পর্শ কেহ ধারণা করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার হয়, তিনিও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। তখন ব্রহ্মের সূক্ষ্ম অণু সকল বস্তুতে প্রবেশ করতঃ সর্ব্বব্যাপক মহাদেব হইয়া যান। মহৎ আকাশের মধ্যে ব্রহ্মের অণু প্রবেশ করিলেই মহেশ অর্থাৎ তখন তিনি সকলের কর্ত্তা হন। তিনি তখন যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার কিছুরই ইচ্ছা থাকে না। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই, নিজেও নাই, সুতরাং কেই বা ইচ্ছা করিবে এবং কোন্ বস্তুরই বা ইচ্ছা করিবে?

এই "একমেবাদ্বিতীয়ং" ভাব কিরূপে হয়? "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—সেই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ কূটস্থ, যাঁহারা সুর (অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বদা ক্রিয়া করেন) তাঁহারা সর্ব্বদা দেখিতে পান। আকাশের মত এক চক্ষু যাহা যোনিমুদ্রায় প্রকাশ হয় তাহা ঐ সুরেরা সর্ব্বদা দেখিতে পান। সেই চক্ষুর অণুর মধ্যে

জঙ্গমং চ ভূতজাতং তদেব, কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। এবমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ং—ইদং তদিতি স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি। অতএব অবিদুষাং লোজনলক্ষান্তরিতমিব দূরস্থঞ্চ। সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ। বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাৎ অন্তিকে চ তৎ নিত্যসন্নিহিতং। তথা চ মন্ত্রঃ—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"

ইতি। এজতি—চলতি, নৈজতি—ন চলতি; তৎ উ অন্তিকে ইতি ছেদঃ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ [আরও বলিতেছেন]—কটককুণ্ডলাদি অলঙ্কারের অন্তরে এবং বাহিরে যেরূপ সুবর্ণ, জলতরঙ্গের অন্তরে বাহিরে যেরূপ জল, সেইরূপ তিনি তাঁহারই সৃষ্ট (কার্য্য) চরাচর ভূতসমূহের অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। যেহেতু সমস্ত কার্য্যই কারণাত্মক, সেইরূপ ব্রহ্ম স্থাবর জঙ্গম অর্থাৎ সমস্ত ভূতজাত। তিনি এইরূপ হইলেও সূক্ষ্মত্ব হেতু অর্থৎ রূপাদি বিহীন বলিয়া অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ স্পষ্ট জ্ঞানের অযোগ্য হন। অতএব তিনি অবিদ্বানের পক্ষে লক্ষযোজনান্তরিতের ন্যায় দূরস্থই, যেহেতু তিনি সবিকারা যে প্রকৃতি তাঁহার পর অর্থাৎ অতীত। যেহেতু বিদ্বানগণের নিকট তিনি প্রত্যগাত্মা, তাই তাঁহাদের পক্ষে তিনি নিত্য সন্নিহিত। এই সম্বন্ধে ঈশশ্রুতি মন্ত্র যথা :—"তিনি গমন করেন আবার গমন করেন না, তিনি দূরে তিনি নিকটে, তিনি পরিদৃষ্টমান সমস্ত জগতের অন্তরস্থিত এবং তাহার বাহিরেও বিদ্যমান" ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সর্বভূতের বাহিরে এবং ভিতরে যাহা ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিরা দেখিতেছে—অচর এবং চরে—যাহা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে নিরাবরণ হইয়া যায়—সুতরাং সকল দেখিতে পায়—বাড়ীর ভিতরে এবং বাহিরে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম. ব্রহ্মের অণু সূক্ষ্ম; তন্নিমিত্তে বিশেষরূপে জানা যায় না—তুমি দূরেও আছ ও ভিতরেও আছ।—সমস্ত বস্তুর বাহ্যেও তিনি, অন্তরেও তিনি। এই বাহ্য অন্তর ভাব হয় দেহকে লইয়া, নচেৎ বাহ্য অন্তর বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু যতক্ষণ দেহেন্দ্রিয়ের জ্ঞান রহিয়াছে, ততক্ষণ দুইটি ভাব থাকিবেই। একটি ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গম্য, আর একটি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যতদিন প্রকৃত জ্ঞান না হয় ততদিন ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুইটি অবস্থাই থাকে। অব্যক্ত অবস্থা ইন্দ্রিয়গোচর নহে, সেই জন্য প্রত্যক্ষগোচর হয় না। যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় ভিতর বাহির এক হইয়া যায় তখন বাহ্য ও অভ্যন্তর কিছুই থাকে না। এই ভিতর বাহির যাঁহার এক হয় তিনিই জ্ঞানী বা মুক্ত পুরুষ। জ্ঞানীরও ইন্দ্রিয় থাকে এবং তাহার কার্য্যও থাকে কিন্তু বিষয় কখনও তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না। তিনি অনন্ত অনৈক্যের মধ্যে এক ঐক্যকে দেখিতে পান বলিয়া তাঁহার জগৎ বা নানাত্ব বোধ লোপ পায়, সুতরাং তাঁহার নিকট স্থাবর জঙ্গম বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই—একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান। সেই ব্রহ্ম বস্তুতে আমার অবিবেকী মনই সংসার কল্পনা করিতেছে, বালক যেমন

অন্ধকারে ভূত কল্পনা করে। মন চঞ্চল হইলেই বহির্দৃষ্টি হইতে থাকে, বহির্দৃষ্টি হইতেই রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্মে সংসার বোধ হইতে থাকে। রজ্জুতে সর্পবোধ কালীনও রজ্জু রজ্জুই থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মে সংসার বোধ জাগিলেও ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন, কখনও সংসার হইয়া যান না। তবুও এই জগৎপ্রপঞ্চ আমাদের নিত্যবোধের বিষয় হইয়া রহিয়াছে, এই বোধের নিরোধ না হওয়া পর্যান্ত জগদ্দৃষ্টি রুদ্ধ হইবে না। সেইজন্য আমাদিগকে সাধনাভ্যাসে প্রযত্ন করিতে হইবে। স্থূল জাগতিক পদার্থগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভব করি, কিন্তু ব্রহ্ম পদার্থ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুতরাং তাহা এই সকল ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত। তাহা হইলেও সত্তা মাত্রই তিনি, সুতরাং ভিতর বাহির বলিয়া যাহা প্রতিভাত হইতেছে তাহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু নহে। ভিতরেও যে প্রকাশ বাহিরেও তাঁহারই প্রকাশ। অজ্ঞানবশতঃ যে নামরূপময় বাহ্য বস্তু রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে তাহারও দ্রষ্টা সেই ব্রহ্মই, তিনি বাহ্য বস্তু অনুভব করিবার জন্য যেন বাহেন্দ্রিয়গুলিকে কল্পনা করিয়াছেন। সেই বাহেন্দ্রিয়ের সমষ্টিই এই জীবশরীর। এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞাতা জীব স্বয়ং। জীবচৈতন্যই সেই ব্রহ্ম, সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই, সেইজন্য ভিতর বাহির থাকিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই এই ভিতর বাহিরের ধাঁধাঁ মিটিয়া যায়। যে একটি সূক্ষ্ম কাল্পনিক আবরণ আছে, তাহাও আর তখন থাকে না, সুতরাং যোগী তখন দূরের ও নিকটের সবই দেখিতে পান। নিকটের কথা তো শুনেনই, বহু দূরের কথাও তাঁহার শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। সম্মুখে, পিছনে, দূরে, নিকটে, ঊর্দ্ধে, অধোভাগে সমস্ত বস্তুনিচয়কে সমভাবেই দেখিতে পান। ব্রহ্মাণ্ড বড় সূক্ষ্ম, মন অত্যন্ত সূক্ষ্ম না হইলে সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে তাহার নিকট দূরও নাই নিকটও নাই, কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক। এই অবস্থাকেই বিষ্ণুভাব বলে, বিষ্ণু যেমন সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীও সেইরূপ সকলের মধ্যেই থাকেন।

"ক্রিয়ার পরাবস্থায় যে স্থিতি তিনি বিষ্ণুস্বরূপ, তিনিই শূন্য স্বরূপ কারণ বারি। তিনি মায়ার বশীভূত হইয়া চঞ্চল হন, সেই চঞ্চল ভাব স্থির হইলেই সাধক শুচি অর্থাৎ পবিত্র হন। সদ্‌ভাবই ব্রহ্মভাব, তাহা নিত্য বিদ্যমান, তখন আমিও থাকে না আমারও থাকে না—সুতরাং জগদাদিরূপে কোন প্রকাশও থাকে না। যখনই চাঞ্চল্য তখনই জগৎরূপ বা বহুরূপ প্রকাশিত হয়, এই বহুত্বই মায়িক ভাব বা অসৎ।

ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা না পাকিলে এই বহুত্বের বিলোপ সাধন হয় না। সুতরাং ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহা হইতেই ব্রহ্ম যে এক ও অদ্বিতীয় এই ধ্রুব বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। তখন চন্দ্রের মত জ্যোৎস্না সদা দেখিতে পাওয়া যায়, সদাসদা স্থিতিপদ অনুভূত হয়, উহাই বিষ্ণুর পরম পদ। সুষুম্নায় সূক্ষ্ম বায়ু সদা বহিতে থাকে, প্রত্যূষের মত এক প্রকাশ অনুভব হয়, সেই প্রকাশের সাহায্যে সমস্তই দেখা যায়। যাঁহারা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হন তাঁহারা প্রথমে তৃতীয় নেত্র কূটস্থে থাকিয়া শিবরূপ হইয়া যান, সেই কূটস্থ স্থির হইলেই বিষ্ণুরূপ হয়। যাঁহাদের সাধনে প্রযত্ন ও চেষ্টা থাকে, তাঁহারা সকলেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। বাহিরের সামান্য ক্লেশ সহ্য করিয়া ক্রিয়া করিলেই মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্॥ ১৭

ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় হইলেও যখন তাহা চঞ্চল হইয়া দৃশ্যপ্রপঞ্চ ব্যক্ত করে তখন তাহাতে সাত প্রকারের ভঙ্গী থাকে। (১) স্থির, (২) চঞ্চল, (৩) স্থিরে স্থিতি, (৪) চঞ্চলে স্থিতি (৫) আছে (৬) অথচ নাই, (৭) যাহা আছে তাহা অব্যক্ত। ব্রহ্মের এই সাত ব্যবস্থা। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্ত বস্তু এক হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়—উহাই স্থির ভাব উহাই পরব্যোম। কূটস্থের মধ্যে এবং বাহ্য জগতে যে নানাত্ব ও বহুরূপ দেখা যায় তাহা সমস্তই ঐ পরব্যোমেরই রূপ—ইহাই চঞ্চল ভাব বা সৃষ্টি। এই স্থিরেতেও স্থিতি রহিয়াছে, চঞ্চলেও স্থিতি রহিয়াছে নচেৎ চঞ্চল অবস্থা প্রকাশই হইতে পারিত না। আছে অথচ নাই— অর্থাৎ যাহা ব্যক্ত বা চঞ্চল ভাব তাহার পৃথক ভাবে অস্তিত্ব নাই, ঐ স্থিরত্বকে ধরিয়াই তাহাকে অস্তিত্ববান বলিয়া মনে হয়। যাহা প্রকৃত "অস্তি"র বিষয় তাহা চিন্মাত্র, এই ব্যক্ত মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির গোচর নহে।

এইরূপে নানাভাবে ব্রহ্ম কখনও কত কি উৎপন্ন করিতেছেন, কখনও পালন করিতেছেন আবার কখনও বা গ্রাস করিতেছেন। ইহা বলিবার ভঙ্গীমাত্র। যোগবাশিষ্ঠে আছে—যত দিন আপনাতে আপনি না থাকে, ততদিন মৃত্যুরূপে তিনি হনন করেন, পালকরূপে রক্ষা করেন, পোষকরূপে পোষণ করেন, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার করেন এবং ফললাভেচ্ছুকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন॥ ১৬

অন্বয়। তৎ (তাহা) জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ (সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক সমূহেরও জ্যোতি) তমসঃ পরং (তমঃ শক্তি বা অবিদ্যা অন্ধকারের অতীত বা অসংস্পৃষ্ট) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হন), [তিনি] জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং (জ্ঞান ও জ্ঞেয়) জ্ঞানগম্যং (অমানিত্বাদি সাধন লভ্য) সর্ব্বস্য (সকলের) হৃদি ধিষ্ঠিতম্ (হৃদয়ে অবস্থিত)॥ ১৭

শ্রীধর। কিঞ্চ—জ্যোতিষামপি ইতি। জ্যোতিষাং-সূর্য্যাদীনামপি তৎ জ্যোতিঃ—প্রকাশকং, "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ", "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং তেন অসংস্পৃষ্টমুচ্যতে, 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃত্তৌ অভিব্যক্তম্। তদেব রূপাদ্যাকারেণ জ্ঞেয়ং চ জ্ঞানগম্যং চ। অমানিত্বাদি লক্ষণেন পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সর্ব্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি ধিষ্ঠিতম্— বিশেষেণ অপ্রচ্যুত স্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্। ধিষ্ঠিতমিতি পাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কদিগেরও তিনি জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশক। শ্রুতি প্রমাণ এই—"যে তেজযুক্ত হইয়া সূর্য্য তাপ দেন" [পরমাত্মা যে স্বয়ংপ্রকাশ তাহাই বলিতেছেন]—"সেই ব্রহ্মসত্তায় সূর্য্য প্রকাশিত হয় না, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহও তথায় ভাসমান নহেন এবং বিদ্যুৎ সমূহও তথায় প্রকাশিত হয় না, এই অগ্নিই বা

ইতি ক্ষেত্রং তথাজ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮

ইচ্ছা—যাহা বোধগম্য—তাঁহারই মহিমা—তাহা দ্বারাই সমস্ত জানিতে পারিবে। আর যে অর্দ্ধমাত্রা যাহাকে চতুর্থ মাত্রাও বলে—তখন হৃদয়ে ব্রহ্মের স্থিতি অনুভব হয়, যেখানে সমস্ত দেবতার তেজোময় রূপ দেখা যায়, আকাশে শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় বর্ণ দেখা যায়, তাহাই ধ্যান করিতে হয়। গগন মণ্ডলে সেই ধ্যান নিত্য করিতে করিতে সহস্রদল পদ্ম নামক নিধি প্রাপ্ত হয়। এতদ্বারা সর্ব্বব্যাপী আত্মার স্বরূপ বোধ হয় তাহার পর আর কিছুই নাই। এই শ্লোকে ব্রহ্ম জ্ঞানের পর পর অবস্থা বর্ণিত হইল ॥ ১৭

অন্বয়। ইতি (এই প্রকারে) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ (জ্ঞান এবং জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তং (কথিত হইল), মদ্ভক্তঃ (আমার ভজনশীল) এতৎ বিজ্ঞায় (ইহা জানিয়া) মদ ভাবায় উপপদ্যতে (আমার ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন) ॥ ১৮

শ্রীধর। উক্তং ক্ষেত্রাদিকম্ অধিকারিফলসহিতং উপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তম্। তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং। জ্ঞেয়ং অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্ঠিতং ইত্যন্তং। বশিষ্ঠাদিভিঃ বিস্তরেণোক্তং সর্ব্বমপি ময়া সংক্ষেপেণ উক্তম্। এতচ্চ পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত লক্ষণো মদ্ভক্তো বিজ্ঞায় মদ্ ভাবায়—ব্রহ্মত্বায় উপপদ্যতে—যোগ্যো ভবতি ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [অধিকারী এবং ফলের সহিত উক্ত ক্ষেত্রাদির উপসংহার করিতেছেন]—এইরূপে মহাভূতাদি হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত ক্ষেত্র, অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন পর্য্যন্ত জ্ঞান, ও অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম হইতে বিষ্ঠিত পর্য্যন্ত জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলা হইল, যাহা বশিষ্ঠাদি কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ব্বাধ্যায় কথিত লক্ষণান্বিত ভক্ত এই সমস্ত অবগত হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হন ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই শরীরই এবং জানিবার বস্তু সমুদয় বলিলাম। আমার যে ভক্ত অর্থাৎ গুরুবাক্যে বিশ্বাস যাহার আছে ইহা জেনে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে আটকিয়া থাকে।—পরব্রহ্ম অবিজ্ঞাত বস্তু, উহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় না হইলেও উহা জ্ঞাতব্য। কিন্তু উহা জানিতে হইলে সাধন করিতে হইবে, শাস্ত্রালোচনাও করিতে হইবে, কিন্তু সে আলোচনা গুরুবাক্যানুসারী হওয়া আবশ্যক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাধন করিলে সংসারের উপাদান স্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা এই দেহকে এবং ক্ষেত্রজ্ঞরূপা পরা প্রকৃতি জীব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানলাভ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কিছুই জানিবার উপায় নাই। তাই সাধককে প্রথমেই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচয় লাভ করিতে হয়। এই শরীর, এবং শরীরস্থ নাড়ী এবং নাড়ীমধ্যে প্রাণের প্রবাহ যদ্দ্বারা বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞানের বিষয় হইতেছে—ইহাই ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ

পিঙ্গলা, সুষুম্নাই এই ত্রিগুণের খেলিবার স্থান। স্থির প্রাণই শুদ্ধসত্ত্বরূপা, তাহা স্পন্দিত হইয়া যখন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার মধ্যে আসিয়া খেলা করে তখনই তাহা মন ইন্দ্রিয়রূপে জগদ্ব্যাপার সম্পন্ন করে। কিন্তু স্থিরভাবটীই ঈশ্বরভাব, উহা আদ্যন্তহীন, সুতরাং ঈশ্বরের ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপা দুই প্রকৃতিও অনাদি হইবেই। এই প্রকৃতিই বিকৃত হইয়া পঞ্চভূত ও তৎসহ একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ বিকার উৎপন্ন করে। তাহা হইলে মূলে হইল এক আত্মা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত আত্মা কিরূপে সর্ব্বদোষ যুক্ত শরীর হইতে পারেন? যেমন স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশ বায়ু হইয়া ধূম হয়, তাহা হইতে অভ্র অর্থাৎ ছোট মেঘ, পরে মেঘ হইতে বর্ষা হয়, বর্ষা হইতে শস্যাদি এবং শস্যাদি হইতে রেতঃ হয়, তাহাই আবার সর্ব্বভূতনিচয়। আত্মা ব্রহ্মবিজ্ঞানময় মন যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে। আকাশ বায়ু-রূপে যেমন পরিণত হয় তদ্রূপ আত্মাই চঞ্চল হইয়া মন হয়, ব্রহ্মরূপ আকাশ হইতে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া অলের মত স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হয়, আবার সেই চঞ্চল মন বাসনাময় হইয়া স্থূলভূতাদি-রূপে পরিণত হয়, এইরূপে শুদ্ধ বা স্থির ভাব হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে মন এই বিশ্বরূপ পরিণাম লাভ করে। এইরূপে শুদ্ধমন হইতে ক্রমে ক্রমে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মনই আসক্তিবশতঃ কামনা করিয়া কার্য্য বস্তু সকলকে সৃষ্টি করে, আবার এই মন কামনা রহিত হইলে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বজন্মকৃত ফলানুসন্ধান হেতু কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফলভোগ নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে। যিনি সাধনাভ্যাস দ্বারা ইচ্ছারহিত হইয়া যান তাহার হৃদয়ে স্থিতি লাভ হয়, তখনই তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। জীবের যতদিন এই মোক্ষলাভ না হয়, ততদিন তাঁহার গমনাগমন থাকে, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম হইতে জীবের অদৃষ্ট বা সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হয়, এবং সেই সূক্ষ্মশরীরই স্থূলশরীর রূপে প্রকটিত হয়। আত্মা নিত্য, সদা একরূপ, তাঁহার কোনরূপ বিকৃতি হইতে পারে না, তাই এই দেহ ও জগদাদি বিকারকে জ্ঞানীরা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় শূন্যমাত্র মনে করেন। জাগ্রতাবস্থায় যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহের উদ্দেশ পাওয়া যায় না, তদ্রূপ প্রবুদ্ধ সাধকের নিকট এই জড়দেহ বা দৃশ্য জগদাদির কোন অস্তিত্বই থাকে না। অধ্যাত্মরামায়ণে ব্যাস বলিয়াছেন—"মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে। রজ্জৌ ভুজঙ্গবৎ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন।" যে সুবর্ণে কুণ্ডলরূপ মন কল্পিত হয়, রজ্জুতে ভুজঙ্গ কল্পিত হয় তদ্রূপ নির্ব্বিকল্প স্থির পরমাত্মাতে এই জগদ্রূপ কল্পিত হইয়াছে। বিচার দ্বারা এই ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া থাকে। বিচার অর্থাৎ বিগত চরণ। যতক্ষণ মন চঞ্চল, ততক্ষণ তাহার বিষয়ানুসন্ধান থাকিবেই, যখন মনের চরণ বা চলন নষ্ট হয়, তখন আর তাহার বিষয়ানুসন্ধান থাকিতে পারে না, সুতরাং বিষয়াকারে পরিণত হওয়াও থাকে না। সৃষ্টি হয় মন হইতে, মন যতক্ষণ আছে সৃষ্টি প্রবাহ ততক্ষণ চলিবেই। মন নিরুদ্ধ হইয়া গেলে তৎসহ সৃষ্টিরও নিরোধ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের সৃষ্ট্যানুকূল শক্তিই তাঁহার প্রকৃতি, উহা ত্রিগুণময়ী, শাস্ত্রে তাঁহাকেই মায়া বলিয়াছেন, গুণ এই মায়ারই কার্য্য বা বিকার। প্রাণ বা শ্বাসের চাঞ্চল্য হইতেই এই জগদ্ভাব ফুটিয়া উঠে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় চঞ্চল প্রাণ ও তৎসহ মন নিরুদ্ধ হইলেই ত্রিগুণের ক্রিয়া থাকে না। ত্রিগুণের অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অন্তর্গত ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে কোন কিছুর উৎপত্তি বা পরিণাম থাকে না। এই জন্য এই সকল

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০

গুণ বিকারাদি প্রকৃতির পরিণাম অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নায় প্রাণের প্রবাহ হেতুই হইয়া থাকে। সুতরাং যতদিন মনের আসক্তি থাকিবে ততদিন শরীর এবং শরীর থাকিলেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ কূটস্থ থাকিবেনই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আমি আমার থাকে না তখন ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রজ্ঞ কিছুই থাকে না। এই নিরোধ অবস্থা হইতে অদৃষ্ট বশতঃ যখন কল্পনার তরঙ্গ উত্থিত হয়, তখন কার্য্যসাধন ক্ষেত্রও উদিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাঁহার প্রকৃতিদ্বয় যাহা জগতের কারণ তাহাও অনাদি হইবে ॥ ১৯

অন্বয়। কার্য্য কারণকর্ত্তৃত্বে (কার্য্য=দেহ, কারণ=ইন্দ্রিয়াদি মন, বুদ্ধি ঐ কার্য্যের কারণ—ইহাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে) প্রকৃতিঃ হেতু উচ্যতে (প্রকৃতি হেতু বলিয়া উক্ত হন); পুরুষঃ (পুরুষ) সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে (সুখ দুঃখ সমূহের ভোগ বিষয়ে) হেতুঃ উচ্যতে (হেতু বলিয়া উক্ত হন) ॥ ২০

শ্রীধর। বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসার হেতুত্ব' দর্শয়তি—কার্য্যেতি। কার্য্যং— শরীরং। কারণানি—সুখদুঃখসাধনানি ইন্দ্রিয়াণি। তেষাং কর্ত্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতিঃ হেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ। পুরুষঃ—জীবঃ তৎকৃত সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যদ্যপি অচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্যাপি অবিকারিণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি—তথাপি কর্ত্তৃত্ব নাম ক্রিয়া নিষ্পাদকত্বং। তচ্চ অচেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি। যথা বহ্নেঃ ঊর্দ্ধজ্বলনং, বায়োঃ তির্য্যগ্ গমনং, বৎসাদৃষ্টবশাত্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি। অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বমুচ্যতে। ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনম্। তচ্চ চেতন ধর্ম্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যতে ইতি ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [বিকার সকল প্রকৃতি সম্ভূত তাহা দেখাইয়া পুরুষের সংসারহেতুত্ব দেখাইতেছেন]—কার্য্য—শরীর, এবং কারণ—সুখদুঃখ সাধক ইন্দ্রিয়গণ—তাহাদের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে অর্থাৎ তদাকার পরিণাম বিষয়ে প্রকৃতিই কপিলাদির মতে হেতু বলিয়া কথিত হয়। পুরুষ অর্থাৎ জীব দেহেন্দ্রিয়কৃত সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বের হেতু বলিয়া কথিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও অচেতন প্রকৃতির স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে এবং অবিকারী পুরুষেরও ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তথাপি ক্রিয়া সম্পাদন যে কর্ত্তৃত্ব শব্দের অর্থ তাহা চেতন জীবের অদৃষ্ট বশতঃ চৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতু অচেতন প্রকৃতিরও কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয়। যেমন বহ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর তির্য্যগ্ গমন, বৎসের অদৃষ্টবশতঃ স্তন্যপায়সের ক্ষরণ, তদ্রূপ পুরুষের সান্নিধ্য হেতু প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব কথিত হইল। ভোক্তৃত্ব শব্দের অর্থ সুখদুঃখের অনুভব। সুখদুঃখ সংবেদন চেতন ধর্ম্ম। প্রকৃতির সান্নিধ্য হেতু পুরুষের ভোক্তৃত্ব সম্পাদিত হয়, এজন্য পুরুষের ভোক্তৃত্ব উক্ত হইল ॥ ২০

দৃষ্টি হয়। সেই বহির্ম্মুখ দৃষ্টি হইতেই আত্মার বিষয়ভোগ হইয়া থাকে। প্রকৃতির গুণমোহিত কর্ম্ম হেতুই মনে ফললাভের আশা জাগ্রত হয়, এবং সেই ফললাভের প্রবৃত্তি হইতেই সৎ অসৎ যোনিতে জন্ম হয়। ভোগের বিচিত্রতা হইতেই বিচিত্র যোনি, এবং বিচিত্র যোনির অনুরূপ ফলভোগেরও বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। যাঁহার দৃষ্টি কেবল মাত্র কূটস্থে থাকে তাঁহাকে আর যোনির মধ্যে আসিতে হয় না। কূটস্থ সর্ব্বদেবময়, এইজন্য যাঁহাদের লক্ষ্য কূটস্থে থাকে, তাঁহাদের অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কূটস্থব্রহ্ম যিনি এই শরীরের মধ্যে ও বাহিরে আধিপত্য করিতেছেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এইজন্য তাঁহাকে দেববাজ বলে। কূটস্থের মধ্যেই সকল দেবতার অধিষ্ঠান, যিনি কূটস্থে থাকিবার অভ্যাস করিয়াছেন তিনি তন্মধ্যস্থ সকল দেবতা সকলকে দেখিতে পান। এই কূটস্থই জগন্নাথ, সমস্ত সিদ্ধ পুরুষেরা সেই জ্যোতির অন্তর্গত যে তমঃ এবং তাহার পরে যে উত্তম পুরুষ সেই উত্তম পুরুষের পানে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার ভিতরেই সব, সেইজন্য তিনিই ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হইয়া সকলের মধ্যে সব হইয়া রহিয়াছেন। এই কূটস্থরূপ চক্ষু যাহার নাই অর্থাৎ কূটস্থে যাঁহার লক্ষ্য নাই তিনিই অজ্ঞানান্ধ হইয়া আঁধার আঁধার করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। এই অজ্ঞান মোহ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় হইল ক্রিয়া। কূটস্থ গায়ত্রী, তাহার মধ্যে ব্যোমস্বরূপ যে মহাদেব তিনিই আত্মা। এই ব্রহ্মপুরী শরীরের মধ্যে যে গ্রন্থিস্বরূপ গহ্বর হৃদয়েতে রহিয়াছে, বায়ু দ্বারা (প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে) আপনা আপনি কুম্ভক হইলে কূটস্থের মধ্যে যে আকাশবৎ দেখা যায়—যাহা পুণ্ডরীক নয়ন স্বরূপ—তাহার মধ্যে এক মহাকাশ আছে। সেই আকাশই আত্মা, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ গায়ত্রী, তিনিই পরব্যোম, তাঁহার নামই **শিব**। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে আটকাইয়া থাকা তাহা এই আকাশেই আটকাইয়া থাকা। ভাব হইবার সময় যে জ্যোতিঃ দেখা যায় সেইরূপ এক জ্যোতির প্রকাশ হয়। এই জ্যোতি দেখিলে সর্ব্ব আবরণ হইতে মুক্তি হয়। প্রথমে সোনার মত জ্যোতিঃ চারিদিকে দেখা যায়, তন্মধ্যে চক্ষুস্বরূপ সবিতা, সেই সবিতার অন্তর্গত যে দেবতা তিনিই **পুরুষোত্তম**। পুরুষোত্তম দর্শনের কালেও দ্বৈতহীন ভাব হয় না। যখন পুরুষোত্তমও ব্রহ্ম হইয়া যান, যখন এক বলিবারও কেহ থাকে না, তখন পুরুষোত্তম পতির পতি পরব্যোমরূপ শিবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক অদ্বিতীয় হইয়া যান। প্রাণেন্দ্রিয়াদির অবরোধে কূটস্থের যে রূপ দেখা যায় তাহাও ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাতে থাকিলেও মন অন্যদিকে যায় না, সুতরাং প্রকৃতিস্থ হইয়া আত্মাকে পাপপুণ্য সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি থাকেন তিনি দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা লাভ করেন, তখন 'আমি' থাকে না সুতরাং কোন জ্যোতিঃও থাকে না—তখন সবই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। সে এমন একটি অবস্থা যেখানে কিছু আছে বা নাই বলা যায় না। ইহাই ত্রিগুণাতীত বা ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না বা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম স্থানই পবিত্র তীর্থ—ঐ মিলনের স্থানই ক্রিয়ার পর অবস্থা, এই স্থানেই ব্রহ্মেতে মনঃপ্রাণবুদ্ধি সমর্পিত হয়। "মনঃস্থং মনবর্জ্জিতং"—যখন মনেতেই মন থাকে, উহার মানেই আপনাতে আপনি থাকা—সেই মনই তখন ব্রহ্ম, তদ্ব্যতীত ক্রিয়ার পর অবস্থাতে অন্য কোন রূপ নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই

জন্যই হইয়া থাকে, এই জন্য তাঁহাকে ভোক্তা বলে) মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ (তিনিই মহেশ্বর ও পরমাত্মা) ইতি অপি উক্তঃ (ইহাও কথিত হন) ॥ ২২

শ্রীধর। তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারঃ, ন তু স্বরূপতঃ। ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব, ন তদ্‌গুণৈঃ যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ—যস্মাৎ উপদ্রষ্টা পৃথগ্‌ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ। তথা অনুমন্তা—অনুমোদিতেব সন্নিধিমাত্রেণ অনুগ্রাহকঃ—"সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্ত্তা বিধায়ক ইতি চোক্তঃ, ভোক্তা পালক ইতি চ। মহাংশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি, স ব্রহ্মাদীনামপি পতিরিতি চ, পরমাত্মা অন্তর্য্যামীতিচোক্তঃ শ্রুত্যা। তথা চ শ্রুতিঃ, "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ লোকপালঃ" ইত্যাদি ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ। [উক্ত প্রকারে প্রকৃতির অবিবেক বশতঃই পুরুষের সংসার, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পুরুষের সংসার নাই—এই আশয়ে পুরুষের স্বরূপ বলিতেছেন] এই যে প্রকৃতি কার্য্য দেহ, তাহাতে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে যুক্ত নহেন। তাহার কারণ এই যে তিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ পৃথকভূতই, নিকটে থাকিয়া দর্শক অর্থাৎ সাক্ষী। অনুমন্তার অর্থ সন্নিধিমাত্রেই অনুগ্রাহক। শ্রুতিতে আছে—"তিনি সাক্ষী, চেতন, উপাধিবর্জ্জিত ও নির্গুণ। তিনি ঈশ্বররূপে ভর্ত্তা অর্থাৎ বিধায়ক, আর তিনি ভোক্তা অর্থাৎ পালক। তিনি মহান্ ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও অধিপতি। আর তিনি শ্রুত্যুক্ত পরমাত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ এই যে "ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি এবং ইনি লোকপাল" ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই মহেশ্বর তিনিই গুরু : যে দেশ লক্ষ্য হয় না তাহাকে গুরুবাক্যের দ্বারা দেখিতে পায়—সেই ব্রহ্মের অণুতে স্থিতি হইলেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জগন্ময় ব্রহ্মের স্বরূপকে দেখিতে পায়। তিনিই সকলের ভরণ পোষণ কর্ত্তা অর্থাৎ আপনার ভরণ পোষণ কর্ত্তা আপনিই—ইহা লোকে জানিয়াও মূর্খের মতন হায় ভগবান! হায় ভগবান! কিরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব এইরূপে বৃথা কালযাপন করিতেছে। লোকে মনে করে যে আমি খাইতেছি উপার্জ্জন করিয়া কিন্তু স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যাহা লোকে দেখিয়াও দেখে না যে মরা ব্যক্তি খায় না—আমাতে তিনি রহিয়াছেন তন্নিমিত্তে তিনিই খাইতেছেন ও যিনি খাইতেছেন তিনিই সর্ব্বত্রেতে সব জিনিষই খাইতেছেন জীব স্বরূপ হইয়া—দৃষ্টান্ত দাঁতেও পোকা ; তিনি সব ভূতেতে জীব-রূপে এক ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া মহেশ্বর, জগন্ময়, জগন্নাথ, ব্রহ্মময় কথিত সর্ব্বশাস্ত্রে হইয়াছেন। তাঁহাতে থাকিলে তিনিই হইয়া যায়—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বোধ হইয়াও কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না—তন্নিমিত্তে অব্যক্ত। কেবল ১৭২৮ বার প্রাণায়ামের পর যোগীদিগের ধ্যানগম্য। ইনিই আত্মার পর কূটস্থস্বরূপ। এই দেহেতেই কূটস্থের পর এক উত্তম পুরুষ, ক্রিয়া গুরু বাক্যের দ্বারা জানিয়া

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩

কায়ক্লেশ নাই। এইরূপ ব্রহ্মেতে মিলিয়া সকল ভূতে মিলিতে পারা যায়। ইহাই একদণ্ডির সন্ধ্যা। যখন সর্ব্বদা সুষুম্নায় থাকে, তখনই একদণ্ডি হওয়া যায় এবং তাহা হইলেই সর্ব্বং ব্রহ্মময়ংজগৎ হয়।

বিষয়েতে থাকিয়া তাঁহাতে মন যাহারা রাখিয়া দিতে পারেন তাঁহারাই ঋষি। যেখানে সূর্য্যস্বরূপ কূটস্থ কোটি সূর্য্যের মত প্রকাশ, তাহা অপেক্ষাও মহাজ্যোতি (অগ্নি ও বিদ্যুৎমিশ্রিত জ্যোতি), যেখানে অনেক দেবতারা রহিয়াছেন, সেই কূটস্থের মধ্যে উত্তম পুরুষ রহিয়াছেন। এবং যাহার মধ্যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সব রহিয়াছে যাহা ক্রিয়া করিলে দেখা যায়, সেই কূটস্থই পূজনীয়, তিনিই গুরুব্রহ্ম, তিনিই শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সর্ব্বত্র রহিয়াছেন বলিয়া বিষ্ণু, ষড়ৈশ্বর্য্যবান বলিয়া ভগবান, এবং অত্যন্ত নির্ম্মল বলিয়া তিনি শিব। তিনি "পরম" অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি থাকাতে তিনি পরম। তিনি অরস এবং সকল রসের রস। তিনি বিজ্ঞান স্বরূপ, কারণ সেখানে যে থাকে সে সর্ব্বজ্ঞ হয়। তিনি সর্ব্বব্যাপক এই জন্য মহৎ, তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় মহাদেব, তিনি হৃদয়ে থাকিয়া সর্ব্বত্রে লোকের মধ্যে যান ও কোন লোকের বশ হন না—এইজন্য তিনি ঈশ্বর। তিনি ব্রহ্মা অর্থাৎ ইচ্ছাস্বরূপ, তিনি হইয়াছেন এই জন্য তিনি ভূত। তিনি ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরকে জানেন এইজন্য ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি ব্রহ্মা, হর, ইন্দ্র, কূটস্থ, বিষ্ণু স্বরূপে জগৎ ও জীবকে পালন করিতেছেন। তিনি সকলের আদি এইজন্য আদিত্য, তাঁহার জন্ম নাই এইজন্য অজ। তিনি প্রজাসমূহকে পালন করেন এইজন্য প্রজাপতি। তিনি যখন প্রজাপতি ও জগৎভর্ত্তা তখন লোকে মিথ্যা খাবার ভাবনায় ভাবিয়া মরে কেন? ক্রিয়ার পর অবস্থায় তিনি "কেবল"। এই দেহপুরীতে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া তিনি পুরুষ। তাঁহারই যজন করা যায় তন্নিমিত্ত তিনি যজ্ঞ, ক্রিয়ার পর অবস্থায় শান্তি পদকে পাওয়া যায় তন্নিমিত্ত তিনি শান্ত। তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই এই জন্য তিনি অদ্বিতীয়। প্রাণস্বরূপ যে অগ্নি সেই অগ্নি হিরণ্যবেষ্টিত বলিয়া তিনি হিরণ্যগর্ভ। এই প্রাণই বিশ্বম্ভর, তাহাকে কেহ দেখে না, কিন্তু তিনি সমস্ত করিতেছেন ও খাইতেছেন। দেখা শুনা, মনন করা সমস্ত প্রাণেরই কর্ম্ম, প্রাণই বাক্য, প্রাণই পরমাত্মার গৌণ নাম। এই প্রাণের সাধনা দ্বারা প্রাণ ও মন স্থির হইলেই এই দেহের মধ্যে যিনি উত্তম পুরুষ অথচ দেহ হইতে স্বতন্ত্র তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিই অন্তর্য্যামী—তিনিই ভূতাধিপতি পরমাত্মা ॥ ২২

অন্বয়। যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) পুরুষং (পুরুষকে) গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ (এবং গুণ সমূহের সহিত প্রকৃতিকে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) সর্ব্বথা (সকল অবস্থায়) বর্ত্তমানঃ অপি (বর্ত্তমান থাকিলেও) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন অভিজায়তে (জন্ম গ্রহণ করেন না) ॥ ২৩

হইল। [যদিও আত্মদর্শনের জন্য ধ্যান, সাংখ্য, কর্ম্ম প্রভৃতির সমুচ্চয় অর্থাৎ পরস্পর মিলিত ভাবে অনুষ্ঠান করাই প্রয়োজন, তথাপি নিষ্ঠাভেদ দেখাইবার জন্য ভগবান এইরূপ বিকল্প উক্তি করিলেন।] ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে পর আত্মা নির্ম্মল ব্রহ্ম স্বরূপ অণু দেখিতে পায়। কেহ অসংখ্য প্রাণায়াম করিতে করিতে আপনা আপনি আত্মাকে দেখিতে পায়, অন্য লোকে সকল হইতে রহিত হইয়া আসক্তি পূর্ব্বক কোন দিকে মন না দিয়া কেবল আত্মাতে থেকে আত্মাকে আপনা আপনি দেখে—যাহাকে সাংখ্যযোগ কহে—তাহারও তাৎপর্য্য এই ক্রিয়া; অপর লোকে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ধারণা ধ্যান সমাধি যুক্ত হইয়া এই ক্রিয়া করিয়া (যাহা গুরুবক্ত্রগম্য) সেই আত্মাকে আপনা আপনি দেখে।—বাহ্য বিষয়গুলি মনে আসিতেছে ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া, আবার বাহিরের বিষয়গুলি ইন্দ্রিয় সাহায্যেই প্রকাশিত হইয়া বাসনারূপে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে—এইভাব যতক্ষণ ততক্ষণই সংসার। প্রাণধারা স্পন্দিত হইয়া মনরূপে এই সকল সঙ্কল্প বিকল্পের তরঙ্গ উঠায়! ইহাই জীবভাব, এইরূপেই জীবের সংসার ভাব ফুটিয়া উঠে। কিন্তু আত্মার মধ্যে এই সকল তরঙ্গোচ্ছ্বাস নাই। সূর্য্য হইতেই কিরণসমূহ উৎপন্ন হইয়া যেমন বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ আত্মা চঞ্চল হইয়া প্রাণরূপে এই বিশ্বসংসারকে উৎপন্ন করে এবং বাসনা সহযোগে তাহার সহিত যুক্ত থাকিয়া কেবল সংসার তরঙ্গই অবলোকন করে, যখন ভাগ্যবশে সদগুরু কৃপায় এই সংসার চাঞ্চল্য তাহাকে ক্লিষ্ট করে, তখন আবার তরঙ্গাকারা মনোবৃত্তিগুলি নিজ কেন্দ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়; যখন বাসনাসমূহ আত্মকেন্দ্রে মিলিত হইয়া শান্ত হইয়া যায় তখনই চঞ্চল প্রাণ অব্যক্ত শান্ত প্রাণে মিশিয়া এক আত্মাকারাভাবে ভাবিত হইয়া থাকে—

> "ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
> যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
> বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
> ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি" ॥ শ্বেত, ৩।৭

আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত জগৎ, তদপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠ, কারণরূপে তিনি জগৎ প্রপঞ্চের মধ্যেও বর্ত্তমান, এবং সেই জগদাত্মক বিরাট পুরুষের অতীত অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্মা অপেক্ষা উত্তম এবং ব্যাপক বলিয়া মহৎ। তিনি "যথানিকায়" অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীর অনুসারে সর্ব্বভূতে গূঢ় অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, এবং সমস্ত জগতের পরিবেষ্টিতা অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া স্বস্বরূপে যিনি জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া জীবগণ অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন।

সেই পরম পুরুষকে কিরূপে লাভ করিতে হয়? "ত্রিণিপদাবিচক্রমে বিষ্ণোর্গোপঃ দাভ্যাং অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন"—ঋগ্বেদ। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিন পদ—আড়াই দণ্ড বামদিকে, আড়াই দণ্ড দক্ষিণ দিকে আর কিঞ্চিৎকাল মধ্যভাগে শ্বাস বহিতেছে—ইহাতেই সংসারচক্রের প্রবাহ চলিতেছে। এই অনন্ত কালচক্রের গতি স্থির হইলেই

বিষ্ণুর পরমপদ যাহা তাহা লাভ করিতে পারা যায়। বাম দক্ষিণ অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলার গতি ক্রিয়ার দ্বারা স্থির হইয়া যখন সুষুম্নায় প্রবেশ করে তখনই স্থিরত্ব পদ লাভ হয়—ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই স্থিতিকে ধারণ হয়, ঐ স্থিরত্বই প্রকৃত ধর্ম্ম—এই স্থিরতা দ্বারাই নিবৃত্তিপদকে লাভ করা যায়। প্রথমে ক্রিয়া করিতে করিতে যত মন স্থির হয় ততই পাপের ক্ষয় হইতে থাকে। সমুদায় পাপক্ষয় হইলেই মনেতে মন ডুবিয়া যায়, এই শরীরের অধিপতি যে ব্রহ্ম তাঁহার সহিত যোগ হইয়া যায়। এই যোগযুক্ত অবস্থা হইতেই সর্ব্বত্র সমভাব হয়, হৃদয় সুন্দর হয় অর্থাৎ সে হৃদয়ে কোন গ্লানি বা মল থাকে না, তখনই আনন্দের অনুভব হইতে থাকে। তখন সাধক আর কোন আশ্রয়েরই অপেক্ষা করেন না, তখনই সাধকের "রাম ভরোস" বা ব্রহ্মের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা আসে। এই অবস্থাই **ক্রিয়ার পর অবস্থা, ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ**। শ্বাস মস্তকে চড়িয়া যখন স্থির হয় তখনই পরম পদকে যোগী সদা দেখিতে পান। বায়ুর স্থির গতির সহিত মায়া রহিত হইয়া সাধক তত্ত্বাতীত ব্রহ্মভাবে থাকেন। ক্রিয়ার পর অবস্থা, পরম পদ বা ব্রহ্মপদ ইহাই। সূক্ষ্ম অণু স্বরূপে ব্রহ্ম তখন সর্ব্ব-ব্যাপক, তাঁহার কোন উপলব্ধি হয় না, অথচ তাহাতে মন লীন হইলে সাধক সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন। ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে যে ধ্যানাবস্থা আসে তাহাতে নির্ম্মল ব্রহ্মাণুর সময়ে সময়ে উপলব্ধি হয়, সেই ব্রহ্মাণুই আমার নিজ স্বরূপ। উহা অনুভব করিয়া সাধক কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। তখন প্রাণের বাহ্য স্পন্দন না থাকায় মন প্রাণেতেই বিলীন হইয়া পরম শান্তিময় ভাবে অবস্থান করে। এই অবস্থায় মনের বিজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যায়। সেই "সমরস" ভাব অর্থাৎ জ্ঞানধারা তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নধারে প্রবাহিত হইতে থাকে—ইহাই ধ্যানের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে পরমস্থির বা ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি হয়, সেই ব্রহ্মই সকলের আধার, তাহাতে থাকিলে পরমানন্দের বোধ হয় এবং তখন এক অখণ্ড ব্রহ্ম বোধের দ্বারা সমস্ত বোধ আচ্ছাদিত হইয়া যায়, এবং অপর যাহা কিছু সমস্তই ব্রহ্মে লয় হয়।

উপরোক্ত সাধনা এবং পরে অন্যান্য সাধনার ক্রম যাহা কথিত হইবে, তাহার সমস্ত গুলিকেই একসঙ্গে আরম্ভ করা যাইতে পারে, তাহাতে নিরোধ অবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হয়। বহুকাল ও বহুক্ষণ ধরিয়া ক্রিয়ার অভ্যাস ফলে ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহাকে ধ্যান যোগ বলে তাহা প্রকটিত হয়। এই সাধনার অঙ্গ হইতেছে, সাংখ্যযোগ ও ক্রিয়াযোগ। (১) ক্রিয়াযোগের বহু অঙ্গ আছে। তন্মধ্যে জপের সহিত প্রাণায়ামই সর্ব্বপ্রধান। প্রাণায়ামের ক্রিয়া করিতে করিতে মনের বহির্বিচরণ কমিয়া যায়, চিত্ত একাগ্র হইতে থাকে—ইহাই ধারণা, পরে চিত্ত বিশেষভাবে অন্তর্মুখী হইয়া নিরোধের দিকে অগ্রসর হয়, তখনই ধ্যানাবস্থা লাভ হয়, পরে ধ্যান গভীরতর হইলে চিত্তের একাগ্রতা পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তখন মন নিরুদ্ধ হইয়া যায়—উহার নামই সমাধি। প্রাণায়াম সাধনায় চিত্ত যত চিন্তাশূন্য হয় ততই সত্ত্বশুদ্ধি হইয়া মন অন্তর্মুখ হইয়া আত্মস্থ হয়—ইহাই ভগবানে **সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ**। চিন্তার দ্বারাও ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করিয়া নিয়মিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান তাহাও কর্ম্মযোগ। পূর্ব্বোক্ত প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াযোগগুলিও কর্ম্মযোগ।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

লোকের প্রাপ্তি হয় ; সেই কূটস্থের ওঁহার মধ্যে প্রবেশ করা ও যাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না, তিনি যদি কেবল গুরূপদেশ মত ক্রিয়া করিয়া চলেন, তিনিও আপনা আপনি ওঁকার ধ্বনি শুনিতে পান। পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত যোগীরও যে অবস্থা, যাঁহার গুরুকৃপায় নাদ ব্যক্ত হইয়াছে তিনিও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন যাহাকে বিষ্ণুর পরম পদ বলে। এই শব্দব্রহ্মের সাধন খুব সহজ, একটু মন দিয়া ক্রিয়া করিলেই প্রণবধ্বনি শুনা যায়, এবং তাহাতে যিনি মন দিয়া থাকেন তাঁহারও নেশা হয় এবং জগৎ ভুল হইয়া যায় ॥ ২৫

অন্বয়। ভরতর্ষভ। (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) যাবৎ কিঞ্চিৎ (যত কিছু) স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং (স্থাবরজঙ্গম পদার্থ) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (তাহা) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতেই হইয়া থাকে) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ২৬

শ্রীধর। তত্র কর্ম্মযোগস্য তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানযোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টমযোঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিক্তাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্ আহ—যাবদিত্যাদি যাবদধ্যায় সমাপ্তি। যাবৎ কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সত্ত্বং উৎপদ্যতে তৎ সর্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যোগাৎ, অবিবেককৃতাত্তাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ ভবতীতি জানীহি ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ। [তাহাতে কর্ম্মযোগসম্বন্ধে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বলায়, এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যান যোগাদির বিষয়ও বিস্তৃতভাবে বলায়, ধ্যানাদির সাংখ্যবিবিক্ত আত্মবিষয়কত্ব হেতু সাংখ্যকেও অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন]—যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গমাদি বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যোগ হইতে। ঐ দুইয়ের অবিবেককৃত তাদাত্ম্যাধ্যাস হেতু উৎপন্ন হয় জানিবে। [এক পদার্থে অন্য পদার্থের ধর্ম্মকে বোধ করার নাম অধ্যাস। অনাত্মাকে আত্ম বোধ হইলে অনাত্মার ধর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া যে বোধ তাহার নাম অধ্যাস। স্থূলত্ব ও কৃশত্ব আত্মার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু আমি স্থূল আমি কৃশ বলিলে দেহ ধর্ম্ম আত্মাতে অধ্যাসিত হয়। আত্মা যে অনাত্মা হইতে বিলক্ষণ তাহার জ্ঞান না থাকায় এই অধ্যাস উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে এই অধ্যাস অবিবেক হেতুই হয় বলা যাইতে পারে] ॥ ২৬

[জীব ও পরমেশ্বরের অভেদ জ্ঞানই মোক্ষের সাধন, "যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে"—যাহা জানিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। এই সিদ্ধান্তের কি হেতু তাহাই দেখাইবার জন্য এই শ্লোকের আরম্ভ করা হইতেছে। যাহা কিছু বস্তু সঞ্জাত অর্থাৎ উৎপন্ন হয় সেই স্থাবরজঙ্গম সমস্ত বস্তুই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, ইহার তাৎপর্য্য কি ? অর্থাৎ কি প্রকার সংযোগ এইস্থলে অভিপ্রেত ? [ইহাই বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে] যেমন বস্ত্রের সহিত ঘটের অবয়ব-সংযোগমূলক পরস্পর সংযোগ হয়—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ কি সেই প্রকার ? তাহা হইতে পারে না,

আমরা স্বপ্ন দেখি না। কিন্তু দুটী অবস্থার মধ্যে যেটিতেই থাকিব তখন সেই অবস্থানুরূপ দৃশ্য দেখা রোধ হইবে না। ইহা নাই মনে করিলেই নাই হয় না—কিন্তু এমন অবস্থা আছে যেখানে সত্যই তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না। স্বপ্ন জগৎ ও বাহ্য জগৎ মনের দুইটী অবস্থা ভেদে পরিদৃষ্ট হয়। এক অবস্থায় অন্যটী থাকে না। সর্ব্বকালে উহারা থাকে না বলিয়া উহাদিগকে অসৎ বলা হইয়া থাকে। সদ্ বস্তু কেবল মাত্র আত্মা, তাহার ত্রিকালে কোন পরিবর্ত্তন নাই। সেই সদ্ বস্তুর একটি স্বস্থান আছে—তাহা বাহ্যদৃষ্ট স্থানের মত স্থান (space) নহে, তাহাই তাঁহার স্বধাম, সেই স্বধামে কোন মায়া নাই, সুতরাং স্থাবর জঙ্গমাদি নামরূপাত্মক জগতেরও তথায় কোন অস্তিত্ব নাই। সেই আত্মা স্বস্থানে থাকিয়াও যখন স্বস্থান হইতে দূরে সরিয়া আসেন বলিয়া যাহাকে আত্মার গুণযুক্ত অবস্থা বলে—সেই অবস্থায়, এক সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয়, তদ্রূপ সেই এক আত্মাতে যেন অসংখ্য বিশ্বপাত হয়, তখনই ভেদজ্ঞাপক স্থাবর জঙ্গমাদি নামরূপময় অসংখ্য অসংখ্য প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই গুণময়ী অবস্থার অন্তরালে যে সত্তা বর্ত্তমান সেখানে নানাত্ব নাই, সেখানে সর্ব্বদাই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হইয়াই আছে, সুতরাং সৃষ্টি বা লয় সেখানে কিছুরই সম্ভাবনা নাই। ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ জীব, এবং পরমপুরুষ ব্রহ্ম ইঁহাদের ভেদ যখন ঔপাধিক, প্রকৃত ভেদ বর্ত্তমান নাই, সেখানে সৃষ্টি বা লয় এ সমস্তই কাল্পনিক, প্রকৃত সত্য নহে। বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে যেমন এক স্বর্ণই সত্যরূপে বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ বহু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে এক আত্মাই বর্ত্তমান আছেন। তবে যে সাধারণতঃ আমাদের নিকট বহু বলিয়া প্রতীত হয় এবং চৈতন্য জড়ের ভেদ অনুভব হয় উহা সমস্তই আপেক্ষিক বোধ মাত্র। সমস্ত ক্ষেত্রকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন তন্মধ্যস্থ পুরুষ, সেই পুরুষকে যখন দেখা যায় তখন তন্মধ্যে একই রকমের রূপ ফুটিয়া উঠে, আর এই সমস্ত রূপ যাঁহার সেই পুরুষকে দেখিতে দেখিতে যখন নামরূপময় বোধ সব ডুবিয়া যায়—তখন থাকেন কেবল সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা আত্মা। তখন জানিবারও কিছু থাকে না, পাইবারও কিছু থাকে না। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান তিন এক হইয়া কেবল "সৎ" স্বরূপে বিরাজমান থাকেন। কবির বলিয়াছেন—"হরি ভজৈ আপা মিটে তব পাওয়ে করতার"—হরি ভজন করিতে করিতে "আমি" মিটিয়া গেলে তখন কর্ত্তাকে পাওয়া যায়। তাই সাধকেরা বলিয়াছেন—"হরি ভজলেই সর্ব্বনাশ"। অর্থাৎ যে হরি ভজে তাহার নিকট 'সর্ব্বে'র প্রতীতি থাকে না, সে তখন হরির সহিত এক হইয়া যায়। ভক্ত তুলসীদাস রামচরিতমানসে বাল্মীকির মুখ হইতে বলাইয়াছেন—'জানত তুম্হি তুম্হি হোই জাঈ"—তোমাকে জানিলে তুমিই হইয়া যায়। এই শরীর-ঘট যে চৈতন্যের আলোক সম্পাতে চৈতন্যময় হইয়া রহিয়াছে—সেই চৈতন্যের সন্ধান কর, তখন এই দেহের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, এবং দেখিতে দেখিতে আর দ্রষ্টা ও দর্শন কিছুই থাকিবে না। কবির বলিয়াছেন—"ঘট্হি মাহ চৌবতারা ঘটহি মাহ দিবান্"—এই শরীর রূপ ঘটের মধ্যে রাজা ও রাজসিংহাসন (কূটস্থ জ্যোতি ও তন্মধ্যস্থ উত্তম পুরুষ উভয়েই বর্ত্তমান) রহিয়াছেন। এই সকল বিষয় সন্ধান না করিয়া কেবল ঘটত্ব পটত্ব লইয়া কলহ করিলে কিছুতেই সেই অগম্য অপার বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইবে না ॥ ২৬

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭

অন্বয়। সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সমং তিষ্ঠন্তং (সমভাবে অবস্থিত), বিনশ্যৎসু (সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হইলেও) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরং (পরমেশ্বরকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দেখেন), সঃ পশ্যতি (তিনিই যথার্থভাবে দর্শন করেন) ॥ ২৭

শ্রীধর। অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবম্ উক্ত্বা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সম্যগ্দর্শনমাহ—সমমিতি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্ব্বিশেষং সদ্রূপেণ সমং যথা ভবতি এবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি, অতএব তেষু বিনশ্যৎস্বপি অবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ। [অবিবেককৃত সংসারের যে উদ্ভব তাহা বলিয়া সেই সংসার নিবৃত্তির জন্য বিবিক্তাত্মবিষয়ক (প্রকৃতি হইতে আত্মা যে ভিন্ন তদ্বিষয়ক) সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে বলিতেছেন]—স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহে নির্ব্বিশেষ সদ্রূপে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি দর্শন করেন, অতএব তাহাদের বিনাশেও সেই পরমাত্মাকে যিনি অবিনাশী বলিয়া দেখেন তিনিই সম্যগ্‌দর্শী, অপরে নহে ॥ ২৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপে যখন সবভূতেতে সমান হইয়া গেল ও সকল ভূতেতেই স্থিররূপে আট্‌কিয়ে থাকিল—সেই এক ব্রহ্ম পরমেশ্বর হৃদয়েতে অর্থাৎ কূটস্থে—বিনাশমান বস্তুর বিশেষরূপে নাশ হইবার অন্তে যে পরব্রহ্ম দেখিতেছে তাহার আর বিনাশ নাই—ইহা যে দেখিতেছে সেই দেখিতেছে।—সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সংগ্রহে আছে—

"এষ প্রত্যক্ স্বপ্রকাশো নিরংশো-
হসঙ্গঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বদৈকস্বভাবঃ।
নিত্যাখণ্ডানন্দরূপো নিরীহঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥"

এই আত্মা প্রকাশস্বরূপ, অংশবিহীন, সঙ্গরহিত, দোষশূন্য, সকল সময়ে একরূপ, সর্ব্বদা অখণ্ড আনন্দস্বরূপ, ক্রিয়ারহিত, উদাসীন, জ্ঞানরূপ কেবল এবং নির্গুণ।

কিন্তু এই যে এত ব্যক্তরূপ যাহার অন্ত নাই বলিলেই হয়, যাহা বাহ্য চক্ষে দেখিয়া এক মনে করাই অসম্ভব, সেই অসম্ভবও সম্ভব হয় ক্রিয়ার পরাবস্থায়। এত যে বহুরূপ তাহার মধ্যে সেই একত্ব যেন গুপ্ত হইয়া আছে, স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে তাহার গঠনের নানাত্বই লোকে দেখিতেছে, জানে না সেই স্বর্ণেরই এই বহুরূপ, তাহার মধ্যে স্বর্ণ ছাড়া আর কিছুই নাই—সেই একত্বের ভাবটী তখনই প্রকাশ হয় যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় বহুভাব প্রকৃষ্টরূপে লীন হইয়া যায়, তখন মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত টান থাকে, তখন মন তল্লীন হয়, সে অবস্থায় অন্যদিকে মন যাইতে পারে না। ইহাই ভগবানের

পারেন না। প্রাণের চাঞ্চল্য হইতেই মন, সেই মন স্থির হইলেই স্থির প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়। মন সঙ্কল্প-বিকল্পবিহীন হইয়া স্থির হইলে তখন আর তাহা মন নহে—তাহা স্থির প্রাণ, সেই স্থির প্রাণই আত্মা। প্রাণের ঊর্দ্ধগতি হইলে আজ্ঞাচক্রে যে তাহার স্থিতি হয়, সেই স্থিতির অবস্থাকেই আত্মা বলে, ইহা নিজ বোধরূপ, লিখিয়া বা বলিয়া বুঝাইবার নহে। আজ্ঞাচক্রে প্রাণ স্থির হইলে মনের লয় হয়, তখন এক আত্মসত্তা ব্যতীত আর কোন উপাধি বর্ত্তমান থাকে না। এই অবস্থায় সব সমান হইয়া যায় এই জন্য ইহাকে "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। এই যে সমতারূপ আত্মা ইহাকে কেহই হিংসা বা নাশ করিতে পারে না। যিনি বিষয়রূপ বিষধরের মস্তকে চরণ রাখিয়া পরমানন্দে বংশী বাজাইতেছেন সেই সমতা রূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভু গোবিন্দকে যে দর্শন না করে সে আত্মার অবিনাশী ভাব বুঝিবে কিরূপে? তাহাদের জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত, শুধু দেহ সম্বন্ধী হইয়াই চিরকাল থাকে। দেহে আরোপিত আত্মবোধ হেতু প্রতি দেহ গ্রহণ ও ত্যাগের সময় তাহারা আত্মাকে জন্মমরণধর্ম্মী বলিয়া মনে করে ও শোকগ্রস্ত হয়। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে "আত্মহা।" যাহারা প্রাণের চাঞ্চল্য এবং তজ্জনিত মনের বিক্ষেপ থামাইতে না পারে তাহারাই এই নিত্য নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ আত্মায় নানাত্ব কল্পনা করে এবং দেহদৃষ্টি যুক্ত হইয়া জন্মমৃত্যুর বিভীষিকা দর্শন করে। আত্মার স্বরূপ অবগত না হইলে জীবকে এইরূপ ঘোর নরক যাতনাই ভোগ করিতে হয়—এইরূপ আত্মহনন ব্যাপার অজ্ঞানান্ধ জীবের মধ্যে সর্ব্বদাই চলিতেছে। তাই আমাদের দুঃখের অবধি নাই, জন্ম মরণ ক্লেশেরও আর অন্ত নাই। হায় জীব, কবে তোমার সে সৌভাগ্যের উদয় হইবে? কবে তুমি শ্রীগুরূপদেশে আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হইয়া এই জন্মজরা-মরণ নাট্যাভিনয়ের পরিসমাপ্তি দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। বেদ জীবকে তাই প্রবুদ্ধ করিতেছেন "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—একবার সেই আত্মদর্শী মুক্তাত্মার চরণ ধূলিতে অভিষিক্ত হইয়া, হে জীব, জাগিয়া উঠ, জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে আপনি চিনিয়া লও। অবিদ্যার বশে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গযোনিতে জন্ম লাভ করিয়া আপনাকে আপনি জানিবার সুযোগ লাভ করিতে পার নাই, এইবার মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছ, ওগো! এইবার আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখ দেখি! এই সুযোগ কিন্তু আর হারাইও না। মনুষ্য দেহ পাওয়াও তত কঠিন নহে, অতিশয় সুদুর্লভ হইতেছে মনুষ্য দেহ পাইয়া আত্মানুসন্ধানে সচেষ্ট হওয়া। যে এই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারে, তাহার গর্ভবাস ও দেহ ধারণের ক্লেশ স্বীকার মাত্রই সার হয়। মনুষ্য দেহ পাইয়া কেবল পশুদের মত ইন্দ্রিয় সুখে উন্মত্ত হইয়া থাকিলে আর কি হইল? হে জীব! একবার উদ্বুদ্ধ হও, একবার জাগিয়া তোমার স্বরূপ সন্ধান কর, তুমি নিজে কে দেখ, তোমার সর্ব্বস্ব যে আত্মা সেই আত্মার প্রতি মনোযোগী হইয়া ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইবার জন্য শ্রীগুরুর চরণপদ্ম আশ্রয় কর। দেখ শ্রীমদ্ভাবগতে কি বলিতেছেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥" ভাঃ ১১শ স্কন্ধ

সকলের অধিষ্ঠানভূত ও স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলেও—"সকল" তো থাকিয়া যাইতেছে, সুতরাং দৃশ্যমান প্রকৃতিকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যদি প্রকৃতিকে তাঁহারই শক্তি বল, তবে ভগবানকে বা আত্মাকে অকর্ত্তা বলা হয় কিরূপে? আমার শক্তির মধ্যে আমিই আছি, সেইরূপ ভগবদ্শক্তির মধ্যে ভগবানই বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই সব নানা শঙ্কা উদয় হয়।

বাস্তবিক অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের নানাবিধ ঐশ্বর্য্য বা শক্তি রহিয়াছে। সেই ঐশ্বর্য্য বশতঃ কখনও তাঁহাকে নির্গুণ নিরুপাধিক এবং কখনও স্বগুণ সোপাধিক বলিয়া দেখা যায়। সুতরাং উভয়ের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। তাই তিনি অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা। অবশ্য এ কথা সত্য যে তিনি নির্গুণ নির্ব্বিকার ও সর্ব্বোপাধি বর্জ্জিত হইয়াও এবং নিত্য নির্গুণ অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও তিনি সগুণ অর্থাৎ জীব ঈশ্বর ও জগতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বরং এই কথা বলাই সঙ্গত যে তিনি নির্গুণ ও সগুণ উভয়ই। নির্গুণ আত্মা প্রকৃতি যুক্ত হইয়া সগুণ হন। এই প্রকৃতিও কোন ভিন্ন সত্তা নহে, এই প্রকৃতি ভগবানের নিজ শক্তি বা মহিমা। ইহাকেই ব্রহ্মের অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া বলে। ভগবানেরও যেমন অন্ত নাই, তাঁহার মায়ারও তদ্রূপ অন্ত নাই। প্রকৃতিকে কেহ কেহ জড় বলিয়া থাকেন কিন্তু তিনি কাঠ পাথরের মত জড় নহেন, তিনিও আত্মার দৃশ্য পদার্থ বলিয়া তাঁহাকে জড় বলা হয়। প্রকৃতি ও আত্মা অবিনাভাবে সম্মিলিত। উভয়ই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী। এখন প্রশ্ন হয় যিনি এক অদ্বিতীয় শ্রুতি বলিতেছেন তিনি দুই বা বহু হন কিরূপে? ইহাই তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছা—ইহা কিরূপে হয়, কেন হয় বলা যায় না। ভগবানের বিকল্প নাই, বাসনা নাই তবুও যখন তাঁহার আপনাকে আপনি দেখিতে ইচ্ছা হয় যেমন দর্পনে আমরা মুখ দেখি, তখন তিনি নিজ মায়াকে প্রকাশ করিয়া আপনাকে তিনি বহুরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক অদ্বিতীয় হইলেও আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিবার তাঁহার সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থ্যই তাঁহার শক্তি বা মায়া। এই মায়া মিলিত হইয়াই তিনি বহু হইয়া থাকেন, এবং বহু হইয়া অর্ভক যেমন নিজ প্রতিবিম্বের সহিত খেলা করে তিনিও তদ্রূপ নিজ প্রতিবিম্বের সহিত খেলা করেন। এ খেলা খেলিবার সময়ও তিনি স্বস্বরূপ হইতে কখনও বিচ্যুত হন না। তাঁহার এই মায়া সৃষ্ট ক্রীড়নকগুলিও কোন পৃথক বস্তু নহে, ইহারা তাঁহারই শক্তি মাত্র। যখন এই ক্রীড়নকগুলি মায়া চক্রের মধ্যে পৃথক রূপে খেলিতে থাকে তখনই তাহাদিগকে বহু মনে হয় এবং তাহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। এই ক্রীড়নকগুলি যখন মায়াভেদ করিয়া স্বকেন্দ্রে উপনীত হয়, যেমন জল বিম্ব জলে মিলিয়া যায় উহারাও তদ্রূপ ব্রহ্ম দেহে মিলিয়া যায়। জীব-বিম্বের এই অবস্থা প্রাপ্তিকেই তাহার মুক্তি বলে।

এই মায়া অন্য কিছু বস্তু নহে, ইহা তাঁহার স্বশক্তি। ঋষিরা সেই মূল কেন্দ্রকে পিতা এবং তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি যাহা জগতের উৎপত্তির হেতু তাঁহাকে তাঁহারা বিশ্বজননী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ঋষিদের এক সম্প্রদায় নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবকে ছাড়িয়া এই ব্রহ্মশক্তিকে সগুণ ভাবকেই পূজা করিয়াছেন এবং তাঁহাকেই বিশ্বের আদি জননী বলিয়া তাঁহাকে

পরমেশ্বরী রূপে চিন্তা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। ইহাও বড় সুন্দর ভাব। মা যেন নানা সাজে সাজিয়া কখনও বিশ্বরূপে কখনও জীবরূপে কখনও জীবের মোক্ষদাত্রী হইয়া আত্ম প্রকাশ করিতেছেন। দেবতা, জীব সকলেই তাঁহার খেলায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

তিনি কার্য্যরূপে বিশ্ব আবার কারণ রূপে নিরাকারা, বিশ্বাতীতা, অরূপিণী হইয়াও জীবের সন্তাপ হরণ করিতেছেন এবং উপযুক্ত পাত্রকে মুক্তি দানের জন্য সদা উদ্যুক্তা হইয়া আছেন। শিবও যেমন বুদ্ধির অগম্যা মাও তদ্রূপ বুদ্ধির অগম্যা, তাই দেবীমাহাত্ম্যে ঋষিরা স্তব করিতেছেন—

"হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপিদোষৈঃ
ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥"

'হে দেবি, তুমি সমস্ত জগতের মূল কারণ, যেহেতু তুমি ত্রিগুণময়ী, তাই রজোগুণে জগৎ-সৃষ্টি কর, সত্ত্বগুণে জগৎ পালন কর, আবার তমোগুণে জগৎ সংহার করিতেছ—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই একমাত্র হেতু! জগতের সব বস্তু তোমারই প্রকাশ, তথাপি তুমি রাগদ্বেষাদি দোষযুক্ত জীবের জ্ঞেয় নহ। হরিহরাদিও তোমাকে জানিতে পারেন না, তুমি যে অন্তরহিত। তুমি সকলের আশ্রয়রূপা সর্ব্বব্যাপিনী, তাই এ অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই অংশভূতা। প্রকৃতি পৃথক পৃথক দৃশ্যবস্তুরূপে অবিচ্ছিন্ন হইলেও তুমি ষড়বিধবিকারশূন্যা আদ্যা প্রকৃতি।'

সুতরাং জগতে যত কিছু কার্য্য হইতেছে, তাহা সমস্তই প্রকৃতির। ব্রহ্মের মধ্যে যে কার্য্যরূপা ভাব বা শক্তি তাহাই প্রকৃতি, তাহাই আত্মার ক্রিয়াশক্তি—বাহ্য প্রকাশ বা শরীর গ্রহণ। এই ক্রিয়াশক্তি আত্মকেন্দ্র হইতে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া জগদাদিরূপে পরিণত হয়, আবার এই ক্রিয়াশক্তি সঙ্কুচিত হইয়া যখন কেন্দ্র মধ্যে লীন হয়, তখন তাহা অব্যাকৃত, জগদাদিরূপ পরিণাম তখন নাই। প্রথমে এই শক্তি আত্মাতে অবিনাভাবে সম্মিলিত থাকে, পরে তাঁহার নিজেকে নিজে দেখিবার ইচ্ছা হইলেই তাঁহার স্বশক্তি যাহা তাঁহাতেই সুপ্ত থাকে তাহার স্ফুরণ আরম্ভ হয়। এই "একোঽহং বহুস্যাম" সঙ্কল্প। স্ফুরণের প্রথমাবস্থাতেও এই শক্তি অব্যক্ত, তখনও আপনাতে আপনি, কেবল ঈষৎ একটু ব্যঞ্জনাযুক্ত, শক্তি ও শক্তিমান তখনও অভেদ। পরে শক্তি ও শক্তিমান দ্বন্দ্বমিথুন অথচ যুগল—এইরূপে ব্যক্ত হ'ন। তখনও তাঁহারা অঙ্গাঙ্গীরূপেই অবস্থিত। পরে শক্তি যত সৃষ্টির দিকে উন্মুখ হয় তখন শক্তি ও শক্তিমান যেন পৃথক ভাবে উপলব্ধ হইতে থাকে, এই অবস্থায় তাঁহারা পরস্পরে একটু পৃথক ভাবে প্রকাশিত হইলেও পরস্পর হইতে তখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন না। তাই "চিৎ" যতই শক্তি (প্রকাশ) রূপে পৃথক হইতে থাকেন ততই শক্তি মধ্যে চিদাভাসরূপে তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে থাকেন। বহির্দৃষ্টিতে শক্তিকে যতই দেহাদি স্থূলরূপে পরিণত হইতে দেখা যায় ততই সেই সকল স্থূলরূপের মধ্যে চৈতন্য বিম্ব প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

চলায়মান বস্তুতে আছেন, নচেৎ বস্তুর নামরূপও প্রকাশ পাইত না, আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া চঞ্চল, এবং চঞ্চল হইয়া মনরূপে বিবিধ কল্পনা করিতেছেন। প্রাণই আত্মার প্রকৃতি, এই প্রাণে মন দিতে দিতেই চঞ্চল প্রাণ স্থির হয়, সেই স্থির প্রাণে যাহা কিছু দেখিবে সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইবে। আত্মারই বিস্তার প্রাণ, এবং প্রাণের বিস্তার মন বা সঙ্কল্প এবং সঙ্কল্প স্বরূপ হইতেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। প্রাণ স্থির হইলে যে অণু স্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়, সেই অণুর মধ্যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সব ডুবিয়া যায়, এবং বুদ্‌বুদ্ যেমন সাগরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ সেই অণুও ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হইয়া যায়, তখন এক বলিবারও কেহ থাকে না, কেবল ব্রহ্মই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই এক অণুতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পোরা। সেই এক অণুর জ্ঞান হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কূটস্থে থাকিতে থাকিতে অণু দেখা যায়। কূটস্থে যে সর্ব্বদা থাকে তাহার আমি আমার থাকে না, এই আকাশ পাতাল পৃথিবী তাহার সব ব্রহ্মময় হইয়া যায়। এই আত্মদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হইলে ভূতসমূহকে আত্মাতেই অবস্থিত দেখা যায়, এবং তরঙ্গমালা অসংখ্য হইলেও যেমন তাহারা সাগর হইতে উত্থিত হইয়া সাগরেই বিলীন হয়, এবং সেই অসংখ্য তরঙ্গকে সাগর হইতে অভেদ রূপে দেখা যায়, তদ্রূপ এক ব্রহ্মসত্তা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মসত্তাতেই নিমজ্জন ও তাহাতেই একীকরণ যাঁহার জ্ঞাননেত্রে ভাসিতে থাকে, তিনিই ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ করেন। অজ্ঞান বশতঃ রজ্জুতে যে সর্প বোধ হইয়াছিল সেই অজ্ঞান স্বপ্ন কাটিয়া যাইলে সর্পবোধ রজ্জুতে বিলীন হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মে যে জগৎ ভ্রম কল্পিত হইয়াছিল, জ্ঞানের প্রকাশে সেই জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়। নাম রূপ মিটিয়া এক সত্তা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

যেমন মণিগণ মধ্যে সূত্র প্রোত আছে, তদ্রূপ ব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপে সকলের মধ্যে নির্লিপ্ত ভাবে আছেন। হৃদয়, প্রাণ, মন এই তিন সূত্র—যজ্ঞোপবীত—সকল বাহ্য বস্তু যাহা দ্বারা গ্রথিত আছে; যেমন কোন কর্ম্মের সঙ্কল্প হইলে প্রথমে হৃদয়ে, পরে প্রাণবায়ুতে, পরে মনেতে উদয় হয়। মনেতে যাহা উদয় হয় তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়। কার্য্য, কারণ কর্ত্তৃত্ব হেতু বাহ্যিক সকল কর্ম্মের মধ্যে এই ব্রহ্মসূত্র আছে, অভ্যন্তরেও তাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ে ক্রিয়া করিয়া হৃদয়কে স্থির করিতে হইবে,—সেই ক্রিয়া—প্রাণের দ্বারা প্রাণকে বৃদ্ধি করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, এবং সে অবস্থায় মনের চাঞ্চল্য আপনা আপনি দূর হয়। স্থিরত্বপদে থাকিলেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, তখন ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করিয়া সাধক ব্রহ্মস্বরূপ হন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে থাকে সেই যোগী, ক্রিয়া করিতে করিতে যোগীদের আপনা আপনি ধারণা হয়, সেই ধারণার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ধারণ করিতে হয়। তখন তাঁহারা যোগযুক্তাবস্থায় থাকিয়া ২৪ তত্ত্বকে যেন দেখিতে পান—এইরূপ অনুভব করেন। (১) মূল প্রকৃতি—এই শরীর মূলাধার, তাহাতে থাকিতে থাকিতে (২) ক্রিয়ার পর অবস্থায় মহৎ ব্রহ্ম হয়, (৩) পরে সোঽহং ব্রহ্ম ইত্যাকার বোধ হয়, (৪) মন—যিনি ব্রহ্মেতে লীন হন। পঞ্চ তন্মাত্র শরীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ (পঞ্চ তন্মাত্র) চক্ষু, শ্রোত্র, রসনা, নাসিকা, ত্বচ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়);

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২

অন্বয়। যথা (যেমন) সর্ব্বগতং আকাশং (সর্ব্বত্র অবস্থিত আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্ম বলিয়া) ন উপলিপ্যতে (কোন বস্তুর সহিত লিপ্ত হয় না) তথা (সেইরূপ) আত্মা (আত্মা) সর্ব্বত্র দেহে (সকল দেহে) অবস্থিতঃ অপি (বিদ্যমান থাকিয়াও) ন উপলিপ্যতে (কিছুরই সহিত লিপ্ত হয় না) ॥ ৩২

শ্রীধর। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথা ইতি। যথা সর্ব্বত্র—পঙ্কাদিষ্ব্যপি স্থিতম্ আকাশম্ সৌক্ষ্ম্যাৎ—অসঙ্গাৎ পঙ্কাদিভিঃ নোপলিপ্যতে তথা সর্ব্বত্র—উত্তমে মধ্যমে অধমে বা দেহে অবস্থিতোঽপি আত্মা নোপলিপ্যতে—দৈহিকৈর্দ্দোষগুণৈঃ ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

বঙ্গানুবাদ। [ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন] যেমন সর্ব্বত্র অর্থাৎ পঙ্কাদিতেও অবস্থিত আকাশ অসঙ্গ হেতু পঙ্কাদি কর্ত্তৃক উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বত্র ; উত্তম, মধ্যম অধম দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা দৈহিক দোষগুণ দ্বারা গুণ বা দোষযুক্ত হয় না ॥ ৩২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যেমত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেতে সকলেতেই সূক্ষ্মরূপে আকাশের গতি অর্থাৎ স্থিতি—তাৎপর্য্য স্থিতি গতি দুইই!! সূক্ষ্মগতি হইলে স্থিতি, স্থূল গতিতেই গতি!!! কিন্তু সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত নির্লিপ্ত। তদ্রূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অণু স্বরূপে সকল দেহেতেই ব্রহ্মব্যাপ্ত অথচ স্থিতি। সেইরূপ আত্মা দেহেতে সূক্ষ্ম ব্রহ্ম স্বরূপে সকল স্থানে আছেন। গতি হইতেছে অথচ স্থিতি!! স্থিতি হইলেই নির্লিপ্ত ব্রহ্ম—সেই স্থিতি ক্রিয়ার পর অবস্থা—যে না পাইয়াছে সে জগতেতে আছে অর্থাৎ জন্ম হইবা পর্য্যন্তই কেবল গতিতেই রহিয়াছে। তাৎপর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের গতি রোধ করিবার জন্য কেবল এই ক্রিয়া—যাহা গুরুবক্ত্র গম্য ও সুখে করা যাইতে পারে। কেবল একটু অনুগ্রহ পূর্ব্বক এদিকে দৃষ্টি রাখা মাত্র ও "কেবলই স্রোতে বেয়ে যাবে"- একটা খুঁটি ধর যাহা তোমার মধ্যে রহিয়াছে।—আত্মা যে নির্লিপ্ত তাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে আকাশ। আকাশ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু কোন কিছুরই সহিত আকাশ লিপ্ত নহে, কারণ আকাশ বড় সূক্ষ্ম। ধূলি ধূম আকাশকে সময়ে সময়ে যেন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল মনে হয়, কিন্তু ধূলি ধূম সরিয়া যাইবার কালেও আকাশে কোন দাগ রাখিয়া যাইতে পারে না, কারণ আকাশ অসঙ্গ। আকাশকে সর্ব্বত্রগ বলে অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুতেই তাহার স্থিতি, এই স্থিতি ও গতিটি কি বুঝা চাই! স্থিতি ও গতি একই কথা। স্থিতিশীল আত্মা কালের দ্বারাই গতিশীল হন। সীমাবদ্ধ কালই মায়ার রূপ। দেহ তাহার আশ্রয়, এই কালের জন্যই আমরা আত্মার ইহ পরত্র গমনাগমনের কথা শুনি, এই জন্যই বাল্য, যুবা, বার্দ্ধক্য, জন্ম, মৃত্যুর নানাবিধ খেলা দেখিতে পাই। এই প্রাকৃত সম্বন্ধ রহিত হইলেই আত্মাকে চির স্থির নিত্য নির্ব্বিকার, জন্মজরামরণশূন্য রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সহস্রদলে যাঁহাকে নিত্য নির্ব্বিকার রূপে বুঝা যায়—তাঁহাকে সুষুম্নায় অবস্থিত যখন

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩

দেখি তখন তিনি গতিশীল অথচ স্থির। স্থির এইজন্য যে সুষুম্নায় অবস্থিত প্রাণ মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয় না, অর্থাৎ পরিবর্ত্তন হয় না—"যাবৎ বায়ু মেরোর্মধ্যে তাবন্মৃত্যুভয়ং কুতঃ"—অথচ সেখানে যে একেবারে গতি নাই তাহাও নহে, একেবারে গতিশূন্য হইলে দেহ থাকিতে পারে না। তবুও সুষুম্নায় প্রাণের সূক্ষ্মগতিকে গতিশূন্যই বলে কারণ সে গতিতে কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারে না। যখন প্রাণ ইড়া পিঙ্গলায় আসিয়া জন্মমরণধর্ম্মী হয়, তখনও সূক্ষ্মভাবে সুষুম্নায় স্থির প্রাণের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে, আবার এই স্থির প্রাণ যাহা অচল হইয়াও সচল, তাহা যখন একেবারে সহস্রারে পৌঁছিয়া গতিশূন্য হয়, তখন আর দেহাদির সহিত প্রাকৃত সম্বন্ধ থাকে না। জীবের জন্মাবধি মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত এই গতির রোধ হয় না, তাই জীবের অদৃষ্ট ও দেহ সম্বন্ধও কখন রুদ্ধ হয় না। প্রত্যেক গতিশীল পদার্থই কোন আপেক্ষিক গতিহীন পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান থাকে নচেৎ তাহার অস্তিত্ব থাকে না। যতক্ষণ অস্তিত্ব ততক্ষণ একদিকে গতি ও অন্যদিকে গতিহীন অবস্থা থাকিবেই। ইহাই জীবের বারবার জন্মমরণ বা বারম্বার যাতায়াতের কারণ। এই গতি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই। গতি না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নাই। সকলেই এই গতির মধ্যে পড়িয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। এই গতি রোধ করিতে হইলে ব্রহ্মাবস্থায় পৌঁছানো চাই, যেখানে কিছু হয় নাই, কিছু হইবে না। "ধাম্নাম্বেনসদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি"। এই পরম সত্যকে বুঝিতে হইবে তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, যেখানে মায়ার কুহক লীলা নিরন্তর কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া আছে। ক্রিয়ার পরাবস্থাই এই স্বকীয় ধাম, অতএব এই পথযাত্রীদের প্রতি এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া না থাকেন, যাহাতে এই কৈবল্যাবস্থা লাভ হয় তজ্জন্য এই প্রাণের খুঁটিটিকে সবলে যেন ধরিয়া থাকেন। এই খুঁটি বা স্থির ভাব এবং শ্বাস বা গতি সকলের মধ্যেই রহিয়াছে, যে শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারে সেই সংসার গতি অতিক্রম করে। নিরন্তর শ্বাস প্রশ্বাস চলিয়াছে এবং পলকে পলকে জীব মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে—এই সাধারণ স্রোতে আপনাকে বহিয়া যাইতে না দিয়া সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। পরিশ্রম করিলেই ধরিতে পারা যায়, একবার সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিতে পারিলেই "অবিচল রাম" কে প্রাপ্ত হইবে যিনি সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন ॥ ৩২

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) যথা (যেমন) একঃ রবিঃ (এক সূর্য্য) ইমং কৃৎস্নং (এই সমস্ত) লোকং জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন), তথা (সেইরূপ) ক্ষেত্রী (আত্মা) কৃৎস্নং ক্ষেত্রং (সমুদায় ক্ষেত্রকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করিয়া থাকেন) ॥ ৩৩

শ্রীধর। অসঙ্গত্বাৎ লেপো নাস্তি ইতি আকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতম্। প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যত ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৩

বঙ্গানুবাদ। [অসঙ্গত্ব হেতু আত্মার লিপ্ততা নাই ইহা আকাশদৃষ্টান্ত দ্বারা

দেখিতে পান। এই দেহস্থ জ্যোতিঃ যাঁহার জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে অনুভব করিতে পারেন; এবং এইরূপ অনুভব করিতে করিতে সে অনুভব আর লুপ্ত হয় না। সাধক ইচ্ছা করিলেই—

"রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ।
তেজোমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ॥
একো হি সোমমধ্যস্থোঽমৃতং জ্যোতি স্বরূপকম্।
হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানাং চেতো দ্যোতয়তে হ্যসৌ॥
আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥"

ইহাই কূটস্থ জ্যোতিঃ। এই জ্যোতির অন্তর্গতই যে পুরুষ, তিনিই "আমি"। এই "আমি"কে জানিলেই সব জানা হয়। যখন মন আর অন্যদিকে যায় না, সেই দিব্য চক্ষুস্বরূপ কূটস্থ মধ্যেই নিহিত থাকে, তখনই জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায়, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ সম্পূর্ণরূপে ধারণা হইয়া থাকে। সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎ লাভের উপায় হইতেছে—এই পঞ্চভূতময় দেহে মূলাধারাদি পঞ্চস্থানে পঞ্চ মূর্ত্তিতে পঞ্চ লিঙ্গ রহিয়াছেন, ইঁহারাই পঞ্চ প্রাণরূপে দেহে বর্ত্তমান। যখন প্রাণের দ্বারা প্রাণকে মন্থন করা যায় যাহাকে মৈথুন বলে, সেই মৈথুনের ফলে মনঃস্থির হইয়া যায়, মনঃস্থিরে বুদ্ধি স্থির হয়, সেই স্থিরবুদ্ধি বা পরাবুদ্ধিতে প্রকাশিত যে আত্মভাব, তাহাই পুরুষ, তাহাই ব্রহ্ম এবং তাহাই "আমি"। প্রথমে প্রকৃতি বলবতী—তাই কালিকা রূপিণী তাঁর প্রচণ্ডা মূর্ত্তি "চণ্ডারূপাতিভীষণা" প্রকাশ পায়। ইহাই সংসার মূর্ত্তি—আসক্তিরূপা ও জন্মমৃত্যুরূপা ঘোরা বিভীষণা মূর্ত্তি—যাহা স্মরণ করিলে সকলের হৃদ্‌কম্প হইতে থাকে। স্থির শূন্য, ব্যোম বা মহেশ্বরের হৃদয় ভেদ করিয়া বা তাঁহাকে আবৃত করিয়া "তাথেই তাথেই" ভাবে তাঁর অবিচ্ছিন্ন নৃত্য চলিতেছে—তাহাতেই অখণ্ড মহাকাল মহেশ্বরকে কত বিচ্ছিন্নভাবে, কত অসংখ্য খণ্ড বিখণ্ড ভাবে দেখা যাইতেছে, আর এককে বহুভাবে বহুরূপে দেখিয়া মনের ধন্দ মিটিতেছে না—অজ্ঞান ছুটিতেছে না। আবার লীলা শেষে স্বয়ং মহাদেব যখন তাঁর এই কুহকিণী বহির্ম্মুখী শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া লন, তখন বহু এক হইয়া যায়, ঘোরা অঘোরা হইয়া যায়, জন্মমৃত্যুর বিভীষিকাময়ী করালমূর্ত্তি —নীলেন্দীবরলোচনা হইয়া, আর ঐ মোহময়ী মায়া সন্তানবৎসলা জননী হইয়া, অনন্ত বিভিন্ন ভাবকে এক মহাকাশ বা চিদাকাশে পরিণত করিয়া—"সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী" হইয়া—"সর্ব্বশ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতা" হইয়া—অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ ভাণ্ডোদরে শোয়াইয়া রাখেন। ইহাই শবরূপ অনাত্মভাবকে শিবরূপে পরিণত করা, ইহাই বিশ্বকে আপনার করা—ইহাই "আপনাতে আপনি" থাকা। তাহা হইলেই আর অন্যদিকে দৃষ্টি থাকিবে না। পূর্ব্বে যিনি অসিকরা হইয়া সবকে হনন করিতে ছিলেন—মায়া-মোহ-কূপে নিক্ষেপ করিতেছিলেন—এখন সেই সকলকে নিজ গলায় পরিয়া, সর্ব্বকে আপনার অঙ্গশোভন হার রূপে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধ থামিয়া গেল, অশুভ শুভরূপে

রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। যখন দেবাদিদেব এইরূপে স্বভক্তকে আপনার রূপ করিয়া লন, তখন ভক্ত অনন্যদৃষ্টি হইয়া আপনাকে তাঁহার মধ্যে বিসর্জ্জন করেন। ইহাই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। অন্যদিকে আসক্তি নাই, সংসার থাকিয়াও তার সংসার নাই, ইহাই আপনাতে আপনি থাকা, ইহারই নাম "ক্রিয়ার পর অবস্থা।" ইহাই সর্ব্বশেষ অবস্থা, ইহাতেই সর্ব্বের নিমজ্জন বা লয়, ইহাই মোক্ষপদ, ইহাই পরম পদ !! ইহাই ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তি লাভ !! এবং ভূতপ্রকৃতিরও মুক্তি !! সমাধি সাধনে যাঁহারা দৃঢ় অভ্যস্ত, তাঁহারা সমাধি ভঙ্গের পরও আত্মাকে আর প্রকৃতিকার্য্যে লিপ্ত বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের এই অবস্থাতে যে ক্ষেত্রের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না তাহা নহে, তাঁহারা জাগ্রদবস্থাতেও যোগযুক্ত থাকায় প্রকৃত ক্ষেত্রকে আর নিজ আত্মসত্তা হইতে পৃথক উপলব্ধি করেন না—ইহাই ভূত প্রকৃতিরও মোক্ষলাভ। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন 'যা ছিলি ভাই তাই হবি"। অধ্যাসবশতঃ প্রাণ চঞ্চল হইয়া যাহা দৃষ্টিযুক্ত হইয়া এই অনন্ত দৃশ্যের সমুৎপত্তি। আবার প্রাণ স্থিরে বুদ্ধি স্থির হইলেই —"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—সাধকের অনুভব হয়। প্রকৃত বন্ধন বা তাহার মোচন নাই, যাহা স্বপ্নে দৃষ্ট হইয়াছিল, স্বপ্ন ভঙ্গের পর তাহার অস্তিত্ব রহিল না—এইমাত্র, ইহার নামই মোক্ষ। শ্রীমদ্ভাগবত তাই বলিয়াছেন "বন্ধোমুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ"—১১শ স্কঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্যামাচরণ আধ্যাত্মিক দীপিকা নামক গীতার
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা
সমাপ্ত।

আত্মজ্ঞান ব্যতীত বাস্তবিকই দুস্তর শোকসিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশ হেতুই আমাদের ভয় ও শোক উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান হইতেই এই দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান হয়, ইহাই আত্মার অবিদ্যা সম্বন্ধ। এই ভয় ও শোক হইতে একমাত্র আত্মবিৎই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিতেছেন—"তরতি শোকমাত্মবিৎ"। যতক্ষণ নানাত্বের নিরসন না হয় ততক্ষণ শোক যাইতে পারে না, কারণ মৃত্যু বা অভাববোধই শোকের প্রধান আশ্রয়।

ঐক্য জ্ঞান ব্যতীত অমৃত লাভ হয় না, যতদিন নানাত্বের দর্শন হইবে ততদিন মৃত্যু আমাদের পিছন ছাড়িবে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" যে এই ব্রহ্মসত্তায় ঈশ্বর জীব জগত ইত্যাদি বিবিধ ভেদ দর্শন করে সে মৃত্যুর পর পুনঃপুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আত্মা বহু নহে আত্মা এক—ইহা সমাধিজ জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিলেই জীবের জন্মমরণের ত্রাস ঘুচিয়া যায়।

নানাত্ব দর্শনং মৃত্যু

আচ্ছা, আত্মা তো অমৃতস্বরূপ এবং আত্মা ব্যতীত যখন অন্য কিছু নাই তখন জন্ম মৃত্যু দ্বন্দ্বভাব আমরা অনুভব করি কেন? দেহাত্মবুদ্ধিই ঐরূপ ভ্রান্তি বোধের কারণ। দেহ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, দেহে আত্মবোধ থাকায় জন্ম মরণের সহিত এই আত্মারও জন্ম মরণ হইতেছে ভ্রান্ত জীবের এইরূপ মনে হইয়া থাকে। এই দেহভ্রম যতদিন না ঘুচে ততদিন জীবের সংসারসিন্ধু পার হওয়া অসম্ভব।

এই জন্য জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা একান্তই আবশ্যক। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই দেহটির পরিচয় জানা ও দেহ মধ্যে যে দেহাতীত নিত্য-চৈতন্য জন্মমরণহীন একটি বস্তু রহিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও একটি অভ্রান্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এইটীই জ্ঞেয় বস্তু, উঁহাকে জানিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞেয় বস্তুটিকে অবগত হওয়া একটুখানি কথা নহে, সে জন্য বহু সাধ্য সাধনা করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হয়। বহু সদ্‌গুণরাশি আয়ত্ত করিতে হয়, অমানিত্ব অদম্ভিত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব প্রকার সংযম ও সাধনায় অভ্যস্ত হইতে হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে গুলিকে জ্ঞান বা জ্ঞানের সাধন বলা হইয়াছে, ঐ সকল সদ্‌গুণ অনায়ত্ত থাকিলে শাস্ত্রাভ্যাস বা উপদেশ শ্রবণেও কোন ফল হয় না। সুতরাং আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যোগাভ্যাসে সুনিপুণ হইতে হইবে। কেবল মৌখিক যুক্তি তর্কের দ্বারা অচিন্ত্য বস্তুর ধারণা হয় না।

দেহাতীত বস্তুর জ্ঞান

প্রথমতঃ সাধনা দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি করিতে হইবে, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে আত্মবিষয়ক স্মৃতি লাভ হইবে। এই স্মৃতিধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিলে মনোবৃত্তি ক্ষীণ হইতে থাকিবে। বৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক সমাধিস্থ হইতে না পারিলে নির্গুণ পুরুষে স্থিতি লাভ করা সহজ নহে। এই স্থিতির নামই অপরোক্ষানুভূতি, জ্ঞান বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যে আত্মা কূটস্থরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই এই শরীরের কারণ। এই শরীর ও শরীরস্থ ধাতু (ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি

সত্ত্বশুদ্ধি জ্ঞান লাভের প্রধান উপায়

স্পন্দন বটে কিন্তু উহাও আসলে মুখ্য প্রাণ নহে যদ্দ্বারা জীব জীবিত থাকে। তাহা

সূত্রাত্মা

(২) **সূত্রাত্মা**, প্রাণ স্পন্দন তাহারই শক্তি। এই প্রাণ সম্পাদন দ্বারাই জীব ভোগোপযুক্ত দেহের পরমাণু সকলকে সম্মিলিত করিয়া এই স্থূল দেহকে রচনা করে। পরে এই প্রাণ বহুধা বিভক্ত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে নাড়ীমুখে প্রবাহিত হইয়া দেহকে প্রাণময় ও কর্ম্মোপযোগী করিয়া তুলে। ঐ প্রাণপ্রবাহের মধ্যে একটি অপরূপ শক্তি রহিয়াছে যাহা দেহকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে পারে। প্রাণ না থাকিলে দেহগঠন ক্রিয়া যে সম্পন্ন হয় না, তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। এই নাড়ীমধ্যস্থিত শক্তিই প্রাণের শক্তি কিন্তু উহাও মুখ্য প্রাণ নহে। এই নাড়ীমধ্যস্থিত শক্তিই তাঁহার দেহ বা প্রাণময় কোষ, যিনি এই প্রাণময় কোষে থাকিয়া দেহের ও ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই (৩) **জীবাত্মা**

জীবাত্মা

বা কূটস্থ, দেহাদিতে বর্ত্তমান থাকিয়াও তিনি সর্ব্বদা দেহের অতীত। দেহ প্রাণাদিতে সংশ্লিষ্ট হেতু তাঁহাকে সাবয়ব, সীমাবদ্ধ, বদ্ধ ও কর্ম্মফল ভোক্তা বলিয়া ধারণা জন্মে। বহির্দৃষ্টি বশতঃ প্রকৃতির অনুগামী হইয়া জীবের সুখ দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি সুখ দুঃখের ভাগী অথবা কর্ম্মফল ভোক্তা নহেন। কিন্তু প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য হেতু তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফল ভোগাদি তাঁহাতে অধ্যস্ত হয়। স্বরূপ জ্ঞানে ঐরূপ ভ্রান্তির নিরসন হয়। ঘৃত যেমন দুগ্ধের প্রতি অণুতে থাকিয়া দুগ্ধের অস্তিত্ব প্রদান করে অথচ দুগ্ধের জল ভাগের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, মন্থনদণ্ড দ্বারা দুগ্ধ মথিত হইলে যেমন তন্মধ্যস্থ ঘৃত তদুপরি ভাসিতে থাকে তাহার সহিত লিপ্ত থাকিয়াও সংলিপ্ত নহে, তদ্রূপ এই দেহাদি বা প্রকৃতি রূপ দুগ্ধ প্রাণায়াম রূপ মন্থন ক্রিয়ার সাহায্যে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র রূপে ভাসিতে থাকে। তখন আত্মা যে প্রকৃতি হইতে অসংলিপ্ত তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। উহাই ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ। এইরূপ ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিলে এই দৃশ্যমান অসংখ্য জীব বা খণ্ড ভাব তখন একে মিলিয়া একাকার হইয়া যায়। (৪) সেই দেহেন্দ্রিয়ের অগোচর অব্যক্ত পরম একই **পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা**। এই নির্গুণ পরমাত্মাই লীলা বশতঃ যখন সগুণ হন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রকটিত কূটস্থ চৈতন্যই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত"। এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে অভিন্ন, "বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি"। সর্ব্বভূতের মূল হইতেছে পরা ও অপরা প্রকৃতি, এই উভয় প্রকৃতিই তাঁহার, সুতরাং এক হিসাবে সর্ব্বভূতই তিনি—সেইজন্য বেদ আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।"

পরমাত্মা

পরা প্রকৃতি

সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মসূত্র পদই পরা প্রকৃতি, তন্মধ্যে সূক্ষ্মরূপে সমস্ত ভূতই বর্ত্তমান, ইহার স্থূল ভাবই অপরা প্রকৃতি বা বিশ্ব। সুতরাং বিশ্বের যোনি ঐ ব্রহ্মসূত্র বা ব্রহ্মযোনি কূটস্থ। কূটস্থের মধ্যেই সমুদায় দেবতারাও রহিয়াছেন। ভিতরের সবিতাই কূটস্থের রূপ, উহা হইতে ত্রিলোক প্রসূত হয়। এই

কূটস্থ বা ব্রহ্মযোনি

কূটস্থের মধ্যে যে পুরুষ "যো সাবসৌ পুরুষং সোঽহমস্মি"—"এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়পুরুষ দৃশ্যতে ইত্যাদিধৈবতং"—এই অন্তরাদিত্য কূটস্থে হিরণ্ময় পুরুষ রহিয়াছেন—চারিদিকে সোণার মত আলো, মধ্যস্থলে পুরুষ—যাঁহারা ভালরূপে ক্রিয়া করেন তাঁহারা সেই অধিদৈবত পুরুষকে দেখিতে পান। সেই পুরুষই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি"—ক্ষেত্রান্তর্গত দিব্য চক্ষুর ন্যায় প্রকাশিত কূটস্থকে দেখিলেই আর মন অন্যদিকে যায় না, উহাতে নিত্য স্থিতি হইলেই জীবন্মুক্ত বা ভূত প্রকৃতি হইতে মোক্ষলাভ হয়।

ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ

বিশ্বের উপাদান চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি। বিরাট প্রকৃতি এবং এই ভোগায়তন দেহ উভয়েরই স্বরূপ বা উপাদান এক, এই জন্য উভয়কেই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি বলা যাইতে পারে।

প্রকৃতির পরিচয়, সাংখ্য ও গীতার মত

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥"

মহাভূত (অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটী), অহঙ্কার বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ)—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই ক্ষেত্র। এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত (শরীর), চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি) এবং ধৃতি—এগুলি সমস্তই মনোধর্ম্ম সুতরাং উহারা ক্ষেত্রের অন্তর্গত।

বিশ্বের মূল কারণ অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি। মূল প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণাত্মিকা। গুণত্রয় যখন সুপ্ত বা সাম্যাবস্থায় থাকে তখনই তাহাকে অব্যক্ত বলা হয়। অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত ভাব)। জীবের অদৃষ্ট বশতঃ কাল প্রভাবে এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, তখন প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইয়া বিকৃত হয়। প্রকৃতির এই বিকৃত ভাবকেই সৃষ্টি বলে। সৃষ্টিকালে প্রথমে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধির উৎপত্তি হয় (অর্থাৎ আমি কে এবং আমার শক্তির কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়)। পরে রজঃ ও তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া অভিমানাত্মক অহংকার ("আমি"-কে পৃথক করিয়া দেখার ভাব এবং এই "অহং" কার্য্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আমি করিতেছি, আমি দেখিতেছি ইত্যাদি অভিমান করে) উৎপন্ন হয়। বিষয় সমূহকে আত্মগোচর করার প্রধান শক্তিই অভিমান। এই অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চীকৃত হইলেই আকাশাদি স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চতন্মাত্রগুলিও ইন্দ্রিয় গোচর নহে, ইহারা পঞ্চীকৃত হইয়া তবে স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়।

সৃষ্টির বিকাশ

সাংখ্যশাস্ত্র প্রকৃতিকে জড় বলিয়াছেন এবং সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বতন্ত্রা এবং এই জগৎ প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম মাত্র। কিন্তু গীতায় ভগবান প্রকৃতিকে স্বতন্ত্রা বলেন নাই—

সাংখ্যের ও গীতার মত

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে॥"

আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি চরাচরাত্মক জগৎ প্রসব করিয়া থাকে, হে কৌন্তেয়, এ জগৎ বার বার এই জন্যই উৎপন্ন হয়।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি জড় বলিয়া সৃষ্টি কার্য্যে একাএক সমর্থা নহে, সুতরাং পুরুষের সংযোগ প্রয়োজন। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ নির্গুণ, নির্গুণের ইচ্ছা থাকিতে পারে না। তাহা হইলে তাঁহাদের সংযোগ সাধন করে কে? পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃই প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থা হন সত্য, কিন্তু এই সামর্থ্যদান করিলেন তো পুরুষ, সুতরাং পুরুষের মধ্যেই প্রেরণা বা ইচ্ছা রহিয়াছে মানিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলে পুরুষকে নির্গুণ বলা চলে না। ইচ্ছা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, পুরুষের ইচ্ছা বলিলে তাঁহাকে সমনা বলিয়া মানিতে হয়। পুরুষের ঔদাসীন্য ও কর্ত্তৃত্ব পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সেইজন্য মনে হয় প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র বস্তু নহে, যেন লীলা হেতু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তিনি স্বয়ং প্রকৃতি পুরুষরূপে খেলা করিতেছেন। গীতায় ভগবান বলিতেছেন—

"এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥" ৭ম অঃ

ভূতগণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত ইহা জানিও। অপরা প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হইয়া এবং পরাপ্রকৃতি ভোক্তৃ রূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন। এই মদীয় প্রকৃতিদ্বয় আমা হইতেই উৎপন্ন অতএব আমিই নিখিল জগতের উদ্ভব ও লয়ের কারণ।

দেহের মধ্যে যে দেহী বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সেই অনুত্তম ভূত মহেশ্বর ভাব সাধারণ লোকে অবগত নহে, তাই মূঢ়গণ বিক্ষিপ্তচিত্ত বশতঃ তাঁহার পরমতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য দেহধারী মনে করিয়া অবজ্ঞা করে।

ভগবানের এই অনুত্তম ভাবটী খেলার সময় যোগমায়ার দ্বারা সমাচ্ছাদিত হয়। তাই প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে যে সেই এক পরম পুরুষই রহিয়াছেন তাহা লোকে বুঝিতে পারে না। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য যোগমায়া শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"ভগবতো যঃ সঙ্কল্পঃ এব যোগঃ, যঃ তদ্বশবর্ত্তিনী যা মায়া সা যোগমায়া"—সুতরাং ভগবানের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প মানিতেই হইল। এই সঙ্কল্প ভগবানের মধ্যগত বস্তু, তাহা বাহিরের আগন্তুক পদার্থ নহে সুতরাং সেই সঙ্কল্প বা ইচ্ছাই তাঁহার মায়া—এই ইচ্ছা রূপ পরিগ্রহ করিলে তাহাই জগদ্রূপে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং জগদাদিও তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নহে।

যোগমায়া

বলেন। এ চিদাকাশই সমস্ত ব্যক্ত জগতের মূল কারণ। ইহা হইতেই ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও মহেশ্বরী শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য চিদাকাশকেই জগদম্বা বা ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব-প্রসবিনী বলা হইয়াছে। চেতনের সান্নিধ্যবশতঃই ইঁহাকে যে চেতন বলিয়া বোধ হয় তাহা নহে, ইহা মূল চেতন বস্তুরই স্ফুরণ বা শক্তি। শক্তি শক্তিমান হইতে পৃথক নহেন,

প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন

ইঁহাদের নিত্য অবিনা সম্বন্ধ সুতরাং উভয়কে কেহ কোন কালে পৃথক করিতে পারে না। তবে পৃথক করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম নির্গুণ তাহা কখনও বোধের বিষয় হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মী-শক্তি বা মায়াপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য বোধের বিষয় হয়—তাহাকেই ঈশ্বর বলে। এই ঈশ্বর বা পরা প্রকৃতিকে জানিতে পারলেই জীব জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভের যোগ্য হইয়া থাকেন। চণ্ডীতে তাই বলিলেন—"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।

সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ, ত্বংবৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ॥"

হে দেবি, তুমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী শক্তি, তুমিই জগতের মূল কারণ মহামায়া, তুমিই সমস্ত বিশ্বকে সংমোহিত করিয়া রাখিয়াছ। আবার তুমি প্রসন্ন হইলেই জগতের মুক্তির হেতু হও।

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া কঠোপনিষদ বলিয়াছেন—'ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ' ধাতুর প্রসন্নতাবশতঃ আত্মমহিমা দর্শন করেন। এই ধাতুই শরীরধারক মন প্রভৃতি শুধু করণবর্গই নহে, এই ধাতুই প্রকৃতি বা ঈশ্বরী। এই প্রকৃতি প্রসন্না হইলেই তিনি তাঁহার স্বামীকে দেখাইয়া দিয়া সাধককে চিরদিনের জন্য কৃতার্থ করিয়া দেন। ধাতু=(ধা+তুন), "ধা" ধাতুর অর্থ ধারণ করা "শরীরধারণাৎ ধাতব ইত্যুচ্যন্তে," সুতরাং প্রাণ পদার্থই প্রকৃত ধাতু, "প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ" এই প্রাণই জগদম্বা জগতের মা। "সেই দেবী নিত্যা অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশ-শূন্যা। এই জগৎ তাঁহারই মূর্ত্তি, তিনি চিন্ময়ী রূপে এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তথাপি তাঁহার আবির্ভাবের কথা অনেক প্রকারে কথিত হয়। তিনি নিত্যা হইলেও যখন তিনি দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূতা হন তখন তিনি উৎপন্না বলিয়া জগতে অভিহিত হন।" চণ্ডী।

কপিল দেব "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" বলিয়াছেন। ইহার মানে এ নহে যে তিনি জড়। নিরবচ্ছিন্ন জড় জগতে থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া শাস্ত্র ও ঋষিরা বলিতেছন "সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" তখন জড়ত্ব কল্পনা করিতে যাই কেন? চৈতন্যকে বাদ দিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। এক পরম বস্তুরই শক্তি পরা ও অপরা প্রকৃতি রূপে বিদ্যমান। শক্তি হইতে শক্তিমান অভিন্ন। স্বর্ণালঙ্কার হইতে স্বর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে অলঙ্কার বলিয়া আর যেমন কোন পদার্থ থাকে না তদ্রূপ চৈতন্যের অতিরিক্ত কোনও জড় পদার্থকে কল্পনা করা যায় না। অনাদি অবিদ্যা হেতু আত্মপদার্থে অনাত্মা কল্পিত হয় মাত্র। তাই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন —"সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ দর্শন করার ফলে এই সংসার চক্রে বা স্থূলদেহে জীব কেবলই ভ্রাম্যমান হয়।

মায়াই অবিদ্যাশক্তি দ্বারা আত্মাকে আবৃত করে বলিয়া মায়াতে স্বাশ্রয়ব্যামোহকতা দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে ।

"চৈতন্যস্য সমাযোগান্নিমিত্তঞ্চ কথ্যতে।
প্রপঞ্চ পরিণামাচ্চ সমবায়িত্বমুচ্যতে॥" দেঃ গীঃ

আমার চৈতন্যই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং আমার মায়াশক্তি প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করে, অতএব মায়াই জগতের সমবায়ী বা উপাদান কারণ।

"তত্র যা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা সা রাজন্ দ্বিবিধা স্মৃতা,
সত্ত্বাত্মিকা তু মায়া স্যাদবিদ্যা গুণমিশ্রিতা।
স্বাশ্রয়ং যা তু সংরক্ষেৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে॥
তস্যাং তৎ প্রতিবিম্বং স্যাদ্বিম্বভূতস্য চেশিতুঃ।
স ঈশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ স্বাশ্রয়জ্ঞানবান্ পরঃ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বানুগ্রহকারকঃ।
অবিদ্যায়াস্তু যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবিম্বং নগাধিপ।
তদেব জীব সংজ্ঞং স্যাৎ সর্ব্বদুঃখাশ্রয়ং পুনঃ॥" দেঃ গীঃ

হে রাজন্, পূর্ব্বে যে প্রকৃতি বলা হইয়াছে তাহা দ্বিবিধ। সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতিকে মায়া ও রজস্তমমিশ্র প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলে। এই মায়া স্বাশ্রয় আত্মাকে আবৃত করেন। এই মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্যর নাম ঈশ্বর! ইঁহার আত্মজ্ঞান কখন আবৃত হয় না। ইনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহে সমর্থ। হে নগাধিপ, অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলে, ইনি সর্ব্বদুঃখের আশ্রয়।

"করোতি বিবিধং বিশ্বং নানাভোগাশ্রয়ং পুনঃ।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতো নিত্যং ময়ি রাজন্ প্রকল্পিতঃ॥" দেঃ গীঃ

হে রাজন্, এই ঈশ্বরও ব্রহ্মরূপিনী আমার মায়াশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই অখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কারণ এই ঈশ্বরও রজ্জুসর্পবৎ ব্রহ্মরূপিনী আমাতে কল্পিত হইয়া থাকে, অতএব তিনি মৎশক্তি প্রেরিত অর্থাৎ মদধীন।

মায়া ভগবানের শক্তি

"মন্ময়াশক্তি সংকল্পং জগৎ সর্ব্বং চরাচরং।
সাপি মত্তঃ পৃথঙ্মায়া নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ॥" দেঃ গীঃ

এই চরাচর সমস্ত জগৎ আমারই মায়াশক্তিদ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে কিন্তু সেই মায়াশক্তি পরমার্থ দৃষ্টিতে মদ্ব্যতিরিক্ত কোন অন্যপদার্থ নহে। কারণ সেই মায়া আমাতেই কল্পিত হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের দুটি শক্তির মধ্যে যেটী চেতন অবিকারী তাহাকেই পুরুষ বলে এবং যেটী বিকার যুক্ত ও পরিণামী তাহাকেই প্রকৃতি বলে। শ্রুতিতে বলিয়াছেন—"দ্বে প্রকৃতি বেদিতব্যে পরা চ অপরা"। গীতাতেও এই দুই শক্তিকে পরা ও অপরা নাম দেওয়া হইয়াছে। এই পরা প্রকৃতি জীবের জীবনরূপা, তিনিই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। চৈতন্যের ধারণার বিষয় হইয়াই জগতের অস্তিত্ব বর্ত্তমান, এই জগৎ তাঁহার ধারণার বিষয় না হইলে

জীবের বদ্ধাবস্থা হয় এবং জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত এই বদ্ধভাবই বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞানদ্বারা পুরুষ নিজ পরিচয় পাইলেই অপরা প্রকৃতির মমতা বন্ধন হইতে জীব মুক্তিলাভ করে। এই মোহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীব স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অপরা প্রকৃতি বৃক্ষের জীর্ণত্বচের মত আপনিই স্খলিত হইয়া যায়। তাই বেদান্ত বলেন প্রবুদ্ধ হইবার পরে অর্থাৎ স্বরূপদর্শনের পর এই জগদাদি স্বপ্নদর্শন তিরোভূত হইয়া যায়। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গেই আমার সৃষ্ট বিশ্ব আর আমার প্রতীতির বিষয় হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এই বিশ্ব একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় না, কিন্তু মুক্ত জীব তৎসম্বন্ধে উদাসীন হইয়া যান। তিনি প্রপঞ্চাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আর প্রপঞ্চ দর্শন করেন না। বস্তুমাত্রেই কাহারও বোধের বিষয় হইয়া তবে প্রতীত হয়, জীবের স্বরূপে স্থিতি হইলে আর তাহার বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে না সুতরাং জগদাকারে বুদ্ধির পরিণাম লাভ না হওয়ায় আর জগতের কোন অনুভব থাকিতে পারে না। সেইজন্য মুক্ত জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি যন্ত্র কর্ম্ম করিলেও তাঁহার আর কর্ম্মবন্ধন হয় না। ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের তাদাত্ম্য হেতুই জগদ্দর্শন হয়, উহা তাঁহার ব্যবহারিক স্বরূপ, ক্ষেত্রজ্ঞের এই ব্যবহারিক ভাব দেখাইয়া পরে তাঁহার পারমার্থিক অসংসারি স্বরূপ দেখানো হইতেছে। ক্ষেত্রজ্ঞের এই অসংসারি স্বরূপই জ্ঞেয় বস্তু, এবং ঐ জ্ঞেয় বস্তুই ব্রহ্ম, ইহা না জানিলে অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হইতে পারা যায় না। ভগবান বলিতেছেন সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম বস্তু অনাদি, তিনি সৎ অসৎ প্রমাণের বিষয় নহেন। সাধারণতঃ যাহা ইন্দ্রিয় জ্ঞানে লক্ষিত হয় তাহাই সৎ, যাহা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর তাহাই অসৎ—তিনি এই সদসৎ অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কিছুই নহেন—তিনি নির্ব্বিশেষ স্বপ্রকাশ রূপ। তিনি কিছুই নহেন, তবে কি তিনি শূন্যমাত্র ?—তাহা নহে। তিনি কিছুই নহেন ইহার অর্থ এই যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু আমার মনের অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে, তদ্রূপ পরা বা অপরা প্রকৃতি, স্থূল বা সূক্ষ্ম তাঁহা হইতে কিছু অতিরিক্ত পদার্থ নহে। কিন্তু সৎ, অসৎ ভাব তাঁহার স্বরূপে না থাকিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত "সর্ব্বের" প্রতীতি আছে, ততক্ষণ তিনিই সর্ব্বাত্মকরূপে—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদংতৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।" কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণে 'বহিরন্তশ্চভূতানামচরং চরমেবচ' এই সর্ব্বাত্মক ভাবও থাকে না। ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ এই সর্ব্বাত্মক ভাবেই বুঝিতে হয়। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মানন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। কনক কুণ্ডলের যেমন ভিতরে বাহিরে স্বর্ণ, তেমনই দৃশ্যজগতের অন্তরে বাহিরে এবং তাহার অতীত ভাবেও কেবল এক ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন।

সাংখ্যের মতে জগৎ প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম মাত্র। গীতার মতে যাহা কিছু হইয়াছে সমস্ত তাঁহারই ইচ্ছায়—'ময়াধ্যক্ষেণ" তিনি স্বয়ং যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষরূপে খেলা করিতেছেন। সেই প্রকৃতিই "ব্রহ্মযোনি বা মহত্তত্ত্ব" এবং ঈশ্বর বীজপ্রদ পিতা, অর্থাৎ তাঁহার ঈক্ষণেই প্রকৃতির গর্ভাধান হইতেছে। ঈশ্বর স্বয়ং কামগন্ধহীন, নির্ব্বিকার, আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত, তথাপি অচিন্ত্যনীয় যোগৈশ্বর্য্য বলে তিনি এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সাধন করিতেছেন। এই সৃষ্টি একবারে অলৌকিক। সৃষ্ট বস্তুর সহিত তাঁহার কোন যোগ

জগৎ কি ?

অভ্যস্ত হন ও (৪) চতুর্থ অধিকারিগণ ভগবৎ প্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মদর্শনের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ধ্যানযোগ কি? শব্দাদি বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহৃত করিয়া মনেতে আটকাইতে হয় এবং মনকে আত্মাতে উপসংহৃত করিয়া একাগ্রভাবে যে চিন্তা, তাহারই নাম ধ্যান। এই ধ্যানকালে বিজাতীয় জ্ঞানধারা থাকে না, তৈল ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিই বহিতে থাকে। সেই ধ্যানের দ্বারা বুদ্ধিতে কোন কোন যোগী প্রত্যক্ চেতন বা আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

সাংখ্যযোগ কিরূপ? সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই গুণত্রয় আমার দৃশ্য, আমি এই গুণত্রয় হইতে বিলক্ষণ, এবং এই গুণত্রয়ের যাহা কিছু ব্যাপার আমি তাহারই দ্রষ্টা। আমি অবিনাশী অপরিণামী আত্মা। এই প্রকার প্রকৃতি পুরুষের বিভাগ চিন্তাই সাংখ্যযোগ—(শঙ্কর)। এইরূপ সাংখ্যযোগ দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকরণে কেহ কেহ আত্মদর্শন করিয়া থাকেন। অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস ইঁহাদের সাধনা। আবার কোন কোন অধিকারিগণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া ভজনা করেন। তদ্দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাঁহারা নিদিধ্যাসনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আত্মদর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।

কিন্তু যাঁহারা অতিমন্দ অধিকারী তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া গুরু-বাক্যানুসারে তাঁহার উপদিষ্ট উপায়ে শ্রদ্ধালু হইয়া আত্মোপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতে জ্ঞানলাভ করেন।

পূজ্যপাদ গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন—ভালরূপে ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে নির্ম্মল ব্রহ্ম স্বরূপ অণু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই তিনি ধ্যান যোগ বলিয়াছেন, কারণ ধ্যানেতে ধ্যেয় বস্তু কিছু থাকা চাই, উহাই সাবলম্ব ধ্যান। আর সাংখ্যযোগ হইতেছে নিরাবলম্ব ধ্যান—অসংখ্য প্রাণায়াম দ্বারা মন যখন বিষয় প্রভৃতিতে অনাসক্ত হইয়া স্থির হয়, সেই নির্ব্বিষয় অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা রূপ যে স্থিতি তাহাই প্রকৃত সাংখ্যযোগ। আর ক্রিয়াযোগ হইতেছে—যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া প্রাণাপানকে স্থির করিবার কৌশল অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন—তাঁহারাই কর্ম্ম-যোগী। কিন্তু সমস্ত উপায় গুলির মধ্যেই ক্রিয়াযোগ আছে।

"জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমতঃ স্যাত্তৎসমুচ্চয়ঃ।
সহায়তাং ব্রজেৎ কর্ম্ম জ্ঞানস্য হিতকারি চ॥"

জ্ঞান দ্বারাই কৈবল্য লাভ হয়, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মাদি দ্বারা সেই জ্ঞানলাভের সহায়তা হয়।

ক্রিয়াযোগ দ্বারা মুক্তি

একমাত্র প্রাণকর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। এই প্রাণকর্ম্মের সাধনার দ্বারাই প্রাণের স্থিরতা সম্পাদিত হয়। স্থিরতাই প্রাণের স্বাভাবিক অবস্থা, এবং চাঞ্চল্যই বিকৃত অবস্থা। প্রাণ স্থির হইলেই সত্য বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। স্থির জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব স্বাভাবিক হয়, বিক্ষিপ্ত জলে প্রতিবিম্ব

এই তিনটী শরীরই সেই বিদেহ পুরুষের প্রকৃতি। তখনও প্রকৃতি পুরুষ সমরস-ভাবাপন্ন। পরে তাহা পৃথক হইয়া বিচ্ছিন্নবন্ধন হইয়া গেল। কিন্তু তখনও উভয়ের মধ্যে চেতনাত্মক শিব ও জড়াত্মক প্রকৃতি বর্ত্তমান রহিলেন। তাহাই বিভক্ত হইয়া দুইটী রূপ গ্রহণ করিল—একটী পুরুষ ও একটী কন্যা হইল। তখন তাহাদের সঙ্কল্পাত্মক মন ও মনের কার্য্য-নির্ব্বাহক ইন্দ্রিয়াদি রচিত হইল, এবং ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য-স্থান স্থূল দেহাদিও রচিত হইল। পরে মন চঞ্চল হইয়া অভিমানাত্মক শক্তি বশতঃ পুরুষ আপনাকে ও কন্যাকে পৃথক রূপে দেখিতে লাগিল। পরে পুরুষের মন কন্যার প্রতি আসক্ত হইল। এবং মনের চাঞ্চল্য দ্বারা নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ পুরুষ কন্যার গর্ভে আপনিই জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে সকল জীবের উৎপত্তি হইল। ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও প্রাণ এ সমস্তই চঞ্চল ভাব। গতিশীল হইলেই আত্মার ঐ সকল উপাধি হয়। এই উপাধি বা আবরণই জীবের জীবত্ব। উপরোক্ত (ইন্দ্রিয় মন, অহঙ্কার ও প্রাণ) আবরণচতুষ্টই বন্ধনের কারণ এই আবরণ চতুষ্টয় হইতে মুক্ত হইলেই জীবত্ব নাশ হয়। এই চাঞ্চল্যই সমস্ত আবরণের মূল কারণ। তাই যতদিন জীবের এই অবস্থা থাকে ততদিন তাহার জন্ম মৃত্যুর চাঞ্চল্য, সুখদুঃখের চাঞ্চল্য, আরও কতবিধ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। এই চাঞ্চল্য হইতেই হৃদয়ের ধুকধুকানি ও ভয় ব্যাকুলতার স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই চাঞ্চল্য বা বেগ নাড়ীমুখে সর্ব্বত্র সম্প্রসারিত হয়। সুতরাং যতদিন এই নাড়ীশোধন বা ভূতশুদ্ধি না হয়, ততদিন স্বরূপাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যায় না। তাই প্রাণকে স্থির করিয়া এই আবরণ চতুষ্টয়কে ছিন্ন করিতে পারিলেই যোগী আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হন। ইহারই নাম তুর্য্যাবস্থা। ক্রিয়ার পর অবস্থা গভীর হইতে গভীরতর হইয়া এই তুর্য্যাবস্থায় উপনীত করে। এই অবস্থা লাভ করিলে আর যোগীকে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। উহাই নির্গুণ ভাব, উহা আনন্দময় বা নিরানন্দময় নহে। উহা কূটস্থ অবিকারী। সত্ত্বগুণ অতিমাত্র বিবৃদ্ধ হইলেই আনন্দানুভব হয়, উহা আত্মার নির্গুণ অবস্থার নিম্ন অবস্থা। কিন্তু ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারিলেও যোগী বিশোকা অবস্থা লাভ করেন।

প্রকৃতি ও মায়া হইতে মুক্তিলাভের উপায়

গীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়কেই ভগবানের প্রকৃতি বলা হইয়াছে—সুতরাং উভয়ই ভগবান হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভগবান যে জগৎলীলা করেন, এই লীলা প্রসঙ্গেই উভয়ের ভেদ স্বীকৃত হয়। এই জন্য মুক্তিলাভার্থী সাধকবৃন্দের উভয় তত্ত্বই জ্ঞাতব্য। উভয়ের ভেদ যেখানে মিলাইয়া গিয়াছে, তাহাই পরম তত্ত্বের স্থান। তত্ত্ববিদেরা এই পরতত্ত্বকেই তত্ত্ববস্তু বা জ্ঞেয় বলিয়া থাকেন। এই তত্ত্ব বস্তুটীকেই পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর বলা হইয়া থাকে। উহা এক অখণ্ড অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপ। সাংখ্য বলিয়াছেন—"জ্ঞানান্মুক্তিঃ"। এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। যতদিন এই জ্ঞান লাভ না হয় ততদিন ত্রিবিধ দুঃখের জ্বালায় জীব জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। এই ত্রিবিধদুঃখের হেতু জীবের স্থূলাদি দেহত্রয়, এবং জীবের

জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা ॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা স্বহর্নিশম্।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ ॥
ভুক্তভোগা পরিত্যক্ত দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ।
নেশ্বরস্যাশুভং ধত্তে স্বমহিম্নিস্থিতস্য চ ॥
যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে ॥
এবং বিদিততত্ত্বস্য প্রকৃতির্মন্নিমানসম্।
যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ ॥"

অগ্নির উৎপত্তিস্থান অরণির ন্যায় (কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন অগ্নি যেমন সেই কাষ্ঠকে দগ্ধ করে) নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল মন, তীব্র ভগবদনুরাগ, প্রকৃতি পুরুষের যাথার্থ্য জ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগাভ্যাস জনিত তীব্র আত্মসমাধিদ্বারা পুরুষের প্রকৃতি (বা লিঙ্গশরীর) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিয়ত দহ্যমান হইয়া তিরোহিত হইয়া যায়। তখন প্রকৃতিরও ভোগ শেষ হইয়া যায়, এবং পুরুষও প্রকৃতির দোষগুণের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখেন, এই জন্য প্রকৃতি যেন পরিত্যক্তা। স্বীয় মত স্বীয় মহিমায় স্থিত পুরুষের কোন অমঙ্গল বা বন্ধন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। পুরুষ নিদ্রিত হইলে স্বপ্নযোগে যেমন তাহার নানা অনর্থসংঘটন দৃষ্ট হয়, কিন্তু জাগরিত হইলে ঐ স্বপ্নকথা তাহার চিত্তে উদিত হইলেও তাহা আর মোহ উৎপন্ন করিতে পারে না, সেইরূপ আমাতে চিত্তসংযোগকারী যে আত্মারাম পুরুষ, প্রকৃতি তাহার কোন অপকার করিতে সমর্থ হয় না।

"এতৈরন্যৈশ্চ পথিভির্ম্মনো দুষ্টমসৎপথম্।
বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত শনকৈর্জ্জিতপ্রাণোহ্যতন্দ্রিতঃ ॥"

আলস্য পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য উপায়দ্বারা এবং জিতপ্রাণ হইয়া (অর্থাৎ প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া) অসৎ পথে প্রবৃত্ত দুষ্ট মনকে বুদ্ধিদ্বারা যোগ সাধনে নিযোজিত করিবে।

উহার ফল বলিতেছেন—

"মনোঽচিরাৎস্যাদ্বিরজং জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
বায্বগ্নিভ্যাং যথা লোহং ধ্মাতং ত্যজতি বৈ মলম্ ॥"

যেমন সুবর্ণ অগ্নিতে সুতপ্ত হইলে অচিরে নিজের মলিনতা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জিতশ্বাস যোগীর চিত্ত অল্পসময়ের মধ্যেই নির্ম্মল হয়।

এই সূক্ষ্মভূত সমুদায় সূক্ষ্মশরীরে নিহিত থাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি সূক্ষ্মশরীর বায়ুভূত, সূত্রাত্মাই এই সূক্ষ্ম শরীরের প্রাণ। সূত্রাত্মা প্রাণময় সুতরাং স্পন্দনধর্ম্মী, এই স্পন্দন যতদিন না থামিবে ততদিন ত্রিতাপের জ্বালা নিবিবে কিরূপে? এবং জীব মুক্তি লাভই বা কিরূপে করিবে? সুতরাং প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও একটু এখানে আলোচনা করিতে চাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ পাদে আছে---"ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ" --এই সূত্রের দ্বারা জানা যায় যে মুখ্য প্রাণ বায়ু অথবা ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় সকলের সামান্য বৃত্তিমাত্র নহে, কারণ শ্রুতি পৃথক ভাবে এই প্রাণের উপদেশ করিয়াছেন।

"পীতং ভুক্তমাঘ্রাতং রক্তপিত্তকফানিলাৎ।
সমং নয়তি গাত্রাণি সমানো নাম মারুতঃ॥" যোগার্ণব

সমান বায়ু অন্নরসকে সংস্থানে সমনয়ন করে। আহার্য্য দ্রব্যকে সমনয়ন (assimilate) করা বা শরীরের উপাদান রসরক্তাদিরূপে পরিণত করা সমানের কার্য্য।

ধ্যানসিদ্ধ পুরুষেরা অলৌকিক যোগবল প্রভাবে দেখিয়াছেন—প্রাণবায়ু স্থির হইলেই অমরপদ প্রাপ্তি হয়, সেই অমৃত পদই ব্রহ্মযোনি। সেই যোনি হইতেই সমুদায়ের উৎপত্তি ও সেখানেই সমুদায়ের লয় হয়। এ সংসারে জীব কর্ম্মবশে একবার আসিতেছে ও একবার যাইতেছে, যে ব্রহ্মের খুঁটী প্রাণকে (স্থির বা মুখ্য প্রাণ) দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকে, সে গতায়াত হইতে মুক্ত। এই প্রাণ ক্রিয়া দ্বারাই ক্রিয়ার পর অবস্থা বা স্থিতিপদ লাভ হয়, সুতরাং ক্রিয়াই ক্রিয়ার পর অবস্থার আশ্রয়।

"উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং,
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং।
ধ্যাত্বামুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং।"—শ্রীরাম তাপনী।

উমা=উ—শিব, মা—লক্ষ্মী, শিব অর্থাৎ আত্মার লক্ষ্মী বা ঐশ্বর্য্য এই শরীর। এই শরীরই প্রকৃতি বা উমা, এই উমার সহায়তায় অর্থাৎ এই শরীরের দ্বারা (সাধন শরীরের দ্বারাই হয়) যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ সেই ঈশ্বরকে পায়। ঈশ্বর **ক্রিয়ার পর অবস্থার হৃদয়ে স্থিতিরূপ যে অনুভব তাহাই ঈশ্বর।** তখন তৃতীয় চক্ষু কূটস্থ দেখেন সেই তৃতীয় চক্ষু। এই সংসার সমুদ্র স্বরূপ, ক্রিয়ারদ্বারা সেই সমুদ্র মন্থন করিলে যে ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হয়, তাহাই বিষয়রূপ বিষ। সেই বিষকে হজম করেন নীলকণ্ঠ। কণ্ঠস্থিত ষোড়শদল পদ্মে বায়ু স্থির হইলে সাধক নীলকণ্ঠ হইয়া যান। তখন সংসার বিষজ্বালা প্রশমিত হইয়া শান্তি পদ লাভ হয়। তখন হয় "বধির বোবা রসে ডোবা"—সুতরাং কাহারও সহিত কথা কহিতেও ভাল লাগে না, তখনই সাধকের ব্রহ্মযোনিতে স্থিতি হয়।

ভৃগুবল্লিতে আছে—"প্রাণো ব্রহ্ম ইতি, মনো ব্রহ্মেতি, বিজ্ঞান ব্রহ্মেতি, আনন্দং ব্রহ্মেতি।" প্রাণ স্থির হইলেই ব্রহ্ম, প্রাণের সঙ্গেই মন থাকে সুতরাং প্রাণ স্থির হইলেই মন স্থির হইয়া যায়। তখন মনও ব্রহ্ম। পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিজ্ঞানপদ লাভ হয়, তাহাও ব্রহ্ম। বিজ্ঞানের পর যে আনন্দ বোধ হয় সেই আনন্দই ব্রহ্ম।

"প্রাণাপানয়ো কর্ম্মেতি"—প্রাণ ও অপানের কর্ম্মই এই ক্রিয়া, এই ক্রিয়া হইতেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। এই কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম, আর সব অকর্ম্ম।

এইরূপ কর্ম্মরহস্য অবগত হইয়া যিনি কর্ম্মদ্বারা জীবভাব নষ্ট করিতে পারেন তিনিই পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। জীব যাহাতে মুক্তি লাভ করিতে পারে সেইজন্যই ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জীবের বন্ধনের কারণ ও তাহা হইতে বিমুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

স্বয়ং উপস্থিত হয়। কিন্তু উহা সিদ্ধি হইলেও চরম সিদ্ধি বা পরাসিদ্ধি নহে। যখন সাধকের ভয়, দ্বেষ, সঙ্কল্পাদি কিছুই থাকে না, পরমাত্মনিষ্ঠ হেতু আত্মানন্দে মগ্ন পুরুষের ইন্দ্রিয়বিষয় আর তাঁহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ বা একটুও অশান্ত করিতে পারে না, অপ্রাপ্য বস্তু পাইবারও ইচ্ছা থাকে না, যাহা প্রাপ্ত তাহারও সংরক্ষণে তিনি উদাসীন—এইরূপ অবস্থাকেই পরাসিদ্ধি বলে। অথচ মজা এমনি যে তাঁহার ভূতপ্রকৃতির প্রয়োজনীয় কোন বস্তুর আবশ্যক হইলে তাঁহার ইচ্ছা হইবার পূর্ব্বেই উহা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি সত্যই কোন ইচ্ছা হয় তাহাও পূর্ণ হইতে বাকী থাকে না, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা হওয়াই কঠিন। মন থাকিলে বিষয় ভোগ হয়, কিন্তু অমনস্ক পুরুষের নিকট বিষয় আসিলেও যা, বিষয় যাইলেও তাই, কখন কোনরূপ অভাব বোধ তাঁহার হয় না, সুতরাং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে তাঁহার তুল্য বোধ হইয়া থাকে। ইঁহারাই পূর্ণকাম, ইঁহারাই পরাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ১

অন্বয়। ইদং জ্ঞানং (এই জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) মম সাধর্ম্ম্যং (আমার স্বরূপতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) সর্গে অপি (সৃষ্টি কালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্ম গ্রহণ করেন না), প্রলয়ে চ (এবং প্রলয় কালেও) ন ব্যথন্তি (ব্যথিত হন না) ॥ ২

শ্রীধর। কিঞ্চ—ইদমিতি। ইদং—বক্ষ্যমাণং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য—ইদং জ্ঞানসাধনম্ অনুষ্ঠায়, মম সাধর্ম্ম্যং—মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ, সর্গেঽপি—ব্রহ্মাদিষু উৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যন্তে তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি—প্রলয়ে দুঃখানি ন অনুভবন্তি। পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠান করিয়া সকলেই আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ মদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা সৃষ্টিকালে (ব্রহ্মাদিরও উৎপত্তি কালে) পুনরুৎপন্ন হন না, এবং প্রলয় কালেও প্রলয় দুঃখ অনুভব করেন না। অর্থাৎ পুনরায় তাঁহাদের ফিরিয়া আসিতে হয় না ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইহা জেনে যাহা কোন কর্ম্মই নয় অথচ একটা কর্ম্ম !! সে আপনার ধর্ম্মেতে এলে অর্থাৎ স্থিতি হইলে সুখেতেও তাহা নষ্ট হয় না—বিশেষ রূপে অন্য দিকে গেলেও তাহার নাশ নাই !! অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি।—পূর্ব্ব শ্লোক কথিত যে জ্ঞানের কথা বলিবেন ভগবান বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান-ফল এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং"—ভাঃ, ১ম স্কঃ। তৎ অদ্বয়ং জ্ঞানং তত্ত্বং বদন্তি। যে অদ্বয় জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান এই তিন নামে অভিহিত হন, সেই জ্ঞানকে তত্ত্ববিদ্‌গণ "তত্ত্ব" বলেন। অদ্বয় অর্থে অদ্বিতীয়, কেবল যে 'চিৎ' মাত্র বস্তু বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যাহা ছাড়া বিশ্বে অন্য কোন বস্তু নাই। সেই জ্ঞানই তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ। এই জ্ঞান স্বরূপকে জানিবার সাধন আছে, তাহাকেও জ্ঞান বলে। এই জ্ঞান সাধনের সম্যক্ অনুষ্ঠানে মৎস্বরূপতা প্রাপ্তি হওয়া যায়। অর্থাৎ এখন যেমন ব্রহ্ম

তাহা পরমেশ্বরাধীন, স্বতন্ত্র ভাবে তাহাদের হেতুত্ব নাই, ইহাই যে বিবক্ষিত অর্থ অর্থাৎ বক্তার বলিবার তাৎপর্য্য তাহাই বলিতেছেন]—প্রকৃতিকে মহৎব্রহ্ম বলা হয়, কারণ দেশ ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রকৃতি মহৎ, এবং বৃংহিতত্ব অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্ম সকলের বৃদ্ধির হেতু বলিয়া প্রকৃতি ব্রহ্ম (নিরতিশয়)। সেই মহদ্ব্রহ্ম (প্রকৃতি) আমার (পরমেশ্বরের) যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান। তাহাতেই আমি গর্ভ অর্থাৎ জগদ্বিস্তার হেতু যে চিদাভাস তাহা ক্ষেপন করি। প্রলয়কালে অবিদ্যাকর্ম্মানুশায়ী জীব আমাতে লীন থাকে, সৃষ্টি সময়ে তাহার ভোগযোগ্য ক্ষেত্রের সহিত তাহাকে (জীবকে) সম্যক্ যোজনা করি। এইরূপ গর্ভাধান হইতেই ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥

[ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ ঈদৃশো ভূতকারণমিত্যাহ—মম স্বভূতা মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকার্য্যেভ্যঃ মহত্ত্বাৎ ভরণাচ্চ স্ববিকারাণাং মহদ্ব্রহ্মেতি যোনিরেব বিশিষ্যতে। তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ গর্ভং হিরণ্যগর্ভস্য জন্মনো বীজং সর্ব্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়শক্তিমানীশ্বরোঽহম্ অবিদ্যাকামকর্ম্মোপাধিস্বরূপানুবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। সংভব উৎপত্তিঃ সর্ব্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারেণ ততস্তস্মাদ্ গর্ভাধানাদ্ভবতি হে ভারত—এই প্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই যে প্রাণিসৃষ্টির কারণ, তাহাই বলিতেছেন—আমার আত্মস্বরূপা—মদীয়া যে মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, সেই মায়াই যোনি অর্থাৎ সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ—যে কারণ এই প্রকৃতি সকল প্রকার কার্য্য হইতে প্রধান এবং আত্মবিকারস্বরূপ সকল কার্য্যের ভরণ করিয়া থাকে, এই কারণে সেই প্রকৃতিই এই স্থানে মহৎ ও ব্রহ্ম এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। সেই মহৎ ও ব্রহ্মস্বরূপ যোনিতে আমি গর্ভের আধান করিয়া থাকি। এই স্থলে গর্ভ শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভেরও জন্মহেতু বীজ অথবা সর্ব্বভূতের জন্মকারণস্বরূপ বীজ। সেই বীজকেই আমি সেই প্রকৃতিরূপ যোনিতে আহিত করি। (ইহার তাৎপর্য্য) ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ এই দ্বিবিধ প্রকৃতই ঈশ্বরের শক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তিমান পুরুষ ঈশ্বরই। সেই ঈশ্বরই অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মরূপ স্বীয় উপাধিবশে স্বরূপ গ্রহণ করিতে উদ্যত জীবগণকে ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করিয়া থাকেন (ভূতগণকে তাহাদের নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মানুরূপ ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করি)। এই প্রকার সংযোজনই গর্ভের আধান। সেই গর্ভাধানেরই ফল হইতেছে, সর্ব্বপ্রকার ভূতগণের সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি। এই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির পরে হয়—লোটাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত শাঙ্করভাষ্য ও তাহার অনুবাদ] ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমার যে যোনি, "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ব্যাপক" যে ব্রহ্ম তাহার যে অণু, তাহার মধ্যে প্রবেশ করায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি—সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণুরূপে—যেখানে—গেলে কিছুই বলিতে পারে না—জিজ্ঞাসা করিলেও বলে যাহা তাহাই !!!!!!—পুনরায় সৃষ্টিক্রম ভগবান এখানে বলিতেছেন। এই সৃষ্টিতত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম। প্রজ্ঞাচক্ষু সাধকেন্দ্ররা ব্যতীত ইহা ধারণা করা কঠিন। তথাপি শাস্ত্রে এই সকল কথা পুনঃপুনঃ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাহ্যভাবে বুঝিতে গেলে

"নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ।
সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥"

সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সগুণ নির্গুণ ভেদে দুইটী বিভাব। ব্রহ্ম যখন মায়াতে অনুপহিত অর্থাৎ মায়াকে স্বীকার করেন নাই তখনই নির্গুণ, মায়াতে উপহিত হইলে তাঁহাকেই সগুণব্রহ্ম বলে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম যখন কলাযুক্ত হন অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে উপহিত থাকেন তখন তাঁহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবির্ভূত শক্তি হইতে নাদ (মহত্তত্ত্ব) এবং নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কারতত্ত্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই মূলপ্রকৃতিতে উপহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই উপসনা হইয়া থাকে। মূল প্রকৃতিতে অনুপহিত যে নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা নাই। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জীবের অদৃষ্ট সংযোগে অথবা কোন দৈব-কারণ বশতঃ (যাহা কাহারও জানা নাই) তাদাত্ম্য সম্বন্ধযুক্ত কালে অধিষ্ঠান করিলে চৈতন্যযুক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তিই আদ্যাশক্তি নামে প্রসিদ্ধ। এই আদ্যা-শক্তিও মূলপ্রকৃতির রূপভেদ মাত্র। ইনিও সচ্চিদানন্দের সহিত একীভূত, এবং এখানেও গুণ সাম্যাবস্থা বর্ত্তমান। মূলপ্রকৃতিতে বিকৃতি নাই, কিন্তু কাল সাহচর্য্যে জীবের অদৃষ্ট নিবন্ধন এই আদ্যাশক্তিতে গুণ ক্ষোভ হইয়া থাকে। তন্ত্রে আছে:—

"সৃষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি প্রকৃত্যামনুবর্ত্ততে।
অদৃষ্টাজ্জায়তে সৃষ্টিঃ প্রথমেতু বরাননে॥
বিবর্ত্তভাবে সম্প্রাপ্তে মানসীসৃষ্টিরুচ্যতে।
তৃতীয়ে বিকৃতিং প্রাপ্তে পরিণামাত্মিকা তথা।
আরম্ভ সৃষ্টিশ্চ ততশ্চতুর্থে যৌগিকী প্রিয়ে॥
ইদানীং শৃণু দেবেশি তত্তত্ত্বঞ্চ বিশেষতঃ।
সৃষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি যথাপূর্ব্বং সমাসতঃ॥"

দেবি! প্রকৃতি হইতে চারি প্রকারের সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ অদৃষ্টবশতঃ জীবসমষ্টির ভোগকাল উপস্থিত হইলে যে সৃষ্টি হয়, তাহা প্রথম সৃষ্টি ও অদৃষ্ট সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়। মূল প্রকৃতি হইতে শক্তির আবির্ভাব ও গুণক্ষোভই এই প্রথম সৃষ্টি।

বিবর্ত্তসৃষ্টিকে মানসীসৃষ্টি বলে। বেদান্তসারে কথিত হইয়াছে:—

"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥"

যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইবার সময় পূর্ব্ব বস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রূপান্তর হয়, তাহার নাম বিকার। যেমন দুগ্ধের বিকার দধি, এবং শব্দ তন্মাত্রাদির বিকার আকাশাদি। যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, অথচ পূর্ব্ব বস্তুর অন্যথা ভাব হয় না তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম কালে রজ্জুতে মিথ্যা সর্পের উৎপত্তি হইলেও, রজ্জুর স্বরূপ তখনও অব্যাহত থাকে, তাহাই বিবর্ত্তবাদ। এইরূপ প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম

হয়। দৃষ্টি স্থির না হওয়া পর্যন্ত মন চতুর্দ্দিকে, বহু বিষয়মুখে ধাবিত হয়। চতুর্থ আম্নায়স্থ যোগাভ্যাসের করণ ত্বক্। কুম্ভকের দ্বারা হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ ঠোকর, এই ঠোকর ক্রিয়াদ্বারা চর্ম্মের মধ্যে যে মোহময়ী শক্তি আস্তৃত রহিয়াছে তাহার শোধন হয়, এই চর্ম্মের আকর্ষণই সর্ব্বাপেক্ষা মোহময়ী আকর্ষণ, কামসঙ্কল্পের প্রধান স্থান। এই সাধনের পরিসমাপ্তিতে হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হইয়া দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হয়। পঞ্চম আম্নায়স্থ যোগাভ্যাসের করণ কর্ণ। কর্ণ শুদ্ধ হইলে মন অত্যন্ত অন্তর্মুখ হয়। শব্দই আমাদিগকে জগতের সহিত নানা সম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেয়, শব্দের বন্ধন যদিও শুদ্ধ তথাপি খুব দৃঢ়। শেষ পর্য্যন্ত উহা থাকে। সমস্ত তত্ত্ব আকাশতত্ত্বে মিলিয়া যাইলে এক অনির্ব্বচনীয় শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, যদ্দ্বারা ভববন্ধন ছুটিয়া যায়। ইহাই ভগবন্নাম শ্রবণ। এই শব্দে তন্ময় হইলেই ধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ এবং জ্যোতিঃর অন্তর্গত শুদ্ধ মনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই "মন"ই ষষ্ঠ আম্নায়স্থ যোগাভ্যাসের করণ। "মনঃস্থং মনমধ্যস্থং মনস্থং মনোবর্জ্জিতং। মনসা মনমালোক্য স্বয়ং সিদ্ধন্তি যোগিনঃ॥" বাহিরের দিক দিয়া এই ষষ্ঠ আম্নায়ের করণ প্রাণ। তাই প্রাণ ক্রিয়া করিলে যত শীঘ্র মন মনেতে প্রবেশ করে এত শীঘ্র আর অন্য কিছুতে হয় না। সপ্তম আম্নায়ের যোগাভ্যাস সমাধিতে স্থিতি লাভ। বাহ্যভাবে এই সপ্তম আম্নায়ের করণ হইল মৃত্যু, বাস্তবিক সমাধি ও মৃত্যু একই কথা।

তাহা হইলে "মমযোনির্মহদ্ ব্রহ্ম"—মহদ্ব্রহ্মই যে ভগবানের যোনি অর্থাৎ গর্ভাধান স্থান এবং মহদ্ব্রহ্মই বা কি তাহা বুঝা গেল। এই মহদ্ব্রহ্মে গর্ভাধানই দ্বিতীয় বা বিবর্ত্ত সৃষ্টি। এখানে মূল সত্তা অবিকৃত, কেবল কল্পনায় জগৎ রচিতবৎ বোধ হইতেছে। এই মহৎব্রহ্মরূপ যোনিতে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের বহুরূপে প্রকাশ। মহৎব্রহ্ম, ব্রহ্মাই সমষ্টি মন, ইহাতেই ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বকে উৎপন্ন করেন। "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে"—যিনি হৃদা অর্থাৎ স্বকীয় ইচ্ছার প্রভাবে আদিকবয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার চিত্তে, ব্রহ্ম—ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান তেনে—বিস্তার করিয়াছিলেন—ভাঃ ১ম স্কঃ। ব্রহ্মাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মন, এই মনই সঙ্কল্পের স্থান। মন না থাকিলে কিছু হইবার নহে, তাই যেন ব্রহ্মের মনঃস্বরূপ ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইলেন। বিশ্বসৃষ্টির সঙ্কল্প এই মনেই বর্ত্তমান থাকে। "বিদ্ধি মায়া মনোময়ম্"—ভাঃ ১১শ স্কঃ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই মন থাকে না, ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় যেখানে সঙ্কল্প হইতে না হইতেই সব হয়—এমন যে ব্রহ্ম-অণু যাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সেই সূক্ষ্ম অণুর মধ্যে ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট ইহাই তাঁহার একাংশ, ইহাই ব্রহ্ম-যোনি, এখানে নিজ সঙ্কল্প কিছুই নাই, কিন্তু অনিচ্ছার ইচ্ছায়—এই স্থান হইতেই সমস্ত বিষয়ের স্ফুরণ হয়। তথাপি বিনা সঙ্কল্পে যাহা বলেন, তখনই তাহাই হয়—ইহাই ব্রহ্মযোনি। এই ব্রহ্মযোনিই ভগবানের স্বশক্তি, ইহার নিজস্ব কোন কামনা বা সঙ্কল্প নাই, কিন্তু জীবের অদৃষ্ট বশতঃ যখন এই অনিচ্ছার ইচ্ছারূপে সঙ্কল্প জাগ্রত হয়, তখনই শক্তি ক্রিয়াবতী হয়, ইহাই তাঁহার গর্ভধারণ। ইহাই তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছা। জীবের অদৃষ্ট ইহার হেতু এই জন্য বলা হয়। যদিও অদৃষ্ট কর্ম্মবশেই হইয়া থাকে, কিন্তু জীবের যেমন আদি নাই, তেমনি কর্ম্মের আদিও কোথাও নাই। জীব মৃত্যুকালে কামনা লইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, সুতরাং

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত গুণের স্থান, আজ্ঞাচক্রে মনের স্থিতি সম্যক্‌রূপে হইলেই জীব প্রকৃতিমুক্ত হইতে পারে। তখন কোন উপাধিও থাকে না, সৃষ্টিও থাকে না। কিন্তু যিনি আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত উঠেন কিন্তু স্থিতিলাভ করেন না তিনি প্রকৃতির অধীন থাকেন এবং এই প্রপঞ্চ জগৎ প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। সুতরাং যে স্থান পর্য্যন্ত গুণের স্থান বা আরম্ভ, সেই স্থানে স্থিতি লাভ করিলে গুণের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারা যায় তাহাই যোনি অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ, অতএব এই আজ্ঞাচক্রই ব্রহ্মযোনি বা মহদ্‌ব্রহ্মের স্থান। তাহা হইতেই ভূত সমূহের উৎপত্তি বা সৃষ্টি। আজ্ঞাচক্রের অধোদেশে নামিলেই ইচ্ছার উদ্ভব হয় এবং সেই ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টি ॥ ৪

অন্বয়। মহাবাহো! (হে মহাবাহো) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ (প্রকৃতি সম্ভূত গুণত্রয়) অব্যয়ং দেহিনং (অবিনাশী আত্মাকে) দেহে (দেহ মধ্যে) নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করে) ॥৫

শ্রীধর। তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সর্ব্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য সংসারং প্রপঞ্চয়তি সত্ত্বমিত্যাদি চতুর্দ্দশভিঃ বা চতুর্ভিঃ। সত্ত্বং রজস্তমঃ ইতি ত্রয়োগুণাঃ, প্রকৃতিসম্ভবাঃ—প্রকৃতিঃ সম্ভব উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। গুণসাম্যং প্রকৃতিঃ, তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্‌ত্বেন অভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং, দেহিনং—চিদংশং বস্তুতোঽব্যয়ং—নির্ব্বিকারমেব সন্তং নিবধ্নন্তি—স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখ-মোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ। [পরমেশ্বরাধীন প্রকৃতি পুরুষ হইতে সর্ব্বভূতোৎপত্তি নিরূপণ করিয়া ইদানীং প্রকৃতি সংযোগে পুরুষের সংসারাবস্থা বিষয় চারিটী বা চতুর্দ্দশ শ্লোকদ্বারা বিস্তৃত ভাবে বলিতেছেন]—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিনটী গুণ প্রকৃতি হইতে সম্ভব—(তাদৃশ রূপে যাহাদের উদ্ভব কথিত)। ঐ গুণ সকলের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, গুণত্রয় পৃথক ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া প্রকৃতির কার্য্য যে শরীর তাহাতে তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থিত দেহীকে সুখ-দুঃখ-মোহাদিতে বদ্ধ অর্থাৎ সংযুক্ত করে। দেহী চিদংশ, সেই চিদংশ বস্তুত অব্যয় অর্থাৎ নির্ব্বিকার ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নারূপ যন্ত্রে আরূঢ় রহিয়া যাহা পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি অহংকারের সহিত আত্মা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া এই দেহেতে দেহী আত্মা অবিনাশী কূটস্থ ব্রহ্ম আবদ্ধ !! সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ— ক্রিয়ার পর স্থিতি রূপ ঢাকের কাটি গুড়ুম করে পড়বে।—আচ্ছা, দেহী তো জন্ম জরা মরণাদি রহিত, তবে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ ও তদুৎপন্ন সুখ দুঃখ মোহাদি তাঁহাকে কিরূপে

বদ্ধ করে ? প্রলয় কালে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত প্রকৃতি ও ত্রিগুণে কোন ভেদ নাই। প্রকৃতিতে বৈষম্য আরম্ভ হইলেই ত্রিগুণ প্রকাশিত হইতে থাকে, তখনই জীব ও জগৎ সব সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। প্রকৃতি হইতে গুণ গুলি উৎপন্ন হইয়া এই দেহেই তাহারা অবস্থিতি করে। জীবাত্মা জন্ম মরণ জরাদির অতীত হইলেও দেহেতে তাদাত্ম্যভাব প্রযুক্ত দেহস্থ ত্রিগুণের যে ধর্ম্ম শোক মোহাদি তদ্দ্বারা দেহীকে যেন আবদ্ধ করিয়া রাখে। যেমন দেহাশ্রিত ছায়া দেহীকে আবৃত করে মনে হয়, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ-আত্মার আশ্রিত যে গুণ, তাহা যেন আশ্রয়দাতা ক্ষেত্রজ্ঞকে বন্ধন করে এইরূপ মনে হয়!

গুণই শক্তি। গুণ কোথা হইতে আসে এবং কেনই বা আসে? শক্তিমানের মধ্যে যেমন শক্তি অন্তর্নিহিত, সে শক্তির খেলা তিনি যে সর্ব্বদাই দেখান তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই দেখাইতে পারেন, সেইরূপ গুণীর মধ্যে গুণ সর্ব্বদাই অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, যখনই প্রকাশ হয়—এই প্রকাশও স্বাভাবিক তজ্জন্য কোন সঙ্কল্প করিতে হয় না—তখনই শক্তিমানের শক্তিকে আমরা বুঝিতে পারি। যখন এই শক্তি তাঁহার মধ্যে সুষুপ্তাবস্থায় থাকে, দীর্ঘকাল ধরিয়াও জাগ্রত হয় না—সেই অবস্থাই নিগুণ, নিস্পন্দিত ভাব। উহাই প্রকৃতির সাম্যভাব, পুরুষ ও প্রকৃতি তখন যেন শিবগৌরীরূপে এক অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ঋষিরা ধ্যানযোগে সেই বিশ্বকারণ শক্তিকে দেখিয়াছিলেন :—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢাম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥" শ্বেতাশ্ব উঃ

স্বপ্রকাশ মায়াধীশ্বর পরমেশ্বরের আত্মভূতা শক্তিকে তাঁহারা কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এই যে শক্তি ইনিই মায়া বা প্রকৃতি। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় ইহা জড়া নহে। ইহা তাঁহারই নিজ শক্তি। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" এই মায়াই পরাপ্রকৃতি। ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন এই প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় (প্রেরণায়) চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই শক্তি স্বগুণ (সত্ত্বরজতমোনামক গুণ ও স্বীয় কার্য্য পৃথিবী জলাদি) দ্বারা আচ্ছাদিত, কারণ মাত্রেই স্বীয় কার্য্য দ্বারা আবৃত থাকে, অর্থাৎ কারণের আকার কার্য্যের আকারে লুক্কায়িত থাকে, সেই জন্য কারণ বস্তুটিকে ধরিতে পারা যায় না।

এই বিশ্বজননী শক্তি যাঁহার সেই দেবতা কালাত্মযুক্ত অর্থাৎ সমস্ত কারণের অধিষ্ঠাতা, যিনি সেই সকল কারণকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন—সেই যে ভগবানের স্বীয় শক্তি তাঁহাকে তাহারা দর্শন করিয়াছিলেন।

যেমন অগ্নিতে জ্বলন স্বাভাবিক, সে প্রকাশের জন্য কোন আয়াসের প্রয়োজন হয় না সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে শক্তির হিল্লোল অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিনা প্রযত্ন বা সঙ্কল্পেই তাহা স্ফুরিত হয়। যখন স্ফুরণ আরম্ভ হয়, তখনই উহা তাঁহার সঙ্কল্প এইরূপ মানিয়া লওয়া হয়। এই শক্তি গতিশীলা, স্পন্দনধর্ম্মী, কিন্তু কোন গতিই স্থিতিশীল কোন সত্তায় যুক্ত না হইয়া গতিশীল

(সত্ত্বগুণের বন্ধন)

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

হইতে পারে না। এই গতিটী চিরন্তন নহে বলিয়া উহাকে মিথ্যা বা মায়া বলা হয়। কিন্তু স্থিতিশীলতা তাঁহার মধ্যে নিত্য বর্ত্তমান। এইজন্য জলে পতিত চন্দ্রিকারই চাঞ্চল্য দৃষ্টি হয়, কিন্তু চন্দ্রিকার চাঞ্চল্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে যে স্বাভাবিক জ্ঞান-কৌমুদী বিচ্ছুরিত হয় তাহা সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্য বিক্ষেপাদি ধর্ম্ম শূন্য, সেই জন্য তাহা চিরস্থির, চিরনির্ম্মল, সুতরাং নিত্য অবিনাশী। সেই ব্রহ্মকিরণ মায়া স্পর্শে মায়ার চঞ্চলত্ব প্রভৃতি গুণ দ্বারা চঞ্চলবৎ মনে হয়। প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ না হইলে তো সৃষ্টি হয় না, প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলেই প্রাণ চঞ্চল হয়, এবং সেই চঞ্চল প্রাণই সত্ত্ব,রজঃ, তমোগুণরূপে এবং তাহার বাহন ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ী মুখে প্রবাহিত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব মন, বুদ্ধি অহঙ্কারে পরিণত হইয়া এই জগৎ খেলা আরম্ভ করিয়া দেন, তখন এই সকল বস্তুতে আত্মবোধ হওয়ায় ইহাদিগের পানে আসক্তি পূর্ব্বক ক্ষেত্রজ্ঞ দৃষ্টিপাত করেন। এই কারণেই নিত্যমুক্ত অবিনাশী কূটস্থ দেহী দেহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যান। এই দেহই যেন তাঁহার নিজের এবং উহা তাঁহার সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে হয় ইহাই দেহীর বদ্ধাবস্থা। আবার এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই তিনি যে শুদ্ধ মুক্ত, সেই শুদ্ধ মুক্ত স্বভাবকেই প্রাপ্ত হন। প্রাণই চঞ্চল হইয়া এত গোলযোগ উৎপন্ন করিয়াছে, তাই অতি যত্নে প্রাণের চাঞ্চল্যকে রুদ্ধ করিতে হইবে। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর স্থিতি হইলেই সর্ব্ববন্ধবিনির্মুক্ত আত্মা নিজ মহিমায় নিজে বিরাজ করিবেন ॥ ৫

। অনঘ! (হে নিষ্পাপ) তত্র (সেই সকলের মধ্যে) নির্ম্মলত্বাৎ (নির্ম্মল বলিয়া) প্রকাশকম্ (প্রকাশশীল) অনাময়ম্ (নিরুপদ্রব) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) [আত্মাকে] সুখসঙ্গেন জ্ঞান-সঙ্গেন চ (সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা) বধ্নাতি (বন্ধন করে) ॥ ৬

শ্রীধর। তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারং চাহ--তত্রেতি। তত্র—তেষাং গুণানাং মধ্যে, সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ—স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকং—ভাস্বরম্। অনাময়ঞ্চ—নিরুপদ্রবং, শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গঃ তেন চ বধ্নাতি। প্রকাশকাত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গঃ তেন চ বধ্নাতি। হে অনঘ—অপাপ! অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্ম্মান্ তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ। [সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও তাহার বন্ধকত্বের প্রকার বলিতেছেন]—সেই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল বলিয়া অর্থাৎ সত্ত্ব স্ফটিক মণির ন্যায় প্রকাশক অর্থাৎ ভাস্বর এবং অনাময় অর্থাৎ নিরুপদ্রব শান্ত, অতএব শান্ত বলিয়া স্বীয় কার্য্য যে সুখ তাহার সহিত যে সঙ্গ বা আসক্তি, তদ্বারা আবদ্ধ করে। আর সত্ত্বগুণের প্রকাশকত্ব হেতু স্বকার্য্য যে জ্ঞান তাহার

(রজোগুণের বন্ধন)

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭

পরমাত্মনিষ্ঠা, ঐরূপ অবস্থা লাভ হইলে আর অশান্তি, নিরানন্দ বা অজ্ঞানে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না॥ ৬

অন্বয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) রজঃ (রজোগুণ) রাগাত্মকম্ (অনুরাগরূপ) তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবং (তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক) বিদ্ধি (বলিয়া জানিও)। তৎ (তাহা) কর্ম্মসঙ্গেন (কর্ম্মাসক্তির দ্বারা) দেহিনং (দেহীকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে)॥ ৭

শ্রীধর। রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চ আহ—রজ ইতি। রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকং—অনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি। অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্—তৃষ্ণা অপ্রাপ্তাভিলাষঃ, সঙ্গঃ—প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতিঃ বিশেষেণ আসক্তিঃ। তয়োঃ তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবঃ যস্মাৎ তৎ রজো দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গেন—আসক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি। তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্ম্মসু আসক্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। [রজোগুণের লক্ষণ ও বন্ধকত্ব বলিতেছেন]—রজঃসংজ্ঞক গুণ রাগাত্মক অর্থাৎ অনুরঞ্জনরূপ (অনুরাগ স্বরূপ) জানিবে, অতএব তৃষ্ণা ও সঙ্গ উৎপাদক। তৃষ্ণা—অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ এবং সঙ্গ—প্রাপ্তবিষয়ে প্রীতি অর্থাৎ বিশেষরূপ আসক্তি। তৃষ্ণা, সঙ্গ এই দুইটীর সমুদ্ভব হয় যাহা হইতে সেই রজোগুণ, দেহীকে দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম্মসকলের আসক্তিতে নিরন্তর বদ্ধ করে। যেহেতু তৃষ্ণাও সঙ্গ দ্বারাই কর্ম্মে আসক্তি জন্মে॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—রজঃ অর্থাৎ ইড়া; অন্য কোন বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক ইচ্ছা-আত্মার দ্বারায় হইলে হয়—সেই বস্তুতে প্রার্থনার ইচ্ছা, অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিলে সেই বস্তু পাইবার ইচ্ছা হয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত, যাহা না পাইলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। তাহারই নাম তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা তোমাকে বদ্ধ করিয়া ভালরূপে দাঁড় করিয়া রেখে দিয়াছে হাত যোড় করিয়া। কারণ সেই বস্তুর দ্বারায় আমার মনের কিয়ৎক্ষণ তৃপ্তিরূপ ফল প্রাপ্ত হইব। এইরূপ ইচ্ছাতে দাঁড়িয়ে থাকারূপ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে—এই শরীরের মধ্যে কূটস্থ স্বরূপে অর্থাৎ মহাদেবের—যেমত কোন ব্যক্তি মেঠাইয়ের দোকানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।—রজোগুণের স্বভাব রঙাইয়া দেওয়া। ইহা হইতেই তৃষ্ণা ও আসঙ্গ হয়। যে বস্তু আমার নাই তাহাকে পাইবার জন্য যে অভিলাষ তাহার নাম তৃষ্ণা, এবং যে বস্তু আমার আছে তাহাতে প্রীতি বশতঃ তাহা যেন থাকে এইরূপ মনোবৃত্তির নাম আসঙ্গ। রজোগুণই কর্ম্মসঙ্গ উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। কোন বস্তুকে বার বার আসক্তির সহিত দেখিলেই তাহা পাইবার জন্য লোভ হয়। এই লোভই জীবকে পরের দাসত্ব স্বীকার করায়, অন্যের নিকট মাথাকে অবনত করায়। কেননা অভিলষিত বস্তু পাইয়া মনের একটু তৃপ্তিলাভ হয়। এই অতৃপ্তির বেগ মনে উদয় হয় কেন? তাহার কারণ তখন ইড়া নাড়ীতে প্রাণবেগ

"সে পর" পর পর হইয়া যায়, পরে নিদ্রা !!!!! ও ॥ যত আবশ্যক নাই তাহারও অনেক অধিক অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় শুয়েও এক প্রহর বেলার সময় উঠিতে আলিস্যি এইরূপ কয়দিন। বিনা কয়েদের - বলিলেও মানিবেনা - কি আশ্চর্য্যের বিনা বন্ধনের বন্ধন অর্থাৎ আপনার দ্বারা আপনি বন্ধন অর্থাৎ কেহ বলেও না যে তুমি নিদ্রা যাও—র্ঁাড়বাজি কর ইত্যাদি।—অবিদ্যার বিক্ষেপ-শক্তি যেমন রজোগুণ, অবিদ্যার আবরণ-শক্তি তেমনই তমোগুণ। তমোগুণ সর্ব্বদা জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, মোহাভিভূত করিয়া তুলে। যাহা করিলে ভাল হইবে তাহার দিক দিয়াও মাড়াইবে না, অথচ যে কার্য্য করিলে নিজের ক্ষতি হইবে তাহাতে খুব উৎসাহ - ইহাকেই প্রমাদ বলে। আর সর্ব্বদা বুদ্ধির জড়তা. সুতরাং বিচার পূর্ব্বক কিছু নিজে করিতে পারে না, সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী, চিত্তের এত অবসাদ যে একটু স্থির হইয়া বসিতে গেলেই হাই উঠে, ঘুম পায়। করে মালা আছে তাহা যত ঘুরুক বা না ঘুরুক মাথা ঠক্ ঠক্ করিয়া দেয়ালে ঠুকিয়া যাইতেছে ! ভাল কথা শুনিতে শুনিতে এত ঘুম আসে যে একটা কথাও কাণে প্রবেশ করে না। আবার ধ্যান করিতে না করিতে নাসিকা গর্জ্জন করিতে থাকে, কিন্তু তাঁহার নিজমনে ধারণা যে তাঁহার সমাধি হয় ! এইসব বুদ্ধির বিপর্য্যয় ভাব সর্ব্বদা তমোগুণীকে ঘেরিয়া থাকে। হরিনাম করিতেও আলস্য বোধ হয়—তাই বলেন ও সব চেঁচামেচি করিয়া লাভ নাই। ধ্যান বা সাধন করিতেও ভাল লাগে না—জিজ্ঞাসা করিলে বলেন ও সব করা অনাবশ্যক, আমি বসিলেই আমার ধ্যান জমিয়া যায়, বাস্তবিক কিন্তু তাঁর ধ্যান জমে না, জমে নিদ্রা ! এই তমোগুণের যে যত বশীভূত হইবে তাহার অজ্ঞান ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ততই তাঁহার নিকট আত্মা ঘনাচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হইবেন। মানবের, সাধকের এত বড় শত্রু আর নাই বলিলেই হয়। অনেকে ভগবান যা করিবেন তাহাই হইবে বলিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করেন, উহা কিন্তু প্রকৃত ভগবৎনির্ভরতা নহে। ভগবান ইহাকেই দেহীর ভ্রান্তিজনক ভাব বা তমোগুণ বলিতেছেন। আলস্য ও নিদ্রা উহার অনুচর। এইরূপ ভ্রান্তি, আলস্য ও নিদ্রার বশবর্ত্তী হইলে ভগবৎসাধনা হয় না।

আমাদের শ্বাস ক্রিয়া কখনও ইড়ায় চলে, কখনও পিঙ্গলায় চলে। এই শ্বাসের গতি অনুসারে মনের রং বদলাইয়া যায়। শ্বাসের গতির দিকে যাঁহাদের লক্ষ্য নাই, তাঁহারা চিত্তস্পন্দনের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না কেন আমার ক্রোধ হয়, কেন আমায় নিদ্রাতুর করে, কেন আমি আলস্যের বশবর্ত্তী হই। যাঁহারা গুরূপদেশ মত শ্বাসে লক্ষ্য রাখিবার অভ্যাস করেন, তাঁহারা প্রাণের স্পন্দনানুরূপ মনও যে স্পন্দিত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন, তাই তাঁহারা চিত্তে অবৈধ চিন্তা আসিবামাত্র তখনই জাগ্রত হইয়া উঠেন। শ্বাসে একটু লক্ষ্য রাখিলে অথবা কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করিলে গুণের আক্রমণ হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারা যায়। শরীর মনের জন্য কিছু বিশ্রাম বা নিদ্রা আবশ্যক বটে কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন মাত্রা ছাপাইয়া না উঠে ! এই সকল বন্ধন কেহ আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দেয় না, আমরাই অবিবেক ও আলস্য বশতঃ শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া অশুভের হস্তে আত্মসমর্পন করি !! তাহাতে যে কত দুঃখ পাই, তবুও মোহ কাটে না !! ৮

(দুইটি গুণের অভিভব ও একটির প্রাবল্য)

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত !
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

তমোগুণের খেলা। অবিদ্যার মাত্রা এই তমোগুণেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মাতাল যেমন মলপিণ্ড দেহের কদর্য্যভাব অনুভব করিতে পারে না, তমোগুণীরা সেইরূপ অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত হইয়া নিজের প্রমাদজনিত দুঃখের অবস্থাকে অনুভব করিতে পারে না, হঠাৎ তারপর একদিন মৃত্যু আসিয়া লোকান্তরে লইয়া যায় ॥ ৯

অন্বয়। ভারত ! (হে ভারত) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভব করিয়া) ভবতি (উদ্ভূত হয় বা প্রবল হয়), রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ (সত্ত্ব ও তমোগুণকে) [অভিভূত করিয়া], তথা (এবং) তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ এব (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) [অভিভূত করিয়া প্রবল হয়] ॥ ১০

শ্রীধর। তত্র হেতুমাহ—রজ ইতি। রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয়—তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি—অদৃষ্টবশাৎ উদ্ভবতি, ততঃ স্বকার্য্যে সুখে জ্ঞানাদৌ সংযোজয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয় উদ্ভবতি। ততঃ স্বকার্য্যে তৃষ্ণাদৌ সংযোজয়তি। এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চ উভৌ অপি গুণৌ অভিভূয় উদ্ভবতি। ততশ্চ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [উক্ত বিষয়ের হেতু কি তাহাই বলিতেছেন]—সত্ত্বগুণটি, রজঃ এবং তমোগুণকে তিরস্কৃত করিয়া উদ্ভূত হয় অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবশতঃ উৎপন্ন হয়, তদনন্তর স্বকার্য্য যে সুখ ও জ্ঞানাদি তাহাতেই জীবকে সংযোজিত করে। রজোগুণ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, তখন স্বীয় কার্য্য তৃষ্ণাদিতে জীবকে সংযুক্ত করে, আর তমোগুণটিও সত্ত্ব এবং রজ উভয়কেই অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়। তখন স্বকার্য্য যে প্রমাদ ও আলস্য তাহাতেই দেহীকে সংযুক্ত করে। ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমে একজনকে মারিলেন—মারিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন, এইরূপ রজঃ আর তমোগুণেতে আবৃত হইয়া সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলেন অর্থাৎ কাশীতে এসে ব্রহ্মচারী হইলেন—মেরে হায় হায় করিলেন—রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণে আসিলেন আবার বলিতে লাগিলেন যে হায় হায় করিলে কি হইবে, মেরেছি বেস্ করেছি—সত্ত্বগুণ হইতে তমোগুণে আসিলেন, পরে মনে করিলেন যে কর্ম্মটা ভাল করিনি—পুনরায় তমঃ হইতে সত্ত্বগুণে আসিলেন এখন যাহাকে মারিয়াছিলেন, তাহার তরফের লোকগুলি পুনরায় লড়াই করিতে এল—সুতরাং সত্ত্বগুণ হইতে পুনরায় রজোগুণে এলেন—এইরূপ তালপাতার সিপাইরা এক নিশ্বেসের ফুঁ দিয়ে যম উড়িয়ে যাহাদিগকে নিয়ে যায়।—তিনটি গুণ একই কালে কার্য্য করিতে

(গুণসমূহের বৃদ্ধির চিহ্ন)

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

পারে না। একটি গুণ প্রবল হইলে আর দুইটি অভিভূত অবস্থায় থাকে, কিন্তু নষ্ট হয় না। এই গুণগুলি সকল অবস্থাতেই মিলিত ভাবে থাকে। তবে সত্ত্বগুণের উদয় তখনই বলা যায় যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া মাথা তুলিয়া বসে এবং অন্য দুইটি অভিভূত ভাবে থাকে। যাঁহারা নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন কোন গুণটি এইবার মাথা চাড়া দিয়াছে। যাঁহারা সাধনাভ্যাসে মনকে নিযুক্ত না রাখেন তাঁহাদিগকে গুণগুলি স্বেচ্ছামত ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। তাই একই মানুষের কোন সময়ে বেশ সাত্ত্বিক ভাব, কোন সময়ে রাজসিক ভাব ও কোন সময়ে তামসিক ভাব উদয় হইতে দেখা যায়। সেই ভাব দেখিয়া বুঝা যায় তাঁহার মধ্যে কোন্ গুণ এখন খেলা করিতেছে। শ্বাসের গতি দেখিলেও উহা বুঝা যাইতে পারে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু এই গুণগুলি স্বেচ্ছামত আসিয়া কি দেহীকে আক্রমণ করে? তাহা নহে, ইহাই জীবের পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্ট। বেশ ভাল মানুষটি বসিয়া আছে, হঠাৎ ভিতরে ভূত রাগিয়া উঠিল, মনটা তখনই তমোভাবে অভিভূত হইয়া পড়িল। এই সমস্ত গুণক্রিয়া কখন কখন পূর্ব্বকর্ম্মসূত্র ধরিয়া দেহীকে বিকল করিতে থাকে। বাহিরের দিক হইতে কখন কখন কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না অথচ মনটা কখন আনন্দিত, কখন বিষাদিত হইতেছে ইহাই রজোগুণজনিত বিক্ষিপ্ত ভাব!

সাধারণ লোকেরা অধিকাংশ সময়েই স্রোতোতাড়িত তৃণের ন্যায় এইরূপ গুণকর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা সাধক তাঁহারা সেইরূপ অনবধান নহেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রাণে লক্ষ্য রাখেন, তাই কোন গুণ স্বাভাবিক ভাবে প্রবল হইলেও তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে না। কোন গুণকেই প্রশ্রয় দিলে তাহারা অতিমাত্রায় দেহীকে জড়াইয়া ধরে। এইজন্য গুণের প্রতি বা প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যাঁহারা অলস তাঁহারা যদি আপনার এই তমোগুণের প্রতি ঔদাসীন্য দেখান, তবে তাঁহাকে তমোগুণ এরূপ আক্রমণ করিবে যে সেই গুণ যেন তাঁহার স্বভাবজাত বলিয়া মনে হইবে, তাঁহার অন্তঃকরণে যেন উহা বাসা বাঁধিয়া আছে বলিয়া মনে হইবে। এইরূপ সব গুণই প্রবল হইতে পারে, জীব অভ্যাস বশতঃ যেমন যেমন ভাবে উহাদিগকে প্রশ্রয় দিবেন, উহারাও সেই সেই মত প্রবল বা দুর্ব্বল ভাবে দেহীকে আক্রমণ করিতে থাকিবে ॥ ১০

অন্বয়। যদা (যখন) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) সর্ব্বদ্বারেষু (সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে) জ্ঞানং প্রকাশঃ (জ্ঞানরূপ প্রকাশ) উপজায়তে (আবির্ভূত হয়), তদা উত (তখনই) সত্ত্বং বিবৃদ্ধং (সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত) ইতি বিদ্যাৎ (ইহা জানিবে) ॥ ১১

শ্রীধর। ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গানি আহ—সর্ব্বদ্বারেষু ইতি ত্রিভিঃ। অস্মিন্ আত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ব্বেষু অপি দ্বারেষু—শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদি জ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

অর্থকে সদা সর্ব্বদা তদ্রূপ হইয়া মনকে সেইখানে রাখার নাম প্রবৃত্তি ; কোন বস্তু ভাল করে চোকে দেখে আসক্তিপূর্ব্বক হঠাৎ করার নাম আরম্ভ ; ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কোন কর্ম্ম করার নাম কর্ম্ম। সম্যক্ প্রকারে ইচ্ছারহিত না হওয়া অর্থাৎ এ দরজায় হেরেছি অন্য দরজায় যাব অর্থাৎ মুনসেফ আদালত ক্ষুদ্র আদালত বড় আদালত ইত্যাদি—ইহা সকল রজোগুণের কর্ম্ম, রজোগুণ বৃদ্ধির কর্ম্ম।—রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে কি কি চিহ্ন উপস্থিত হয় তাহাই ভগবান বলিতেছেন। (১) কোন বিষয় দেখিবা মাত্র তাহা পাইবার জন্য আসক্তি পূর্ব্বক সেই বস্তুর পানে চাহিয়া থাকার নাম লোভ! বহু ধনাগম সত্ত্বে আরও পাইবার ইচ্ছা, যাহা কিছু চোখে পড়ে তাহাই সংগ্রহ করিয়া ঘরে পুরিয়া রাখার ইচ্ছা।
(২) প্রবৃত্তি—সর্ব্বদাই কিছু না কিছু একটা লইয়া ব্যস্ত থাকা। যাহা একবার মনে লাগিয়াছে, সেই খানেই মনকে লাগাইয়া রাখা। আহা! উহার কেমন গহনাটি, আহা উহার কেমন বাড়ীটি, আহা কেমন সুন্দর তার বাগানটি—এই সব সর্ব্বদা মনে জল্পনা করা, এবং সেই সব বিষয় সংগ্রহে দিনরাত পরিশ্রম করা। (৩) কর্ম্মারম্ভ—বড় বড় গৃহ অট্টালিকা নির্ম্মাণে উদ্যোগ, নিজের অনেক কিছু আছে, তথাপি স্বাধিকার বিস্তারের জন্য সর্ব্বদা উদ্যোগ। (৪) অশম—মনের শান্তি নাই, সর্ব্বদা মনে সঙ্কল্প বিকল্পের ভাঙ্গন গড়ন চলিতেছে, মকর্দ্দমা করিতেছি, হারিতেছি, কখন জিতিতেছি কখনও বা হারিলে আবার উচ্চ আদালাতে যাইবার ইচ্ছা ইত্যাদি। (৫) স্পৃহা—যা কিছু দ্রব্য, ভূমি, ধন, স্ত্রী, সমস্ত আমার হউক, এইরূপ মনে মনে জল্পনা।

এই সমস্তই রজোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ—ইড়ায় শ্বাস বহিবার সময় মনের এইরূপ অবস্থা হয় ॥ ১২

অন্বয়। কুরুনন্দন! (হে কুরুনন্দন) অপ্রকাশঃ (আবরণ—জ্ঞানের অভাব) অপ্রবৃত্তিঃ চ (কর্ম্মে অনুদ্যম, আলস্য) প্রমাদঃ (অনবধানতা, কর্ত্তব্যের বিস্মৃতি), মোহঃ এব চ (এবং মোহ, আচ্ছন্ন ভাব, বুদ্ধির বিপর্য্যয়), এতানি (এই সকল) তমসি বিবৃদ্ধে (তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ১৩

শ্রীধর। কিঞ্চ—অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশঃ—বিবেকভ্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিঃ—অনুদ্যমঃ, প্রমাদঃ—কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যম্, মোহঃ—মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এতৈঃ তমসো বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—অপ্রকাশ—বিবেকভ্রংশ, অপ্রবৃত্তি—অনুদ্যম, প্রমাদ—কর্ত্তব্য বিষয়ে অনুসন্ধান রাহিত্য, মোহ—মিথ্যাভিনিবেশ। তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পায়। এই সকল চিহ্ন দ্বারা তমোগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অন্যদিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করায় আত্মাব্যতীত তমোগুণে থেকে আর প্রবৃত্তি—ভালরূপে আসক্তিপূর্ব্বক তদ্গত চিত্ত হইয়া অর্থাৎ

(মৃত্যুকালে গুণত্রয়ের বৃদ্ধির বিশেষ বিশেষ ফল)

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪

তাহাই হইয়া যাওয়া - প্রকৃষ্টরূপে মাতাল হওয়া এবং আপনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করে মজে থাকা--এই সকল তমোগুণের বৃদ্ধির কর্ম্ম। তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ পিঙ্গলায় শ্বাস বহিলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাই বলিতেছেন। তখন সবই অপ্রকাশ, জ্ঞানের কথা শুনাইলেও তাহা মাথাতে প্রবেশ করে না। জন্ম-জরা মরণরূপ ভয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও তৎপ্রতীকারে প্রবৃত্ত না হওয়া, মনে কোন প্রকার বিবেক বুদ্ধির উদয়ই না হওয়া। শাস্ত্র, গুরু-বাক্য শুনিয়াও তদনুষ্ঠানে উৎসাহ না থাকা। যথাসময়ে যথা-কর্ত্তব্য সাধনাদি করিতে বিস্মৃত হওয়া, মোহ বশতঃ মদ্যপানাদি অনর্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিপরীত বুদ্ধি—যাহা করিলে কল্যাণ হয় তাহা না করা। নিদ্রা, আলস্য, শুইয়া পড়িয়া থাকা, কিছুতেই ক্রিয়া করিতে ইচ্ছা না হওয়া। এই সকল বৃত্তিগুলি যখন স্ফুরিত হয়, তখন তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ১৩

অন্বয়। যদা তু (যখনই) সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে (সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে) দেহভৃৎ (দেহী) প্রলয়ং যাতি (মৃত্যু প্রাপ্ত হয়) তদা (তখন) উত্তমবিদাম্ (উত্তমবিদ্গণের) অমলান্ লোকান্ (নির্ম্মল লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ॥১৪

শ্রীধর। মরণসময়ে বিবৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্তি—উপাসতে ইতি উত্তমবিদঃ তেষাং যে অমলাঃ—প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষাঃ তান্ প্রতিপদ্যতে —প্রাপ্নোতি ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ। [মরণ সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্ত্বাদির বিশেষ ফল দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন] —সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে যদি জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তবে তিনি উত্তমবিদ্গণের (উত্তম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির উপসনা করেন যাঁহারা) যে অমল অর্থাৎ প্রকাশময় লোক সকল যাহা সুখ-ভোগের বিশেষ স্থান, তাহা তিনি প্রাপ্ত হন ॥

[উত্তমবিদাং—মহদাদিতত্ত্ববিদাম্ (মহদাদি তত্ত্বগণের)—শঙ্কর] ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তখন সত্ত্বগুণেতে প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি হইবে যখন সমুদয় প্রকৃষ্টরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে লয় হইয়া যাইবে—তখন উত্তম যাহাকে বলে অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মলোক গমন করিয়া-লোকে থাকে--যেখানে কোন প্রকৃতির ময়লা নাই অর্থাৎ নির্ম্মল ব্রহ্মপদে থাকে।—পিঙ্গলাতে যখন প্রাণ প্রবাহ থাকে তখন চিত্ত মোহযুক্ত হইয়া থাকে, সে সময় দেহত্যাগ হইলে ভগবৎ স্মরণ হয় না। সুতরাং তাহার গতিও ভাল হয় না, পর শ্লোকে তাহা কথিত হইবে। কিন্তু যাঁহাদের সুষুম্নামার্গে প্রাণ প্রবাহ চলিবার সময় দেহত্যাগ হয়, তাঁহাদের ভগবচ্চিন্তায় দেহত্যাগ অবশ্যই হইবে। সুষুম্নাতে প্রাণের স্থিতিকাল যত বৃদ্ধি পায় ততই চিত্তে সত্ত্বভাবের উদয় হয়।

(গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ ফল)

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭

ফল—যেমত কোন ভদ্রলোক চামারণীর বাড়ীতে গিয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়।—সাত্ত্বিক কর্ম্ম অত্যন্ত নির্ম্মল বলিয়া উহার সর্ব্বপ্রধান ফল মনের অকপট মল রহিত অবস্থা। কারণ তখন কোন আবরণ থাকে না। যে কর্ম্মের দ্বারা মনের "অহংমমাকার" রূপ আবরণ কাটে তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। ইন্দ্রিয়দ্বারে আমরা শুভ কর্ম্ম করিলেও তাহা পূর্ণ সাত্ত্বিক হয় না। কারণ রজস্তমোগুণ প্রবুদ্ধ হইয়াই অভিমানাত্মক অহংকারের উৎপত্তি হয়, এই অহংকারের সাত্ত্বিক অংশ প্রবুদ্ধ হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় (Organs) এবং মন উৎপন্ন হয়। সুতরাং মন ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা ঠিক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম হয় না। অতএব যে কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইবে তাহা মনঃগ্রাহ্য। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গ শরীর—এই লিঙ্গ শরীর সূক্ষ্ম বস্তু সুতরাং স্থূলদেহাদি হইতে সূক্ষ্মধর্ম্মী। মনঃ ও প্রাণের কল অবিরত চলিয়াছে, সেই অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করার ফল চাঞ্চল্য ও অবসাদ, সুতরাং তাহা সাত্ত্বিক নহে। সাত্ত্বিক কর্ম্ম তাহাই যখন প্রাণ স্থির ও মন স্থির হইয়া সঙ্কল্পবিকল্পশূন্য হয়। সুতরাং সুকৃত বা সাত্ত্বিক কর্ম্ম তাহাই যাহা দ্বারা প্রাণ স্থির হয় ও তৎসহ মনও স্থির হয়। সেই কর্ম্মই হইল প্রাণ ক্রিয়া, ইহা একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম্ম, ইহার ফল মলশূন্য হওয়া। একমাত্র ব্রহ্মই মলশূন্য পবিত্র, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনিই হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দিকে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলেই মন কর্ম্ম করিয়া ফলের জন্য ধুকপুক করে, তদ্দ্বারা আসক্তি জন্মে—ইহাই রজোগুণের ফল। আর তমোগুণে আত্মবিস্মৃত জীব তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব ভুলিয়া যায়, কেবল প্রবৃত্তির তাড়নায় পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হয়। এবং এই আসক্তি অজ্ঞানেরই ফল। এই জন্য তমোগুণের ফল দুঃখবহুল ॥ ১৬

অন্বয়। সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞান' সঞ্জায়তে (জ্ঞান জন্মে) ; রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব চ (লোভ হয়) ; তমসঃ (তমোগুণ হইতে) প্রমাদমোহৌ (প্রমাদ ও মোহ) অজ্ঞানং এব চ (আর অজ্ঞান) ভবতঃ (হইয়া থাকে) ॥ ১৭

শ্রীধর। তত্রৈব হেতুমাহ—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে। অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি। রজসো লোভো জায়তে, তস্য চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখং ফলং ভবতি। তমসস্তু প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি। ততঃ তামসস্য কর্ম্মণঃ অজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেব ইত্যর্থঃ ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [এ বিষয়ে হেতু কি তাহাই বলিতেছেন] – সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অতএব সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল প্রকাশবহুল সুখ। রজোগুণ হইতে লোভ উৎপন্ন হয়, লোভ দুঃখহেতু বলিয়া লোভপূর্ব্বক কর্ম্মের ফল দুঃখই হয়। তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও

(গুণকে অতিক্রম করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হয়)

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯

অন্বয়। যদা দ্রষ্টা (যখন দ্রষ্টা) গুণেভ্যঃ (ত্রিগুণ হইতে) অন্য কর্ত্তারং (অন্যকে কর্ত্তা বলিয়া) ন অনুপশ্যতি (না দেখেন), গুণেভ্যঃ চ (এবং গুণসকল হইতে) পরং (গুণের অতীত বস্তুকে) বেত্তি (জানিতে পারেন), তদা (তখন) সঃ (সেই জীব) মদ্ভাবঃ (আমার ভাব, ব্রহ্মভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৯

শ্রীধর। তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চং উক্ত্বা তদ্বিবেকতঃ (তদ্ব্যতিরেকেন) মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি, অপি তু গুণা এব কর্ম্মাণি কুর্বন্তীতি পশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং—ব্যতিরিক্তং তৎ সাক্ষিণম্ আত্মানং বেত্তি তু মদ্ভাবং—ব্রহ্মত্বম্ অধিগচ্ছতি—প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে প্রকৃতির গুণসঙ্গ কারণই যে সংসারপ্রপঞ্চ তাহা বলিয়া এক্ষণে তদ্ব্যতিরেকে মোক্ষপ্রাপ্তি দেখাইতেছেন]—যখন কিন্তু দ্রষ্টা বিবেকী হইয়া বুদ্ধ্যাদি আকারে পরিণত গুণ ভিন্ন অন্যকে কর্ত্তারূপে দেখেন না, কিন্তু গুণই কর্ম্ম করে এইরূপ দেখেন, এবং গুণসমূহের ব্যতিরিক্ত তৎসাক্ষীস্বরূপ আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি মদ্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, যাহারা অন্যদিকে দৃষ্টি করিতেছে যাহা দ্বারায় সেই আত্মাতে সর্ব্বদা দৃষ্টি রহিয়াছে—তখন ত্রিগুণাতীত হইয়া পর ব্রহ্মেতে থাকিয়া আমার ভাব অর্থাৎ এক হইয়া আপনা আপনি বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধি ব্রহ্মেতে গমন করে।—শ্রীমদ্ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"পুরুষের প্রকৃতিস্থতারূপ মিথ্যাজ্ঞানের সহিত যে জীব সম্বন্ধ তাহারই গুণত্রয়ে আসঙ্গ হয়। সুখ, দুঃখ, মোহাদি এই ত্রিবিধ গুণ হইতে—আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়—এই প্রকার বোধই গুণত্রয়ের সহিত পুরুষের সঙ্গ। এই সঙ্গই পুরুষের সংসারের কারণ। সদসৎ জাতির মধ্যে যে জন্ম তাহাই সংসার। এই অবিদ্যামূলক মিথ্যা জ্ঞানই বন্ধের কারণ, এবং সম্যগ্দর্শনই মোক্ষের উপায়, সেইজন্য বলিতেছেন যে কার্য্য, কারণ ও বিষয় এই তিনরূপে পরিণত গুণত্রয় হইতে অন্য কেহ কর্ত্তা হইতে পারে না, যে ব্যক্তি এইরূপ দর্শন করিয়া থাকে, এবং গুণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক গুণসমূহের সাক্ষীকেও দেখিয়া থাকে, সেই দ্রষ্টা মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে"। বাস্তবিক দেহবুদ্ধ্যাদি আকারে পরিণত গুণগুলি ব্যতীত কর্ম্মের কর্ত্তা অন্য কেহ নহে, এইরূপ গুণ সমূহকে কর্ত্তা, এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র আত্মা সাক্ষী মাত্র, এই জ্ঞান যাঁহার সুদৃঢ় হইয়াছে তিনি ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। ইহাই "মম স্বাধর্ম্ম্যমাগতাঃ"। এখন এইটুকু উপর উপর পুঁথির জ্ঞান থাকিলেই যে তাঁহারা ভগবানের স্বরূপাবস্থায় পৌঁছিতে পারিবেন তাহা নহে। আমাদের সংসারে জড়াইয়াছে কে? ত্রিগুণ অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নায় যে প্রাণ প্রবাহ চলিয়াছে, তাহাতেই

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১

করিতে পারে না। এই দেহাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলেই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে হইবে, অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না-বর্জ্জিত অবস্থা লাভ করিতে হইবে। তাহার উপায় ক্রিয়া। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলে অণুপরিমাণ যে এই জীব সে ব্রহ্মের অণুতে মিলিয়া অজীব ব্রহ্ম হয় অর্থাৎ তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম ও ব্রহ্মস্বরূপ হয়। যোনিমুদ্রায় মণির অণুর ন্যায় ব্রহ্মের অণু কূটস্থের মধ্যে প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং সেই অণু স্বরূপ ব্রহ্মকে দেখিয়া ইন্দ্রিয়েরা নিবৃত্ত হইয়া যায় অর্থাৎ বিষয়ান্বেষণে ব্যাপৃত না থাকিয়া স্থিরভাবে থাকে। ক্রিয়ার পর অবস্থার এই নিদর্শন। তখন দেহী মদ্ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। তাহা কিরূপে হয়? ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন অন্যদিকে যায় না, আত্মা পরমাত্মাতে লীন হইলে যে ঐশ্বর্য্য (নেশা) হয়, তাহাতে থাকিয়া মহৎব্রহ্মে লীন হয়, অর্থাৎ মহৎতত্ত্বাদির গতি ও গুণের জ্ঞান হওয়ায়, তখন তাঁহাকে ভগবানই বলা যায়, তিনিই জগদ্‌ব্যাপক মহেশ্বর। কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র স্বরূপ জ্যোতিঃ আছেন। সেই ভগবান সর্ব্বব্যাপী, তন্নিমিত্ত তিনি সর্ব্বগত শিব। তিলের মধ্যে তৈল, দধির মধ্যে ঘৃত, স্রোতের মধ্যে জল, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি যেমন থাকে তদ্রূপ। ঘর্ষণ বা পেষণ দ্বারা যেরূপ ঐসব বাহির করিতে হয়, সেইরূপ প্রাণাপানের ঘর্ষণ দ্বারা এই গুহাস্থিত পুরুষকে দর্শন করা যায়। যিনি প্রাজ্ঞ (জীব) তিনিই পরমাত্মা। তাঁহার উপাধি হৃদয়াকাশ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া থাকিলে 'আমি'র হরণ (হৃৎ) হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় "আমি" থাকে না। এই অবস্থাকেই "অন্তরাকাশ" বলে, এই অন্তরাকাশই পরব্যোম ব্রহ্মস্বরূপ হইতেছেন। সেই পরমাত্মা শরীরের আনখাগ্রকেশে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এই শরীরের সার জ্যোতিঃ, যাহা না থাকিলে এই শরীর মৃতের ন্যায় হয়। সেই অচিন্ত্য শক্তিরূপা জ্যোতিঃর সার হইতেছেন যিনি হৃদয় গুহায় "অণোরণীয়ান্" রূপে প্রকাশিত আছেন। এই ব্রহ্মাণু ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ। তাহা হইলে এই মহাদেব কূটস্থই দেহে উৎপন্ন হইয়া জীবরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিরত্ব পদ লাভ করিয়া তিনি জন্ম জরা ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া বিদেহ অবস্থা যাহা অমৃত পদ তাহা লাভ করেন ॥ ২০

অন্বয়। অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। প্রভো! (হে প্রভো) কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কিরূপ লক্ষণদ্বারা) [দেহী] এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই তিন গুণ) অতীতঃ ভবতি (মুক্ত হন); কিমাচারঃ (কিরূপ আচার যুক্ত হন), কথং চ (এবং কি প্রকারে) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই তিন গুণকে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন)? ২১

শ্রীধর। গুণান্ এতান্ অতীত্য অমৃতম্ অশ্নুতে ইত্যেতৎ শ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণং আচারং গুণাত্যয়োপায়ং চ সম্যগ্ বুভুৎসুঃ অর্জ্জুন উবাচ—কৈরিতি। হে প্রভো কৈঃ লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈঃ আত্মনি উৎপন্নৈঃ চিহ্নৈঃ গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণ প্রশ্নঃ। কঃ আচারঃ অস্য

সূর্য্য সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক হইয়াও সর্ব্বাত্মভূত সেই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না. চন্দ্র এবং তারকাও তদ্রূপ; এই বিদ্যুৎসমূহও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই অগ্নি আর পারিবে কোথা হইতে? অধিক কি, এই যে সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সেই প্রকাশমান পরমেশ্বরের অনুগত ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড যেমন অগ্নিসংযোগবশতঃ দাহকারী অগ্নির অনুগত ভাবে দাহ করে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, তেমনি এই সূর্য্যাদি পদার্থ সমূহও তাঁহার দীপ্তিতেই বিভাত হন। এই প্রকারে সেই ব্রহ্মই ভাত ও বিভাত হন। এবং কার্য্যগত বিবিধ দীপ্তিতে সেই ব্রহ্মের দীপ্তিরূপতা স্বতঃই অবগত হওয়া যায়। কেননা, যাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই সে কখনই অন্যের দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না।

ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া তাঁহার চৈতন্য সত্তায় চরাচর জগৎ প্রকাশিত হইতেছে।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।" কঠ, ১ম, তৃতীয়।

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে গূঢ়—আবৃত অর্থাৎ আত্মারূপে কাহারো নিকট প্রকাশ পায় না। কারণ দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপারও অবিদ্যা দ্বারা সমাচ্ছন্ন। তবে ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে মনন করিয়া শোকমুক্ত হন কিরূপে? তিনি তো প্রকাশ পান না। বিরুদ্ধ কথা হয় বলিয়া বলিতেছেন—যে তিনি অবিশুদ্ধ বুদ্ধিরই অজ্ঞেয়, পরন্তু সংস্কৃত অগ্র্য একাগ্রতাযুক্ত এবং সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণে তৎপরা বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন।

অগ্রে বুদ্ধি স্থির করিতে পারিলে অত্যন্ত সূক্ষ্মের সূক্ষ্ম যিনি তাঁহাকে দেখা যায়। 'ক্ষীণদোষাঃ যতয়ঃ পশ্যন্তি'—যাঁহারা সংযতচিত্ত অর্থাৎ যাঁহাদের মন অন্যদিকে যায় যায় না তাঁহারা শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

এই যে শুভ্র নির্ম্মল প্রকাশ, এই প্রকাশ স্বরূপে যাঁহার চিত্ত তদ্গত, এই পরম পদ ছাড়িয়া যাঁহার চিত্ত অন্য কোথাও যাইতে চাহে না—এরূপ অবস্থা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা তো পরপারে পৌঁছিলেন বলিয়া, কিন্তু যাঁহারা পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, পরম নির্ভয় পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত অবস্থাকেও আগ্রহভাবে কামনা করেন না, আবার চিত্ত যদি একটু সংসারে নামিয়া পড়ে তাহা হইলেও বিরক্ত হন না। তাঁহারা সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মদর্শন করিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন। সেই জন্য "পরমপদে বসিয়াই থাকিব আর সংসার দর্শন করিব না", এইরূপ ইচ্ছাও তাঁহাদের উদয় হয় না, অথবা সংসারের যে যে ভোগ বাকী আছে তাহা ভোগ করিয়া লই এরূপ ইচ্ছাও মনে উদয় হয় না। কারণ যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্ হন—তাঁহাদের নিকট

"যে যে কামাঃ দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে, সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা, নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ॥" কঠ

মনুষ্যলোকে যে যে কাম্যপদার্থ অত্যন্ত দুর্লভ সেই সমস্ত কাম্যবস্তু স্বেচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর। রথস্থিতা, বাদিত্রাদিযুক্তা এই রমণী সমূহ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এরূপ সুন্দরী

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪

শিবই রুদ্ররূপে সকলকে নাশ করেন। ইনিই ব্রহ্ম, সদা সর্ব্বদা ইঁহাকেই ধ্যান করা উচিত, তাহা হইলেই জন্মমৃত্যু হইতে রহিত হইয়া পরমপদে লীন হওয়া যায়, সংসারে যাহাপেক্ষা আর মঙ্গলকর বিষয় হইতে পারে না। এইরূপেই সকল বস্তুর ত্যাগ আপনা আপনি হইয়া থাকে, তখন কোন বস্তুতেই মন যায় না। সুতরাং অনুকূল বা প্রতিকূল বস্তুর প্রতি তাঁহার রাগ বা দ্বেষ থাকিতে পারে না। সর্ব্ববিষয়েই তিনি উদাসীনবৎ থাকেন, অর্থাৎ বাহ্য কোন ব্যাপারই তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। চিত্তকে বহির্ম্মুখ করিবার মত শত শত ঘটনা ঘটিয়া যায়, কিন্তু কোন ঘটনাই তাঁহার মনকে বাহিরে টনিয়া আনিতে পারে না। বিষয়ের প্রবাহ নদীস্রোতের মত চলিতেছে, তিনি তাহাতে তলাইয়া যান না, স্রোতের উপরে যেন ভাসিতে থাকেন। প্রাণের স্থিতি উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ মস্তকে হইলে, এই অবস্থা সাধকের স্বাভাবিক হয়। ইহাই প্রাণবায়ুর স্থিরতা। গুণ সকল যে যাহার কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু তিনি নির্ব্বাত দীপের মত স্থির এইরূপ আত্মস্থ পুরুষই গুণাতীত। সুখ দুঃখ বা মোহে তাঁহার হৃদয় একটুও বিচলিত হয় না ॥ ২৩

অন্বয়। [যঃ—যিনি] সমদুঃখসুখঃ (দুঃখ ও সুখে সমজ্ঞান বিশিষ্ট) স্বস্থঃ (স্বরূপে অবস্থিত) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (লোষ্ট্র, পাষাণ ও সুবর্ণে সমজ্ঞান সম্পন্ন) তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যবুদ্ধিসম্পন্ন) ধীরঃ (ধীমান) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (নিন্দা প্রশংসাতে সমভাব)—

শ্রীধর। অপি চ—সমেতি। সমে সুখদুঃখে যস্য। যতঃ স্বস্থঃ—স্বরূপ এব স্থিতঃ, অতএব সমানি লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনানি যস্য। তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখহেতুভূতে যস্য। ধীরঃ—ধীমান্। তুল্যা নিন্দা চ আত্মস্তুতিশ্চ যস্য ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ। [আরও]—(৪) যে ব্যক্তির সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান (৫) যিনি স্বস্থ অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থিত, অতএব (৬) লোষ্ট্র পাষাণ ও সুবর্ণে সমজ্ঞানসম্পন্ন, এবং (৭) সুখ-দুঃখের হেতুভূত যে প্রিয়াপ্রিয় সে সম্বন্ধে যাঁহার তুল্যবুদ্ধি. আর (৮) যে ব্যক্তি ধীমান এবং (৯) নিন্দাস্তুতিতে যাহার তুল্য জ্ঞান [তিনিই গুণাতীত] ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—স্বীয় অবস্থায় থাকিয়া দুঃখ সুখ দুইই সমান সে সময়ে সোনা আর ঢেলা, নিন্দা স্তুতি দুইই সমান, যেমত মাতালের প্রিয় অপ্রিয় দুয়েতে সমান; বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধিতে দৃষ্টি।—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহাই পরাবুদ্ধি অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা। সেই পরমানন্দ অবস্থাতে যাঁহারা নিত্যমগ্ন তাঁহাদের নিকট আর সুখ দুঃখ কি? সুখ দুঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, যখন মনই নাই তখন আর সুখ দুঃখ আসিবে কিরূপে? বিষয়াসক্তচিত্ত সুখের জিনিষ পাইলে সুখী হয়, দুঃখের ব্যাপার ঘটিলে কাঁদিয়া আকুল হয়, কিন্তু যিনি আত্মস্থ থাকিয়া এই সব জগৎ ও জগদ্ব্যাপারকে স্বপ্নতুল্য বোধ করেন, সেই সদা জাগ্রত পুরুষকে আর সুখ দুঃখ দিবে

শ্রীধর। কথঞ্চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্তত ইতি ? অস্য প্রশ্নস্য উত্তরমাহ—মাঞ্চেতি। "চ" শব্দঃ অবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরম্ অব্যভিচারেণ—একান্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে স এতান্ গুণান্ সমতীত্য - সম্যগতিক্রম্য, ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায়, কল্পতে—সমর্থো ভবতি ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ। [কিরূপে এই গুণত্রয় অতিক্রম করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন]--শ্লোকস্থ 'চ' শব্দের অর্থ অবধারণ। আমি যে পরমেশ্বর আমাকেই অব্যভিচার অর্থাৎ একান্ত ভক্তিযোগসহ যিনি সেবা করেন, তিনিই এই ত্রিগুণ সম্যগ্‌রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ২৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—"মাঞ্চ" আমাকে অর্থাৎ ক্রিয়া যে করে—অন্য দিকে (মন) আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি না করিয়া অর্থাৎ সতা হইয়া—কূটস্থ প্রতি এক দৃষ্টে থাকিয়া আত্মায় থাকা, অপর বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি না করে থাকা—ধারণা, ধ্যান, সমাধি পূর্ব্বক গুরু বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া যে ক্রিয়া করে—যাহা গুরু-বক্ত্র গম্য সে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া ত্রিগুণ রহিত হইয়া অষ্ট প্রহর সমান রূপে স্থির থাকিয়া আমার ভাব অর্থাৎ এক ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছি বা যাইব—এরূপ কল্পনা হয়—ওঁ।—ত্রিগুণ কিরূপে অতিক্রম করা যায় এইবার সেই উপদেশ ভগবান দিতেছেন। সেই উপায় হইতেছে—অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবানের সেবা। অব্যভিচারিণী ভক্তি কি ? আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"ন কদাচিদ্ যো ব্যভিচরতি তেন ভক্তিযোগেন ভজনং"—যে ভক্তিযোগ কোন সময়েই অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না, সেই ভক্তিযোগই অব্যভিচার, এইরূপ অব্যভিচার ভক্তিযোগের দ্বারা যে ভজন করে। অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা ভগবানের সেবার অর্থ তাহা হইলে এই হইতেছে—সাধারণতঃ আমাদের অন্তঃকরণে বহুবিধ বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে কিন্তু যে অন্তঃকরণে অন্য বৃত্তির উদয় না হইয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ যে আত্মা, নারায়ণ বা ঈশ্বর রহিয়াছেন -যিনি আমার "আমি"—সেই "আমি" কে ছাড়া অন্যভাব বা অন্য প্রত্যয় যাঁর মনে আসে না তাঁহারই অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা ভগবানের ভজনা হয়।

সর্ব্বরূপে তাঁহার রূপ, জগতে চেতন অচেতন সমস্ত পদার্থই সেই পরমেশ্বর সত্তায় পরিপূর্ণ তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই - এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভজনা করাই প্রকৃত ভজন, কিন্তু তাহা মুখের কথা নহে, এই ভাবটি চিন্তা করিলেই যে সেই ভাব মনে জমিয়া যাইবে বা স্থায়ী হইবে তাহা নহে। অনন্যভাব তখনই হইতে পারে যখন মন শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের দ্বারা বিচলিত হইবে না। এরূপ অবস্থাটি পাইতে হইলে মনকে নিশ্চল করিতে হইবে। মন যদি ময়লা ঘাঁটে বা আসক্তি পূর্ব্বক বিষয়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে তাহার সতীত্ব থাকিল কৈ ? অব্যভিচারী সে হইবে কিরূপে ? তখনই সে অব্যভিচারী হইতে পারে যখন অন্য কোন বস্তুর দিকে আসক্তিপূর্ব্বক সে দৃষ্টিপাত করিবেনা। দৃষ্টিকে আত্মাভিমুখ করাইতে হইলে ক্রিয়া করিতে হইবে, ক্রিয়া দ্বারা বিনাবরোধে প্রাণ স্থির হইলে তৎসহ মনও স্পন্দনশূন্য হইয়া যাইবে। স্পন্দনশূন্য মনের কোন অবলম্বন থাকে না, এই নিরাবলম্ব চিত্তেই অনন্যভাব বা ভক্তি ফুটিয়া

উঠে। ইহা ইড়া পিঙ্গলায় শ্বাস চলিতে হইবে না। তবে ক্রিয়া করিতে করিতে প্রাণের স্থিরতা সহ যখন শ্বাস সুষুম্নায় প্রবাহিত হইবে, এবং সেই প্রবাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই প্রাণ মস্তকে চড়িয়া বসিবে, তখন অষ্টপ্রহর স্থির ভাব—এইরূপে ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সাধক পরম অভয় পদ লাভ করিয়া থাকেন। কেবল জ্ঞানের কথা আওড়াইয়া বা উচ্চকণ্ঠে হরি নাম করিয়া অশ্রু ফেলিলেই হইবে না। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকিতে প্রকৃত ভক্তি আসিবে না। কামিনীকাঞ্চনে অত্যাসক্ত পুরুষের ভক্তি লাভ হয় না। তবে জ্ঞান ভক্তির কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার হয়। কবির বলিয়াছেন

"কবির পাককরূপী রাম হ্যায় সবঘট রহা সমায়
চিৎ চকমক্ ভিন্ হটায়ে নহী ধুয়াঁ হোয় হোয় যায়।"

কবির বলিতেছেন রাম যিনি তিনি অগ্নিরূপী সকল ঘটেতেই প্রবেশ করিয়া আছেন, যিনি চিত্তরূপী চকমকীকে সরাইতে না পারেন (অর্থাৎ মনের কল্পনা) তাহার অগ্নি দর্শনের সৌভাগ্য হয় না, কেবল ধূমমাত্র দেখা হইয়া থাকে।

"চিত্তঃ কারণমর্থানাং তস্মিন্নস্তি জগত্রয়ম্।
তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ॥"

বিষয়ের কারণ চিত্ত তাহাতেই ত্রিজগত বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই চিত্ত ক্ষীণ হইলে তবে জগৎ ক্ষীণ হয়, অতএব সেই চিত্তক্ষয়ের উপায় অনুসন্ধানই বিধেয়।

সে জিনিস তো সহজ নহে, সে যে নাম রূপের অতীত, নাম রূপ না মিটিলে তাহাকে কে পাইবে? কবির বলিয়াছেন—

কবির নিশুদিন দমে বিরহিনী অন্তরগত কি লায়ে।
দাস কবিরা কোবুঝৈ সৎগুরু গয়ে লাগায়ে॥
কবির যোজন বিরহী নাম্ কে সদা মগন মন মাহ
য়া দরপন কি সুন্দরী কহু না পকড়ি যাঁহ॥

কবির বিরহিনী অর্থাৎ ভগবান ব্যতীত আর কিছুই যাঁহার মনে উদয় হয় না দিনরাত বিরহ জ্বালায় জ্বলিতেছেন, যাহার জন্য জ্বলিতেছেন তিনি অন্তরে অন্তরস্থ হইয়া গোপনে বসিয়া আছেন। কবির এ জ্বালার কথা আর কে বুঝিবে? কিন্তু সদ্গুরুই এই আগুন ধরাইয়া গিয়াছেন। কবির যিনি নামের (পরমাত্মার) বিরহী অর্থাৎ ভগবান ব্যতীত আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, পরাবস্থারূপী পরমাত্মা—যাঁহাকে পাইলে প্রাণ শীতল হয়, তাঁহাকে পাইবার জন্য মন সেই সাধন লইয়াই মগ্ন হইয়া আছেন—কিন্তু মনে করিয়াছিলেন তাঁহাকে সাধারণ দৃশ্যের মত দেখা যাইবে—যেমন স্ত্রী পুত্রধনাদি আমরা পাই—কিন্তু হায় কূটস্থে যাহা দেখা যায় ঐ বুঝি সেই—এই মনে করিয়া যে তাঁহাকে দেখিতে বা ধরিতে যাইবে, তখনই তাহা আর দৃষ্টগোচর হইবে না। যেমন দর্পণে সুন্দরী দেখা যায়, অনুভব করা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। ধরা গেলে তো চিন্ময় জড়ে পরিণত হইতেন—তাই তাঁহাকে ধরিয়াও ধরা যায় না, পাইয়াও পাওয়া যায় না। তবে এই বিরহের অবস্থা যাঁহার লাভ হয়, তাঁহার মনে আর

নাশ হইয়া যাহা হইবে তাহাও ব্রহ্ম, এক বস্তু হইলে বস্তুন্তর না থাকিলে নাশ কি প্রকারে হইবে? নিত্য সেই অবস্থায় থাকিলে অর্থাৎ অষ্টপ্রহর সেই অবস্থায় থাকিলে, সেও ব্রহ্ম হইয়া গেল—ইহারই নাম ধর্ম্ম—অধর্ম্মের নাম ধর্ম্ম অর্থাৎ অন্য কোন বস্তুতে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি না করিয়া আত্মাতে থাকার নাম ধর্ম্ম—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ক্রিয়া করার নাম ধর্ম্ম যাহা গুরুবক্ত্র গম্য—যেখানে থাকিলে সুখের এক অন্ত অর্থাৎ বরাবর একই অবস্থায় পরমানন্দ সুখে অবস্থিতি করে, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যাঁহারা ক্রিয়া করেন সকলেরই হইয়া থাকে অল্পস্বল্প—আর এই সুখের নিমিত্তই সকলেই পরের গোলামী করিতেছে আর মহাশয় মহাশয় বলিয়া খুন!! কিন্তু "বিরলোহি মহাশয়ঃ" যাহা অষ্টাবক্র বলিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সদা সর্ব্বদা বিশেষরূপে দিব্যদৃষ্টি দ্বারায় আত্মশক্তিপূর্ব্বক কূটস্থেতে আট্‌কিয়া রহিয়াছেন, তৎপদ ব্যতীত অন্য কিছু দেখেন না তিনিই মহৎ ও মহাশয়—সেই বড় মানুষ যাহা কিছু দিবে তাহা পাইয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত সুখ; কিন্তু যে সুখের অন্ত নাই, এমত সুখ লাভ করিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না এমত সুখে সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছা করা চাই!!!—পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে অচলা ভক্তির সহিত যে আমার সেবা করে সে সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব বা ব্রহ্মভাব লাভ করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ব্রহ্মভাব লাভ করিতে হইলে গুণ অতিক্রম করিতে হইবে। অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে। সেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত স্বরূপ হইতেছি "আমি"। এই "আমি" টি কে? ইনিই কূটস্থ চৈতন্য, যিনি গীতা বলিতেছেন। ব্রহ্মই শেষ গন্তব্য স্থান, কিন্তু তাহা সর্ব্ব প্রকার উপাধি বিবর্জ্জিত, সত্তামাত্র নির্গুণ স্বরূপ—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থার দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। এই নির্গুণ স্বরূপ অদৃশ্য, অস্পর্শ ও অব্যবহার্য্য, তাহাতে আনন্দও নাই নিরানন্দও নাই। জল যেমন বাষ্পের ঘনীভূত মূর্ত্তি, তুষার যেমন জলের ঘনীভূত মূর্ত্তি—তদ্রূপ নিরবয়ব নির্লিপ্ত বিশ্বব্যাপী আত্মসত্তার ঘনীভূত প্রকাশ এই কূটস্থ চৈতন্য—তিনি শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের জ্ঞানদাতা, তিনি সকল উপাসক মাত্রেরই জ্ঞানদাতা। তাহা হইলে রূপবিবর্জ্জিত ব্রহ্মের যদি কিছু প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় থাকে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশিত করেন—তিনিই কূটস্থ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ। এই কূটস্থ চৈতন্য ও ব্রহ্ম একই। ব্রহ্ম মনঃবুদ্ধির অতীত, ইনি মনঃ-বুদ্ধির গ্রাহ্য এই মাত্র। কিন্তু তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করা যায় না। যেমন সরোবরে কমল ফুটিয়া উঠে, তদ্রূপ ব্রহ্মসরোবরে এই কূটস্থ চৈতন্যের বিমলজ্যোতিঃ স্ফুরিত হইয়া থাকে। উহাই অরূপের রূপ। ভক্ত সাধক এইরূপ দেখিয়া কৃতার্থ হন।

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্য"

তুমি সর্ব্বত্র একরূপ, সকল প্রাণীর তুমিই আত্মা, সর্ব্ব-শরীর-রূপ-পুরে তুমিই অবস্থিত, তুমি নিত্য বিদ্যমান, সত্যস্বরূপ ও স্বয়ং প্রকাশ, তুমি অন্তহীন অথচ সকলের আদি। এই কূটস্থ চৈতন্যের যাঁহারা উপাসক, তাঁহারাই ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম স্বরূপ

করিয়া লইতে হইবে। যেমন দুগ্ধের জলভাগ পৃথক করিলেই তন্মধ্যস্থ ঘৃতকে দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ অনন্ত চাঞ্চল্যের মধ্য হইতেই অনন্ত স্থিরতাকে বাহির করিয়া লইতে হইবে। মুঞ্জ তৃণ হইতে ইষীকা (মধ্যস্থ দণ্ড) গ্রহণের ন্যায় ধৈর্য্যসহকারে স্থির প্রাণ অন্তরাত্মাকে প্রাণায়ামাদি যোগকৌশলের দ্বারা এই শরীরেন্দ্রিয় হইতে পৃথক করিয়া ফেলিতে হইবে। সূত্রাত্মা (জীব বা প্রাণ) পরমাত্মার সহিত নিত্য যোগযুক্ত হইলেও জীবের অদৃষ্ট বশতঃ নিজে কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আবার কেন্দ্রমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। জীব বহির্ম্মুখ হইয়া কেন্দ্র হইতে পরিধির মধ্যে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, জন্মমৃত্যুর চাঞ্চল্য হইতে সুখ দুঃখাদির চাঞ্চল্য বা বিকার এ সমস্তই স্বকেন্দ্রের বহির্ভাগে বিচরণ হেতু হইয়া থাকে। আবার নিজ কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিলে এ সমস্ত চাঞ্চল্যের লেশমাত্র থাকে না। সাধন প্রভাবে প্রাণাদি বায়ু নিজ কেন্দ্র সূত্রাত্মার মধ্যে ফিরিয়া আসে, এবং সূত্রাত্মা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইলেই যে অবস্থা প্রাপ্তি হয় যোগীরা তাহাকেই অবস্থাভেদে সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধি নাম দিয়া থাকেন। এই প্রাণকে রুদ্র বলা হয়। যেমন রুদ্র সংখ্যায় একাদশ, তেমনই প্রাণ (প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কূর্ম্ম কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়) সূত্রাত্মাকে লইয়া একাদশ। প্রাণকে যে রুদ্র বলে তাহার প্রমাণ—"যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণাঃ।" রুদ্রের অর্থ যিনি রোদন করান। এই প্রাণরূপী রুদ্রই বিবিধ নাড়ীর মধ্যে প্রবাহিত হইয়া দেহীকে অষ্ট পাশে যেন আবদ্ধ করিয়া রাখে। দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া সমস্তই প্রাণবায়ুর অধীন, এবং এই দর্শন শ্রবণাদির দ্বারাই জীব মোহাবিষ্ট হইয়া বিষয়ে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়, এবং বহুদিন দুঃখ ভোগ করিয়া রোদন করিতে থাকে। তাই শ্রুতিতে ঋষিদের প্রার্থনা হইতেছে - "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"—হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। প্রাণের স্থিরতাই রুদ্রের দক্ষিণ মুখ। প্রাণ সুষুম্নাবাহিনী হইলেই এই প্রাণের প্রসন্ন ভাব সাধককে অভয় দান করিয়া থাকে। প্রাণ সুষুম্নাবাহিনী হইয়া প্রশান্তভাব ধারণ না করিলে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের ঘুরপাক হইতে পরিত্রাণ লাভের আর কোন উপায় নাই। ইহাই প্রকৃত শিবোপাসনা বা লিঙ্গপূজা। এইরূপ শিবোপাসনাই সারাৎসার তত্ত্ব। ভক্ত সাধক তুলসীদাস তাই বুঝি বলিয়াছেন—

"সবহিঁ কহৌঁ কর যোড়ি
শঙ্কর ভজন বিনা নর ভগতি ন পাবৈ মোরি।"

লিঙ্গ আর যোনি এই দুইটিই সৃষ্টি কার্য্যের প্রধান উপকরণ। শিব শক্তি, পুরুষ প্রকৃতি, কিম্বা ঈশ্বর ও মায়া, এই যুগ্মভাব গুলি ঐ লিঙ্গ ও যোনির সাঙ্কেতিক নাম মাত্র। এই দুই মূল শক্তির সংযোগ হইতেই সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে—যদিও এই দুই শক্তি স্বরূপতঃ একেরই বিভিন্ন প্রকাশ। বীজাবস্থায় এই দুই শক্তি একত্রে মিলিত থাকে, তখন বীজের মধ্যে এই দুই শক্তি অভিন্নরূপে বর্ত্তমান থাকে। এই অভিন্ন যুগ্মভাবকেই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী বলা হয়। এই ঈশ্বরের মধ্যে একদিকে যেমন সৃষ্টিকারিনী শক্তির বিদ্যমানতা রহিয়াছে অপর দিকে উহা তদ্রূপ প্রপঞ্চাতীত শান্ত শিবাদ্বৈত পরমব্রহ্ম রূপে বর্ত্তমান। তখন শিব ও শক্তিকে পৃথক

বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যখন পরব্রহ্মের মধ্যে সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন "স ঐক্ষত"—পরব্রহ্মের এই সৃষ্টিমুখী সংকল্পের বুদ্‌বুদ উপরে উত্থিত হইতে না হইতেই শিব শক্তি পৃথক হইয়া দ্বৈততত্ত্বের বিকাশ হইতে থাকে। কিন্তু এই শিব শক্তি তখনও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে, তখনও উভয়ে অঙ্গাঙ্গী ভাবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে মিলিত থাকেন। তখন উহা অলিঙ্গ পদবাচ্য না হইলেও জ্ঞান গোচর নহে—এইজন্য এ ভাবকেও অব্যক্তাবস্থা বলা যাইতে পারে। ইহাই শিবশক্তির সমরস ভাব, উহাই জগদম্বা বা আদ্যাশক্তি—এতৎমধ্য যে চৈতন্য তাহাই দ্বিতীয় পুরুষ। পরে এই অব্যক্তাবস্থা ভেদ করিয়া যে ভাস্কর জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়, তাহাকেই লিঙ্গ বলা হয়, ইনিই তৃতীয় পুরুষ, এই স্থান হইতেই প্রকৃতি পুরুষের ভেদ আরম্ভ হয়। লিঙ্গ যখন প্রকাশিত হয় তাহার সহিত যোনিও উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে যাহা এক অদ্বিতীয় ছিল, পরে যাহা দ্বৈতরূপে প্রকাশিত হইয়াও অব্যক্তের মধ্যেই অঙ্গাঙ্গী রূপে বর্ত্তমান ছিল, এখন সেই অভেদ ভাব যেন ছুটিয়া গেল, প্রকৃতি পুরুষ দুইটি পৃথক ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু পরস্পরের এই পৃথক অস্তিত্ব প্রস্ফুটিত হইলেও তাঁহারা এক অন্যের সহিত যেন জড়িত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিকই এ অবস্থায় তাঁহাদের পৃথক রূপ বা ভাব প্রকাশিত হইলেও কদাপি তাঁহারা এক অন্যকে ছাড়িয়া থাকেন না। ইহাই পুরুষ প্রকৃতির পৃথক ও মিলিত ভাব। যোগীরা ইহাকেই কূটস্থ জ্যোতিঃ রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। জ্যোতির্ম্ময়ী প্রকৃতিমণ্ডলের মধ্য বিন্দু বা কেন্দ্র স্থানীয় যে কৃষ্ণ গোলক (ছোট শালগ্রাম শিলার ন্যায়, উনিই রাধাবক্ষঃস্থল-স্থিত শ্রীকৃষ্ণ, ইনিই সাধকেন্দ্রগণের ধ্যেয় সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষ। এই পুরুষটিই পুরুষোত্তম নারায়ণ বা দ্বিতীয় পুরুষের সহিত অভিন্ন। কিন্তু জ্যোতিঃ ও তন্মধ্যস্থ কৃষ্ণ যে "পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলং" (নীল পীতের মিশ্রণ) তিনিই তৃতীয় পুরুষ। এ দুয়ের এমনই সম্বন্ধ যে এককে ছাড়িয়া অন্য প্রকাশিত হইতে পারে না—ইহাই যুগল ভাব। তদবধি সর্ব্ব প্রকার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে এই যুগ্মভাব অনুস্যূত হইয়া আছে। কিন্তু এই যুগ্মরূপ সেই শিবশক্তি সমরস ভাবপূর্ণ চিদাকাশ হইতেই সরোবরের সলিল মধ্য হইতে কমলের প্রস্ফুরণের মত উত্থিত হয়, ঠিক যোনির অন্তর্গত লিঙ্গের ন্যায়। জ্যোতিই যেন প্রকৃতির দেহ এবং কৃষ্ণ গোলক মধ্যস্থ বিন্দুই যেন পুরুষের দেহ। এই দেহদ্বয় পৃথক ভাবে প্রকটিত হইয়াও অনাদি কাল হইতেই নিত্য মিলিতাবস্থায় চির বর্ত্তমান। এই জ্যোতিঃ স্বরূপ দেহ ত্রিগুণান্বিত, তাই উহাকে তিনটি রেখা রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। এই তিনটি রেখার মিলনে একটী ত্রিভুজ গঠিত হয়। এই তিনটি বস্তুতঃ এক হইলেও গুণের প্রভেদ হেতু বিভিন্নাকার (শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ) প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তদবস্থাতেই তাহাদের কেন্দ্রমধ্যস্থ বিন্দুটি একই। এই যোনিমণ্ডল ঊর্দ্ধমুখ ও অধোমুখ ভেদে দুই প্রকার। ঊর্দ্ধমুখ যোনিকে ব্রহ্মযোনি ও অধোমুখ যোনিকে মাতৃযোনি বলে। সাধককে এই মাতৃযোনি ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়, তাই তন্ত্রে বলা হইয়াছে—'মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য সর্ব্বযোনিং (ব্রহ্ম) সমাচরেৎ।" কিন্তু উভয় যোনির কেন্দ্র হইল সেই বিন্দু। এই বিন্দুস্থানকে না জানিলে কেহই সাধক হইতে পারেন না। যদিও উভয় যোনির মধ্যে সেই একই বিন্দু (পুরুষ) বর্ত্তমান তথাপি জগদ্‌যোনি কুণ্ডলিনীর ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে অবস্থান হেতু ঐ বিন্দুকেও যেন দুইটি বলিয়া ভ্রম হয়। এই দুইটি বিন্দু থার্মোমিটারের পারদের মত উপরেও থাকিতে

বা জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে, এইজন্য বৈরাগ্যপূর্ব্বক জ্ঞানের উপদেশ দিবার ইচ্ছায় প্রথমতঃ সার্দ্ধশ্লোক দ্বারা সংসার স্বরূপ বৃক্ষকে রূপকালঙ্কারে বর্ণন করতঃ]—শ্রীভগবান বলিতেছেন—এই সংসারবৃক্ষ ঊর্দ্ধমূল—অর্থাৎ ইহার মূল ঊর্দ্ধ—অর্থাৎ উত্তম, যাহা ক্ষর এবং অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট, এমন যে পুরুষোত্তম তিনিই যাহার মূল, তাহাকে এবং পুরুষোত্তম হইতে অধঃ অর্ব্বাচীন কার্য্যোপাধিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভাদিকে এতদ্দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, বৃক্ষের শাখার মত ইঁহারা যাহার শাখা—তাহাকে অশ্বত্থ বলে কারণ বিনশ্বর বলিয়া অর্থাৎ "শ্বঃ" আগামী প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবে না এই জন্য যাহা বিশ্বাসের অযোগ্য। ইহাকে কিন্তু "অব্যয়" বলে কারণ প্রবাহরূপে ইহার কখনও বিচ্ছেদ নাই। "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্-শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ"—কঠ উঃ—(এষঃ—এই সংসারূপ বৃক্ষ, অশ্বত্থ—অস্থায়ী, আগামী দিবস পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা বলা যায় না। ঊর্দ্ধমূল—ইহার মূল ঊর্দ্ধ অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অবাক্‌শাখঃ—নিম্নদিকে বিস্তৃত শাখাযুক্ত, অর্থাৎ দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি জীবদ্বারা পূর্ণ, সনাতনঃ—অনাদিকাল হইতে এই সংসার প্রবাহরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে)। বেদসকল সেই সংসার বৃক্ষের পত্ররাজি, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদন দ্বারা ছায়াস্থানীয় যে কর্ম্মফল সমূহ তদ্দ্বারা সংসার বৃক্ষটি জীবসমূহের আশ্রয়ণীয় রূপে প্রতিপাদন করে বলিয়া বেদসকল যেন পত্রের কার্য্য করে। অর্থাৎ বেদ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মাধর্ম্মই কর্ম্মফল উৎপত্তির কারণ। কর্ম্মফলই ছায়াস্থানীয় হইয়া সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্বরূপ, এজন্য সংসার বৃক্ষের পর্ণস্থানীয় বেদ। [যথা বৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থা ধর্ম্মাধর্ম্ম-তদ্ধেতু-ফলপ্রকাশনার্থত্বাৎ। যেরূপ পত্রগুলি বৃক্ষের রক্ষার প্রতি হেতু, সেইরূপ এই বেদত্রয়ও সংসার বৃক্ষের পরিরক্ষক। যেহেতু বেদের দ্বারাই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ এবং ফল প্রকাশিত হইয়া থাকে—শঙ্কর]

যিনি সংসারকে এইভাবে জানেন তিনিই বেদার্থবিৎ। সংসারপ্রপঞ্চরূপ বৃক্ষের মূল—ঈশ্বর বা নারায়ণ, তদংশ ব্রহ্মাদি শাখাস্থানীয়। এই সংসার বৃক্ষ বিনশ্বর কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্য এবং বেদোক্ত কর্ম্ম সমূহ দ্বারা এই সংসারের সেব্যত্ব প্রতিপাদিত হয় অর্থাৎ সংসারে আসিয়া বেদোক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায় বলিয়া ইহা সেব্যও বটে—ইহাই বেদার্থ বা তাৎপর্য্য অতএব এই প্রকার জ্ঞানযুক্ত পুরুষকেই বেদবিদ্ রূপে স্তুতি করা যায় ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে ঃ—মূল উপরে শাখা নীচে মাথা উপরে হাত পা নীচে এইরূপ অশ্বত্থবৃক্ষাকার কলেবর, উল্টা ছন্দ অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে যে সকল ঝাড় বুটা দেখা যায়, সেই পাতা ; এইরূপ যে কূটস্থকে জানে সেই বেদকে জানে ; আবার—।—শ্রুতিতেও আছে—

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈতৎ ॥ কঠঃ উঃ

বিষ্ণুস্থান বলেন, কেহ কেহ উহাকে হরিহর স্থান বলিয়া থাকেন, এবং দেবীভক্তেরা উহাকে শক্তিস্থান এবং কোন কোন বিশুদ্ধ মুনিগণ ঐ স্থানকে প্রকৃতিপুরুষের স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন।

"ইহ স্থানং জ্ঞাত্বা নিয়তনিজচিত্তো নরবরো
ন ভূয়াৎ সংসারে ক্বচিদপি চ বদ্ধস্ত্রিভুবনে।
সমগ্রা শক্তিঃ স্যান্নিয়মমনসস্তস্য কৃতিনঃ
সদা কর্ত্তুং হর্ত্তুং খগতিরপি বাণী সুবিমলা॥"

এই সহস্রারপদ্ম বিদিত হইয়া যিনি নিজ চিত্তকে তথায় সংযত করিতে সমর্থ হন তিনি নর-শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে পুনরায় সংসারে বা ত্রিভুবনের কুত্রাপি স্থানে আবদ্ধ হইতে হয় না। সেই সংযতচিত্ত কৃতী সমগ্র শক্তিই আয়ত্ত করিতে পারেন। সৃষ্টি স্থিতি সংহারে তাঁহার সামর্থ্য হইয়া থাকে এবং শূন্যমার্গে তিনি বিচরণ করিতে পারেন। বাগ্‌দেবী তদীয় মুখে নিরন্তর অধিষ্ঠান করেন।

"ব্রহ্মরন্ধ্রে মনো দত্ত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥"

ব্রহ্মরন্ধ্রে মন স্থাপিত করিয়া যদি কেহ ক্ষণার্দ্ধ কালও অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করে।

"অস্মিন্ লীনং মনো যস্য স যোগী ময়ি লীয়তে।
অণিমাদিগুণান্ ভুক্ত্বা স্বেচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ॥"

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মরন্ধ্রে লীন হয়, তিনিই পুরুষোত্তম। তিনি স্বেচ্ছানুসারে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সকল ভোগ করিয়া, শেষে আমাতেই বিলীন হইয়া যান।

এই সহস্রার কমলদলস্থিত বিষ্ণুর পরমপদ হইতে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীরূপা ত্রিধারা ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নারূপিণী নাড়ীত্রয় প্রবাহিত হইয়াছে। এই তিনটি ধারাই ত্রয়ী বা বেদত্রয়। এই বেদোক্ত ক্রিয়া দ্বারাই (ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নাতে ক্রিয়া করিয়া থাকিলে) ত্রিলোক ব্যবস্থিত, অর্থাৎ যতক্ষণ ইহাদের ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ এই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি ত্রিলোকের বিদ্যমানতা।

যাহা সহস্রারে সব মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, যেখানে কিছুই ছিল না, সেই মহাশূন্য পরব্যোম (ক্রিয়ার পর অবস্থা) হইতে—

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥" সারদাতিলক।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মযুক্ত আদ্যাশক্তি হইতে যে নাদ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয়।

"প্রাণিদিগের সকাম-ভাবে কৃত কর্ম্ম সকল যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী—সর্ব্বকর্ম্ম-ফলপ্রদ পরমেশ্বর হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়। তদনন্তর বিন্দুরূপী

পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ। শাখাগ্রস্থানীয়াভিঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ অধশ্চ, চ শব্দাদূর্দ্ধং চ মূলানি অনুসন্ততানি—বিরূঢ়ানি। মুখ্যং মূলম্ ঈশ্বর এব। ইমানি তু অন্তরালানি মূলানি তত্তদ্ভোগবাসনালক্ষণানি। তেষাং কার্য্যমাহ—মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনীতি। কর্ম্ম এব অনুবন্ধি—উত্তরকালভাবি যেষাং তানি। ঊর্দ্ধাধোলোকেষু যদ্ উপভুক্তং তত্তদ্ভোগবাসনাদিভিঃ হি কর্ম্মক্ষয়েণ মনুষ্যলোকং প্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি। তস্মিন্নেব হি কর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষু, অতো মনুষ্যলোকে ইত্যুক্তম্॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—হিরণ্যগর্ভাদি কার্য্যোপাধিবিশিষ্ট জীবগণ শাখাস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা দুষ্কৃতিশালী তাহারা অধঃশাখা, তাহারাই পশ্বাদি যোনিতে বিস্তার প্রাপ্ত। আর যাঁহারা সুকৃতিশালী তাঁহারাই ঊর্দ্ধশাখা, তাঁহারা দেবাদি যোনিতে বিস্তৃত, তাঁহারাও সেই সংসারবৃক্ষের শাখা। [ঐ সমস্ত শাখা] সত্ত্বাদিগুণের বৃত্তিরূপ জলসেচনদ্বারা যথাযথভাবে প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আর শাখাগ্রস্থানীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত সংযুক্ত বলিয়া রূপরসাদি (ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ) 'প্রবাল' অর্থাৎ কিশলয় বা নবপল্লব স্বরূপ। এস্থলে "অধশ্চ"—এই "চ" শব্দে, (শুধু অধঃ নহে) ঊর্দ্ধভাগেও মূলসকল 'অনুসন্তত' অর্থাৎ বিরূঢ় বা বিস্তৃত। মুখ্য মূল অবশ্য পরমেশ্বর, কিন্তু এই অন্তরাল (অবান্তর) মূলগুলিই ভোগবাসনা-স্বরূপ। তাহাদিগের কার্য্য কি বলিতেছেন—'মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি।' অর্থাৎ কর্ম্মমাত্রেই অনুবন্ধি অর্থাৎ উত্তরকালভাবি যাহাদের, তাহারা। (এই অন্তরাল মূলগুলির "অনুবন্ধ" অর্থাৎ উত্তরফল কর্ম্ম)। ঊর্দ্ধ এবং অধোলোকে উপভুক্ত যে সকল ভোগনিচয়, সেই সেই ভোগের বাসনাদ্বারা কর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্যলোক প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তত্তৎ বাসনানুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঊর্দ্ধ এবং অধোলোকে তত্তৎ ভোগবাসনা উপভোগ করিয়া আবার যখন মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহাদের সেই সেই বাসনারূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কর্ম্মাধিকার অন্যলোকে নাই, মনুষ্যলোকেই আছে, এইজন্য মনুষ্যলোকের কথাই এখানে বলিলেন॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অধঃ হইতে শাখা অর্থাৎ নাড়ীসব উপরে গিয়াছে অর্থাৎ মাথায়; গুণ অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ভালরূপে বৃদ্ধিকে পাইয়াছে—সেই কূটস্থের মধ্যে প্রবাল বর্ণ (গাঢ় রক্ত) যত দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারাই ঋষিস্বরূপে কূটস্থের জ্যোতির মধ্যে নক্ষত্রের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়—অধঃ হইতে ঊর্দ্ধেতে যাইবার জন্য চেষ্টা পায় তাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়া মনুষ্যেরা আপন কর্ম্মেতেই আপনি বদ্ধ হইয়া যায়।—এই সংসার বৃক্ষটির সম্বন্ধে এই শ্লোকে আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এই সংসার-বৃক্ষ বা এই নরতনুর মধ্যে বাসনানুরূপ কাহারও শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তি কাহারও অশুভকর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতেছে। এই সকলের মূল কারণ কূটস্থ ব্রহ্ম যিনি আজ্ঞাচক্রে এবং তদূর্দ্ধে রহিয়াছেন, কিন্তু উহাদের অবান্তর কারণ অসংখ্য নাড়ীর মধ্যে প্রাণের প্রবাহ এবং তদনুযায়ী মন শুভাশুভ কর্ম্মে স্পন্দিত হয়। কর্ম্মানুযায়ী এই সকল নাড়ীর মধ্যে কর্ম্মোন্মুখী স্পন্দন সব প্রকাশিত হয়, তদ্দ্বারা জীব কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হয়। নাড়ী সমুদয় যখন স্পন্দিত হইয়া বেগযুক্ত

সংসারবৃক্ষ দুরবচ্ছেদ্য এবং অনর্থকর, অতএব ইহাকে দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভে যত্ন করা কর্ত্তব্য, ইহাই সার্দ্ধ শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন। অত্যন্ত বদ্ধমূল এই অশ্বত্থ অসঙ্গ অর্থাৎ সঙ্গরাহিত্য—অহংমমতাত্যাগ, সেই ত্যাগরূপ শস্ত্রকে সম্যক্ বিচার দ্বারা দৃঢ় করিয়া ছেদন করিতে হইবে ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন ভূত ইহার লাভ করেনা-ইহার অন্তও নাই আদিও নাই- কারণ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ—না সম্যক্ প্রকারে স্থিতি, ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে। এই ব্রহ্মাকার কলেবরের উপরে যে মূল মস্তক স্বরূপ আছে তাহাতে বিশেষরূপে আরূঢ় অর্থাৎ কোন কারণ বশতঃ না যাওয়া অথচ গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়া ক'রে চলা ইচ্ছারহিত হইয়া -যাহা অস্ত্র হইতেছে খুব মজবুদ্ রূপে ইচ্ছারহিত স্বরূপ অস্ত্র দ্বারা মূলে ছেদন করতঃ অর্থাৎ ক্রিয়া করতঃ যাহা গুরুবক্ত্র গম্য।—স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু স্বপ্নকালে দেখিতে পাইলেও উহা জাগ্রদাবস্থায় থাকে না, সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় যাহা পাওয়া গেল, তাহা তো থাকিল না, তবে সে বস্তু আছে কি করিয়া বলিব? সুতরাং যে সংসারকে লোকে বুদ্ধির বিভ্রমে এত জড়াইয়া ধরে, তাহাকে কিন্তু সে পায় না, একটু বিচার করিলেই উহা বুঝা যায়। ইহা সমস্তই ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল মাত্র, মনের কল্পনায় যেন তাহা রূপ গ্রহণ করিয়া সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু আকাশে দৃষ্ট মূর্ত্তি যেমন মেঘের গতির সহিত সেথায় মিলাইয়া যায়, তদ্রূপ ক্ষণে ক্ষণে যাহার রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে সে সংসারকে সত্য বলিতে পারা যায় কি? ইহা কখন আরম্ভ হইয়াছে আর ইহার সমাপ্তিই বা কখন হইবে, এবং ইহা বাস্তবিক আছে কি নাই কিছুই জানা যায় না। ক্রমাগত যে চলিতেছে তাহার আবার স্থিতির কল্পনা কিরূপে করিবে? এ সংসার বৃক্ষ সত্য নহে, কিন্তু সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে,—সংসারকে এইরূপ সত্যবৎ দেখা কিরূপে ঘুচিবে? তাই বলিতেছেন—'অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা'—মনের কল্পনা যাহা মন হইতে উত্থিত তাহা মন না গেলে যাইবে কিরূপে? তাই ইহাকে ছেদনের জন্য অসঙ্গ শস্ত্র চাই। 'আমি ও আমার' এই যে ভাব ইহাই সঙ্গ, এমন অবস্থা চাই যেখানে "আমি"ও থাকে না "আমার"ও থাকে না। গীতার বহু স্থানে বলা হইয়াছে 'ময়ি জীবত্বং কল্পিতং'—জীবভাব কূটস্থ চৈতন্যে কল্পিত হয় মাত্র। প্রাণের চাঞ্চল্যে এই জীবভাব ফুটিয়া উঠে, যদি প্রাণের চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনের কল্পনা মনেই লয় হইয়া যাইবে। মন থাকিবেই না তো তাহার কল্পনা উঠিবে কিরূপে? তাহা হইলে করিতে হইবে কি? এই বৃক্ষাকার কলেবরের মস্তকের ভাগে সহস্রার দল কমল অবস্থিত, উহা আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে উহা আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে স্থিত হয়, তখন যে ইচ্ছারহিত অবস্থা আসে তাহাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা। ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী মুক্ত। তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। উহাই প্রকৃত পক্ষে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এই ছেদন কার্য্য সম্পন্ন হয় ক্রিয়া দ্বারা। যে মন দিয়া ক্রিয়া করিবে সেই স্থির হইয়া ইচ্ছারহিত হইবে, তাহার আর দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত যোগ থাকিবে না। এই অসঙ্গ শস্ত্রই ইচ্ছারহিত অবস্থা। যে যত ক্রিয়া করিবে এবং যাহার মনঃপ্রাণ যত স্থির হইবে ততই সে সঙ্গরহিত হইবে। এই সঙ্গরহিত অবস্থা

(সংসার বৃক্ষের মূল—ব্রহ্মানুসন্ধান)

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

বাড়িতে বাড়িতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই, পরম পাবন ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইবে। উহাই মুক্তিপদ। হৃদয়ে প্রাণবায়ুর প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি হইলেই পরম স্থিরত্ব ভাবের উদয় হয়। উহাতেই সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ বোধ হয়। ইহাকেই যোগীরা তুর্য্যাবস্থা বলেন ॥ ৩

অন্বয়। ততঃ (তদনন্তর) তৎ পদং (সেই বৈষ্ণব পদ) পরিমার্গিতব্যম্ (অন্বেষণ করিতে হইবে) যস্মিন্ গতাঃ (যে পদে প্রবিষ্ট হইলে) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন নিবর্ত্তন্তি (সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে না), [কিরূপে অন্বেষণ করিতে হইবে ?] তম্ এব চ (সেই) আদ্যং পুরুষং (আদি পুরুষকে) প্রপদ্যে (শরণ গ্রহণ করিতেছি—এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) যতঃ (যাঁহা হইতে) এষা (এই) পুরাণী (চিরন্তনী) প্রবৃত্তিঃ (সংসার প্রবৃত্তি) প্রসৃতা (নিঃসৃত হইয়াছে) ॥ ৪

শ্রীধর। তত ইতি। ততঃ তস্য মূলভূতং তৎ পদং—বস্তু বৈষ্ণবং পদং, পরিমার্গিতব্যম্—অন্বেষ্টব্যং। কীদৃশং ? যস্মিন্ গতাঃ—যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো, ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তি—ন আবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমাহ—যত এষা পুরাণী—চিরন্তনী, সংসার-প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা—বিস্তৃতা, তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে—শরণং ব্রজামি ইত্যেবম্ একান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যম্ ইত্যর্থঃ ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। তদনন্তর সেই সংসারের মূলভূত 'তৎপদং' সেই বস্তু যাহাকে বৈষ্ণবপদ বলে, তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে। তৎপদটি কীদৃশ ? যে পদ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় আর সংসারে আবর্ত্তন করিতে হয় না। অন্বেষণের প্রণালীটি কিরূপ হইবে তাহাই বলিতেছেন। "যাঁহা হইতে চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষের শরণ গ্রহণ করিলাম" এইরূপ একান্ত ভক্তির সহিত অন্বেষণ করিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তাহার পর—পদ-অর্থাৎ ক্রিয়া করে তৎ অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চলে যাওয়া উচিৎ—যেখানে গেলে ফের ফেরে না পুনর্ব্বার অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ; তমেব চাদ্যং তিনিই আদি পুরুষ কূটস্থের পর যাঁহাকে দেখা যায় তাঁহার চরণ অর্থাৎ ক্রিয়াতে ভালরূপে থাকা - যেখান হইতে সকল ভালরূপে মন অন্য বস্তুতে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করতঃ তদ্রূপ হইয়া যায়—এইরূপেতে প্রকৃষ্টরূপে সৃজন সমুদয় বস্তুর হইয়াছে।—
সেই পরমপদ অন্বেষণ করিবার কথা হইতেছে। সেই পরমপদ কি ? সংসার ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য মনে জননা করিলেও আমাদের ইন্দ্রিয় মন তাহা স্বীকার করে না। যেটুকু রস পায় তাহার জন্যই ইন্দ্রিয় মন লোলুপ হইয়া সংসারকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া থাকে। এইজন্য যাহা সত্যই রসাল যাহা বাস্তবিকই মধুর সেই রস তাহাকে আস্বাদন করাইতে না পারিলে

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

দ্বারা যে আত্মভাবকে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও তত্তৎ বিষয়রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, সেই মনোরূপ ঘটোপাধি বিলীন হইবা মাত্র, তাহার স্বরূপ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ তাহা বাস্তবিক যাহা ছিল, তাহাকে তাহাই বলিয়া তখন বোধ হয়। এই অবস্থাকে বিষ্ণুর পরম পদ বলে। এই অবস্থা একবার পাইলে আর স্বরূপচ্যুতি হয় না। জগৎ স্বপ্ন একবার ভাঙ্গিয়া গেলে আর সে স্বপ্নদর্শনের পুনবাবৃত্তি হয় না, তখন যোগী সদা জাগ্রত। সেই অবস্থাই ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা! সেখানে আলোকও নাই, অন্ধকারও নাই; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি নাই—অথচ স্বপ্রকাশ। সেখানে কূটস্থের নক্ষত্ররূপ গুহাতে ক্রিয়ার অভ্যাসেব দ্বারা গমন করিতে পারা যায়। সেখানে দেবতারা আকাশ মূর্ত্তিতে ওঁকার ধ্বনিতে গান করিতেছেন অনুভব হয়। যাঁহারা ক্রিয়া করেন তাঁহারাই এই আনন্দময় স্থানে যাইতে পারেন। প্রথমে প্রাণায়াম দ্বারা অনিল স্থির হয়, সেই স্থিতিই অমৃতপদ বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। তখন সাধকও সেই আনন্দময়ের সহিত এক হইয়া যান। ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতে ইহা (আনন্দ) অনুভব হয়। তাঁহাকে না জানিতে পারিলেই তাঁহাকে বহুদূবে যেন মনে হয়। যে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা অনুভব করিয়াছে, সে জানে তাঁহাতেই সমুদয় এক হইয়া আছে, তিনি সকলের মধ্যে এবং সকলের অন্তর বাহ্যে এক তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥" ৬

অন্বয়। জীবলোকে (সংসারে) জীবভূতঃ (সংসারী বা জীবরূপে যাহা প্রসিদ্ধ) সনাতনঃ (এবং যাহা নিত্য) [সেই জীব] মম এব অংশঃ (আমারই অংশভূত); প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিলীন) মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি (মন যাহাদের ষষ্ঠস্থানীয় সেই ইন্দ্রিয়গণকে) [প্রলয়ান্তে] জীবলোকে কর্ষতি (সংসারে আকর্ষণ কবিয়া থাকে) ॥ ৭

শ্রীধর। নন্বু চ ত্বদীয়ং ধামপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ যদি ন নিবর্ত্তন্তে, তর্হি "সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ সুষুপ্তি-প্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষামস্তীতি কো নাম সংসারী স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মম এব অংশঃ যোঽয়ম্ অবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ব্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ। অসৌ সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া, স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি ইন্দ্রিয়াণি পুনঃ জীবলোকে—সংসারে উপভোগার্থম্ আকর্ষতি। এতচ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চ উপলক্ষণার্থম্। অয়ং ভাবঃ—সত্যং সুষুপ্তি-প্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্ব্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াৎ অস্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিঃ। তথাপি অবিদ্যয়াবৃতস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ঃ, ন তু শুদ্ধে। তদুক্তং—"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি" ইত্যাদিনা। অতঃ চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্ অবিদ্বান্ প্রকৃতৌ

লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানি ইন্দ্রিয়াণি আকর্ষতি। বিদুষাং তু শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তেঃ ন আবৃত্তিরিতি ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। [যদি তোমার ধাম প্রাপ্ত হইলে পুনরাবৃত্তি না হয়, তবে "সতে অর্থাৎ ব্রহ্মে 'সংপদ্য' সম্পন্ন অর্থাৎ একীভূত হইলেও তাহারা জানিতে পারে না যে আমরা ব্রহ্মে একীভূত হইয়াছি" এই শ্রুতি দ্বারা সুষুপ্তি ও প্রলয় সময়ে তৎপ্রাপ্তি সকলেরই হয়, তবে সংসারী কে থাকিল ? এই আশঙ্কায় সংসারী যে কে তাহা পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন]—আমার এই যে অংশ যিনি অবিদ্যা দ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত তিনি সনাতন অর্থাৎ সর্ব্বদা সংসারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই জীব সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন—ইন্দ্রিয়গণকে (মন হইয়াছে ষষ্ঠ যাহাদের সেই ইন্দ্রিয়গণকে) পুনরায় জীবলোকে সংসার উপভোগার্থ আকর্ষণ করে। (এই শ্লোকস্থ "ইন্দ্রিয়" শব্দ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণের উপলক্ষণার্থ ব্যবহৃত)। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই—সত্য বটে সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে মদংশ হেতু সর্বজীবমাত্রেরই আমাতে লয় প্রাপ্ত হওয়ায় মৎপ্রাপ্তিই হয়, তথাপি অবিদ্যাবৃত সাঙ্কুশয় জীবের প্রকৃতিবিশিষ্ট যে আমি সেই আমাতেই লয় হয়, কিন্তু শুদ্ধ যে আমি সেই আমাতে লয় হয় না। তাই উক্ত হইয়াছে—"অব্যক্ত হইতে সকলেই ব্যক্ত হয়" ইত্যাদি। অতএব পুনরায় সংসারের জন্য নির্গত হইয়া অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানী জীব প্রকৃতিতে লীন ভাবে স্থিত নিজ উপাধিভূত ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে। কিন্তু বিদ্বানগণের শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্তি হেতু পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমারই অণুর অংশেতে সব জীবলোক জীব হইয়া শিব স্বরূপ নিত্যই বর্ত্তমান কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয় মন এই ছয়—শরীরের পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যাহার প্রকৃতি হইতেছে তাহাতেই আত্মাতে আত্মায় না থেকে অর্থাৎ ক্রিয়া না করে—প্রকৃতির গুণের উপর বশীভূত হইয়া, অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক আকর্ষিত হইয়া অর্থাৎ বিষয়ের দিকে মন ইচ্ছার সহিত টেনে উপস্থিত করে।—যদিও সব জীবই শিবস্বরূপ কারণ সকল দেহের মধ্যে সেই ব্রহ্মাণু রহিয়াছেন, যাঁহার জন্য এই দেহাদির প্রকাশ। সেই ব্রহ্মাণুর প্রতি লক্ষ্য না থাকায় প্রকৃতি মাত্র (দেহেন্দ্রিয়, মন, প্রাণ) বোধের বিষয় হইতেছে। নচেৎ ব্রহ্মাণুর পরিবর্ত্তন নাই, পরিবর্ত্তন হয় প্রকৃতিতে। এই প্রকৃতির মধ্যে যতক্ষণ থাকিতে হইবে ততক্ষণ যাওয়া আসার শেষ নাই। প্রাণের স্পন্দনই মন। সেই প্রাণ যতদিন চঞ্চল থাকিবে ততদিন মনের বহির্গমনাগমন থাকিবেই। এই মনের গমনাগমনই সংসার জন্মমৃত্যুর অভিনয়। কিন্তু যাঁহারা ক্রিয়া করিয়া প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাণের গমনাগমন নিবৃত্ত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের মন আর বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হয় না। মানুষ মরিয়া গেলেও তাহার স্বভাব নষ্ট হয় না। নিদ্রিত ব্যক্তির সব সঙ্কল্প ও চেষ্টা সুপ্ত থাকে, নিদ্রাভঙ্গের পর আবার জাগ্রত হইয়া সে যেমন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অনুসরণ করে, তদ্রূপ জীব মরিবার পর তাহার সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদির পরমাণু নিজ নিজ অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের মধ্যে লীন হয় বা প্রসুপ্ত থাকে, সেই জীবের ভোগ করা শেষ হইলে আবার যখন জগতে আসিবার সময় হয়, তখন প্রকৃতিতে লীন ভাবে অবস্থিত ইন্দ্রিয়াদিকে সে আকর্ষণ করে, এবং তদনুরূপ তাহার দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সমুৎপন্ন হয়। যাহারা

চিন্তানুরক্ত, তাহার পরজন্মের দেহও তদনুরূপ হইবে। এইজন্য জীবের ভাবময় (সূক্ষ্ম দেহ) দেহকে পবিত্র চিন্তা দ্বারা পূত করিতে না পারিলে পরিশেষে তাহার বিষম পরিণাম ভোগ করিতে হয় !! দুর্ব্বিসহ যাতনাময় দেহ লাভ করিয়া তাহাকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা বুদ্ধিমান চতুর তাঁহারা জীবের এই দুর্গতির বিষয় অবগত হইয়া সাবধান হন, এবং যাহাতে অশুভ দেহ প্রাপ্তি না হয় তজ্জন্য শুভ কর্ম্ম ও শুভ চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আর এই সকল দুঃখ দুর্গতি পাইতে হয় না। যাঁহারা পরমার্থ চিন্তা করেন না, আত্মা কিছুই বুঝেন না, কেবল ইন্দ্রিয় ভোগে অনুরক্ত তাঁহারা আত্মঘাতী, তাঁহাদের মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

"অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রত্যভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥"

ঈশোপনিষৎ

ঘোর অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন আলোকহীন সেই সমস্ত লোক বা তদ্রূপ জন্ম তাহারা প্রাপ্ত হয়। কাহারা? যাহারা আত্মঘাতী আত্মজ্ঞান-বিহীন তাহারাই মৃত্যুর পর সেই সব অন্ধকারাবৃত নিরয়াদিতে এবং পরে বৃক্ষ-পাষাণরূপ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই জন্য নিজ নিজ মনকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিলে বড় নিরুপায় !! কেবল আসক্তি, কেবল বাসনা লইয়া উহারা বার বার দেহকে ছাড়ে ও গ্রহণ করে। লোকে হঠাৎ প্রবহমান বায়ু হইতে গন্ধ পাইল, কিন্তু জানে না কোথা হইতে সে গন্ধ আসিতেছে; এত পড়িয়া শুনিয়া, এত দেখিয়াও আমার বুদ্ধি কেন অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? বায়ুতে ফুলের গন্ধের মত ঐ পূর্ব্বজন্মের দেহ মন হইতে সেই সুগন্ধ-দুর্গন্ধরূপ শুভাশুভ কর্ম্মাসক্তি এজন্মেও টানিয়া আনিয়াছে। তাই আমি অবশ হইয়া পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপ যে প্রকৃতি লাভ করিয়াছি, তাহারই আদেশ মত চলিতে বাধ্য হইতেছি। এইখানে তুমি একটু ভাবিয়া দেখ, তুমি কি করিবে? তোমার চিত্ত শোধনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে? তুমি সৎসঙ্গ কর, সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন কর, সদ্‌গুরুর অন্বেষণ কর। তুমি নির্জ্জনে বসিয়া রোদন কর আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর তাহা হইলেই তুমি বল লাভ করিতে পারিবে, তুমি ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্য চেষ্টিত হইতে পারিবে। তুমি আর দাঁড়ের পাখীর মত মুখ বাড়াইয়া জল পান করিবার আশায় একবার এদিকে একবার ওদিকে ঝুঁকিও না। জীব! তুমি বিষয় তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া একবার ইড়ায় তোমার প্রাণের প্রবাহ ছুটিতেছে, তখন তুমি বিষয় চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতেছ, একবার প্রাণের প্রবাহ পিঙ্গলায় ছুটিতেছে, তখন তুমি নিদ্রায়, আলস্যে, বৃথামোদে কেবল কালক্ষয় করিতেছ !! এতদিন যে বিষয় ভোগ করিলে, তৃষ্ণা কি মিটিল? বিষয়ের প্রতি আসক্তির নেশা কি ছুটিল? এইবার যে তোমার শিয়রে শমন দাঁড়াইয়া আছে! ওরে ভ্রান্ত, ওরে উন্মত্ত, এখনও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, এখনও স্মরণের অভ্যাসে প্রবৃত্ত হও, যদি তোর প্রাণের প্রবাহ একবার সুষুম্নামুখী হয়, তাহা হইলেও যে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে !! ৮

(আত্মাকে বিবেকযুক্ত পুরুষেরা দেখিতে পান)

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০

বিষয় দেখিলেই অজ্ঞ বালকের ন্যায় আবার তাহা উপভোগ করিতে চায়। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের সেবা ছাড়িয়া প্রাণের সেবা করেন। প্রাণের শ্বাস প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখিলেই তাঁহার চরণ সেবা হয়। যাঁহারা গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া মন দিয়া এই ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের প্রাণ ও অপান ইড়া ও পিঙ্গলা মিলিত হইয়া যায়, এই মিলিতাবস্থাতেই ভগবানের চরণে চরণ দেওয়া ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ভাব দেখিয়া ভক্ত সাধক কৃতার্থ হইয়া যান ॥ ৯

অন্বয়। উৎক্রামন্তং (দেহান্তরে গমনশীল) স্থিতং বা (দেহে স্থিত) ভুঞ্জানং অপি (এবং বিষয়-ভোগনিরত), গুণান্বিতং (গুণসংযুক্ত) [জীবকে] বিমূঢ়াঃ (বিমূঢ় ব্যক্তিগণ) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) জ্ঞানচক্ষুষঃ (অমূঢ় অথবা বিবেকিগণ) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) ॥ ১০

শ্রীধর। নন্থ কার্য্যকারণসংঘাতব্যতিরেকেণ এবম্ভূতম্ আত্মানং সর্ব্বেঽপি কিং ন পশ্যন্তি ? তত্রাহ—উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং—দেহাৎ দেহান্তরং গচ্ছন্তং তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা, বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ইন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি—ন আলোকয়ন্তি। জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল এবম্ভূত আত্মাকে কার্য্যকারণসংঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া সকলেই দেখে না কেন ? তাই বলিতেছেন]—উৎক্রামন্তং অর্থাৎ দেহ হইতে দেহান্তরে গমনশীল, কিম্বা সেই দেহেই স্থিত, অথবা বিষয়ভোগশীল বা ইন্দ্রিয়াদি-যুক্ত যে জীব তাঁহাকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞান চক্ষু যাঁহাদের তাদৃশ বিবেকী ব্যক্তিগণ দেখিতে পান ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা— জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি ক্রমশঃ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করিয়াই চলিয়াছেন এবং স্থির হইয়া চলিতে চলিতে কিছু দিন রহিয়াছেন এবং ভোগ যেমন যেমন গুণের কর্ম্ম করিতেছে তদনুযায়িক প্রাপ্ত হইতেছেন—গুণ ছাড়িয়া নির্গুণে থাকিলেই হয় —কিন্তু তাহা করিবেন না—আপনার একই গুণ তাহা কখন ছাড়িতে পারেন না মূর্খের মতন—সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম-ভোগ যাহা দুঃখ তাহাকে সুখ বিবেচনা করিয়া এবং যাহা মিথ্যা অর্থাৎ কিছুদিনের নিমিত্তে তাহাকে সত্য বিবেচনা করিয়া কিছুই দেখিতে পাইতে-ছেন না—অথচ দেখ্‌বার জিনিস্ মেখের (ম্যাক্) মতন শরীরের মধ্যস্থানে রহিয়াছে তাহা গুরুবাক্যের দ্বারা জানিয়া ক্রিয়া করিলেই জানবার দিব্য দৃষ্টি কূটস্থ দ্বারায় দেখিতে পান। আপনার ভাল নয় পরের ভাল—এই কুসংস্কারেতেই সর্ব্বনাশ—আবদ্ধ হইয়া লোকে হইতেছে।—যাঁহাদের আত্মজ্ঞান নাই, যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাদৃশ বিমূঢ় ব্যক্তিরা কেবল ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত,

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২

অন্বয়। আদিত্যগতং (আদিত্যগত অর্থাৎ সূর্য্যস্থ) যৎ তেজঃ (যে তেজ) চন্দ্রমসি চ যৎ (চন্দ্রে যে তেজ), যৎ চ অগ্নৌ (এবং যে তেজ অগ্নিতে) অখিলং জগৎ (সমস্ত জগৎকে) ভাসয়তে (প্রকাশিত করে) তৎ তেজঃ (সেই তেজ) মামকম্ বিদ্ধি (আমারই জানিও)॥ ১২

শ্রীধর। তদেবং "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ" ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তং, তৎপ্রাপ্তানাঞ্চ অপুনরাবৃত্তিঃ উক্তা। তত্র চ সংসারিণঃ অভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতম্। ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপম্ অনন্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি—যদিত্যাদি চতুর্ভিঃ। আদিত্যাদিষু স্থিতং যৎ অনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্ব্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। [এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোক "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ" ইত্যাদির দ্বারা পরমেশ্বর-সম্বন্ধীয় যে পরম ধাম তাহা বলা হইয়াছে এবং তদ্ধামপ্রাপ্ত জীবের অপুনরাবৃত্তির কথাও বলা হইয়াছে। তাহাতে সংসারীর অভাব আশঙ্কায় দেহাদিব্যতিরিক্ত যে সংসারীর স্বরূপ তাহাও দর্শিত হইয়াছে। এখন চারিটি শ্লোক দ্বারা অনন্তশক্তিস্বরূপে সেই পরমেশ্বরসম্বন্ধীয় রূপ নিরূপণ করিতেছেন]—সূর্য্যাদিতে স্থিত যে অনেক প্রকার তেজ বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছে, সেই সমস্ত তেজ মদীয় তেজ বলিয়া জানিবে॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সূর্য্যের তেজ যাহা সূর্য্য হইতে আসিয়াছে তদ্দারায় সব প্রকাশিত—তদ্রূপ কূটস্থের তেজ এই শরীরে থাকায় শরীরে স্বপ্রকাশ হইতেছে—সেই তেজই রূপ ব্রহ্মের হইতেছে—যাহা আকাশ হইতে আসিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু আকাশে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু সেই আকাশের মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে পরব্যোম স্বরূপ এক এক অণুর মধ্যে অনেক ব্রহ্মস্বরূপ অণু, তাহার মধ্যে অনেক ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে—সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তুমি এক জন—তুমি কত ছোট লোক তাহা আপনা আপনি বিবেচনা করিতে পার না! তোমার আস্ফালনের আর সীমা নাই, তুমি কি তা তুমি নিজে বল্‌তে পার না! এইরূপ চন্দ্র ও অগ্নি তেজের অণুর মধ্যে আমারই রূপ—ইহা দৃষ্টিগোচর হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হইল। ক্রিয়া না করিলে এরূপ অবস্থার বোধ বল্লে হবে না—বোধ হইলেই বোধ হইবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।—

সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির মধ্যে যে তেজ সে সমস্ত প্রকাশই তাঁহার।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং

তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" কঠঃ উঃ

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩

অন্বয়। অহং চ (আমি), গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্য (প্রবিষ্ট হইয়া) ওজসা (বল দ্বারা) ভূতানি ধারয়ামি (ভূতসকলকে ধারণ করিয়া আছি), রসাত্মকঃ (রসময়) সোমঃ চ ভূত্বা (চন্দ্র হইয়া) সর্ব্বাঃ ওষধীঃ (সমুদয় ব্রীহিযবাদি ওষধিগণকে) পুষ্ণামি (পুষ্ট করিতেছি) ॥ ১৩

শ্রীধর। কিঞ্চ—গামিতি। গাং—পৃথিবীম্, ওজসা—বলেন অধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি। অহমেব চ রসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—পৃথিবীতে বলদ্বারা অধিষ্ঠান করিয়া আমি চরাচর ভূতসকলকে ধারণ করিয়া আছি। আমি রসময় চন্দ্র হইয়া ব্রীহি যবাদি শস্যসমূহকে সংবর্দ্ধন করিতেছি ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা- এই পৃথিবীর চন্দ্রের রশ্মির দ্বারায় সমুদয় গাছ গাছড়াতে রস প্রবেশ করতঃ ওষধিস্বরূপে আমি পুষ্ট করিতেছি—তাহা যোগীরা বলপূর্ব্বক মূর্দ্ধিতে আত্মপ্রাণ রাখিয়া স্থির করতঃ দ্রব্যের গুণের মধ্যে প্রবেশ করেন—যে যোগী এরূপ অবস্থায় থাকেন তাঁহার ক্রিয়া ভালরূপ হয় না, কারণ ব্রহ্ম অনন্ত- ব্রহ্মের গুণও অনন্ত—এক অনন্তেই রক্ষা নাই—আবার অনন্তের অনন্ত, গেলে তাঁহার অন্ত আর পাবার যো নাই—তিনি আপনাকে আপনি ভুলিলেন। -পৃথিবী যে স্বস্থানে রহিয়াছে, স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্থানান্তরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে না, ইহা পৃথিবীর স্বকীয় গুণ নহে, বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নহে,—ইহাই ঐশ্বরিক শক্তি, সেই ঐশ্বরিক শক্তির প্রেরণাই মাধ্যাকর্ষণ রূপে পরিজ্ঞাত হইতেছে। চন্দ্রের মধ্যে যে অমৃত রহিয়াছে, তাহাও ঐশ্বরিক শক্তি, সেই শক্তি অমৃতরূপে ওষধাদির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তন্মধ্যে রোগনিবারিণী ও জীবনদায়িনা শক্তি হইয়া বিশ্বকে রক্ষা করিতেছে। প্রত্যেক তরু লতা গুল্মের মধ্যে রোগনিবারিণী অসাধারণ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা চন্দ্রের রশ্মি হইতে ঐ সকল শক্তি লাভ করে। কিন্তু কোন্ ওষধির কি কি গুণ বর্ত্তমান তাহা কেবল বাহ্য পরীক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায় না। যোগীরা যোগবলে সমস্ত ওষধির গুণ অবগত হইতে পারেন, এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ গুণ কোন্ সময়ে প্রকট হয়- এই কাল-জ্ঞানও তাঁহাদের যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহারা ওষধির গুণ জানিয়া যখন তাহা প্রয়োগ করেন, তখন তাহা সিদ্ধমন্ত্রের মত কার্য্য করে। আত্মপ্রাণ মূর্দ্ধাতে বলপূর্ব্বক আনিয়া তাঁহারা দ্রব্যকে চিন্তা করিলেই, তন্মধ্যে যে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা তাঁহাদের জ্ঞানের গোচর হয়। ঋষিরা পূর্ব্বকালে লোকহিতার্থ এই ভাবে দ্রব্যের গুণ অবগত হইয়া জন-সমাজে প্রচার করিতেন, তাহার ফলেই চিকিৎসাশাস্ত্রে ওষধিদ্বারা রোগ মোচনের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত যাঁহারা কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইয়াই এই সকল কার্য্যে সমধিক শক্তি প্রয়োগ করেন তাঁহারা যোগাভ্যাসের আসল ফল যে শান্তি তাহা লাভ করিতে পারেন না,

এই অন্নের ভোক্তা কে? যেমন সর্ব্ব কর্ম্মের ফল নারায়ণে অর্পিত হয়, এই অন্নও সেইরূপ পরম দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতে হয়। সেই অন্ন গ্রহণ করিবার জন্য তিনি বৈশ্বানররূপে জঠরে বসিয়া আছেন। একবার যেন সে কথা স্মরণ করিয়া প্রতি গ্রাসে তাঁহাকে খাওয়াইতে পারি। দেবোদ্দেশে অন্ন ত্যাগ করিতে পারিলে তাহা একটি পবিত্র যজ্ঞে পরিণত হইতে পারে। তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"পূজয়েদশনং নিত্যং অদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ॥"

অন্নই জীবন ধারণের মূল—এই ভাবে অন্নকে ধ্যান করিবে। অন্নকে নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। অন্ন দেখিয়া আনন্দিত হইবে, যদি অন্য কোন কারণে মনে তাপ থাকে. তাহাও অন্ন দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে। এই অন্ন যেন প্রতিদিন প্রাপ্ত হই,—এই বলিয়া অন্নকে বন্দনা করিবে।

শ্রুতিতে বলিয়াছেন—ভোক্তা বৈশ্বানর অগ্নি, ভোজ্য অন্নই সোম—এই দুইটি মিলিয়াই অগ্নিষোম হয়। এই জগৎ অগ্নিষোমময়—এই প্রকার যাহার দৃষ্টি, তাহার পক্ষে অন্নদোষ বলিয়া কিছু থাকে না।

এই পরমাত্মরূপী অগ্নিতে প্রত্যহ ভোজ্যরূপ আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই পরমাত্মরূপী অগ্নির প্রাণ ও অপানই আজ্যভাগ অর্থাৎ ঘৃত। এই প্রাণাপানরূপ ঘৃত ব্রহ্মাগ্নির মধ্যে হবন হইতেছে, তাহাতেই আমরা বাঁচিয়া আছি, সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চিন্তা যাহা আমাদের জীবনের লীলা তাহা হইতেই উত্থিত হইতেছে। কিন্তু সাবধান! কেবল বিষয় চিন্তায় যদি ঐহবিঃ ভস্মীভূত হইয়া যায়, তবে তাহাতে কেবল মাত্র ধূম উঠিবে,—কেবল অজ্ঞান-অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিবে, ভিতরের সে প্রজ্বলিত অগ্নির কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না। প্রাণাপানেব ঘর্ষণেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, ক্রিয়ার দ্বারাই এই প্রাণাপানের ঘর্ষণ হয়, ক্রিয়া পাইয়াও যদি অবধান না হয়, অর্থাৎ মনঃসংযোগ বা একাগ্রতা না হয়, তবে সে অগ্নি কামাগ্নি, ক্রোধাগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, এবং এই দেহ মনঃ প্রাণ তাহার ইন্ধনের কাজ করিবে। তাই আমরা অগ্নিরূপী পরমাত্মার নিকট আমাদের মনের বাসনাটি সামবেদের প্রথম মন্ত্র দ্বারা ব্যক্ত করি—

"ওঁ অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি।" হে অগ্নে, তুমি আমাদের জীবন যজ্ঞের আহুতি গ্রহণের জন্য এস। তুমি যজ্ঞেশ্বর, জীবন যজ্ঞের এই প্রাণরূপ হবিঃ তুমি গ্রহণ করিলেই, উহা চিরস্থিব পরমানন্দ ধামে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। ঐ স্থির প্রাণ স্থির চিত্তই দেবতাদের ভক্ষণীয় বা গ্রহণীয়। এতদিন অস্থির চঞ্চল মনঃ প্রাণ দ্বারা কেবল অসুরদিগকেই ভোজন করান হইয়াছে, দেবতারা উপবাসী আছেন। আজ হে অগ্নিরূপ ভগবান তোমার কৃপায় প্রাণ স্থির হইয়াছে, মনঃ স্থির হইয়াছে, এইবার উহা দেবভোগ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। তুমি হোতা হইয়া এই আস্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন কর। তুমি হোতা অর্থাৎ যজ্ঞকর্ত্তা—এই প্রাণযজ্ঞের তুমিই কর্ত্তা, তুমি আস্তীর্ণ কুশ অর্থাৎ

ব্যতীত অন্য কোন বস্তুও থাকে না, আর সব যখন এক হইয়া গেল আর সেই এক তুমি হইলে তখন সবই এক হইল। সুতরাং সবই জানা হইল। জানা জানা ক'রে লোকে খুন, সেই জানা যাহা জানিবার যোগ্য,—তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলেই জানিতে পারিবে!!! জানা জানা দুই বস্তু না হইলে হয় না—একজন জান্‌বে আর এক জিনিস্‌কে, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থেকে সব এক হ'য়ে, দুই তখন থাকিল না, সুতরাং দুই না থাকিলেই জান্‌বার অন্ত করা হইল, অতএব বেদান্ত পড়ে শুনে যে অবস্থা প্রাপ্ত হতে হইবে তাহা এক পলভরের মধ্যে সমুদয় জান্‌বার অন্ত করে দেন। ওঁ ওঁ ওঁ তাহা জানিবার—যা জানা উচিত, তাহাও ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি জানিতে পারে। বেদ—বিদ ধাতু—জানা, সেই বেদ গুরুকৃপা করিলে অর্থাৎ তুমি নিজে কৃপা করিলে এক পল ভরের মধ্যে জানিতে পারে ওঁ এমত উত্তম বস্তু হইতে লোকে বিমুখ রহিয়াছে।—অন্তর্য্যামি রূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে "আমি" অবস্থিত রহিয়াছি। আমা হইতেই সমস্ত প্রাণীর পূর্ব্বানুভূত বিষয় স্মরণ হয়—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা"। আবার আমি আছি বলিয়াই জীবের বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত জ্ঞান হয়। আবার এই স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও আমা হইতে হয়—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা"। বেদ হইতে সমস্ত দেবতার জ্ঞান হয়, আমিই সর্ব্বদেবময় সুতরাং সর্ব্ববেদের বেদ্যও একমাত্র আমি। এবং সমস্ত জ্ঞানের গুরুও আমি। এখন যদি বলা যায় সবই যদি তুমি, তবে এ বন্ধভাব তো তোমার এবং এজন্য জীব কর্ম্মফল ভোগ করিতে যায় কেন? বাস্তবিক রজ্জুতে সর্পভ্রম কালেও যেমন সর্পধর্ম্ম রজ্জুতে থাকে না, তদ্রূপ এই কর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করে না। অঙ্কুর উদ্গমের যেমন আলোক হেতুমাত্র, তাহার সহিত অঙ্কুরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তদ্রূপ জীবের কর্ম্মানুরূপ ফলের উদয় হয় আত্মার স্থিতি হেতু, নচেৎ কর্ম্মের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। কর্ম্ম অজ্ঞানজনিত জীবের ভাব মাত্র, আত্মাতে অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব—এজন্য তাহাতে কর্ম্ম ও তজ্জনিত বন্ধন থাকিতে পারে না।

অন্তর্য্যামিরূপে তিনি যে সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি যোনিমুদ্রায়। বাহিরে অস্থি-মাংস-রক্ত-বিনির্ম্মিত এই দেহ-যষ্টি ব্যতীত আর তো কিছুই দেখা যায় না, কেন তবে ঐ অচেতন ইন্দ্রিয়েরা বিষয় অনুভব করিতে পারে, কেন মন মনন করে—"কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি"—কোন দেবতা চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করেন? কাহার অভিপ্রায়ে লোকে এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছে? তাহার উত্তরে উপনিষদ বলিতেছেন—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।"

তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র অর্থাৎ কর্ণের শক্তি, তিনি মনের মন, তিনি বাক্যের

(ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ)

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬

অন্বয়। ক্ষরঃ চ **অক্ষরঃ** চ (ক্ষর ও অক্ষর) ইমৌ দ্বৌ (এই দুইটি) পুরুষৌ এব (পুরুষই) লোকে (সংসারে--প্রসিদ্ধ), [তন্মধ্যে] সর্ব্বাণি ভূতাণি (সমস্ত ভূত) ক্ষরঃ (নশ্বর), কূটস্থঃ (ভোক্তা চেতন) অক্ষরঃ উচ্যতে (অক্ষর পুরুষ বলিয়া কথিত হন) ॥ ১৬

শ্রীধর। ইদানীং "তদ্ধাম পরমং মম" ইতি যত্তুক্তং তৎ স্বকীয়ং সর্ব্বোত্তমত্বং দর্শয়তি -- দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ। তৌ এব আহ-- তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্ব্বাণি ভূতানি—ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তানি শরীরাণি। অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কূটঃ—রাশিঃ শিলারাশিঃ পর্ব্বত ইব, দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থঃ—চেতনো ভোক্তা। স তু অক্ষরঃ পুরুষঃ ইতি উচ্যতে বিবেকিভিঃ ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং ৭ম শ্লোকোক্ত "তদ্ধাম পরমং মম"—এই শ্লোকোক্ত যে স্বকীয় সর্ব্বোত্তমত্ব তাহা তিনটি শ্লোক দ্বারা দেখাইতেছেন]—ক্ষর এবং অক্ষর এই দুইটি পুরুষ জগতে প্রসিদ্ধ আছেন। তাহাদিগকেই (তাঁহাদের সম্বন্ধেই) বলিতেছেন। তন্মধ্যে ক্ষর পুরুষ হইতেছেন সমস্ত ভূতগণ—ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর। যেহেতু অবিবেকি লোকের শরীর সমূহে পুরুষত্বের প্রসিদ্ধি আছে। "কূট" শিলারাশিময় যেরূপ পর্ব্বত (দেহ বিনষ্ট হইলেও পর্ব্বত যেমন শিলারাশিরূপে থাকে) সেইরূপ দেহ বিনষ্ট হইলেও নির্ব্বিকার হেতু যিনি বিদ্যমান থাকেন—তিনিই কূটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তা। সেই চেতন ভোক্তাকেই বিবেকিগণ অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা--দুই পুরুষ এই লোকের মধ্যে, এক ক্ষর এক অক্ষর -- অন্য দৃষ্টিতে আসক্তিপূর্ব্বক যিনি রহিয়াছেন তাঁহার নাশ আর আত্মায় থাকিয়া যিনি কূটস্থেতে রহিয়াছেন তিনি অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী ; তন্নিমিত্তে যত লোক সব নাশমান, কেবল কূটস্থেতে যাঁহারা অষ্টপ্রহর রহিয়াছেন তাঁহারাই অবিনাশী—যাহার স্থিতি ত্রিকুটিতে, যাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কেবল গুরুবক্ত্র গম্য -- গুরুর চক্ষের দ্বারায় দেখিতে পাওয়া যায় - না দেখাইলে দেখিতে পাওয়া যায় না।—ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত আচার্য্য শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন ; তাঁহার সেই ব্যাখ্যার অনুবাদ এখানে দিতেছি। "ভগবান ঈশ্বর—যিনি নারায়ণ এই নামে প্রসিদ্ধ, সেই পরমাত্মা এক হইলেও তদীয় উপাধির নানাত্ব আছে। 'আদিত্যগত যে তেজ অখিল জগৎকে ভাসিত করে'—এই সকল শ্লোক দ্বারা সংক্ষিপ্ত ভাবে বিভূতির বর্ণনা করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই ক্ষর এবং অক্ষর এই দ্বিবিধ উপাধি দ্বারা প্রবিভক্ত বলিয়া প্রতীত অথচ বাস্তবিক নিরুপাধিক যে ব্রহ্ম তাঁহারই প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণের জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির আরম্ভ করা হইতেছে। অতীত এবং অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী

পশুত্বে প্রত্যাবৃত্ত হওয়াও কিছু মাত্র বিস্ময়জনক ব্যাপার নহে। এই ভাব হইতে জীব যখন আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে প্রযত্ন করে, তখন সেই নিম্ন শ্রেণীর সাধকের ভাবকেই তন্ত্রে "পশ্বাচার" বলা হইয়াছে। এই পশ্বাচার অনুষ্ঠান হইতেই ভূতাত্মা জীবাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট বা নিমজ্জিত হয়। এই জীবাত্মাই পরমাত্মার কিরণ, ইহাই শুদ্ধ 'অহং' রূপে কারণ-শরীর, সূক্ষ্ম-শরীর ও স্থূল-শরীরকে প্রাণময় করিয়া তুলে। সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরই ইঁহার বাহন অর্থাৎ এইখানে জীবাত্মাকে জ্যোতিঃরূপে (তৈজস) প্রত্যক্ষ করা যায়। এই কিরণ স্থূল শরীরে আপতিত না হইলে স্থূল-শরীরাভিমানী 'অহং' বিলুপ্ত হইয়া যায়, যেমন স্বপ্নে স্থূল শরীরে অভিমান থাকে না। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ—এ সমস্তই প্রপঞ্চ। প্রপঞ্চাতীত আত্মা যখন এই সকল স্তরে (condition) প্রাণসূত্ররূপে (সূত্রাত্মা) অবতরণ করেন, তখনই এই কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহে প্রাণ সঞ্চার হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হয়। এই প্রাণই মনের জনকস্থানীয়। "মনোনাথস্য মারুতঃ"—এই সূত্রাত্মাই জীব, ইঁহাকেই বেদান্ত মতে চিদাভাস বলা হয়। এই সূত্রাত্মাই শ্বাসরূপে জীবের জীবন। এই জন্য ফিরিবার পথে যোগীরা এই শ্বাস প্রশ্বাসকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকেন। যেমন তুষের মধ্যে চাউল আচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ এই শ্বাসের মধ্যে প্রত্যগাত্মা আচ্ছন্ন থাকেন। চাউলে তুষ থাকিলে তবে আবার তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে, তুষ বাহির হইয়া গেলে আর অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না, তদ্রূপ যতক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস থাকে, ততক্ষণ তাহার বাসনা ও কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল-ভোগের জন্য জন্ম মরণাদি হয়। সাধনের দ্বারা এই শ্বাসের ক্ষয় হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে—তাহা জন্ম-মরণের অতীত অবস্থা। এই সূত্রাত্মা প্রাণ সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদে আছে :—

"প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে, ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি॥"

হে প্রাণ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর এবং মাতাপিতার অনুরূপ বা পূর্ব্ব-কর্ম্মের অনুরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। হে প্রাণ! যে তুমি প্রাণসমূহের সহিত অবস্থান কর, তোমার উদ্দেশে ইহারা সকলে বলি-উপহার প্রদান করিয়া থাকে।

"যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ॥"

হে প্রাণ! তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষুতে আছে, আর যাহা মনেতে সংকল্প ব্যাপারাদি দ্বারা নিয়ত ভাবে রহিয়াছে, সেই তনুকে শিব অর্থাৎ প্রশান্ত কর, উৎক্রান্ত হইও না অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হইও না। কারণ প্রাণ স্থির হইলে উহা অন্যত্র যাইতে পারে না। ছান্দোগ্যে আছে জ্ঞানীদের প্রাণ উৎক্রমণ করে না।

"প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি॥"

ত্রিলোকে যাহা অবস্থিত আছে, এ সমস্তই প্রাণের বশীভূত। হে প্রাণ! মাতা যেরূপ

রাত্রি বা দিন কিছুই নাই—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততঃ বৈ সদজায়ত" "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত তস্মাৎ তৎসুকৃতমুচ্যতে"—ক্রিয়া করিয়া কূটস্থ দর্শন, তৎপরে ক্রিয়ার পর অবস্থা। ক্রিয়া করিয়া কূটস্থের মধ্যে যখন দেবতাদির দর্শন হয় তখনও কিন্তু দ্বন্দ্ব ভাব। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে দর্শনাদি নাই, তখন নির্দ্বন্দ্ব ভাব, উহাই ধ্রুব, স্থির, অক্ষর, আর দর্শনাদি ব্যাপার অস্থির ও ক্ষর। যদিও এই শরীরের মধ্যেই কূটস্থ রহিয়াছেন কিন্তু প্রথমে তাহা দেখা যায় না। যোনিমুদ্রায় কূটস্থ দর্শন হয়। কূটস্থ দর্শন হইল, এবং তাহারও বহু পরে তন্মধ্যে ঈশনশীল সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণদর্শন হয়। উহাই পুরুষোত্তম রূপ। কূটস্থ মধ্যেই সৎ, অসৎ সমুদয় সৃষ্টি হইতেছে, সেই জন্য তন্মধ্যে ত্রিলোক ও ত্রিলোকস্থ জীব সমুদয়কে দেখা যায়। পরে পুরুষোত্তম বা ঈশ্বর দর্শন। এই পুরুষোত্তমই ক্ষর অক্ষরের সংযুক্ত ভাব, এখানে ক্ষরের প্রাধান্য নাই, সেই জন্য নারায়ণ প্রপঞ্চের অধীশ্বর, প্রপঞ্চ লইয়া খেলা করেন মাত্র, কিন্তু তথাপি প্রপঞ্চাতীত ভাবে সদা অবস্থিত। এই হিরণ্যগর্ভাখ্য নারায়ণই সর্ব্বজীবের উপাস্য। হিরণ্যগর্ভ, নারায়ণ, ঈশ্বর, বিষ্ণু এই সকল একেরই নাম। তিনিই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সূত্রাত্মা, প্রাণ বা হংসরূপে নির্দ্দিষ্ট হন। তখন তাঁহার বহির্মুখ বৃত্তি ফুটিয়া উঠে, এবং এই প্রপঞ্চ ব্যক্ত জগতের ব্যবহার চলিতে থাকে। তখন তাঁহাকে স্বপ্নবৎ বলিয়া মনে হয়—নিজেকে নিজে যেন বিস্মৃত। এই সমস্ত দৃশ্য পদার্থ সদা একভাবে থাকে না এইজন্য উহাদিগকে ক্ষর বলা হয়। এই ক্ষর পদার্থও অক্ষর পুরুষের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কিন্তু গুরূপদেশ মত সাধনা দ্বারা যখন বাহ্য বায়ু স্থির হইয়া যায় অতি সূক্ষ্মভাবে কেবল তত্ত্বে তত্ত্বে চলিতে থাকে তখন বাহ্য প্রকৃতি বা দেহকে আর অনুভব করা যায় না। তখন ক্ষর অক্ষরের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন "হংস" বিপরীত ভাবে গমন করিয়া সমস্ত বিশ্ব প্রপঞ্চকে আত্মসাৎ করেন। তখন "সোঽহং, সোঽহং"—অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্যই আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত, আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।* সাধনার চরম ফল ক্রিয়ার

* তিনটি পুরুষ ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম। জড়প্রকৃতিতে সঞ্চারিত যে চৈতন্য তাহাই ক্ষর পুরুষ। ঘটস্থ জলে প্রতিবিম্বের মত। ঘটের পরিবর্ত্তনে জলের পরিবর্ত্তন হয় না বা ঘটনাশে জল নষ্ট হয় না, কিন্তু ঘটনাশের সহিত ঘটমধ্যস্থ প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু যাহা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য নহে যাহা শুদ্ধ চৈতন্য, যাহা ভূত প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত, যেইরূপ ঘট নষ্ট হইলেও যাহা থাকে, যাহা ঘটস্থ হইয়াও সর্ব্বঘটে একই রূপ অর্থাৎ মনস্থ মনোমধ্যস্থ হইয়াও যিনি "মনবর্জ্জিত", যাহা অবিনাশী কূটস্থ,— তাহাই অক্ষর পুরুষ। ইনিই "জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"—ইনিই পরা প্রকৃতি। যাহা না থাকিলে সৃষ্ট্যাদি কিছুই হইতে পারে না। যিনি প্রাণরূপে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণময় করিয়া রাখিয়াছেন। ইনি অজ, শাশ্বত, অবিনাশী পুরুষ।

উত্তম পুরুষও এই অক্ষর পুরুষের সহিত অভিন্ন, কিন্তু তাহাতে আরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অক্ষর পুরুষে নাই। ইহা অতিশয় রহস্যজনক তত্ত্ব। এ তত্ত্ব সকলে অবগত হইতে পারে না। জড় চৈতন্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া, চৈতন্যবৎ বলিয়া বোধ হয়। শুদ্ধ চৈতন্য জড়সম্পর্করহিত—তাহাতে মনোবন্ধ নাই, তাহা শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র—জ্যোতিঃ মাত্র। কিন্তু সেই জ্যোতির অন্তর্গত পুরুষ, যাহাতে জড়ের বন্ধ নাই, যাহা শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র হইয়াও—কর্ত্তা ও ঈশান-ভাব সমন্বিত, যিনি সকলের হৃদয়স্থ হইয়াও হৃদয় ভাব দ্বারা অনাবৃত, যাঁহার নিকট আমার মনের-কথা বলিতে পারি, যিনি কর্ম্মরূপ বিধাতা, যিনি আমার কথা শুনেন, আমাকে দেখেন, আমাকে ভাল বাসিতে পারেন এবং আমার ভালবাসা লইতে পারেন—তিনিই নরাকৃতি নারায়ণ পুরুষোত্তম বা ভগবান। ক্ষর, অক্ষর

নির্গত, আর সেই ওঁকারস্বরূপ এই শরীর—এই শরীর হইতে যাহা জানা যায় তাহার নাম বেদ ওঁ ওঁ ওঁ—অতএব জেনে শুনে সব শাস্ত্রেতে পুরুষোত্তমের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন—ঘরেরই যব তাহারই নাম ইন্দ্রযব জানিলে যবেরই মতন বোধ হয়, না জানিলে ইন্দ্রযব কি জানি কত বড়ই হবে!!! অর্থাৎ গুরু-বক্ত্র দ্বারায় জানিলেই সব সহজ—আর রামচন্দ্রকেই সহজ ক্রিয়াতেই পাওয়া যায় (যাহা গুরুবক্ত্র গম্য)।—আমি পুরুষোত্তম ; কেননা পূর্বোক্ত ঐ দুই প্রকারের পুরুষের উপরেই আমার স্থান। কার্য্যরূপ এই শরীর বা জগৎ, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট হইলেন কূটস্থ, তাহা হইতেও উত্তম - উত্তমপুরুষ, তিনিই কূটস্থে প্রতিবিম্বিত হন। কূটস্থের মধ্যে, সাধনার পরিপক্কাবস্থায় তাহাকে সাধকেরা দেখিয়া থাকেন। এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, তাহা এই—ক্ষর পুরুষের অতীত তাঁহাকে বলা হইল এবং অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম তাঁহাকে বলা হইল কেন? তবে কি ক্ষর পুরুষের মধ্যে তিনি নাই? না, এখানে সে কথা বলা উদ্দেশ্য নহে। ক্ষরের অতীত, কেননা এই জড়বর্গ দেহাদি বড় স্থূল, বড় বহির্মুখ, যাহারা এই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জড়বর্গ লইয়াই থাকে, তাহারা দেহস্থিত কূটস্থ চৈতন্যের কোন সন্ধানই পায় না—এই জন্য তাদৃশ জনগণের তিনি অনধিগম্য, কিন্তু তিনি অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম কেন? কারণ এই দেহের অভ্যন্তরে যে চিজ্জ্যোতি কূটস্থ মণ্ডল রহিয়াছেন, তাঁহাকে যাঁহারা গুরুকৃপায় দেখিতে পান, তাঁহারাও সেই হিরণ্ময়বপু ধৃত-শঙ্খ-চক্র যে পুরুষোত্তম নারায়ণ, তাঁহাকে কদাচিৎ দেখিতে পান। এই হেমাণ্ড কূটস্থ জ্যোতিঃই যেন তাঁহার বাহ্য শরীর। তাহার অভ্যন্তরে সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ। এই উত্তম পুরুষই ক্রিয়ার পর-অবস্থায় অখণ্ড চিৎসত্তা হইতে অভিন্ন। এই পুরুষোত্তম ভাবই সগুণ ভাবের পরাকাষ্ঠা। নির্গুণ ভাব একমাত্র ক্রিয়ার পর-অবস্থায় উপলব্ধি করা যায়। এই পুরুষোত্তম দর্শনের পরই সাধক ক্রিয়ার পর-অবস্থা (আপনাতে আপনি) সহজেই লাভ করিতে পারেন। উহাও ক্রিয়ার পর-অবস্থাই বটে, তবে উহা সগুণ ভাব, গুণাতীত ভাবই সর্ব্বোত্তম অবস্থা। লোকে এই সকল কথা প্রথমে অভিজ্ঞ লোকের মুখে শুনিতে পায়, তাহার পর মহাপুরুষেরা আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা এবং নিজ-সাধনার অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা জানিতে পারেন, তাহাই জগতের কল্যাণের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তাহাই শাস্ত্র এবং বেদ। বেদের মূল প্রণব। এই দেহই প্রাণব-রূপ। এই দেহকে যিনি জানিয়াছেন এবং দেহের মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যিনি অনুভব করিতে পারেন—তিনিই প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। বাহ্য বিচার দ্বারা এই পুরুষোত্তমকে বুঝিতে গেলে নানারূপ বাদ উপস্থিত হয়। এই পুরুষোত্তম ভাবই "রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্"। বাস্তবিকই তো ইহা কত বড় রহস্য! যাহারা দেহ ব্যতীত কিছু বুঝিতে পারে না, কেবল বিচার দ্বারা ইহাতে চেতন পদার্থকে মাত্র লক্ষ্য করিতে পারে, সেই চেতন ধারা অনন্ত চিৎসত্তা হইতে আসিতে আসিতে কত রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা না জানিলে ঐ পরম রহস্য কি করিয়া বুঝা যাইবে? এই শরীরের মধ্যে একটি জ্যোতিঃর সদা সর্ব্বদা স্ফুরণ দেখিতেছি, যদ্দ্বারা অচেতন ইন্দ্রিয়-মনাদি সচেতনের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যে সূত্রাত্মা প্রাণের প্রকম্পনে এই সমস্ত বিষয় বোধগম্য হইতেছে,

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

সেই নিখিল জীবের জীবনস্বরূপ প্রাণ-শক্তি আরও কতই না রহস্যময়—সেই প্রাণ ধারা যে এক চিৎকণ জ্যোতিঃর প্রবাহমাত্র, সেই চিদংশ বা স্থির প্রাণ আরও কত রহস্যময়—তাহার উপরেও সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ, সুতরাং তাহা যে রহস্য বিষয়ের মধ্যে উত্তম রহস্য হইবে তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে? ১৮.

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) এবম্ (এইরূপে) যঃ (যে) অসংমূঢ়ঃ (মোহহীন হইয়া) মাং (আমাকে) পুরুষোত্তমং জানাতি (পুরুষোত্তম বলিয়া জানে), সঃ (সেই) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বপ্রকারে) মাং ভজতি (আমাকে ভজনা করে), [তদনন্তর সে] সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞ হয়) ॥ ১৯

শ্রীধর। এবম্ভূতেশ্বরস্য জ্ঞাতুঃ ফলমাহ—য ইতি। এবং—উক্ত প্রকারেণ, অসংমূঢ়ঃ—নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, স সর্ব্বভাবেন—সর্ব্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি ততশ্চ সর্ব্ববিৎ—সর্ব্বজ্ঞো ভবতি ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ। [এবম্ভূত ঈশ্বরকে জানার কি ফল তাহাই বলিতেছেন]—উক্ত প্রকারে নিশ্চিতমতি হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে, সে সর্ব্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করে, তদনন্তর সে সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হয় ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে কেহ আমাকেই ভজনা করে (অর্থাৎ ক্রিয়া করে গুরুবাক্যের দ্বারা উপদেশ পাইয়া) সম্যক্ প্রকারে অচৈতন্য হইয়া [জগৎ ভুলিয়া; বিষয়ের প্রতি এই অনাসক্তি ভাবই ভগবানের প্রতি নিশ্চিতমতি করে] **অর্থাৎ কখনও ভুলেও যায় না, সেই পুরুষোত্তমকে জানে অর্থাৎ দেখে—সে সব জানে—আর সব ভাবেতেই অর্থাৎ যাহাতেই মন লাগায় তাহাতেই উত্তম-পুরুষকে দেখে অর্থাৎ সর্ব্বত্রেতেই ব্রহ্মই দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থেকে।**—গুরূপদেশ মত যে অকৈতব ভাবে সাধনা করে, সাধনার উদ্দেশ্য কোন ফলপ্রাপ্তি নহে, কেবল তাঁহাকে প্রাপ্তি এইরূপ মনে ধারণা করিয়া ভজনা করে, সে জগতের অন্য সব কথা ভুলিয়া যায়, তাঁহাকে ভিন্ন তাহার আর কিছুই মনে থাকে না—এই ভাবে ভজনা করিতে করিতে সে উত্তম পুরুষকে দেখিতে পায়, তখন সব বন্ধন তাহার মিটিয়া যায়, তখন সে সর্ব্ববিদ্ হয়। কারণ সকল বস্তুতেই তাহাকে দেখে। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহাকে যে জানিল সেও ব্রহ্মরূপই হইয়া গেল—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি," সর্ব্বত্রে ব্রহ্মদৃষ্টি না হইলে, সর্ব্বের সহিত নিজেকে না মিলাইতে পারিলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় না। তাই ব্রহ্মবিদ্ ব্যতীত কেহ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই সর্ব্বভাবে তাঁহার পূজা করিতে পারেন। চিত্ত একান্ত হইলে যখন তাহাতে অন্য কোন বৃত্তির উদয় নাই তখনই সর্ব্বগত বাসুদেবের ভজনা হয়। সর্ব্বভাবে ভজন করিতে করিতে, "সম" অর্থাৎ নামরূপ মিটিয়া যায় তখন দ্বিতীয়ের কোন ভাণ থাকে না, এমন কি জ্ঞাতৃ-ভাব পর্য্যন্ত থাকে না। প্রথমতঃ সর্ব্বত্রই তিনি নিজেকে

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

(দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগ যোগঃ)

শ্রীভগবানুবাচ।

(দৈবী সম্পদ—তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার)

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)। অভয়ং (ভয়শূন্যতা) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, অথবা আত্মজ্ঞানের উপায়ে পরিনিষ্ঠা) দানং (দান), দমঃ চ (দম) যজ্ঞঃ চ (যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (শাস্ত্রপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ বা জপযজ্ঞ), তপঃ (তপস্যা) আর্জ্জবং (সরলতা) ॥ ১

শ্রীধর। আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ।
মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" ইত্যুক্তং, তত্র ক এতৎ তত্ত্বং বুধ্যতে, কো বা ন বুধ্যতে ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারিণঃ অনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়স্য আরম্ভঃ। নিরূপিতে হি কার্য্যার্থে অধিকারি জিজ্ঞাসা ভবতি। তদুক্তং ভট্টৈঃ—

"ভারো যো যেন বোঢ়ব্যঃ স প্রাগালোড়িতো যদা।
তদা কস্তস্য বোঢ়েতি শক্যং কর্ত্তুং নিরূপণম্ ॥" ইতি।

তত্র অধিকারিবিশেষণভূতাং দৈবী সম্পদম্ আহ—অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং—ভয়াভাবঃ। সত্ত্বস্য—চিত্তস্য, সংশুদ্ধিঃ—সুপ্রসন্নতা। জ্ঞানযোগে - আত্মজ্ঞানোপায়ে, ব্যবস্থিতিঃ—পরিনিষ্ঠা। দানং—স্বভোজ্যস্য অন্নাদেঃ যথোচিতসংবিভাগঃ। দমঃ—বাহেন্দ্রিয়সংযম। যজ্ঞঃ—যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ। স্বাধ্যায়ঃ—ব্রহ্মযজ্ঞাদিঃ জপযজ্ঞো বা। তপঃ—উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শারীরাদি। আর্জ্জবম্ - অবক্রতা ॥ ১

বঙ্গানুবাদ। "আসুরী সম্পৎ ত্যাগ করিয়া দৈবী সম্পৎকে আশ্রয়কারী ব্যক্তিরা যে মুক্ত হন, ইহাই নির্ণয় করিবার জন্য ষোড়শ অধ্যায়ে তাহার বিচার করা হইতেছে।"

[পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তে "হে ভারত ! ইহা জানিয়া লোকে জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকে"— ইহা বলা হইয়াছে, তাহাতে এ তত্ত্ব কে বা বুঝিতে পারে এবং কে পারে না এইজন্য তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী ও অনধিকারীর নির্ণয়ার্থ এই ষোড়শাধ্যায়ের আরম্ভ। কার্য্যার্থ নিরূপিত হইলেই তাহার অধিকারী বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয়। তাই কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—"ভার যে বহন করিবে

ভগবানের পরম পদই প্রকৃত অভয় পদ। যাহা লাভ করিলে আর এই চিত্ত সংসারমুখী হইতে পারে না। তাই শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন—"অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ"—সর্ব্বপ্রাণী আমা হইতে যেন অভয় লাভ করে, এবং আমিও সর্ব্বপ্রাণী হইতে যেন অভয় লাভ করি। কাহাকেও পর না ভাবা। তাহা হইলেই আর কাহারও উপর হিংসা হয় না। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত না হইলে বৈরত্যাগ হয় না। পরের উন্নতি দেখিয়া নিজেরও তদ্রূপ উন্নতি হউক এইরূপ বাঞ্ছা করায় আত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইহাতে পরের মধ্যে নিজেকে দেখা হইল না, পর পরই হইয়া রহিল। পরকে আপনার করিতে হইলে বাসনাত্যাগের প্রয়োজন, বাসনাত্যাগ করিতে হইলেই মনোনাশের প্রয়োজন। সর্ব্বাপেক্ষা জীবের বড় ভয় হইতেছে মৃত্যু ভয়, মৃত্যু-ভয়ে জীব সদাই সন্ত্রস্ত। এই ভয় যায় কি প্রকারে এবং অভয় পরমপদই বা প্রাপ্তি হয় কি প্রকারে? যাঁহারা শ্রদ্ধালু হইয়া ক্রিয়া করেন, এবং ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থা অল্প অল্প করিয়া অনুভব করিতে পারেন—তাঁহাদেরই হৃদ্‌রোগ নষ্ট হয়, মরণের ভয় থাকে না, কারণ তাঁহারা প্রতিদিনই মৃত্যুর স্বাদ (দেহ হইতে পৃথক্ হওয়া) কিছু কিছু পাইতেছেন, এবং তাহা যে কত আনন্দের অবস্থা ইহা জানিতে পারায় আর মৃত্যুর জন্য তাঁহাদের কোন আশঙ্কা বা ব্যাকুলতা থাকে না। মনের নিঃশঙ্ক অবস্থা—আমার পীড়া হইবে, কি সর্প-ব্যাঘ্র আক্রমণ করিবে, কে আমাকে দেখিবে,—এই সব উদ্বেগ কিছুই থাকে না।

(২) **সত্ত্বসংশুদ্ধি** অন্তঃকরণের অশুদ্ধিভাবের (যেমন প্রবঞ্চনা, মিথ্যাব্যবহার ইত্যাদি) পরিবর্জ্জন। ভিতর বাহির সমান। যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ নহে, তাহারা কখনও ভয়শূন্য হইতে পারে না। বুদ্ধি নির্ম্মল হয় কিরূপে? যাঁহারা প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস করেন, তাঁহাদের নাড়ী-প্রবাহ বিশুদ্ধ হয়, নাড়ী বিশুদ্ধ হইলে তাহার স্পন্দনও বিশুদ্ধ হয়। স্পন্দন বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তিও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। যাঁহারা সর্ব্বদা সুষুম্নাতে থাকেন, তাঁহাদের চিত্ত-স্পন্দন বিশুদ্ধ হইবেই। সাধারণতঃ ইড়া-পিঙ্গলার প্রবাহে পড়িয়াই জীবের সংসার বাসনার উদয় হয়। এই প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যখন সুষুম্নার পথ খুলিয়া যায়, তখনই জীবের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় সুতরাং বাসনাশুদ্ধি হইয়া থাকে।

(৩) **জ্ঞান এবং যোগে একান্ত নিষ্ঠা**—শ্রীমদ্ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—জ্ঞান ও যোগ বিষয়ে তৎপরতা বা একাগ্রতাই হইল প্রধান দৈবী সম্পৎ। কারণ জ্ঞান ও যোগ ব্যতীত সত্ত্বসংশুদ্ধি হইবার উপায় নাই। আত্মা ও অনাত্মার জ্ঞানই জ্ঞান বটে, কিন্তু তাহা পুস্তক পড়িয়া হইবার নহে। আত্মার প্রত্যক্ষ অনুভব হয় যোনিমুদ্রায়। কূটস্থ মণ্ডল হইতে পুরুষোত্তম দর্শন পর্য্যন্ত সমস্তই হয়, যিনি যোনিমুদ্রায় থাকিতে পারেন। এই যোনিমুদ্রাই প্রধান পীঠ স্থান। এইখানে অলৌকিক অধ্যাত্মজ্ঞান এবং বিশ্বরূপাদি সাধকের দর্শন হইয়া থাকে, এত বড় দৈবী সম্পৎ আর কিছুই নয়। আর যোগ—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিতি, অভ্যাসপটুতা দ্বারা ধারণা, ধ্যান, সমাধিতে স্থিতিলাভ করিতে পারা। এই যোগাবস্থা জ্ঞানাবস্থা প্রাপ্তির সাহায্য করে এবং জ্ঞানাবস্থা যোগপ্রাপ্তির সহায়তা করে।

(৪) **দান**—নিজদ্রব্যে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া তাহা পরার্থে উৎসৃষ্ট করাই দান। নিজ সামর্থ্যানুযায়ী অন্নাদির সংবিভাগ দ্বারাই ত্যাগ শিক্ষা হয়। যতক্ষণ পরার্থে নিজ চিত্ত, শক্তি,

দেবতা, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ এবং বন্ধুহীন ও পতিত বা পাপী আমার প্রদত্ত এই অন্নগ্রহণ করিয়া তৃপ্ত এবং মুদিত হউক।

অতিথি পূজা—নৃযজ্ঞ। "প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
সংপ্রাপ্তো বৈশ্বদেবান্তে সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ॥"

প্রিয় হউক, দ্বেষ্য হউক, মূর্খ হউক বা পণ্ডিত হউক—বৈশ্বদেব ক্রিয়ার অবসানে যে অতিথি প্রাপ্ত হইবে, সে সাক্ষাৎ স্বর্গপ্রদ।

"হিরণ্যগর্ভ বুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী।" অভ্যাগত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বলিয়াই মান্য করিবে। অতিথির নাম, কুল, দেশ ও বিদ্যার পরিচয় লওয়া শাস্ত্রে নিষেধ আছে। যদিও—"অন্তর্যাগাত্মিকা পূজা সর্ব্বপূজোত্তমোত্তমা" তথাপি "বহিঃপূজা বিধাতব্যা যাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে।" —এইজন্য বাহ্য কর্ম্মাদির কথা এখানে বিস্তৃত ভাবে বলা হইল। কিন্তু যোগীদের আসল যজ্ঞ হইল ক্রিয়ার অভ্যাস। যোগ-যজ্ঞই সকল যজ্ঞের সার। প্রাণেতে অপান এবং অপানে প্রাণ-বায়ুর হোমই প্রকৃত হোম। "ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণো হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে।"

(৭) **স্বাধ্যায়**—বেদাদির অধ্যয়ন, বেদান্তাদি মোক্ষশাস্ত্রের আলোচনা। ইহা বাহ্যভাব। অধি+ই+অনট্=অধ্যয়ন। ই ধাতু অর্থে গমন, অধি অর্থে উপরে। ক্রিয়া করিতে করিতে যখন প্রাণাপানের গতি ঊর্দ্ধে বা মস্তকে গিয়া স্থির হয়। "ইকারং পরমেশানি স্বয়ং কুণ্ডলী মূর্ত্তিমান্" ইহাই পরমৈশ্বর্য্য, অধি মানে ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্যও হয়। যখন কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে উত্থিত হইয়া তথায় স্থিতিলাভ করেন। সুতরাং পূজনীয় লাহিড়ী মহাশয় যে বলিয়াছেন "স্বাধ্যায়" অর্থে - বুদ্ধির পর পরা-বুদ্ধিতে স্থির থাকা, তাহা "স্বাধ্যায়ে"র ধাতুঘটিত অর্থ হইতে বেশ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

(৮) **তপঃ**—শারীর ক্লেশ, ইহার পরিচয় পরে দেওয়া হইবে।

"ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥"

ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বোত্তম তপস্যা। ব্রহ্মে বিচরণ অর্থাৎ তাঁহাতে স্থিতিই আসল ব্রহ্মচর্য্য। কেবল মাত্র শুক্র ধারণেই ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায় না। যাহার রেতঃ ঊর্দ্ধগত হইয়াছে। কঠোর তপোনুষ্ঠান ব্যতীত কেহই ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারে না। "রেতঃ" শব্দ "রী" ধাতু হইতে, যাহা ক্ষরিত হয়। অর্থাৎ যাহা একস্থানে থাকে না, ক্রমাগতঃই বহির্গত হইয়া যায়। আমাদের "চিত্ত"ই সেই রেতঃ, এই চিত্ত যখন ঊর্দ্ধে উন্নীত হইয়া সেইখানেই স্থিত হয়,—এমনটি যাহার হয়, তাহাকেই "ঊর্দ্ধরেতা" বলে;—ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ"। এইজন্যই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তপের অর্থ করা হইয়াছে—"কূটস্থে থাকা"।

(৯) **আর্জ্জব**—সরলতা। যাহার বাসনা অধিক সে সরল হইতে পারে না। লোভাতুর চিত্ত কি কখনও সরল হইতে পারে? এইজন্য যতক্ষণ ইচ্ছা-কামনা জাগিয়া আছে, ততক্ষণ বক্রতা থাকিবেই। আপনাতে আপনি তুষ্ট যে, অন্যের অদৃষ্ট দেখিয়া তাহার দুঃখ হয় না, বরং অন্যের সুখকেই নিজের সুখ বলিয়া মনে হয়। মনের স্বচ্ছতা থাকে—এইজন্য লাভালাভের প্রতি

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩

বাহিরের অভাব অর্থাদির দ্বারা নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মনে যে দিবারাত্র অশান্তির চিতা জ্বলিতেছে, তাহাই নির্ব্বাপিত করিবার উপায় ধরাইয়া দেওয়াই প্রকৃত "দয়া"।

(১৭) **অলোলুপতা**—বিষয় নিকটে আসিলেও ইন্দ্রিয়সমূহের অবিকৃতি। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কোন বস্তুর প্রতিই লোভ থাকে না, কারণ তিনি জানেন এক ব্রহ্মপদার্থ ব্যতীত আর কোন বস্তুই নাই।

(১৮) **মার্দ্দব**—মৃদুতা, অক্রূরতা। দাম্ভিকতার অভাব, পরের প্রতি ব্যবহারে কোমল ভাব রক্ষা করা। পদে পদে চটিয়া না উঠা বা সামান্য কারণেই ব্যতিব্যস্ত না হওয়া।

(১৯) **লজ্জা**—অকার্য্যে অপ্রবৃত্তি। সকলকে টপ্‌কাইয়া বড় হওয়ার অনিচ্ছা। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।" এই লজ্জা না থাকিলে মানুষ পশু অপেক্ষা হীন হইয়া যায়, কোন কুকার্য্য করিতেই তাহার চিত্তে বাধা আসে না। আমি যাঁহার কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর না হইয়া অকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ মুখ লইয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইব ? এইরূপ যে মনোবৃত্তি তাহাই "হ্রী"। এমন সুকুমার বৃত্তি আর নাই। লজ্জা যাহার আছে, শ্রী, সৌন্দর্য্য তাহার চিরদিন থাকে, তাহার শোভায় সকলেই মুগ্ধ হয়।

(২০) **অচাপল্য**—বিনা প্রয়োজনে বাক্, পাণি বা পাদ প্রভৃতির ব্যাপার না থাকাই অচাপল্য। এই চাপল্যের আর অন্ত নাই। মানুষের মন, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সর্ব্বদাই ব্যাপার যুক্ত। কি যে করিতেছে, কেন যে করিতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। অথচ এই চাঞ্চল্যের দাপটে সমস্ত নরনারীই অস্থির—ঠিক পাগলের মত। যে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে মনোযোগ সহকারে ক্রিয়া করে তাহার এই চাঞ্চল্য ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া যায়, শেষে এত হ্রাস হয় যে তাহার চিত্ত ধ্যানানুশীলনের যোগ্যতা লাভ করে। ধ্যাননিষ্ঠ চিত্তেই সমাধি আসন্ন হয়॥ ২

অন্বয়। ভারত ! (হে ভারত) তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্ (তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ) অদ্রোহঃ (অদ্রোহ) নাতিমানিতা (অনভিমান) [এই গুণগুলি] দৈবীসম্পদম্ অভিজাতস্য (দৈবীসম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (হইয়া থাকে)॥ ৩

শ্রীধর। কিঞ্চ—তেজ ইতি। তেজঃ—প্রাগল্‌ভ্যম। ক্ষমা—পরিভবাদিষু উৎপদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ। ধৃতিঃ—দুঃখাদিভিঃ অবসীদতঃ চিত্তস্য স্থিরীকরণং। শৌচং—বাহ্যাভ্যন্তর-শুদ্ধিঃ। অদ্রোহঃ—জিঘাংসারাহিত্যম্। অতিমানিতা—আত্মনি অতিপূজ্যত্বাভিমানঃ, তদভাবঃ নাতিমানিতা। এতানি অভয়াদীনি ষড়্‌বিংশতিপ্রকারাণি দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্য ভবন্তি। দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদম্ অভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবিকল্যাণস্য পুংসঃ ভবন্তি ইত্যার্থঃ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—তেজ—প্রাগল্‌ভ্য (তেজস্বিতা)। ক্ষমা—

পরাভবের উপস্থিতিতে ক্রোধ হইলেও সেই ক্রোধকে বাধা দেওয়া। ধৃতি—দুঃখাদির দ্বারা অবসাদগ্রস্ত চিত্তকে স্থিরীকরণ। শৌচ—বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি। অদ্রোহ—জিঘাংসারাহিত্য। নাতিমানিতা—আপনাতে অতি পূজ্যত্বাভিমানকে অতিমানিতা বলে, তাহার অভাব। অভয় প্রভৃতি এই ষড়্‌বিংশতিপ্রকার দৈবীসম্পদ অভিজাত ব্যক্তির হইয়া থাকে। দেবযোগ্য সাত্ত্বিকী-সম্পদ লক্ষ্য করিয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে, এবং যাহাদের জীবন ভাবীকল্যাণময় সেই সকল পুরুষের এই সকল দৈবীসম্পদ জন্মিয়া থাকে॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তেজ অর্থাৎ মনের তেজ, যাহার দ্বারায় সমুদয় দেখিতে পায় ও করিতে পায়—কোন বিষয় গ্রাহ্য না করিয়া ক্ষমা করে—আপনি আপনি স্থির থাকে, সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে থাকে—পরের অনিষ্ট জেনে করে না—অতিশয় মানের অভিলাষ থাকে না, অল্প স্বল্প থাকে যাহা আবশ্যক—ইহা সকল ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মেতে সর্ব্বদা থাকায় সম্যক্ প্রকারে এই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম দৈবীসম্পদ।—(২১) **তেজ**—এ তেজ বাহ্য ত্বগ্‌গত দীপ্তি নহে এ তেজ মনের সাহস, হৃদয়ের বল ও উৎসাহ; এই তেজ যাহার থাকে সে কখনও কাম, লোভ প্রভৃতির দ্বারা পরাভূত হয় না, সহস্র বিপদপাতেও সত্য বা ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হয় না। সাধনার দ্বারায় মনের এই তেজ এত বৃদ্ধি পায় যে তখন তাহাকে যোগবল বলা যায়, এই তেজ যাঁহার যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তিনি তদ্দ্বারায় যাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহাই দেখিতে পান এবং যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন।

(২২) **ক্ষমা**—কেহ গালি দিলে বা তাড়না করিলে সামর্থ্য সত্ত্বেও যিনি তাহা সহ্য করেন, ক্রোধ হইতে দেন না, যদি বা ক্রোধ হয় তখনই মনের বেগকে প্রশমিত করিতে পারেন তাঁহার মনোবিকার বাহিরে কেহ বুঝিতেও পারে না। ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থাতে ব্যোম্-ভোলা হইয়া বসিয়া আছেন, কে কি তাঁহাকে বলিতেছে তাহা গ্রাহ্যও করেন না।

(২৩) **ধৃতি**—শঙ্কর বলিয়াছেন—"দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ অবসাদ প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রতিষেধের জন্য অন্তঃকরণের যে বিশেষ বৃত্তি তাহাই ধৃতি", অর্থাৎ যে বৃত্তি দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়শক্তি উত্তম্ভিত হয়, অবসন্ন হইতে পারে না। ধৃতি প্রকৃত পক্ষে যোগ ধারণা, এই ধৃতি যত বর্দ্ধিত হয় ততই যোগী আপনা আপনি স্থির হইয়া যান। মন বিক্ষেপশূন্য হয় বলিয়া সুখ দুঃখ যোগীকে তখন চঞ্চল করিতে পারে না।

(২৪) **শৌচ**—বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে ইহা দুই প্রকার। মৃত্তিকাদি জলাদির দ্বারা যে শৌচ তাহাই বাহ্য, মন বুদ্ধির নির্ম্মলতাই আভ্যন্তর শৌচ। এ শৌচ তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি হয়,—তখনই ব্রহ্ম ভাব, তখন আমিও নাই ও সমস্তই এক বোধ হয়। আকাশই সর্ব্বাপেক্ষা শুচি, সেই চিদাকাশে যিনি অবস্থিত তদপেক্ষা শুচি আর কে হইবে?

(২৫) **অদ্রোহ**—লোকের সহিত বিরোধ না করা। জানিয়া শুনিয়া যোগী পরের অনিষ্ট করেন না, যাহাতে লোকের অনিষ্ট হয়, এরূপ কার্য্য ও চিন্তা হইতে যোগী বিরত থাকেন। যে উদাসীন তাহার সহিত কাহারও বিবাদ হয় না।

(শোক করিও না), দৈবী সম্পদম্ (দৈবী সম্পদকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতঃ অসি (তুমি জন্মিয়াছ) ॥ ৫

শ্রীধর। এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্ আহ—দৈবীতি। দৈবী যা সম্পৎ তয়া যুক্তঃ ময়োপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী। আসুর্য্যা সম্পদা যুক্তস্তু নিত্যং সংসারী ইত্যর্থঃ। এতৎ শ্রুত্বা কিম্ অহম্ অধিকারী ন বেতি সন্দেহব্যাকুলচিত্তম্ অর্জ্জুনম্ আশ্বাসয়তি—হে পাণ্ডব, মা শুচ—শোকং মা কার্ষীঃ। যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতোঽসি ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ। [এই উভয় সম্পদের কার্য্য কি দেখাইয়া বলিতেছেন]—দৈবী যে সম্পদ সেই সম্পদযুক্ত ব্যক্তি আমার উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হয়। আর যাহারা আসুরী সম্পদ-যুক্ত ব্যক্তি তাহারা নিত্য সংসারী হয়। ইহা শুনিয়া আমি অধিকারী কিনা এই সন্দেহাকুলচিত্ত অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে হে পাণ্ডব! তুমি শোক করিও না, যেহেতু তুমি দৈবী সম্পদ ভোগ করিবার জন্য জন্মিয়াছ ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—**দৈবী সম্পদ যাহা উপরে বলিয়া আসিলাম, ইহা বিশেষ রূপে মোক্ষ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে, আর আসুরী মতেতে অর্থাৎ ক্রিয়া না কল্লে নিঃশেষরূপে বন্ধন--অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া সেই বস্তুরই হইয়া যায়।**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে মানুষ হয় আসুরী-সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, নয় তো দৈবীসম্পদ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বাসনাবহুল মানব চিত্ত ক্রমাগতই ভোগসুখের অন্বেষণে লালায়িত হয়। সুখের জন্য তৃষ্ণা জীবের স্বাভাবিক, কিন্তু সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রনিষ্ঠার অভাবে মানুষের প্রবৃত্তি আরও বিষয়মুখেই ধাবিত হয়; বিষয়েই সুখ আছে এ ভ্রম কিছুতেই তাহার যায় না। বহু জন্মের পুণ্যকর্ম্মফলে মানুষের যথার্থ সুখের দিকে লক্ষ্য পড়ে, তখন সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রভাবে বুঝিতে পারে সুখ বাহিরের বস্তু নহে, তাহা ধন জন মান প্রতিষ্ঠার মধ্যে নাই, প্রকৃত সুখ আত্মার মধ্যে। তখন আত্মান্বেষণে জীব ব্যাকুল হয়, বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিতে থাকে। কিন্তু দুই এক জন্মে পূর্ণ বৈরাগ্য প্রাপ্তিও ঘটে না, চিত্তও পূর্ণ আত্মমুখী হইতে পারে না। এই জন্য তাহাকে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে বা অল্প বা অধিক পরিমাণে আত্মান্বেষণে সচেষ্ট ছিল, তাহাদের বর্ত্তমান জন্ম দৈবীসম্পদযুক্তই হয়। সেই জন্য দেখা যায় কতকগুলি লোকের সাধু গুরুর উপদেশ না পাইলেও তাহাদের চিত্ত আপনা হইতেই ভগবদ্মুখী হয়। তাঁহাদের "বিবেক নিম্নং কৈবল্য প্রাগ্ভারং চিত্তম্"—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধন ফলে তাঁহারা ভূতাত্মা ও জীবাত্মার উর্দ্ধে প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হইয়া আছেন, আবার তাঁহাদের নিম্নস্তরেও কতকগুলি সাধক আছেন যাঁহাদের ভূতাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, কাজে কাজেই তাঁহারাও আর বাহ্য বিষয় লইয়া মগ্ন থাকিতে পারেন না, বিষয় রস তাঁহাদের নিকট বিরসই বোধ হয়। এই সকল জীব যখন জগতে আসেন তখন দৈবীসম্পদযুক্ত হইয়াই আসেন। আবার এমন কতকগুলি জীব আছেন যাঁহারা ইন্দ্রিয় ভোগে অত্যন্ত আসক্ত, পশুধর্ম্মী, তাঁহারা ভোগলালসার চরিতার্থতা ছাড়া অন্য কিছু উচ্চভাব বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে হইবে

করিতেছেন]—আসুর স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ধর্ম্মে প্রবৃত্ত আর অধর্ম্মে নিবৃত্ত হইতে জানে না। অতএব তাহাদের মধ্যে, শৌচ নাই, আচার নাই এবং সত্যও নাই ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—একবার মনে হয় করি আবার মনে হয় কর্‌বো না—এই ক্রিয়া যারা করে না তাহাদিগের এইরূপ ভাব হয়—তাহারা ব্রহ্মেতে থাকে না অর্থাৎ কোন বিষয়েরই নিশ্চয় নাই—কোন এক আচারে থাকে না—মিথ্যা ভিন্ন সত্য বল্‌তে জানে না—সত্য তাদের কাছে একেবারে নাই।—ধর্ম্ম দুই প্রকার প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক। প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা লোকের সুকৃতি সঞ্চয় হয়, এবং নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম দ্বারা জীব মুক্তিমার্গে অগ্রসর হয়। কিন্তু এ সমস্তই স্বেচ্ছামূলক নহে, সমস্তই শাস্ত্রবিধি দ্বারা শাসিত। সুতরাং উভয়েতেই শাস্ত্রানুগত পুরুষার্থ করিবার প্রয়োজন হয়। এইজন্য শাস্ত্রবিধি কি তাহা জানা আবশ্যক। শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ না জানিলে তদনুগত হইয়া কার্য্য করিবার উপায় নাই। এই সকল আসুর প্রকৃতির লোকদের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন তাহারা জানেও না, গ্রাহ্যও করে না, অধর্ম্ম হইতেও তাহাদের নিবৃত্তি নাই, সুতরাং নিবৃত্তি মার্গে যাইবার মত তাহাদের মানসিক শক্তিরও নিতান্ত অভাব। কি যে ধর্ম্ম আর কি যে অধর্ম্ম এ সব অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার মত তাহাদের সামর্থ্যও নাই ইচ্ছাও নাই। যাহারা এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য তাহাদের শৌচ সদাচারই বা কিরূপ থাকিবে? তাহাদের মধ্যে এই জন্য সত্যও থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-ভোগ সুখাদিতে তাহারা এত উন্মত্ত, যে সেই সকল ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তির জন্য সহস্র সহস্র মিথ্যা প্রবঞ্চনা যদি করিতে হয় তাহাও তাহারা করিতে প্রস্তুত। এই সকল মিথ্যাবাদী কপট ও বঞ্চকদের নিকট আবার সত্যই বা কি, শৌচ সদাচারই বা কি? আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলেই হইল। তাহারা যদি সাধন গ্রহণও করে এবং করিব বলিয়া গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাও করে, তবু সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারে না, কত রকম মিথ্যা ছল করে। যদি বা কখনও মনে হয় সাধন করি, কিন্তু এত ভোগাসক্তচিত্ত যে ভোগের বস্তু পাইলেই সাধন মাথায় রহিয়া যায়। আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিশ্চয় প্রত্যয় তো তাহাদের নাই, তবুও লোক-দেখানো কিছু অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে স্থির বিশ্বাস হয় না। যদি কাহারও নিকট শুনিতে পায় যে ওরূপ অভ্যাসে শরীর অসুস্থ হইবে, অমনি ভয় পাইয়া সাধন ছাড়িয়া দিল। অথবা যদি কেহ বলে এমন একটি সাধু আসিয়াছে যিনি মন্ত্রের দ্বারা সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন, তবে চলিল তখনই তাঁহার নিকট সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিতে; এইরূপ তাহাদের মনোভাব। এই সব দুর্ব্বলচেতারা কি আর সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে? প্রবৃত্তি অর্থে ইষ্টসাধন সম্বন্ধে যত্ন বিশেষ—ইহাকেই সাধনা বা ক্রিয়া বলে, আর এই ইষ্টসাধন বা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে মনের বিরাম বা বিশ্রাম হয়, তাহাই নিবৃত্তি। যাহারা সুর নহে—অসুর, অর্থাৎ যাহাদের চিত্তে রাজসিক ও তামসিক ভাব অত্যন্ত প্রবল, তাহারা ক্রিয়া লয়ও না, করেও না, ক্রিয়ার পর অবস্থার যে শান্তি তাহা তাহারা আদৌ অবগত নহে। সুতরাং ব্রহ্মরূপ সৎ বস্তুর বিষয়ে তাহাদের কোন অনুসন্ধানই নাই, এবং তদনুযায়ী জীবনকে চালাইবার প্রণালী বা আচারও তাহারা অবগত নহে। এবং তাহাদের উহা ভালও লাগে না ॥ ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮

অন্বয়। তে (তাহারা) জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (মিথ্যা অর্থাৎ বেদাদি প্রমাণশূন্য) অপ্রতিষ্ঠম্ (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যবস্থাবিহীন অর্থাৎ স্বাভাবিক) অনীশ্বরম্ (ঈশ্বরশূন্য) অপরস্পর-সম্ভূতম্ (স্ত্রীপুরুষসংযোগ জাত) কিমন্যৎ (ইহার অন্য কোন কারণ নাই) [কেবল] কামহৈতুকম্ (কাম ভোগার্থ মাত্র) আহুঃ (বলিয়া থাকে)॥ ৮

শ্রীধর। নন্ত বেদোক্তয়োঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিং চ কথং ন বিদুঃ? কুতো বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ অনঙ্গীকারে জগতঃ সুখদুঃখাদি ব্যবস্থা স্যাৎ, কথং বা শৌচাচারাদি বিষয়াম্ ঈশ্বরাজ্ঞাম্ অতিবর্ত্তেরন? ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ স্যাৎ? অত আহ—অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং—বেদপুরাণাদি প্রমাণং যস্মিন্ তাদৃশং জগৎ আহুঃ—বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্তে ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ধূর্ত্তভণ্ডনিশাচরাঃ" ইত্যাদি। অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা—ব্যবস্থাহেতুঃ যস্য তৎ। স্বাভাবিকং জগদ্বৈচিত্র্যম্ আহুরিত্যর্থঃ। অতএব নাস্তি ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগৎ আহুঃ। তর্হি কুতোঽস্য জগতঃ উৎপত্তিং বদন্তি? ইতি অত আহ—অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরস্পরম্। অপরস্পরতঃ—অন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুরুষমিথুনাৎ সম্ভূতম্ জগৎ। কিমন্যৎ? কারণমস্য নাস্তি অন্যৎ কিঞ্চিৎ। কিন্তু কামহৈতুকমেব—স্ত্রীপুংসয়োঃ উভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্য ইতি আহুঃ ইত্যর্থঃ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কি জন্য (অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা) জানে না; এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অঙ্গীকার না করিলে জগতের সুখদুঃখাদি ব্যবস্থা (কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী কেন?) কিরূপে হয়? এবং তাহারা শৌচ ও আচার বিষয়ে ঈশ্বরাজ্ঞা (বেদোক্তি) কিরূপে অতিক্রম করে? আর ঈশ্বর অঙ্গীকার যদি না করে তবে জগদুৎপত্তি কি হইতে হয়? অতএব বলিতেছেন]—অসত্য—বেদপুরাণাদি প্রমাণরূপ সত্য নাই যাহাতে, জগৎকে তাদৃশ বলে। অর্থাৎ বেদাদির প্রামাণ্য মানে না। এইরূপ (তাহাদের কর্ত্তৃক) উক্ত হইয়াছে—তিন বেদের কর্ত্তা—ধূর্ত্ত, ভণ্ড ও নিশাচর। অতএব "অপ্রতিষ্ঠ" অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যবস্থাবিহীন যাহার, জগৎকে তাদৃশ বলে। জগৎবৈচিত্র্য স্বাভাবিক (কোন কারণের অধীন নহে), ইহাই তাহারা বলে। অতএব অনীশ্বর অর্থাৎ ব্যবস্থাপক কর্ত্তা নাই যাহার, জগৎকে তাদৃশ বলে। তবে কিরূপে এই জগতের উৎপত্তি হয়? সেই জন্য তাহারা বলে—অপর ও পর এই অপরস্পর অর্থাৎ অন্যোন্য; তাহা হইতে অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ এই দুই হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। "কিমন্যৎ" অর্থাৎ ইহারঅন্য কারণ কি? অন্য কিছু কারণ নাই, কিন্তু কামহৈতুক অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ এই উভয়ের যে কাম সেই কামই প্রবাহরূপে এই জগতের হেতু॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—**মিথ্যাই তা'রা স্থির করেছে—এ জগতে বলে তা'রা যে ঈশ্বর কেও নেই, আপনা আপনি হইয়াছে—বেশ্যামনের তুল্য আর কিছুই নাই**।—আসুর প্রকৃতির লোকেরা জগৎকে অসত্য বলিয়াই স্থির করিয়াছে। জ্ঞানীরা যে হেতু

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯

জগৎকে মিথ্যা বলেন, তাহাদের কিন্তু সে ধারণা নহে। জ্ঞানীরা বলেন এই নামরূপময় জগতের নামরূপটা সত্য নহে, কিন্তু যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই নাম রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আশ্রয় পদার্থ অসত্য নহে -তাহাই পরম সত্য। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, সে সর্প মিথ্যা কিন্তু সর্পজ্ঞানের অধিষ্ঠানভূত রজ্জু মিথ্যা নহে; সেইরূপ নামরূপময় জগৎ মিথ্যা হইলেও উহাদের অধিষ্ঠানভূত চৈতন্য সত্তা নিত্য সত্য পদার্থ। আসুরপ্রকৃতিরা এ ভাবে জগৎকে মিথ্যা বলে না, তাহারা বলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যবস্থা এ জগতে নাই। থাকিলে একজন তার নিয়ন্তা থাকিতে হয়, কিন্তু জগতে সেরূপ কোন নিয়ন্তা নাই। সেরূপ নিয়ন্তা থাকিলে তাহাদের বড় বিপদ, কারণ শুভাশুভ কর্ম্মের ফল বিধান করিবার কেহ থাকিলে তাহাদের তজ্জনিত দণ্ডাদি ভোগ অনিবার্য্য, এইজন্য তাহারা আপনার মনকে বুঝাইয়া রাখে সেইরূপ কেহ নিয়ন্তা বা কারণ জগতের নাই, সেইজন্য তাহাদের স্বেচ্ছাচারের আর সীমা নাই। তবে এ জগৎ জীব হয় কোথা হইতে? তাহাদের প্রেরক কে? ইহার উত্তরে তাহারা বলে—কামসুখাভিলাষী স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সমাগমের এই ফল। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট বা ঈশ্বর ইহার কারণ নহে। "একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" জীববহুল এই জগতের সকল জীবেরই সমস্ত ভোগ্য যিনি বিধান করিতেছেন —তিনি এক অদ্বিতীয়—ইহা আসুর প্রকৃতির লোকেরা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না। তাহারা বলে মনের এই যে বিবিধ সঙ্কল্প বিকল্প—বেশ্যার মত অবিরত একটা ছাড়িয়া আর একটাকে ধরিতেছে—সেই মনই ভাল। মন না থাকিলে সুখ কোথায়? ইহার বিক্ষেপ আছে সে তো ভালই, নচেৎ কামভোগ্য বস্তু ভোগ হইবে কিরূপে? কামনাত্যাগ, মনকে শান্ত করা, ভগবানকে ভজনা করা, এ সব পাগলের কর্ম্ম। এই সকল সহজসুখবাদীগণকেই নাস্তিক বলে ॥ ৮

অন্বয়। এতাং দৃষ্টিম্ (এইরূপ দৃষ্টিকে—মত বা বুদ্ধিকে) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টাত্মানঃ (নষ্টস্বভাব, মলিনচিত্ত) অল্পবুদ্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রমতি) উগ্রকর্ম্মাণঃ (ক্রূরকর্ম্মা) অহিতাঃ (জগতের শত্রু বা অমঙ্গলকারী ব্যক্তিগণ) জগতঃ ক্ষয়ায় (জগতের বিনাশের জন্যই) প্রভবন্তি (জন্মগ্রহণ করে) ॥ ৯

শ্রীধর। কিঞ্চ—এতামিতি। এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং—দর্শনম্ আশ্রিত্য, নষ্টাত্মানো—মলীমসচিত্তাঃ সন্তঃ, অল্পবুদ্ধয়ঃ—দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ। অতএব উগ্রং—হিংস্রং কর্ম্ম যেষাং তে, অহিতা—বৈরিণঃ ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি—উদ্ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—লোকায়তিক চার্ব্বাকগণের (নিরীশ্বরবাদিদিগের) এই দর্শনকে আশ্রয় করিয়া মলীমসচিত্ত হওয়ায় দৃষ্ট বিষয়ে যেরূপ মতি হয় [তাদৃশ প্রত্যক্ষবাদী অল্পবুদ্ধি জনেরা] অতএব হিংস্রকর্ম্মা বৈরীগণ, জগতের ধ্বংসের জন্যই তাহারা জন্মগ্রহণ করে ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ লক্ষ্য থেকে—যাহারা আপনাতে আপনি

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২

তদ্রূপ, ভোজন আর মৈথুন বিনে আর কিছুই ভাল না ইহাই নিশ্চয়।—আসুরী প্রকৃতির মনুষ্যদের কামিনীকাঞ্চনই পরম পুরুষার্থ, সুতরাং তাহারা সর্ব্বদা কাম উপভোগের চিন্তা লইয়াই থাকে। মরণ কাল পর্য্যন্ত তাহাদের এই প্রকার অজস্র চিন্তার আর বিরাম হয় না। তাহারা এই চৈতন্যযুক্ত দেহটাকেই পুরুষ এবং কামোপভোগকেই পুরুষার্থ বলিয়া মানে। তাহাদের ধারণা দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ, দেহান্তের পর কাহাকেও কোন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে না, নিজ কর্ম্মের জন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না। এইজন্য তাহারা নিজের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য কোন অকর্ম্মই বাদ দেয় না। ভগবানের শরণ গ্রহণ করা বা তাঁহার ভজনাকে নিষ্ফল চেষ্টা ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বলিয়া তাহারা মনে করে ॥ ১১

অন্বয়। আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশারূপ পাশে) বদ্ধাঃ (আবদ্ধ) কামক্রোধপরায়ণাঃ (কাম এবং ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিগণ) কামভোগার্থম্ (কামভোগের জন্য) অন্যায়েন (অসৎ উপায়ে) অর্থসঞ্চয়ান্ (অর্থসঞ্চয়) ঈহন্তে (ইচ্ছা করে) ॥ ১২

শ্রীধর। অত এব—আশেতি। আশা এব পাশাঃ তেষাং শতানি তৈঃ বদ্ধা ইতস্ততঃ আকৃষ্যমাণাঃ। কামক্রোধপরায়ণাঃ—কাম ক্রোধৌ পরময়নং আশ্রয়ো যেষাং তে। কাম-ভোগার্থম্ অন্যায়েন—চৌর্য্যাদিনা, অর্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীন্, ঈহন্তে—ইচ্ছন্তি ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। আশারূপ যে শত শত পাশ তাহা দ্বারা বদ্ধ—অর্থাৎ ইতস্ততঃ আকৃষ্যমাণ, এবং কাম ক্রোধের পরম আশ্রয় স্বরূপ যাহারা, সেই সকল ব্যক্তিগণ কামভোগার্থ চৌর্য্যাদি দ্বারাও অর্থ রাশি সংগ্রহে ইচ্ছা করে ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—নানারূপ আশাতে বদ্ধ—শত শত অন্যায়ে টাকা উপার্জ্জন করে অর্থাৎ কাকেও মেরে ফেলে টাকা নেয়—কাম আর ক্রোধেতেই যুক্ত—সেই টাকা নিয়ে মৈথুন আর ভোজন করে।—শত শত আশাপাশে এই সকল লোক আবদ্ধ। যাহা কিছু লোকের দেখে বা শুনে তাহাতেই আকৃষ্ট হয় এবং আমারও সেইরূপ কিসে হয় তাহারই চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত করে। যদি দৈবাৎ আশা সফল না হয় বা কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে, তবে রাগিয়া আগুন হয়, এমন কি আশা ও লোভের বশে মানুষকে খুন করিয়া ফেলে এবং নিজ নরকের পথ পরিষ্কার করে। পরস্ব অপহরণে এবং দেবতা ব্রাহ্মণের দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক গ্রহণে ইহাদের মনে কোন দ্বিধা উৎপন্ন হয় না। যেন ধনসংগ্রহ ও তদ্দ্বারা কামোপভোগই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এইজন্য সেই সকল দুর্ব্বৃত্তেরা লোককে ঠকাইয়া তাহাদের ধনাদি আত্মসাৎ করে, এবং তাহারা এতদূর কামুক হয় যে পরস্ত্রীকেও বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না ॥ ১২

(মূঢ় অবিবেকিগণের নরক গতি)

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬

স্তাবকেভ্যঃ। মোদিষ্যে—হর্ষং প্রাপ্স্যামি ইত্যেবং অজ্ঞানেন বিমোহিতা—মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—আঢ্য—(আমি) ধনাদি সম্পন্ন। অভিজনবান—কুলীন। যক্ষ্যে—যাগাদি অনুষ্ঠান দ্বারা অন্য দীক্ষিতগণ অপেক্ষা বা তাহাদের নিকট মহতী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইব। স্তাবক নটাদি প্রভৃতিকে দান করিব। মোদিষ্যে—আমোদ করিব, স্ফূর্ত্তি করিব—এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত হয় অর্থাৎ মিথ্যাভিনিবেশ প্রাপ্ত হয়॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমার ঢের লোক আছে, আমার তুল্য কেউ নেই, এইরূপ অজ্ঞানেতে মোহিত হইয়া।—এই সকল আসুর প্রকৃতির লোকেরা লোকের নিকট বলিয়া বেড়ায়—ধনে, মানে, কুলে শীলে আমার মতন এ তল্লাটে আর কেহ নাই। আমি এমন ধুমধামের সহিত যাগ যজ্ঞ আরম্ভ করিব যাহা দেখিয়া লোকের তাক্ লাগিয়া যাইবে। তাহাদের বলিতেই হইবে এমন যজ্ঞ তাহারা আর কোথাও দেখে নাই, দীন দুঃখী ব্রাহ্মণকে এমন দানও পূর্ব্বে কেহ করে নাই। দেখিবে তখন কত লোক আসিয়া আমার তোষামোদ করিবে, নট প্রভৃতিরা আমার কত স্তবগান করিবে। আমিও তাহাদের প্রচুর ধন দিব, আমার যশে সমস্ত দেশ ভরিয়া যাইবে। বন্ধু বান্ধবের সহিত কত আহ্লাদ পান ভোজন চলিবে—এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত মূঢ়েরা বহুবিধ চিন্তা করিয়া থাকে॥ ১৫

অন্বয়। অনেকচিত্তবিভ্রান্তা (বহু প্রকার কল্পনায় বিভ্রান্তচিত্ত) মোহজালসমাবৃতাঃ (মোহজালে সংবদ্ধ), কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (বিষয়ভোগে অত্যন্ত আসক্ত) [ব্যক্তিগণ] অশুচৌ নরকে (ক্লেশময় বা অপবিত্র নরকে) পতন্তি (পতিত হয়॥ ১৬

শ্রীধর। এবম্ভূতা যৎ প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু—অনেকেতি। অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তং অনেকচিত্তম্, তেন বিভ্রান্তা—বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতাঃ—মৎস্যা ইব সূত্রময়েন জালেন যন্ত্রিতাঃ। এবং কামভোগেষু প্রসক্তা—অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ, অশুচৌ—কল্মষে নরকে পতন্তি॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [এই প্রকারের লোকেরা যাহা প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর]—অনেক চিত্তবিভ্রান্ত—অনেক মনোরথে চিত্ত প্রবৃত্ত সুতরাং তদ্দ্বারা বিক্ষিপ্ত। মোহজালসমাবৃত—মৎস্য যেরূপ সূত্রময় জালে যন্ত্রিত হয় সেইরূপ মোহময় জাল দ্বারা তাহারা সমাবৃত। কামোপভোগে প্রসক্ত—অর্থাৎ অভিনিবিষ্ট হইয়া ক্লেশযুক্ত যে নরক তাহাতে পতিত হয়॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—চিত্তের অনেক রকম ভ্রান্তি ও মোহজালেতে আবৃত হ'য়ে—কাম আর ভোগেতে আসক্ত হ'য়ে নরকেতে পড়ে থাকে অর্থাৎ দুঃখী হয়।—উক্ত প্রকারের লোকেদের চিত্ত বহুবিধ সঙ্কল্প দ্বারা পরিপূর্ণ, অর্থাৎ এক বস্তুতে

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

অন্য কর্ত্তৃক সম্মানপ্রাপ্ত না হইলেও তাহারা আপনাকেই আপনি সম্ভাবনা অর্থাৎ সম্মান করে, কিন্তু কোন সাধু ব্যক্তি তাহাকে সেরূপ সম্মানভাজন মনে করেন না। তাহাদের তুল্য সর্ব্বগুণান্বিত আর কেহই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই—এই তাহাদের ধারণা। তাই তাকিয়া ঠেসান দিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকে, বা ফোঁটা তিলক করিয়া মালা গলায় দিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকে—ইচ্ছা সকলেই আসিয়া তাহার চরণে পড়ুক। সুতরাং এই সকল লোক বড় অবিনয়ী হয়, একটু সম্মান খাতিরের ত্রুটি হইলে রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হয়। তাহাদের যদি টাকা-কড়ি থাকে, তবে সেই ধনের জন্য মান ও মদ উৎপন্ন হয়, সহজে কাহারও নিকট নত হইতে চাহে না। যদি বা যজ্ঞ করে তাহাও আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া করে। দেবতার প্রতিও কোন প্রকার শ্রদ্ধা নাই, বেদবিধির প্রতিও লক্ষ্য নাই এবং ভক্তি নাই। একটা যাহা হউক হইলেই হইল। কেবল নামমাত্র যজ্ঞ করিয়া তাহারা শাস্ত্রবিহিতভাবে বা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া করে না। তাহাদের এই সব যজ্ঞ কেবল বাহ্যাড়ম্বরময়, আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত করিবার জন্যই এই সকল যজ্ঞ করে। শাস্ত্র বিহিত পদ্ধতি অবলম্বিত হয় না বলিয়া যজ্ঞের প্রকৃত ফলও লাভ হয় না। ক্রিয়া করে জপ করে—সবই নাম কিনিবার জন্য, সুতরাং মন স্থির করিয়া করে না, এবং মনে বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকায় ক্রিয়ার ফল যে স্থিরতা তাহাও লাভ করিতে পারে না। আত্মযজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য আপনাতে আপনি থাকা। তাহারা সে কথা অবগত নহে, তাই যশের জন্য নামমাত্র যজ্ঞ করে, সুতরাং সমস্তই অবিধি-পূর্ব্বক হয়। অমুকের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু গুরুর কথা মানিয়া যে কাজ করিবে এরূপ মনের অভিপ্রায় নহে। শুধু লোকদেখানো একটা দলে নাম লিখান মাত্রই সার হয় ॥ ১৭

অন্বয়। অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ (অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ আশ্রয় করিয়া) [তাহারা] আত্মপরদেহেষু (আপনার ও অপরের দেহে অবস্থিত) মাং (আমাকে) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষ করিয়া) অভ্যসূয়কাঃ (অসূয়াকারী বা দোষদর্শী হয়) ॥ ১৮

শ্রীধর। অবিধিপূর্ব্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্তঃ আত্মপরদেহেষু—স্বদেহেষু পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজন্তে। দম্ভযজ্ঞেষু শ্রদ্ধায়া অভাবাৎ আত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি। তথা পশ্বাদীনামপি অবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহ এব অবশিষ্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্। অভ্যসূয়কাঃ—সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [তাহাদের যজ্ঞ কিরূপ অবিধিপূর্ব্বক হয় তাহাই বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন] - অহঙ্কার, বল, দর্প প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্ম ও পরদেহে চিদংশরূপে স্থিত আমাকে বিশেষরূপে দ্বেষ করতঃ যজ্ঞানুষ্ঠান করে। দম্ভযজ্ঞে শ্রদ্ধার অভাব হেতু আপনাকে বৃথা পীড়া দেওয়া হয়, এবং পশ্বাদির অবৈধ হিংসায় চৈতন্যদ্রোহমাত্র ফল

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম ॥ ২০

শূকরযোনি অথবা চণ্ডালযোনি লাভ করেন। যাঁহারা ক্রিয়া করিয়া দেহাতীত বা প্রকৃতির অতীত ক্রিয়ার পরা অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের দেহাভিমান না থাকায় দেহজনিত কর্ম্মে আবদ্ধ হইতে হয় না। হইলেও দেহাতীত অবস্থায় দেহের ফলভোগ তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। এইজন্য মন যাহাতে আজ্ঞাচক্রে বা তদূর্দ্ধে থাকিতে পারে তদ্রূপ সাধনার অভ্যাস করা আবশ্যক। যাঁহাদের মন আজ্ঞাচক্রের নীচে থাকে তাহারা আসক্তির সহিত কর্ম্ম করিয়া দ্বেষ ও ক্রূর বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া অশুভকর্ম্মই পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে। তাহার ফলে তাহারা ক্রূর ও নীচ যোনিতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৯

অন্বয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং যোনিম্ (আসুরী যোনি) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়া) ততঃ (তদপেক্ষাও) অধমাং গতিং যান্তি (অধমগতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ২০

শ্রীধর। কিঞ্চ—আসুরীমিতি। তে চ মাম্ অপ্রাপ্যৈব ইতি এব কারেণ মৎপ্রাপ্তি-শঙ্কাপি কুতস্তেষাম্? মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গম্ অপ্রাপ্য ততোঽপি অধমাং কৃমিকীটাদিগতিং যান্তি ইত্যুক্তম্। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—"মামপ্রাপ্যৈব"—এই এব-কার দ্বারা বলিলেন যে তাহাদের মৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কোথায়? কারণ মৎপ্রাপ্তির উপায়রূপ যে সন্মার্গ তাহা না পাওয়ায় তদপেক্ষা আরও অধম কৃমিকীটাদি গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই রকম আসুরী জন্ম হ'য়ে হ'য়ে পরে ডোম চামার হয়।—পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ এই সকল লোকেরা এ জন্মেও ঐ সকল দুষ্ট কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে তাহাদের প্রকৃতি অতিমাত্র দূষিত হইয়া যায়, এবং দূষিত প্রকৃতিতে সৎকর্ম্মের প্রবৃত্তিই থাকে না। জন্ম জন্মান্তর ঐ সকল নীচ কার্য্য করিতে করিতে শেষে ডোম চামারের ঘরে জন্ম হয়। চিত্ত শুদ্ধির অভাবে ভগবদ্ প্রাপ্তির পথ তাহারা জানিতে পারে না, জানিলেও তাহা তাহারা গ্রহণ করে না বরং উপহাস করে, এই সকল কারণে তাহারা সাধুমার্গ প্রাপ্ত হয় না। আত্মক্রিয়াতে তাহারা আস্থা স্থাপন করিতে পারে না সুতরাং তাহা করা অনাবশ্যক মনে করে। যাহাতে বুদ্ধি ভাল হয়, ভগবদ্মুখী হয় সে দিকে ইহাদের কোন চেষ্টাই থাকে না। সুতরাং স্বীয় দূষিত প্রকৃতিরও সংশোধন হয় না। স্বেচ্ছাহার-বিহারী হইয়া আসুরী সম্পদ্ ত্যাগ করিতে পারে না; এবং উচ্চকুলে বা উচ্চ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিবার সামর্থ্যও থাকে না। এইরূপে কত জন্মই তাহাদের নষ্ট হয়, বার বার গর্ভবাস ক্লেশ পাইতে হয়; ইহা যে কিরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় জীবকে নিক্ষেপ করে জীব যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখে তাহা হইলে প্রাণ দৈবীসম্পদ্ লাভের জন্য ব্যাকুল না হইয়াই থাকিতে পারে না ॥ ২০

(নরকের ত্রিবিধ দ্বার)

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১

(কামমুক্ত পুরুষের শ্রেয়ঃ সাধনে সামর্থ্য)

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

অন্বয়। কামঃ, ক্রোধঃ তথা লোভঃ (কাম, ক্রোধ ও লোভ) ইদং ত্রিবিধং (এই তিনটি) নরকস্য দ্বারং (নরকের দ্বার) আত্মনঃ নাশনং (আত্মার নাশক); তস্মাৎ (অতএব) এতৎ ত্রয়ং (এই তিনটিকে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে) ॥ ২১

শ্রীধর। উক্তানাম্ আসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়ম্ ইত্যাহ—ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইতি ইদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারং অতএব আত্মনো নাশনং—নীচযোনিপ্রাপকং। তস্মাৎ এতত্ত্রয়ং সর্ব্বাত্মনা ত্যজেৎ ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ। [উক্ত আসুর দোষগুলির মধ্যে সকলদোষের মূলীভূত যে দোষত্রয়, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য ইহাই বলিতেছেন]—কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার, অতএব "আত্মনাশন" অর্থাৎ নীচযোনিপ্রাপক। সেই জন্য এই তিনটি সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কাম ক্রোধ লোভ এই তিনেতে থাকিলেই আত্মায় থাকা হয় না, তন্নিমিত্ত ইহা ত্যাগ করা উচিত—ত্যাগ শব্দার্থ ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত।—আসুরী সম্পদের প্রকার অনন্ত হইলেও কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটিই মুখ্য। এই তিনটিকে ত্যাগ করিতে পারিলে আসুরী সম্পদ পরিহার করা যায়। ইহারা আত্মজ্ঞানের নাশক। এই তিন বৃত্তি দ্বারাই আত্মজ্ঞান আচ্ছাদিত থাকে। যাহারা আত্মজ্ঞানহীন, তাহাদের নীচযোনি প্রাপ্তি হয়। এই তিনটিকে লইয়া যাহারা মগ্ন থাকে তাহাদের আত্মাতে থাকা হয় না, মাথায় কোন জ্যোতিঃর প্রকাশ হয় না, সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিয়া মুমুক্ষু সাধকগণের এই তিনটিকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ফলাকাঙ্ক্ষারাহিত্যই প্রকৃত ত্যাগ, কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থা ব্যতীত ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ হয় না। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন সাধকের সদসৎ কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি থাকে না। স্বাভাবিক যখন যে ভাবের উদয় হয়, তদনুরূপ তাঁহাদের কর্ম্ম চেষ্টা হয়। তবে যাঁহারা মুমুক্ষু মাত্র তাঁহাদের এই তিনটির উপর বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—নরক প্রাপ্তির এই তিনটি দ্বার, যে দ্বারে প্রবিষ্ট হইলে আত্মা নাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আর কোন পুরুষার্থের যোগ্য হইতে পরে না। এই তিনটিতে যে ডুবিয়া থাকে, মোক্ষপথ তাহার নিকট এক প্রকার অবরুদ্ধই থাকে। এ তিনটি আসক্তি থাকিতে, ইচ্ছা হইলেও মোক্ষমার্গে যাইবার কোন উপায় হয় না। সেইজন্য মুক্তিমার্গে গমনেচ্ছু পুরুষের এই তিনটির সংযমে বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক ॥ ২১

অন্বয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) এতৈঃ ত্রিভিঃ (এই তিন) তমোদ্বারৈঃ (নরকের দ্বার

এইজন্য যাহারা শুভকর্ম্ম করে না বা করিলেও শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা সিদ্ধিলাভ, সুখ লাভ বা মোক্ষ--কিছুই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র অসংখ্য, তাহাতে বিধিও অনন্ত, সুতরাং সকলেই যে সকল শাস্ত্র মানিয়া চলিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ এত অধিক এবং তাহারা পরস্পর এত বিরুদ্ধভাবাপন্ন, যে তাহা মানিয়া চলা কাহারও পক্ষে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ সব বিধি—সব সময়ে সকলের জন্য নহে, কাহার পক্ষে কখন্ কোন্ বিধি সুসঙ্গত হইবে, তাহা বলিয়া দিতে হইলেও শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শুধু শাব্দ-জ্ঞান থাকিলেও হইবে না, জিজ্ঞাসুর পক্ষে কোন্ বিধি যুক্তিযুক্ত—ইহা বুঝিতে হইলে যে মেধার প্রয়োজন, তাহা থাকা আবশ্যক, কিন্তু তাহা সকলের থাকে না; এবং শুধু মেধা মাত্র থাকিলেও চলিবে না, সে মেধা "বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা" হওয়া চাই—যদ্দ্বারা সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়—ইহা সাধকের বহু সাধনার ফলে যে সিদ্ধি লাভ হয়—সেই সাধনসিদ্ধি না থাকিলে তিনি কাহার পক্ষে কিরূপ সাধনা উপযোগী তাহা বলিয়া দিবেন কিরূপে? সুতরাং বাহ্যভাবে কেবল শাস্ত্রানুশীলনেও কোন ফল হইবে না। বরং বহুশাস্ত্রাভ্যাস ও বহুশাস্ত্র-আলোচনার নিষেধও আছে। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন—"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলং হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥"—যিনি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কিন্তু পরনিষ্ণাত নহেন অর্থাৎ পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণাদি করেন না, তাঁহার শাস্ত্রপাঠ কেবল শ্রমমাত্র, যেরূপ বন্ধ্যা-গাভীপালকের বৃথা শ্রম হয়। তাই:—

"অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥"

শাস্ত্র অনেক, জ্ঞাতব্য ও বিস্তর, কিন্তু আয়ুঃ স্বল্প এবং বিঘ্ন বহু, সুতরাং যাহা সারভূত—তাহাই উপাসিতব্য, যেমন হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধের সারভাগ গ্রহণ করে সেইরূপ শাস্ত্র হইতে সারভাগ লইতে হইবে। যদিও আত্মতত্ত্ব সুবিজ্ঞেয় নহে, শাস্ত্রানুসারেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারে শাস্ত্রানুশীলনও সমূহ ক্ষতি করে। কিন্তু আজকাল আমরা তাহা মানি কই? এই শ্লোকের বাহ্য অর্থও অতিশয় উপাদেয়, কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক।

শাস্ত্র অর্থে বেদ এবং বেদের অর্থ জ্ঞান। বেদ অপৌরুষেয়, পুরুষের চেষ্টার ফলে জ্ঞান হয় না। জ্ঞান নিত্য সিদ্ধ বস্তু, যেমন স্বতঃ প্রকাশিত সূর্য্যের সাময়িক আবরক মেঘ, তদ্রূপ নিত্য-সিদ্ধ জ্ঞান-বস্তুর সাময়িক আবরক অজ্ঞান। এই অজ্ঞান আত্মদৃষ্টির অভাব সূচিত করে। আত্মদৃষ্টির অভাব হইলে আমাদের কতকগুলি ভ্রম উৎপন্ন হয়, পুনরায় আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইলে সে ভ্রম থাকে না। ভ্রম মানেই যাহা সত্য নহে, তাহাকে সত্য বলিয়া ধারণা করা। যে বস্তু যাহা—তাহাকে তাহা না জানিয়া অন্য বস্তু মনে করাই ভ্রম। আত্মদৃষ্টির অভাব-বশতঃ এই ভ্রম আমাদের সর্ব্বদাই হইতেছে। কিন্তু আমাদের ভ্রম হয় বলিয়া যে সত্য বস্তুর কোন বিকার ঘটে—তাহা নহে, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলেও রজ্জু রজ্জুই থাকে, তদ্রূপ নিত্য সত্য ব্রহ্ম বস্তুতে জগদাদি অসৎ বস্তুর ভ্রম হইলেও, যাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য—তাহার সত্যরূপের

ষোড়শাধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পত্তির সংবিভাগ দেখাইয়া সাত্ত্বিকের যে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার তাহা প্রদর্শিত হইল ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তন্নিমিত্তে শাস্ত্রে যেরূপ বলেছে বিশেষরূপ বুদ্ধির পর পরা বুদ্ধিতে স্থির হইয়া কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া করা উচিত—বিশেষ রূপে স্থিতি হইয়া যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা।—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রাচার জানা থাকিলে আর স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্তি হয় না। যতদিন শাস্ত্র ঠিক জানা না যায়, ততদিন গুরুর উপদেশ মত সাধনপথে চলাই কর্ত্তব্য। "ইহ" অর্থাৎ এই কর্ম্মাধিকার ভূমিতে তুমি বর্ত্তমান, অতএব তোমার পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথেই চলা উচিত। শাস্ত্র প্রথমে ঠিক মত বুঝা যায় না, পড়িলেই যে শাস্ত্রজ্ঞান হইবে—তাহাও নহে, তবে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। সাধকের পক্ষে শাস্ত্রের যে কি অর্থ তাহা পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছি।

কর্ম্মাধিকার কি তাহাই বলিতেছি। যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কূটস্থে লক্ষ্য করিলেই জ্ঞাতব্য কি তাহা জানিতে পারেন এবং কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিতে পারেন। শরীরে কোন গুণ প্রবল এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ তত্ত্বের মধ্যে কোন তত্ত্বের ক্রিয়া চলিতেছে—তাহা বুঝিবার কৌশল আছে। সমস্ত জগতের সংবাদ এই কূটস্থে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। তিনটি বিন্দুর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিন গুণ ত্রিকোণাকারে তিনটি বিন্দুরূপে লক্ষিত হয়। রজঃ বিন্দুটি বাম কোণে রক্তাভার ন্যায় দৃষ্ট হয়, তমঃ বিন্দুটি দক্ষিণ কোণে কৃষ্ণাভা সদৃশ দৃষ্ট হয়, সত্ত্ব বিন্দুটি ঊর্দ্ধকোণে শুভ্র কিরণের ন্যায় বোধ হয়। ইহাদিগকেই যথাক্রমে বামা, রৌদ্রী ও জ্যেষ্ঠা বলে—ইহারা সকলেই শক্তিরূপা। ক্ষিতি তত্ত্বের বর্ণ হরিদ্রাবৎ, জল তত্ত্বের বর্ণ ফিকে সবুজ, তেজস্তত্ত্বের বর্ণ জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ, মরুতের বর্ণ জাঙ্গাল এবং ব্যোমতত্ত্বের বর্ণ আকাশ সদৃশ। এই তিন বিন্দু মিলিয়া এক হইয়া গেলে ত্রিকোণের মধ্যস্থলে শ্রী বিন্দুর দর্শন হয়, উহাই মুক্তিদায়িনী শক্তি।

এ সমস্তই শরীরস্থ বায়ুর শক্তি। প্রাণায়ামাদি যোগ ক্রিয়া দ্বারা এই সমস্ত বায়ুর বহু রহস্য জানিতে পারা যায়। যেমন করিয়াই হউক বায়ুকে আয়ত্ত করিতে হইবে, এই বায়ুর গতি অনুসারেই জীব শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদিতে আসক্ত হইয়া বহির্মুখ ও বদ্ধ হয়, বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা এই বায়ুকে আয়ত্ত করিলেই জীবের অন্তর্লক্ষ্য আরম্ভ হয়। ক্রিয়া যতই অধিক করিবে বায়ুর শক্তিতে অভ্যন্তরস্থ নাড়ী সমুদয় ততই বিশুদ্ধ বা মলশূন্য হইবে। নাড়ীমুখে বায়ুর গতি অনুসারেই শুভাশুভ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প সকল সমুদ্ভূত হয়। নাড়ী যত শুদ্ধ হইবে ততই মনের গতিপ্রবাহ শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইতে থাকিবে। কিন্তু ক্রিয়া আরম্ভ করিবামাত্রই নাড়ী শুদ্ধ হয় না। যাহার যতটা অধিকার তাহার অধিকারানুযায়ী ততটা উন্নতিলাভ হয়। শ্রীমৎ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—এই শ্লোকস্থ "ইহ" শব্দটি দ্বারা "কর্ম্মাধিকার ভূমি" প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শরীরটি কর্ম্মের ক্ষেত্র বা ভূমি, ইহাতে কর্ম্মের অধিকারানুরূপ ফল দেয়।

শাস্ত্রবিধি—শাস্ত্র শাস ধাতু হইতে, যিনি শাসন করেন বা আজ্ঞা দেন। বায়ুই এই

দেহেন্দ্রিয়কে শাসন করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করে—(প্রশ্নোপনিষদ), সুতরাং বায়ুগুলিই শাস্ত্র। বিধি—বি পূর্ব্বক ধা ধাতু হইতে—যাহার অর্থ বিশেষরূপে ধারণ করা। তাহা হইলে শাস্ত্র বিধির অর্থ—বায়ু বিশেষরূপে যখন স্থির হইয়া মস্তকে স্থিত হয়, তাহাই শাস্ত্র বিধি—যাঁহাকে ক্রিয়ার পর অবস্থা বলে।

সেই বিধি পালনের যে নিয়ম গুরু বলিয়া দেন, সেই নিয়ম অনুসারে চলিলেই সাধক উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেন। তখন সাধক যে সোপানে আরূঢ় হইয়াছেন তদনুসারে ক্রিয়ারও নানারূপ বিধান আছে, গুরু তাহা বলিয়া দেন। সাধনে যাহার যতটা অধিকার, তাহাই তাহার স্বভাবজ কর্ম্ম, ইহাই শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্ম। এ কর্ম্ম করিলে সাধকের ক্রমশঃ উন্নতি লাভ হইতে থাকে, ও পথে নানা বিঘ্ন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইলেও অধিকারানুরূপ যে সাধন করিয়া যাইতে পারে তাহার প্রাণ ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসে, পরে বিশেষরূপে স্থিতি হইলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই মনুষ্য জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য সেই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারা যায়। অতএব ক্রিয়ার ক্ষেত্র এই শরীরকে লাভ করিয়া ক্রিয়া করিতে কখনও অবহেলা করিও না। ইহাই ভগবদ্ বাক্যের অভিপ্রায় ॥ ২৪

ইতি শ্যামাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতা ষোড়শ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রকৃত পূজা যাহা তাহা সাধারণভাবে বা সকলের দ্বারা হইবার নহে। শাস্ত্রবিহিত ভাবে পূজা বা যাগযজ্ঞাদি করা কঠিন, বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে। শাস্ত্রের বিধি বিধানানুসারে যে পূজা তাহা অল্প লোকেই করিতে পারে, কারণ আমরা সে বিধান সকলে জানি না, জানিলেও তাহা করিতে পারা আমাদের সকলের সাধ্যের মধ্যে নহে। এইজন্য বর্ত্তমান কালে যে পূজা বা যজ্ঞাদি হইয়া থাকে তাহা শাস্ত্রবিধি মত হয় না। তথাপি কুলপরম্পরানুযায়ী গৃহদেবতা বা বিশেষ সময়ের বিশেষ পূজা যে আমরা করিয়া থাকি তাহা বিধিমত না হইলেও শ্রদ্ধার অভাব হয়তো তাহাতে নাই—এই প্রকারের যে নিষ্ঠা তাহা কোন্ শ্রেণীর নিষ্ঠা? সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক? এই শ্লোকের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এই—কাজ সকলেই করে, একজন সামান্য লোক হইতে অসাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলকেই কোন না কোন কর্ম্ম করিতে হয়। অত্যন্ত সংসারাসক্ত দুর্জ্জন ব্যক্তিও কর্ম্ম করে, আবার নিঃস্বার্থ সাধু ব্যক্তিও পরের জন্য কত পরিশ্রম করেন। এই সকল শ্রেণীর লোকই হয়তো সাধনায় প্রযত্ন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের নিষ্ঠার পার্থক্য যথেষ্ট। একজন ক্রিয়া করেন এই জন্য যে শরীর ভাল থাকিবে বলিয়া, কেহ সাধনা করেন লোকের উপর প্রভুত্ব করিবেন বলিয়া, কেহ করেন কেবল লোককে দেখাইবার জন্য, আবার কেহ কেহ সাধন করেন আত্মস্বরূপকে বিদিত হইবার জন্য। মনুষ্য জন্মের ইহাই সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য, এইজন্য তাঁহারা অন্য সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া কেবল যাহাতে আত্মজ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্যই তাঁহারা প্রযত্ন করিয়া থাকেন। এই সকল শ্রেণীর নিষ্ঠা গুণযুক্ত অর্থাৎ কাহারও বা সাত্ত্বিক নিষ্ঠা, কাহারও রাজসিক এবং কাহারও বা তামসিক। কিন্তু আর এক প্রকারের কর্ম্মী আছেন যাঁহাদের কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন চলিয়া গিয়াছে, তবুও তাঁহারা লোকশিক্ষার জন্য যথাবিহিত কর্ম্ম করিয়া যান, অথচ ঐ সকল কর্ম্মে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না। এই ভাবে কর্ম্ম করিতে সকলেই তো পারে না। যাঁহারা সাধন প্রভাবে ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সেই অবস্থায় থাকিয়া জগতের সকল ব্যবহারই যথাযোগ্য ভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রবিধিতে না থাকিয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকিয়া ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে ক্রিয়া করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সেই ফলাকাঙ্ক্ষা বিষয়ে যে নিষ্ঠা বা দৃঢ়রূপে স্থিতি, তাহা কি ফল প্রসব করে? তাঁহাদের শ্বাস তো সুষুম্নায় চলে না, সুতরাং মনে তো সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা হয় না, এবং সাত্ত্বিকী না হইলে গুণাতীত ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া যায় না। তাঁহাদের শ্বাস ইড়া পিঙ্গলাতেই বেশীর ভাগ চলে, কিন্তু তবুও ক্রিয়াতে নিষ্ঠা থাকায় প্রত্যহ কোন না কোন রকমে করিয়া চলেন। তাঁহাদের এই প্রকারের আচরণকে কি বলা যাইবে? কেহ কেহ আছেন যাঁহারা শাস্ত্র মানেন, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজার্চ্চনাও করিয়া থাকেন, কিন্তু বিধিমত পূজা করিতে হইলে যেরূপ সাধনশীল হওয়া আবশ্যক তাঁহারা সেরূপ সাধনসম্পন্ন নহেন। তাঁহাদের কৃত পূজার্চ্চনা কোন্ গুণের কার্য্য হইবে ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন। অনেক ক্রিয়াবানের ক্রিয়ার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে প্রণালীতে ক্রিয়া করিলে ঠিক বিধিসঙ্গত সাধনা হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না, বা করিতে পারেন না, তাদৃশ ক্রিয়াবানেরাও ক্রিয়ার ফল লাভে সমর্থ হন অথবা বঞ্চিত হইয়া থাকেন? ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন ॥ ১

সে তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়। যে পূর্ব্বে সত্ত্বোৎকর্ষতা হেতু সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল, সে সেই সংস্কার-হেতু পুনরায় সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাযুক্তই হয়। যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে রজোগুণের উৎকর্ষতা হেতু রাজস-শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল, সে পুনরায় সেইরূপ রাজস-শ্রদ্ধাযুক্ত হয় এবং তমোগুণের উৎকর্ষতা হেতু যে তামস-শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল, সে পুনরায় তামস-শ্রদ্ধাযুক্তই হইয়া থাকে। এই জন্য লৌকিক আচারানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের জন্যই এই প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধার ব্যবস্থা। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানজনিতবিবেকযুক্তের স্বভাব-বিজয়হেতু একমাত্র সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাই হইয়া থাকে। এই প্রকরণের ইহাই অর্থ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সত্ত্বগুণে অর্থাৎ ক্রিয়া করে ব্রহ্মের অণুতে থেকে এই পুরুষোত্তম ইনিই ব্রহ্মময়—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি থাকেন তিনিই ব্রহ্ম।—বিশিষ্টসংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণকেই "সত্ত্ব" বলে। অন্তঃকরণের প্রকাশস্বভাবহেতুই উহাকে "সত্ত্ব" বলা হয়। যে অন্তঃকরণে যে প্রকারের সংস্কার প্রবল থাকে, সেই সংস্কার অনুরূপই তাহার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। গুণ সংমিশ্রণহেতু অন্তঃকরণেরও তারতম্য হইয়া থাকে—সেই হেতু শ্রদ্ধারও বৈচিত্র্য ঘটে। শ্রদ্ধা—অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, এইজন্য কেহই একেবারে শ্রদ্ধাহীন হইতে পারে না। জীবের মধ্যে যে গুণই প্রবল থাকুক, সত্ত্বগুণ কিছু থাকেই, সুতরাং শ্রদ্ধাও কিছু থাকিবেই। তাই জীবকে "শ্রদ্ধাময়" বলা হইয়াছে। অবশ্য অত্যন্ত তমঃপ্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে সত্ত্বগুণ অত্যন্ত অস্ফুট থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যে সাত্ত্বিকী বৃত্তির কার্য্য অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাহারা কেবল লোকাচার-মাত্র অনুসরণ করিয়া কার্য্য করে তাহাদের শ্রদ্ধার উৎকর্ষ হয় না। শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার প্রয়োজন। গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ় প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা, কিন্তু অন্তঃকরণ অশুদ্ধ থাকিলে সাত্ত্বিকী দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় হয় না। সাধকের দৃঢ়-শ্রদ্ধা হইতেই সাধনবিষয়ে তাহাদের চিত্ত দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয়। গীতা বলিয়াছেন—শ্রদ্ধাবানেরা অর্থাৎ যাঁহারা তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় তাঁহারাই জ্ঞান লাভ করেন এবং জ্ঞানলাভের পরই পরম-শান্তির উদয় হয়। ক্রিয়া মন দিয়া যিনি যত অধিক করিবেন, ততই তাঁহার সত্ত্বসংশুদ্ধি হইবে, সুষুম্নার মধ্য দিয়া প্রাণধারা প্রবাহিত হইলে ব্রহ্মাণুতে স্থিতিলাভ হইবে, এবং পরে ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সাধক ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া যাইবেন।

ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব থাকে না, তখন সাধক গুণাতীত হইয়া যান। কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থা হইতে নামিয়া আসিলে অথবা ক্রিয়া করিতে করিতে যখন মন কিছু স্থির হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরোধ-অবস্থাপ্রাপ্তি হয় নাই, তখন মনে বিষয় চিন্তা না থাকায় উহা সত্ত্বগুণের অবস্থা বটে এবং ঐ অবস্থা প্রাপ্তি হইলে তখন সাধনায় যে উগ্র প্রযত্ন হয়, তাহা হইতে ধ্যান ও ধ্যান হইতে সমাধি আসন্ন হয়। মুক্তির জন্য সুতীব্র ইচ্ছা হেতু মোক্ষলাভে যে প্রযত্ন হয়, তাহাই সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা—'চেতসঃ সম্প্রসাদঃ'—এই শ্রদ্ধা হইতে চিত্তের প্রসন্নতা হয় অর্থাৎ চিত্তে তখন মল-ভাগ বেশী না থাকায় সাধনাতে প্রযত্নের আধিক্য হয়, প্রযত্নের আধিক্য হইতে চিত্ত মহাস্থিরতার মধ্যে প্রবেশ করে। সমুদ্রের গভীর অতলে ডুব দিয়া যেমন লোকে রত্ন সংগ্রহ করে,সেইরূপ সমাধিমগ্ন যোগী জ্ঞানরত্ন

(শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত—গুণ-ভেদে পূজার প্রকার-ভেদ—
সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তির পূজা)

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪

লাভে কৃতকৃত্য হন। সত্ত্বগুণ যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ততই অণু সদৃশ ব্রহ্ম অনুভূত হইতে থাকে। এই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ হইতে সম্ভূত যে প্রকৃতি—তাহা ব্রহ্মেরই বিকার। ক্রিয়া যত বেশী করিবে ততই তুমি গুণ অতিক্রম করিয়া গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবে। সাধনার ক্রম ও তাহার ফল নিম্নে লিখিত হইল—

কূটস্থই দেবতা, সেই কূটস্থ-মধ্যে নারায়ণ, কূটস্থে মন রাখিলে কূটস্থ যেমন সর্ব্বব্যাপক, সাধকের মনও সেইরূপ সর্ব্বব্যাপক হয়। কূটস্থই ব্রহ্ম, গুরু ও আচার্য্য; কূটস্থে থাকিলে চিত্তের প্রসন্নতা, হয় তাহাই সত্ত্বসংশুদ্ধি ও চিত্তের সত্ত্বগুণে অবস্থিতি। পরম পদ আত্মাতেই রহিয়াছে, যিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও সর্ব্বদা কূটস্থ মন রাখিতে পারেন—তিনিই ঋষি। আত্মায় লক্ষ্য রাখিবার অভ্যাস হইতেই আত্মাতে মনের স্থিতি হয় ও মন আত্মার সহিত এক হইয়া যায়। আত্মাই কূটস্থ এবং ব্রহ্মাণু। ব্রহ্মাণুর মধ্যে ত্রিলোক বর্ত্তমান, ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিলে স্বর্গ, মর্ত্ত সর্ব্বত্রই গমনাগমন করা যায়। কারণ স্বর্গ মর্ত্ত সমস্তই সেই ব্রহ্মের অণুর মধ্যে, সাধক সেই ব্রহ্মাণুর মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনিও যে সর্ব্বত্রই যাইতে পারিবেন, বা থাকিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? কূটস্থের মধ্যেই পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, যিনি শক্তির সহিত সাধন করেন, তিনি এই শরীরের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পান। তিনিই প্রবৃষ্টরূপে শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বত্রে এই জন্য তাঁহাকে "বিষ্ণু" বলে; তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যবান বলিয়া তাঁহার নাম "ভগবান"। আবার কূটস্থের মধ্যে তিনি পরম নির্ম্মল পুরুষোত্তম—এই জন্য তাঁহার নাম শিব। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় তিনি আপনাতে আপনি। তিনি সকল রসের রস অথচ স্বয়ং অরস। ক্রিয়ার পর-অবস্থাই বিজ্ঞানময় অবস্থা, সেখানে আলোকও নাই—অন্ধকারও নাই—তখন তিনি সর্ব্বময়, কারণ "সর্ব্ব" তাঁহারই প্রকাশ। এই জন্য ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যে থাকে—সে সর্ব্বজ্ঞ হয়॥ ৩

অন্বয়। সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ) দেবান্ যজন্তে (দেবগণের পূজা করেন) রাজসাঃ (রাজসিকগণ) যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষ-রাক্ষসদিগকে), অন্যে (অপর) তামসাঃ জনাঃ (তামসিক ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে (প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে)॥ ৪

শ্রীধর। সাত্ত্বিকাদি-ভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্ত ইতি। সাত্ত্বিকা জনা সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে—পূজয়ন্তি। রাজসাস্তু রজঃপ্রকৃতীন্ যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে। এতেভ্যঃ অন্যে বিলক্ষণাঃ তামসাঃ জনাঃ তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে। সত্ত্বাদি প্রকৃতীনাং তত্তদ্দেবাদীনাং পূজারুচিভিঃ তত্তৎপূজকানাং সাত্ত্বিকাদিত্বং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [সাত্ত্বিকাদি গুণভেদ তাহাদের কার্য্য ভেদের দ্বারা দেখাইতেছেন]—সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের পূজা করেন। রাজসব্যক্তি রজঃপ্রকৃতি যক্ষরাক্ষস-

(আসুরিকের পূজা)

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫

গণের পূজা করেন। এতদুভয় হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন যে তামসিকগণ তাহারা তমঃপ্রকৃতি প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দেবতা অর্থাৎ কূটস্থের উপাসনা সত্ত্বগুণাবলম্বীরা করে রজোগুণেতে ধনের উপাসনা করে—এবং ভোগ, ও তমোগুণেতে মৃত্যুর ও পঞ্চভূতের উপাসনা করে।—যাঁহাদের সত্ত্ব-প্রকৃতি স্বাভাবিক তাঁহারা দেবগণের পূজা করেন। কূটস্থই পর-দেবতা, এইজন্য কূটস্থের দর্শনাদি যাঁহাদের নিত্য হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে তাঁহারা সাত্ত্বিক। এই সাত্ত্বিকাদি গুণ কোন্ ব্যক্তির মধ্যে রহিয়াছে, তাহা এইরূপে বুঝা যায় :— একই সাধন সকলকে বলা হইল, একজন কত শ্রদ্ধা সহকারে করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রত্যহ কূটস্থ দর্শন ও স্থিরতার অনুভব হইতে লাগিল। কিন্তু যাহারা রাজসিক, তাহারা অর্থ ও ভোগ চায় সুতরাং তাহারা ক্রিয়া করিয়া ফল পাইতে চাহে। ক্রিয়া করিয়া কিরূপে অন্ততঃ দুই চারিটা ছোট ছোট অনায়াসলভ্য সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার দিকেই তাহাদের বেশী লক্ষ্য থাকে। যাহারা ক্রিয়া করে না, তাহারা কুবেরাদি যক্ষগণকে ও নৈর্ঋতাদি রাক্ষসগণকে পূজা করিয়া ধন-লাভের আশা করিয়া থাকে। ইহার ফলে তাহারা আরও কামজালে জড়িত হইয়া মোক্ষের পথকে অবরুদ্ধ করে। যাহারা তমোগুণী, তাহারা ভূত প্রেতাদির পূজা করে। অনেক অসভ্য জাতিরা—এইরূপ দেবতাকেই পূজা করে। আবার সভ্য জাতির মধ্যেও অনেক পুরুষ বুজরুকি দেখাইয়া লোকের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য ভূত-পিশাচাদির উপাসনা করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিলাভও করে, কিন্তু সেই সিদ্ধির ফলে তাহাদের আরও অধোগতি হয়। আবার কেহ কেহ ভূত-পঞ্চকের উপাসক, তাহাদের দৃষ্টি স্থূল ; সেইজন্য জল, অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চীকৃত ভূতাদির উপাসনায় তাহারা কালক্ষেপ করে, কিন্তু জল অগ্নির মধ্যে যে একমাত্র পর-দেবতা রহিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারে না ; এই জন্য তাহারা অমৃতত্ব লাভ না করিয়া মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর সেই সকল স্বধর্ম্মভ্রষ্ট প্রেতাদির উপাসকগণ বায়ুময় দেহ ধারণ করিয়া উল্কামুখ কট-পূতনাদি নামক প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪

অন্বয়। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহঙ্কার সংযুক্ত) কামরাগবলান্বিতা (কামনা, আসক্তি ও বলযুক্ত) যে অচেতসঃ জনাঃ (যে সকল অবিবেকী জন) অশাস্ত্রবিহিতং (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) ঘোরং তপঃ (ভয়ঙ্কর তপস্যা) তপ্যন্তে (তপঃ আচরণ করে) ॥ ৫

শ্রীধর। রাজস তামসেষ্বপি পুনর্ব্বিশেষান্তরমাহ—অশাস্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাম্। শাস্ত্র-বিধিং অজানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীন পুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকী এব ভবন্তি। কেচিৎ তু মধ্যমা রাজসা ভবন্তি। অধমাস্তু তামসা ভবন্তি। যে পুনঃ অত্যন্তং মন্দভাগ্যাঃ তে গতানু-গত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্ত্তিনঃ সন্তঃ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং—ভূতভয়ঙ্করং তপঃ তপ্যন্তে

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭

চেষ্টা করাই সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য, নচেৎ স্বধর্ম্ম পালন করিবে কে? তাই দুরারোগ্য কলি-দোষ-দূষিত ব্যাধিকে উপশম করিবার জন্যই জগদ্‌গুরু মহাদেব জীবের কল্যাণার্থ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রমতে সাধন করিলেই যে 'অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপস্যা' হয় তাহা নহে। "ত্বয়া কৃতানি তন্ত্রাণি জীবোদ্ধারণ হেতবে"—জীবের নিস্তারের নিমিত্তই তন্ত্রশাস্ত্র আপনি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তন্ত্রে যে ভোগ সাধন বস্তু লইয়া সাধনার কথা আছে, তাহারও উদ্দেশ্য তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ ভোগবাসনা নিবৃত্ত করিয়া দেওয়া। পরে নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিয়া সাধক মোক্ষলাভের উপযুক্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য তন্ত্রে বলিয়াছেন—

"যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষঃ, যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
দেবীপদাম্ভোজ-সমাশ্রিতানা" ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ॥"

যিনি ভোগী তিনি মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না, মুমুক্ষু ব্যক্তিরও ভোগ লাভ হইতে পারে না। যিনি জগন্মাতার চরণ পদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি তন্ত্রোক্ত বিধানমত উপাসনা করেন, তিনি ভোগ ও মোক্ষ দুই প্রাপ্ত হন। এইজন্য তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকারের সাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যেও যোগাভ্যাস বিহিত হইয়াছে; যাঁহারা তত্ত্বান্বেষী তাঁহারা পঞ্চ মকারের গূঢ় উদ্দেশ্য অবগত হইয়া সাধনা করিলেই আর কোন গোলযোগ হয় না; আর যাঁহারা তাহা না করিয়া স্থূলভাবেই সাধন করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারাও যদি প্রকৃত সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিয়া থাকেন তবে তাঁহার নির্দ্দেশ মত চলিলে তাঁহারাও কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন। স্বমাংস-হোম বা ব্রাহ্মণ-রক্ত দ্বারা হোম করিয়া যে ইষ্টদেবতার তর্পণ বিধি আছে—তাহার অর্থ সাধারণে জানে না, এই জন্য গুরুমুখে তন্ত্রাদি শাস্ত্র জানিয়া পড়িতে হয়। মহাভারতের টীকাকার শ্রদ্ধাস্পদ নীলকণ্ঠ জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি তন্ত্রের প্রকৃত রহস্য ও তন্ত্রের সাঙ্কেতিক অর্থ অবগত না হইয়া ঐ সকল কথায় জীবহত্যার সূচনা হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে অশাস্ত্রবিহিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তন্ত্রোক্ত মতে সাধনা অশাস্ত্রবিহিত হইতে পারে না। জীবহত্যার বিষয় বৈদিক যজ্ঞেও আছে, কিন্তু তাহারও আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, বাহ্য অর্থ মাত্র লইয়া বিচার করিলে স্বয়ং বেদও "অশাস্ত্রীয়" হইয়া পড়েন।

কূটস্থে থাকাই প্রকৃত তপস্যা, তাহা না জানিয়া যাহারা ভক্তির সহিত কেবল বাহ্যানুষ্ঠানে আসক্ত হয় তাহাদের তপস্যারও কিছু ফল হয়, কিন্তু যাহারা বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে রত হইয়া শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে, এবং একটা কিছু ফল পাইবার আশায় তপস্যায় রত হইয়া শরীর-মনকে ক্ষীণ করিয়া ফেলে, সে তপস্যা আসুরিক তপস্যা, তাহাতে কূটস্থ দর্শনও হয় না, ক্রিয়ার পর-অবস্থাও লাভ হয় না, তাহা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রয়াস বলিয়া মনে হয় ॥ ৬

অন্বয়। সর্ব্বস্য (সকল প্রাণীর) আহারঃ তু অপি (আহারও) ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি

(রাজসিক আহার)

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [আহারের ত্রিবিধতা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—আয়ু অর্থাৎ জীবন, সত্ত্ব অর্থাৎ উৎসাহ, বল—শক্তি, আরোগ্য—রোগরাহিত্য, সুখ অর্থাৎ চিত্তপ্রসাদ, প্রীতি অর্থাৎ অভিরুচি—ইহাদের বিশেষরূপ বৃদ্ধিকর, অথচ (সেই সব আহার্য্যগুলি) রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত এবং যাহার সারাংশ দেহে চিরকালাবস্থায়ী হয়, এবং তাহা হৃদ্য অর্থাৎ দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম অর্থাৎ মনের আনন্দ হয়—এইরূপ যে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি, তাহা সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আয়ুর্বৃদ্ধি হয় ক্ষীরে, সত্ত্বগুণ ঘৃতে, বল দুগ্ধে, আরোগ্য তিক্তে, সুখ মধু, প্রীতি পায়স—রসাল জিনিষ ঠাণ্ডা; স্থিরা—হবিষ্যান্ন; হৃদ্যা—পায়স ঘৃত মধু মিশ্রিত—এই সকল সাত্ত্বিক আহার। - সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের যাহা প্রিয় আহার এবং যাহা সত্ত্বগুণবর্দ্ধক তাহা কিরূপ হওয়া উচিত—তাহাই বলিতেছেন। (১) এরূপ আহার করিবে যদ্দ্বারা আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়—যেমন ক্ষীর। (২) যদ্দ্বারা মনের উৎসাহ ও শরীরের অবসাদ দূর হয় এবং সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে—যেমন ঘৃত। (৩) যাহাতে বল বৃদ্ধি হয়—যেমন দুগ্ধ। (৪) যদ্দ্বারা পীড়া থাকিলে আরোগ্য প্রাপ্তি হয়—যেমন তিক্ত দ্রব্য। (৫) যদ্দ্বারা সুখ লাভ হয়—যেমন মধু। (৬) যাহা ভোজন মাত্রেই তৃপ্তি লাভ হয়—যেমন পায়স। (৭) যাহা রসযুক্ত বস্তু যেমন মিষ্টফল ও রসাদি,—রসাল বস্তু ভোজনে শরীর ঠাণ্ডা থাকে। (৮) যাহা স্নিগ্ধ বস্তু—যেমন মাখন, তক্র (মাঠা) প্রভৃতি। (৯) যাহা স্থিরা—যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী ভাবে থাকে—যেমন হবিষ্যান্ন। (১০) যাহা হৃদ্যা—যে সকল বস্তু দেখিবা-মাত্র হৃদ্য (মনোরম) বোধ হয়, কোনরূপ অপবিত্রতা যাহাতে নাই—যেমন পায়স, ঘৃত, মধুমিশ্রিত আহার—ইহারাই সাত্ত্বিক আহার। যাঁহারা যোগাভ্যাসে রত, তাঁহাদের প্রথম প্রথম আহারীয় বস্তু সাত্ত্বিক না হইলে সাধনায় অনেক বিঘ্ন হয়। সাধনায় যাঁহারা উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া প্রতিদিন সাধনা করে তাঁহাদের শ্বাসের স্থিরতা বৃদ্ধি হয় এবং স্থিরতা বৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের আহারের পরিমাণ ক্রমশঃই লঘু হইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে শরীর দুর্ব্বল বা রোগগ্রস্ত হয় না ॥ ৮

অন্বয়। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখ শোক ও রোগজনক) আহারাঃ (আহার সকল) রাজসস্য (রাজস ব্যক্তিগণের) ইষ্টাঃ (প্রিয়) ॥ ৯

শ্রীধর। তথা—কট্বিতি। অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে। তেন অতি কটুঃ—নিম্বাদিঃ। অত্যম্লঃ অতিলবণঃ, অত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ। অতি তীক্ষ্ণঃ—মরীচাদিঃ। অতি-রুক্ষঃ—কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ। অতিবিদাহী—সর্ষপাদিঃ। অতিকট্বাদয় আহারা রাজসস্য ইষ্টাঃ—প্রিয়াঃ। দুঃখং—তাৎকালিকং হৃদয়সন্তাপাদি। শোকঃ—পশ্চাদ্ভাবি দৌর্মনস্যম্। আময়ঃ—রোগঃ। এতান প্রদদতি—প্রযচ্ছন্তীতি তথা ॥ ৯

(তামসিক আহার)

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতং চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—(এই শ্লোকে যে "**অতি**" শব্দ আছে তাহা কটু প্রভৃতি সপ্ত শব্দের সহিত সম্বন্ধ)। সেইজন্য—অতি কটু যেমন নিম্বাদি। অতি অম্ল, অতি লবণ ও অতি উষ্ণ—দ্রব্যাদি প্রসিদ্ধ। অতি তীক্ষ্ণ যেমন মরিচাদি। অতি রুক্ষ—যেমন কঙ্গু [কাঙ্গনি ধান্য, পীততণ্ডুলা ইহা মধুর-কষায় রস] ও কোদ্রব [কোদো নামক ধান্য বিশেষ।] অতি বিদাহী—সর্ষপাদি। অতি কটু প্রভৃতি আহার রাজসগণের প্রিয়। তাহা দুঃখ—তাৎকালিক হৃদয়সন্তাপপ্রদ, শোক—পশ্চাদ্জাত দৌর্ম্মনস্য বা অপ্রসন্নতা, এবং আময়—রোগপ্রদ ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কষা, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, ঝাল, রুক্ষি করে যে সকল দ্রব্য, লঙ্কা, মরীচ—ইহা রাজসিক আহার—খেলে দুঃখ আর শোক হয়—ভালরূপে।—যে সকল বস্তুর সেবনে দুঃখ, শোক এবং ব্যাধি উৎপন্ন হয়, এবং যাহা—(১) অতি কটু যেমন নিম্ব, চিরেতা ইত্যাদি, (২) অতি অম্ল—কাঁচা তেঁতুল, চালতা, আমড়া ইত্যাদি, (৩) অতি লবণ (অতিশয় লবণযুক্ত না হইলে কেহ কেহ খাইতে পারে না) (৪) অতি উষ্ণ—যেমন আগজ্বলন্ত ভাত, দুধ ইত্যাদি যাহাতে জিহ্বা পুড়িয়া যায়, (৫) অতি তীক্ষ্ণ—ঝাল, লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি, (৬) অতি রুক্ষ—যে সকল দ্রব্যে রুক্ষি করে—কাউনি, কোদো প্রভৃতি স্নেহহীন দ্রব্য, চালভাজা, ছোলাভাজা ইত্যাদি। (৭) বিদাহী—যাহা খাইলে মুখের ভিতর, পেট, বুক, গলা জ্বলিয়া উঠে যেমন সর্ষপ প্রভৃতি। এই সমস্ত দ্রব্যই রাজসগণের প্রিয়। ইহারা ভোজনকালেও দুঃখপ্রদ কারণ শরীরে কষ্ট অনুভব হয়, ইহার পরিণামও দুঃখজনক, কারণ এতদ্বারা ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই সকল বস্তু সেবনে শরীর অসুস্থ হয় এবং সাধনে বিঘ্ন উৎপন্ন করে, সেইজন্য ক্রিয়াবানেরা এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন ॥ ৯

অন্বয়। যাতযামং (অর্দ্ধপক্ক বা যাহা এক প্রহর পূর্ব্বে পাক হইয়াছে, শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত) গতরসং (রসশূন্য, যাহার সার তুলিয়া লওয়া হইয়াছে) পূতিপর্য্যুষিতং চ (পূর্ব্বদিন পক্ক, বাসি ও দুর্গন্ধযুক্ত) উচ্ছিষ্টম্ অপি (এবং অপরের ভুক্তাবশিষ্ট) অমেধ্যং চ (এবং অপবিত্র) যৎ ভোজনং (যে ভোজ্যবস্তু) [তৎ—তাহা] তামসপ্রিয়ম (তামসগণের প্রিয়) ॥ ১০

শ্রীধর। তথা—যাতযামমিতি। যাতঃ যামঃ—প্রহরো যস্য পক্কস্য ওদনাদেঃ তদ্ যাতযামং—শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তম্ ইত্যর্থঃ। গতরসং—নিষ্পীড়িতসারং, পূতি—দুর্গন্ধং, পর্য্যুষিতং—দিনান্তরপক্কম্, উচ্ছিষ্টম্—অন্যভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যং—অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি এবম্ভূতং ভোজনং—ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ম্ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। যাতযাম—পক্কবস্তু প্রভৃতি, ভোজনের পূর্ব্বে প্রহরাতীত হওয়ায় যাহা শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গতরস—নিষ্পীড়িতসার, যাহার সারাংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। পূতি—দুর্গন্ধময়। পর্য্যুষিত—দিনান্তরের পক্ক। উচ্ছিষ্ট—অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট।

(শ্রদ্ধাহীনের তামস যজ্ঞ)

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞ তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩

এব (দম্ভের জন্য অর্থাৎ নিজ ধার্ম্মিকত্ব বা মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য) যৎ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়) তং যজ্ঞং (সেই যজ্ঞকে) রাজসং বিদ্ধি (রাজস বলিয়া জানিবে) ॥ ১২

শ্রীধর। রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়েতি। ফলম্ অভিসন্ধায়—উদ্দিশ্য, যৎ ইজ্যতে—যজ্ঞঃ ক্রিয়তে। দম্ভার্থঞ্চ—স্বমহত্ত্বখ্যাপনার্থং, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। [রাজস যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন]—ফল অভিসন্ধি করিয়া অর্থাৎ ফলোদ্দেশ্যে, এবং স্ব-মহত্ত্বখ্যাপনার্থ যে যজ্ঞ করা হয়, তাহা রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ও দেমাকের সহিত যে এ রকম করে তাহাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে।—ফললাভ কামনা করিয়া কিংবা আমি ধার্ম্মিক ইহা লোকে জানুক—এই প্রকার বাসনা লইয়া যে যজ্ঞ বা ক্রিয়াদি করে, তাহা রাজসিক। অনেকে সাধন করেন এই উদ্দেশ্যে—যে উহাতে তাঁহার রোগ আরাম হইবে এবং লোকে তাঁহাকে যোগী বলিবে। এইসব উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের ক্রিয়া ভালরূপ হয় না। দাম্ভিক লোকেরা প্রকৃত বড় না হইয়া লোকের নিকট সম্মান প্রতিষ্ঠা চায়। হয়তো লোকে একটা বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, তিনি দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন, লোককে জানান হইতেছে, তিনি কত সময় ধরিয়া পূজা করেন। কিন্তু পূজা হয়তো কিছুই করেন না, কোন পূজার ভাণ করিয়া ঠাকুর ঘরে বসিয়া থাকেন এবং ঢোলেন ॥ ১২

অন্বয়। বিধিহীনং (শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য) অসৃষ্টান্নং (সৎপাত্রে অন্নদানশূন্য) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রবর্জ্জিত) অদক্ষিণম্ (দক্ষিণাশূন্য), শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাশূন্য) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং পরিচক্ষতে (তামস বলিয়াছেন) ॥ ১৩

শ্রীধর। তামসং যজ্ঞমাহ—বিধীতি। বিধিহীনং—শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্। অসৃষ্টান্নং—ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ অসৃষ্টং ন নিষ্পাদিতং অন্নং যস্মিন্ তং। মন্ত্রহীনং—মন্ত্রৈর্হীনং। অদক্ষিণম্—যথোক্তদক্ষিণারহিতং চ শ্রদ্ধাশূন্যং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে—কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [তামস যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন]—শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদির উদ্দেশ্যে অসম্পাদিত অন্ন, মন্ত্রহীন, যথোক্ত দক্ষিণারহিত ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস বলিয়া থাকেন ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর বিশেষরূপে বুদ্ধি স্থির না করিয়া ও ক্রিয়া না করিয়া ও ওঁকার ক্রিয়া না করিয়া, যে কিছু করে সমুদয় তামসিক কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া গুরুবাক্যের দ্বারায় লাভ করিয়া সমুদয় কর্ম্ম করিবে, নচেৎ সব বৃথা।—ক্রিয়া বিধিহীন কখন হয়? যখনই উহা অনিয়মিত রূপে করা হয়, সময়ের ঠিক নাই,

তপস্যা তিন প্রকার—শারীর বাচিক ও মানস।

(শারীর তপ)

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

স্থানের ঠিক নাই, "ব্যাগার ঠেলার মত" কাজ করা। তাহা ছাড়া যাঁহারা নিয়মিত ভাবেও প্রত্যহ করেন, তাঁহারা যদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়াই ধড় মড় করিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়েন, তবে উহা বিধিহীন হয়। উহার নিয়ম বা বিধি এই যে মন দিয়া ক্রিয়া করার পরেও খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকা; যতক্ষণ মন চঞ্চল না হয়। এইরূপ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থার আস্বাদন হয়।

অসৃষ্টান্ন—অন্ন -প্রাণ; অ+সৃষ্ট—মিলিত বা যুক্ত অর্থাৎ যে প্রাণ যুক্ত বা মিলিত নহে অর্থাৎ সচঞ্চল। ক্রিয়া করিয়া স্থিরত্ব অবস্থাকে অনুভব করিতে না পারা।

মন্ত্রহীন—শ্বাসই মন্ত্র, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া প্রাণায়ামাদি যে ক্রিয়া করা হয়, তাহা না করাই মন্ত্রহীন যজ্ঞ। সকল পূজার প্রারম্ভেই প্রাণায়াম করিতে হয়, তাহা না করিয়া পূজা করা।

অদক্ষিণ—দক্ষিণা=ক্রিয়ার শেষ ফল অর্থাৎ পর-অবস্থা, তাহার অপ্রাপ্তিই দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ।

শ্রদ্ধাবিরহিত—শ্রদ্ধা=ভক্তিভাব, বিশ্বাস, মনের নির্ম্মলতা। এই সকল না থাকাই শ্রদ্ধা বিরহিত ভাব। যাহার ক্রিয়াতে ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, এবং অনাদরের সহিত করে বলিয়া ক্রিয়া করিয়াও মন নির্ম্মল হয় না বা সঙ্কল্পশূন্য হয় না—তাহাই শ্রদ্ধা-বিরহিত যজ্ঞ।

ক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষশূন্য ভাবে করিতে হইবে, এবং গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়া করিতে হইবে, কেবল পুস্তক দেখিয়া সাধন করিলে চলিবে না। গুরু যাহা যাহা উপদেশ দিবেন, সেইগুলি ঠিক ঠিক মত করিয়া যাইতে হইবে। তাহা না করিলে পরিশ্রম মাত্রই সার হইবে ॥ ১৩

অন্বয়। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং (দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অর্চ্চনা), শৌচম্ (শৌচ), আর্জ্জবম্ (সরলতা) ব্রহ্মচর্য্যম্ (ব্রহ্মচর্য্য), অহিংসা চ (ও অহিংসা) শারীরং তপঃ (শরীরসাধ্য তপস্যা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৪

শ্রীধর। তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবৎ শারীরাদিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দেবেত্যাদি ত্রিভিঃ। প্রাজ্ঞাঃ—গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ। দেব-ব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকং চ শারীরং—শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ। [তপস্যার সাত্ত্বিকাদি ভেদ দেখাইবার জন্য প্রথমতঃ শারীরাদি ভেদে তপস্যা যে ত্রিবিধ, ইহা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ (অর্থাৎ গুরু ব্যতিরিক্ত অন্য তত্ত্ববিদ্) ব্যক্তির পূজা ও শৌচাদি, আর্জব (সরলতা), ব্রহ্মচর্য্য এবং

অহিংসা—এইগুলি শারীর তপস্যা বলিয়া কথিত হয়। শারীর তপস্যা অর্থাৎ যে তপস্যা শরীর দ্বারা সম্পাদ্য ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দেবতা কূটস্থেতে ধ্যান, ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির নিকট যাওয়া, আত্মাতে থাকা, বিশেষ চৈতন্য ক্রিয়ার দ্বারায় হইয়াছে যাহার তাহার নিকট যাওয়া, 'পূজনং' ক্রিয়া করা—ব্রহ্মেতে থাকা, "আর্জবং" সরল হওয়া অর্থাৎ যাহা মনে তাহাই বলা, "ব্রহ্মচর্য্যং" ব্রহ্মেতেই থাকা, অন্যের ভালতে কাতর না হওয়া—এই শারীরিক তপস্যা।—তপস্যা ত্রিবিধ; তন্মধ্যে শারীর তপস্যার কথা এখানে বলিতেছেন। (১) দেবতার পূজা—পুষ্প ধূপ নৈবেদ্যাদির দ্বারা যথাশাস্ত্র-বিহিত দেবার্চনা,—ইহাই বাহ্য পূজা, কিন্তু যাঁহারা যোগাভ্যাস-নিরত, তাঁহাদের পূজা হইল কূটস্থেতে ধ্যান। কূটস্থের ধ্যান কিরূপে করিতে হয়, তাহা সদ্‌গুরুর নিকট শিখিতে হয়। (২) দ্বিজ—বাহ্য দৃষ্টিতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সৎকার, অন্তর্লক্ষ্যে দ্বিজ হইলেন—ক্রিয়াবান ব্যক্তি, যাঁহার কূটস্থ দর্শন হইয়াছে এরূপ ব্যক্তির সঙ্গ করা এবং তাঁহার সহিত সাধন বিষয়ে আলোচনা করা। ক্রিয়াবানদিগকে দ্বিজ বলা যায় এই জন্য যে তাঁহাদের দুইবার জন্ম হইয়াছে। প্রথম জন্ম—মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া. দ্বিতীয় জন্ম—গুরু যখন কূটস্থ দর্শন করাইয়া দিয়া কূটস্থ দর্শনের উপায় বলিয়া দেন। অর্থাৎ যে "আমি কে" ভুলিয়া যাওয়ায় জীবের দেহাত্মবোধই প্রবল হয়, যখন গুরু কৃপা করিয়া আমার "আমি" কে দেখাইয়া দেন, তখন যে আত্মস্মৃতির উদয় হয়, সেই স্মৃতি হেতু "আত্ম" সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে—তাহাই সংস্কার। (৩) গুরু পূজা—বাহ্যভাবে পিতা, মাতা, আচার্য্যগণের পূজা। অন্তর্লক্ষ্যে—যিনি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পূজাই গুরুপূজা। আত্মাই প্রকৃত গুরু। "আত্মা বৈ গুরুরেকঃ"—আত্মাই একমাত্র গুরু। (৪) প্রাজ্ঞ-পূজা—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পূজা। দ্বিজ ও গুরুর তো পূজা করিতেই হইবে, কিন্তু গুরু না হইলেও বা ব্রাহ্মণ না হইলেও যদি তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি হন, তবে তিনি যে কোন বর্ণেরই হউন তাঁহার পূজা কর্ত্তব্য। আবার অন্তর্লক্ষ্যে তিনিই প্রাজ্ঞ, যিনি ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ সুষুম্না যাঁহার চৈতন্যযুক্ত হইয়াছে, যিনি এ পথের বহু দূরের কথা জ্ঞাত আছেন—তাদৃশ মহাত্মাদের সহিত সঙ্গ করা ও তাঁহাদিগকে সৎকার করা আবশ্যক। (৫) শৌচ—মৃজ্জলাদির দ্বারা শরীর-শুদ্ধি, এবং প্রাণায়ামাদির দ্বারা যে মনঃস্থির হয়, তাহাই শুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকিবার চেষ্টা। (৬) আর্জবম্—অকপট ভাব, মনে যাহা আসে—তাহাই বলা, মনের ভাব গোপন না করা। অন্তর্লক্ষ্যে যখন মন, ইন্দ্রিয় ও বাক্য সংযত হইয়া গিয়াছে। (৭) ব্রহ্মচর্য্য—শাস্ত্রনিষিদ্ধ মৈথুন ত্যাগ। অন্তর্লক্ষ্যে—মন যখন ব্রহ্মাভ্যাসে রত হয় এবং ব্রহ্মেতেই থাকে, তখনই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য হয়। এই ব্রহ্মরত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—"স দেবো ন তু মানুষঃ"। (৮) অহিংসা—প্রাণি-পীড়ন পরিত্যাগ, অন্যের ভাল দেখিয়া ব্যথিত না হওয়া। শ্রুতি বলেন—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" প্রাণিগণকে হিংসা না করা। তাহাদের জীবন নাশ করাই শুধু হিংসা নহে। পরকে পীড়া দেওয়া, মর্ম্মভেদী কথা বলা—এ সবও হিংসা। মানুষ যতদিন স্বার্থপর থাকিবে, ততদিন কোন না কোন প্রকারে

(তামসিক তপস্যা)

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

ইত্যাদি বাক্‌পূজা। মানঃ—অভ্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ দৈহিকী—পূজা। পূজা অর্থলাভাদিঃ। এতদর্থং দম্ভেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে। অতএব চলং—অনিয়তং, অধ্রুবঞ্চ—ক্ষণিকং। যৎ এবম্ভূতং তপঃ তদিহ রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [রাজস তপস্যার কথা বলিতেছেন]—সৎকার অর্থাৎ সাধুকার। লোকে বলিবে ইনি সাধু, ইনি তাপস—ইত্যাদিই বাক্ পূজা। মান—অভ্যুত্থান ও অভিবাদনাদির দ্বারা যে পূজা, তাহাই দৈহিক পূজা। পূজা—অর্থলাভাদি ; অর্থ দানের দ্বারা যে সম্মান প্রদর্শন। এই নিমিত্ত অর্থাৎ "সৎকার," "মান," "পূজা" লাভ করিবার জন্য এবং দম্ভসহকারে যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে সে তপস্যার ফল অনিয়ত বা অনিত্য, এবং অধ্রুব অর্থাৎ ক্ষণিক—এবম্ভূত যে তপস্যা—তাহা এখানে রাজস বলিয়া কথিত ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভাল কর্ম্ম, মান, এবং পূজার নিমিত্ত দম্ভপূর্ব্বক তপস্যা যে করে সে রাজসিক।—লোকে আমাকে তপস্বী বলিবে, নিরাহারী বলিবে, আমাকে দেখিলে সকলে অভিবাদন করিবে, কাহারও গৃহে যাইলে সে গাত্রোত্থান করিয়া সম্মান করিবে, উত্তম ভোজন দিবে, বস্ত্র দান করিবে—এই সব আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া দম্ভের সহিত যে তপস্যার অনুষ্ঠান তাহা রাজস তপস্যা। এই সব তপস্যার ফল অনিয়ত অর্থাৎ চঞ্চল, কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না এবং সেই অল্প ফল লাভও যে ধ্রুব তাহাও নহে, বিনা সাধনায় ফাঁকি দিয়া যে নাম কেনা হয়, তাহা আর কতকাল থাকে ? অথচ এইরূপ লোক-দেখানো তপস্যাতে লৌকিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকার ফল হইতেই শেষ পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ১৮

অন্বয়। মূঢ়গ্রাহেণ (অবিবেক বশে) আত্মনঃ পীড়য়া (নিজেকে কষ্ট দিয়া—দেহেন্দ্রিয়াদির পীড়া দ্বারা) পরস্য উৎসাদনার্থং বা। অথবা পরের বিনাশার্থ) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে তপস্যা করা হয়) তৎ তামসম্ উদাহৃতম্। তাহাকে তামস তপস্যা বলে) ॥ ১৯

শ্রীধর। তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণ—অবিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণ আত্মনঃ পীড়য়া যৎ তপঃ ক্রিয়তে। পরস্যোৎসাদনার্থং বা—অন্যস্য বিনাশার্থম্ অভিচাররূপং, তৎ তামসম্ উদাহৃতং—কথিতম্ ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ। [তামস তপস্যার কথা বলিতেছেন]—অবিবেককৃত দুরাগ্রহ অবলম্বন করিয়া আত্মপীড়ার দ্বারা অথবা অন্যের বিনাশার্থ অভিচাররূপ যে তপস্যা করা হয় তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আপনাকে ক্লেশ দিয়ে (উপবাসাদি) যে কর্ম্ম করে—পরের (না) ভাল হওয়ার নিমিত্তে—তাহাকে তামস ক্রিয়া কহে।—যেমন পর জন্মে রাজা হইবার আশায় পঞ্চতপাদি ক্লেশসাধ্য তপস্যার অনুষ্ঠান, অথবা কোন ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধন বা তাহার বিনাশের জন্য মারণ, উচাটন প্রভৃতির যে অনুষ্ঠান, তাহাই তামসিক

দানের প্রকার ভেদ

(সাত্ত্বিক দান)

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

তপস্যা। আমরা একজন তপস্বীর কথা শুনিয়াছিলাম যিনি কোন লোককে নির্ব্বংশ করিবেন বলিয়া শীতকালে সারা দিনরাত জলে পড়িয়া থাকিতেন, এবং গ্রীষ্মের সময় সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এইরূপ মনোবৃত্তিই দূষণীয়। আমার কথা শুনিল না বা আমার মনের মত হইল না বলিয়া যে একজনের সর্ব্বনাশ করিতে হইবে তাহার মানে কি? আমি অন্যের নিকট হইতে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি সেই কথা মনে রাখিয়া আমাকেও লোকের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিতে হইবে। তবে কখনও কখনও লোককে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহাতে দণ্ডনীয় লোকের এবং অন্যেরও প্রকৃত উপকার হয়। কখনও কখনও ঋষিরা ক্রোধ করিয়া দুষ্ট লোককে সেই ভাবে অভিশাপ দিতেন। তাহাতে কিন্তু দুষ্কর্ম্মকারীর পাপের দণ্ড হইত এবং ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে এবং অন্যকে সচেতন করিয়া রাখিত। যেমন দক্ষের প্রতি ও ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ। ইহা তামসিকতা নহে, এরূপ ক্রোধ লোকহিতির জন্য প্রয়োজন ॥ ১৯

অন্বয়। দাতব্যম্ ইতি (দেওয়া কর্ত্তব্য এই বুদ্ধিতে) অনুপকারিণে (প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে) দেশে (উপযুক্ত স্থানে, বা পুণ্য দেশে) কালে চ (পুণ্য কালে বা উপযুক্ত সময়ে) পাত্রে চ (ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে অথবা উপযুক্ত পাত্রে) যৎ দানং দীয়তে (যে দান দেওয়া হয়) তৎ দানং (সেই দান) সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ (সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ২০

শ্রীধর। পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ— দাতব্যমিতি। দাতব্যমেব ইত্যেব নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে—প্রত্যুপকারাসমর্থায়। দেশে—কুরুক্ষেত্রাদৌ। কালে—গ্রহণাদৌ। পাত্রে চেতি দেশকাল সাহচর্য্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা। পাত্রে—পাত্রভূতায় তপঃ শ্রুতাদি সম্পন্নায় ব্রাহ্মণায় ইত্যর্থঃ। যদ্বা পাত্র ইতি চতুর্থী এবেয়া। পাত্রে ইতি তৃজন্তং। রক্ষকায় ইত্যর্থঃ। স হি সর্ব্বস্মাৎ আপদ্ভ্যঃ দাতারং পাতীতি পাতা, তস্মৈ যদেবম্ভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত দানের ত্রৈবিধ্য বলিতেছেন]—"দান করাই উচিত এই রূপ নিশ্চয় পূর্ব্বক উপকারে অসমর্থ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে দান দেওয়া হয়—কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্যদেশে, গ্রহণাদি সময়ে এবং পাত্রভূত তপস্যা ও শ্রুতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায়—তাহাই সাত্ত্বিক দান। ["পাত্রে"—এইস্থলে চতুর্থী না হইয়া বিবক্ষায় সপ্তমী। পাত্র শব্দে পাত্রভূত অর্থাৎ তপস্যা ও শ্রুতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, অথবা পাত্রে—এই পদেও চতুর্থী (পাতৃ শব্দের চতুর্থীর একবচন)। তাহার অর্থ রক্ষকের উদ্দেশ্যে। সর্ব্ব প্রকার আপদগণ হইতে দাতাকে যে রক্ষা করে, তাহার উদ্দেশে যে দান তাহা সাত্ত্বিক] ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যাহার দ্বারায় কোন উপকার হবে না, দেশ কাল পাত্র

ইষ্টদেবতা বা অন্তর্য্যামী ভগবানই সদ্‌বস্তু আর সবই অসৎ, সেইজন্য ইষ্টদেবতা বা পরমাত্মাই প্রকৃত সৎপাত্র ; "দেশ"—অস্থিতির মধ্যে যে স্থিতি, চিরচঞ্চলতার মধ্যে যাহা একমাত্র অচঞ্চল—যাহাকে পরম পদ বলে "পদং তৎ পরমং বিষ্ণো"—চাঞ্চল্য হইতে অচঞ্চল ভাব বিলক্ষণ বলিয়া সেই অচঞ্চল ভাবের যেখানে পরিস্থিতি—তাহাই দেশ, কারণ দেশ কল্পনা না থাকিলে কালের কল্পনা করা যায় না সুতরাং উদ্ধার লাভ দেশ ও কাল সাপেক্ষ। অনুপকারী পাত্র—উপকার করিতে হইলেই কার্য্য আবশ্যক, যেখানে আপনা হইতে সব কাজ বন্ধ, যাহার ক্রিয়ার পর অবস্থা—তাহা অপেক্ষা অনুপকারী পাত্র আর হইতে পারে না। সেইরূপ পাত্রের উদ্দেশ্যে জাগতিক বা অসৎ বস্তুর যে ত্যাগ বা তাহাতে সমর্পণ—তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ ॥ ২০

[দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যাখ্যাতাগণ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা নাকি আধুনিক ব্যাখ্যাতাদের কাহারও কাহারও মনোমত হয় নাই। তাঁহারা সেই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাইয়াছেন। প্রাচীনেরা শাস্ত্রসিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধনশীল ; যাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানও নাই এবং শাস্ত্র বাক্যেও বিশ্বাস নাই, তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা কঠিন সন্দেহ নাই এবং এই জন্যই ঋষি-বাক্যে তাঁহারা অনুদারতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। পীড়ায় কাতর একজন মুচি বা ডোমকে দান করা বা সাহায্য করা যে ঋষিদের অনভিপ্রেত এ কথা কোন শাস্ত্রেও নাই বা তাহার ভাষ্য টীকাতেও নাই। দানের উপযুক্ত পাত্রকেই দান করিতে হইবে, অপাত্রে বা কুপাত্রে দান দেওয়া না হয় ইহাই টীকাকারদের অভিপ্রায়। যে দেশের শাস্ত্রকারগণ দীন দুঃখী (নৃ যজ্ঞ), পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের (ভূত যজ্ঞ) জন্য নিত্য বলি সংগ্রহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেই শাস্ত্র প্রণেতারাই যদি অনুদার হন, তবে জগতে উদারতা কোথায় তাহাতো বুঝিতে পারি না। তবে সেকালে তাঁহারা যেরূপ দেশ, কাল, পাত্র উপযুক্ত মনে করিতেন আধুনিক লোকেরা আর সেই সব দেশ, কাল, পাত্রের সম্বন্ধে সেরূপ শ্রদ্ধা বহন করেন না, সুতরাং সেই সব পাত্রকে তাঁহারা তাদৃশ উপযুক্ত মনে করেন না। ইহা প্রাচীনদের বুদ্ধির ভুল বা আধুনিকদের মতিভ্রম তাহা বুঝা যায় না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানের যোগ্য পাত্র, ও দান দিবার উপযুক্ত কাল প্রাচীনদের যাহা ধারণা ছিল এখন সে ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। তাহা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সে বিচার এখন করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ সে কাল এ কাল নহে। প্রাচীনেরা ভৈক্ষ্যাচরণ সকলের সম্বন্ধে স্বীকার করেন নাই। যে খাইতে পায় নাই তাহাকে অন্ন দিবে, যে রোগী তাহাকে শুশ্রূষা করিবে, যে অসমর্থ তাহাকে সাহায্য করিবে, যে ভীত তাহাকে অভয় দান করিবে—এরূপ শাস্ত্রোপদেশ তো সমস্ত গৃহীরই প্রতিপাল্য। শাস্ত্রকারগণ পঞ্চ মহাযজ্ঞ গৃহস্থের পক্ষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ওরূপ দানের কথা এখানে বলা হয় নাই, উহা প্রত্যেকের নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে। যে ক্ষুধাতুর সে মুচি হউক, ডোম হউক, চণ্ডাল হউক, তাহার পক্ষে অন্নই পথ্য, সুতরাং ক্ষুধাতুরকে অন্ন দানের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই। এমন কি অবজ্ঞা পূর্ব্বক বা অহঙ্কৃত হইয়া দান করাও নিষেধ, এই জন্য শাস্ত্রকারগণ পূর্ব্ব হইতেই দাতাকে, "হ্রীয়া দেয়ং, ভীয়া দেয়ং সংবিদা দেয়ম্" বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন আর্য্য ঋষিদের চরম লক্ষ্য ছিল, তাঁহারা সব ব্যবস্থা সেই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্নদান, ঔষধদান শুশ্রূষা বা জীবসেবা এ সমস্তই মহৎ কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষাও মহত্তর কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা সেই দিকে জীবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যে দান দ্বারা এই ভূতময় স্থূল শরীর মাত্র রক্ষা হয়, আধ্যাত্মিক নিত্য জীবনের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ কোন সাহায্য করে না, তাহাকে তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অন্ন দিয়া ক্ষুধাতুরের আজ ক্ষুধার উপশান্তি করা হইল বটে কিন্তু আবার যে ক্ষুধা পাইবে তাহার নিবৃত্তি হইবে কি করিয়া? যে কর্ম্ম-পাশে বদ্ধ হইয়া জীব বিবিধ ক্ষুধায় উৎপীড়িত হইয়া দিনরাত জ্বলিতেছে, যে সকল ক্ষুধা এই পার্থিব অন্নে মিটিবার নহে, মানবের সেই চিরদিনকার ক্ষুৎপিপাসা, অশান্তি, উপদ্রব বিদূরিত হইয়া যাহাতে সে সম্পূর্ণ নিরাময়

(ব্রহ্মের নির্দ্দেশ)

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা ॥ ২৩

অন্বয়। 'ওঁ তৎ সৎ' ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) ব্রহ্মণঃ নির্দ্দেশঃ (ব্রহ্মের নাম) স্মৃতঃ (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে)। তেন (তদ্দ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণাদিত্রি বর্ণ) বেদাঃ চ (বেদ সকল) যজ্ঞাঃ চ (ও যজ্ঞসমূহ) পুরা (পূর্ব্বকালে বা সৃষ্টির আদিতে) বিহিতাঃ (সৃষ্ট হইয়াছে) ॥ ২৩

শ্রীধর। নন্থ এবং বিচার্য্যমাণে সর্ব্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামসপ্রায়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদি প্রয়াসঃ ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপাদনপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ—ওমিতি। ওঁ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ—পরমাত্মনো, নির্দ্দেশো—নাম ব্যপদেশঃ, স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ। তত্র তাবৎ "ওমিতি ত্রিবৃৎব্রহ্ম, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধরোমিতি ব্রহ্মণো নাম। জগৎ-কারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ, অবিদুষাং পরক্ষোত্বাচ্চ। তৎ শব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম। পরমার্থসত্ত্বসাধুত্বপ্রশস্তত্বাদিভিঃ সৎ-শব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ। অয়ং ত্রিবিধোঽপি নামনির্দ্দেশো নির্গুণমপি সগুণীকর্ত্তুং সমর্থ ইত্যাশয়েন স্তৌতি। তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ, বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা—সৃষ্ট্যাদৌ, বিহিতাঃ—বিধাত্রা নির্ম্মিতাঃ সগুণীকৃতা ইতি বা। যদ্বা যস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশঃ তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাঃ। তস্মাৎ তস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশঃ অতি প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল এরূপ বিচারে তো সমস্ত যজ্ঞ তপস্যা দানাদিই রাজস বা তামস-প্রায় হয়, অতএব যজ্ঞাদির জন্য প্রয়াস বৃথা—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে তথাবিধ হইলেও, তাহাদের সাত্ত্বিকত্ব উপপাদনোপায় অর্থাৎ তাহাদিগকে সাত্ত্বিক করিবার উপায় আছে। সেই উপায় কি, তাহাই বলিতেছেন]—**ওঁ তৎ সৎ** এই তিনটি পরমাত্মার নির্দ্দেশ অর্থাৎ নাম দ্বারা ব্যপদেশ শিষ্টগণকর্ত্তৃক কথিত। তন্মধ্যে অকার, উকার, মকার স্বরূপ এই যে ত্রিবৃৎ ওঁকার ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মের নাম। জগৎকারণ বলিয়া অতি প্রসিদ্ধ এবং অবিদ্বান ব্যক্তিদিগের পরোক্ষ (অগোচর) বলিয়া "তৎ" শব্দও ব্রহ্মেরই নাম, আর পরমার্থ সত্তা, সাধুত্ব ও প্রশস্ততা প্রভৃতি বুঝায় বলিয়া "সৎ" শব্দও ব্রহ্মেরই নাম। শ্রুতিতেও আছে—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।' এই ত্রিবিধ নাম নির্গুণকেও সগুণ করিতে পারে—এইরূপে প্রশংসা করিতেছেন। এই ত্রিবিধ ব্রহ্মের নাম দ্বারা সৃষ্টির আদিতে ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ-বিহিত অর্থাৎ বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বা গুণান্বিত করা হইয়াছে। অথবা যে ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম সেই পরমাত্মা কর্ত্তৃক পবিত্রতম ব্রাহ্মণাদি সৃষ্ট হইয়াছেন। অতএব ব্রহ্মের এই যে ত্রিবিধ নির্দ্দেশ বা নাম ইহা অতি প্রশস্ত ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মের তিন স্থান—(১) ওঁকার—এই শরীর রূপ ; (২) তৎ—কূটস্থ , (৩) সৎ—ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মেতে যিনি থাকিবেন, তিনি শরীরে প্রথমে ক্রিয়া করিবেন যাহার নাম যজ্ঞ। দান—ক্রিয়া করিবার

পর মন দেওয়া অর্থাৎ স্থিতি তপোব্রহ্মেতে থাকা। ক্রিয়া করিলেই ব্রাহ্মণ; ক্রিয়া করিয়া স্থিতি হইলেই জানিতে পারে, সেই জানার নাম বেদ--আত্মা ব্রহ্মেতে লীন করার নাম যজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি।—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানেও সময়ে সময়ে অঙ্গহানি হইতে দেখা যায়, সেইজন্য ভগবান বৈগুণ্য নিবারণের উপায় বলিয়া দিতেছেন। প্রকৃত সত্য আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্যকে অন্বেষণ করিতে গিয়া যাহা অসত্য, প্রমাদবশতঃ অনেক সময়ে তাহাকেই সত্য বলিয়া মনে হয়, এ ভুল যাহাতে না হয় ভগবান তাহারই উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। সূর্য্যের আলোকসম্পাতে যেমন সমুদায় বস্তুই আলোকিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ আত্মার প্রকাশ এই দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির মধ্যে প্রকাশ আনিয়া দিয়াছে, তাহাতেই এই সকলকে চৈতন্যযুক্ত বলিয়া ভ্রম হয়। এখন যতদিন এই চেতয়িতাকে ধরিতে পারা না যায় ততদিন আত্মেতর বস্তুকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। প্রকাশের আধার অনন্ত, কিন্তু প্রকাশময় বস্তুটি এক অদ্বিতীয়। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে এবং অতীন্দ্রিয় সত্তা সমস্তই তাঁহার রূপ বা প্রকাশ। "সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে" যাহা কিছু সব তিনি, আবার সকলের নিয়ন্তাও তিনি। সমস্ত নামরূপের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ সত্তা যে আবৃত হইয়া রহিয়াছে সেই আবরণ উন্মোচিত না হইলে তিনি যে কি তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। "হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে"—সত্যের অনুসন্ধানী আমার জ্ঞানলাভের জন্য হে পবনাত্মন্ "তৎ" সেই চৈতন্য স্বরূপকে উন্মুক্ত অর্থাৎ প্রকাশ কর। সেই সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের চৈতন্য ভাব জ্যোতির্ম্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে।---ইহাই প্রাচীনতম জ্ঞানীদিগের প্রাণের ঐকান্তিক কামনা। যেই পরম-ধামের চতুর্দ্দিকে যে জ্যোতিঃপুঞ্জ বিচ্ছুরিত হইতেছে সেই জ্যোতিঃ যাঁহার তনুভা, তাঁহাকেই যেন সেই জ্যোতিঃ বা বিবিধ প্রকাশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, যাহাতে তন্মধ্যে চৈতন্য স্বরূপকে বুঝিতে পারা যায়,—হে প্রভু, সেই আবরণ তুমি উন্মোচন করিয়া দাও। জ্যোতিঃর জড়ত্ব ঘুচিয়া তাহাতে যেন চৈতন্যের স্ফূরণ হয়, জ্যোতিঃর অন্তরালে যে তুমিই রহিয়াছ ইহা যেন আমি বুঝিতে পারি। এখানে সেই উপায়টি ভক্তসুহৃদ ভগবান ভক্তকে বলিয়া দিতেছেন। ভগবান যেন ভক্তকে বলিতেছেন—আমার অন্বেষণে তোমাকে এখানে ওখানে কোথাও যাইতে হইবে না। তোমার মধ্যেই আমি রহিয়াছি, ভাবিয়া দেখ তুমি আমারই প্রকাশ মাত্র। একবার দিব্য চক্ষু উন্মীলন করিয়া বুঝিয়া লও যে সাধ্য ও সাধক একই বস্তু। তুমি যে শরীরটিকে দিনরাত বহন করিয়া বেড়াইতেছে বুঝিতে পার কি সে কাহার চৈতন্যে চৈতন্য-যুক্ত হইয়া রহিয়াছে? এই স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি সবই তো জড়। তাহারাই চৈতন্যের ভাণ করিয়া তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছ, তাহারা যে জড় তাহা ভুলিয়া গিয়াছ। এখন যদি সেই জড়াতীতকে অনুভব করিতে চাও তবে এই দেহসমষ্টিকে ভুলিবার চেষ্টা কর। প্রথমে এই স্থূল দেহের অন্তঃস্থিত সূক্ষ্মদেহকে বুঝিবার চেষ্টা কর, তন্মধ্যে আরও সূক্ষ্ম কারণ দেহ রহিয়াছে তাহাকে অন্বেষণ কর। একসঙ্গে সব জড়াজড়ি করিয়া আছে,—এই ত্রিবিধ দেহকে বুঝিলেই তন্মধ্যে দেহাতীত ব্রহ্ম চৈতন্যকেও বুঝিতে পারিবে। সেই ব্রহ্মের প্রকাশ স্থান তিনটি, তন্মধ্যে

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪

স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় একই চৈতন্যের তিনটি বিভাব বুঝিতে পারা যায়। আবার বিলোম ভাবে দেখিলে (১) "সৎ" স্বরূপ ব্রহ্ম যাহা নিত্য সত্য অবিনাশী সত্তা তাহাই পরে নামিতে নামিতে বা ফুটিতে ফুটিতে (২) "তৎ" অর্থাৎ কূটস্থ জ্যোতিঃ, পরে আরও স্থূলভাবে ৩) এই ত্রিপুর সমন্বিত দেহ বা প্রকৃতি সেই জন্য ব্রহ্মকে জানিতে হইলে এই দৃষ্ট স্থূল শরীরকে অবলম্বন করিয়াই সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। নিবিড় ভাবে সাধন করিতে করিতে যত মন ডুবিয়া যাইবে ততই স্থূলভাবের বিস্মৃতি হইবে। ইহাই নিজেকে দেওয়া বা তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণ যত নিবিড়ভাবে হইতে থাকিবে ততই তপোলোকে কূটস্থে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হইবে। এই স্থিতির পরিমাণের ন্যূনাধিক্য দ্বারাই জাতি নির্ণয় হয়। যাঁহাদের এই স্থিতি অত্যন্ত অধিক তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। এই-রূপ ব্রাহ্মণের পদ-রজেই মানবের ভবব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে ॥ ২৩

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই জন্য) ওঁ ইতি (ওঁ এই শব্দ) উদাহৃত্য (উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাং (ব্রহ্মবিদগণের) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম্ম) সততং (নিরন্তর) প্রবর্ত্তন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ॥ ২৪

শ্রীধর। ইদানীং প্রত্যেকং ওঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়ন্ ওঙ্কারস্য তদেবাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ প্রশস্তঃ, তস্মাৎ ওমিতি উদাহৃত্য—উচ্চার্য্যেত্যর্থঃ। বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাঃ ক্রিয়াঃ সততং—সর্ব্বদা অঙ্গবৈকল্যেঽপি প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে। সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ। [এক্ষণে ওঁকারাদির (শব্দত্রয়ের) প্রত্যেকের প্রাশস্ত্য প্রদর্শন করাইবেন, তজ্জন্য প্রথমে ওঁকারের (প্রাশস্ত্য) বলিতেছেন।—যেহেতু ব্রহ্মের এইরূপ নির্দ্দেশ প্রশস্ত অতএব 'ওঁ' এই শব্দ উদ্ধার করিয়া বেদবাদীদিগের যজ্ঞাদি শাস্ত্রোক্ত যে ক্রিয়া তাহার অঙ্গ-বৈকল্য হইলেও প্রকৃষ্ট হয় [অর্থাৎ ওঁকার উচ্চারণের ফলে সগুণ হয়] ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা— তন্নিমিত্তে এই শরীরের দ্বারাই আত্মক্রিয়া করিলেই দেখিতে পাইবে যে আত্মা ক্রিয়ার পর আপনা আপনি স্থির হইয়াছে এবং আত্মা ব্রহ্মেতে অর্পণ হইয়াছে ও স্বরূপে কূটস্থ ব্রহ্মে অবস্থিতি হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা—এই রকম কর্ম্মেতে ব্রহ্মবাদী যাঁ'রা সদা সর্ব্বদা থাকেন।—ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনা এবং ধ্যান ধারণা করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছেন সেই সকল আত্মবিৎ পুরুষেরা বলিয়া থাকেন এই শরীরের দ্বারাই আত্মক্রিয়া করিবে। বাস্তবিক "ওঁ" শব্দ মুখে বলিলে শুধু হইবে না, ইহা অনুচ্চার্য্য, এই ওঁকার যে শরীর-ত্রয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তৎসম্বন্ধীয় একটি সাধন আছে যে সাধন অভ্যাসের ফলে শরীরে যে অহংজ্ঞান আছে তাহা তিরোহিত হয়। ক্রিয়াভ্যাস করিলেই আপনা আপনি সেই স্থিরাবস্থা আসে, যেখানে আমিও থাকে না, আমারও থাকে না; তখনই সমস্ত কর্ম্ম

(তৎ)

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫

ব্রহ্মার্পণ হয় ও স্বরূপে অবস্থান হয়। তাঁহাদেরই যজ্ঞ দানাদি অর্থাৎ ক্রিয়া করা ও ক্রিয়াদানও এই অবস্থায় হইয়া থাকে। কিরূপে তাহা হয় এবং সেই যজ্ঞদানাদি যে কি তাহা ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। এই ওঁকারের সাধনাই কিন্তু ব্রহ্মে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণের উপায় ॥ ২৪

অন্বয়। তৎ ইতি ("তৎ" এই শব্দ) [উচ্চারণ করিয়া] ফলম্ অনভিসন্ধায় (ফলের অভিসন্ধি না করিয়া) মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মুমুক্ষুগন কর্ত্তৃক) বিবিধাঃ (অনেক প্রকার) যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ দান ক্রিয়াঃ চ (যজ্ঞক্রিয়া, তপঃক্রিয়া ও দানক্রিয়া) ক্রিয়ন্তে (করা হয়) ॥ ২৫

শ্রীধর। দ্বিতীয়ং নাম প্রশংসতি—তদিতি। উদাহৃত্য ইতি পূর্ব্বস্য অনুষঙ্গঃ। তদিতি উদাহৃত্য—উচ্চার্য্য শুদ্ধচিত্তৈঃ মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ, ফলাভিসন্ধিম্ অকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে। অতঃ চিত্তশোধনদ্বারেণ ফলসঙ্কল্পত্যাজনেন মুমুক্ষুত্বসংপাদকত্বাৎ তচ্ছব্দনির্দ্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

বঙ্গানুবাদ। [দ্বিতীয় নামের (তৎ) প্রশংসা করিতেছেন]—পূর্ব্বশ্লোকস্থ "উদাহৃত্য" এই শব্দের সহিত "তৎ" পদের অনুষঙ্গ অর্থাৎ অন্বয়। "তৎ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধচিত্ত মোক্ষকাঙ্ক্ষী পুরুষগণ ফলাভিসন্ধান না করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন। অতএব চিত্তশোধনদ্বারে (চিত্তশুদ্ধি দ্বারা) ফলসঙ্কল্পত্যাগ দ্বারা মুমুক্ষুত্বসম্পাদকত্ব হেতু (অর্থাৎ ফল-কামনা ত্যাগ মোক্ষসাধক বলিয়া এই জন্য) "তৎ" শব্দ নির্দ্দেশ প্রশস্ত ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থেতে প্রবেশ করে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত ক্রিয়া করে—ব্রহ্মে থেকে—দান ও বিবিধ রকমের অনুষ্ঠান মোক্ষাকাঙ্ক্ষী লোক—ক্রিয়া করেন। মোক্ষাকাঙ্ক্ষীরা কূটস্থে লক্ষ্য রাখিয়া যাবতীয় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহার ফলে তাঁহারা কূটস্থে প্রবেশ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া যান। যেমন তিলের মধ্যে তৈল, দধির মধ্যে ঘৃত, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি, সব ঘষণে হয়, তদ্রূপ ক্রিয়া করিলে আত্মার প্রকাশ অনুভব হয়। যে আত্মাকে এমনই দেখিবার, বুঝিবার উপায় নাই, আছেন কি নাই এ সন্দেহও হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে আছেন, তিনি যে সত্য তাহাই কূটস্থে থাকিতে থাকিতে অনুভব হয় যেন তাঁহাকে দেখিতেছি। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সেই আত্মাকে জানার মূল কিন্তু কূটস্থে থাকা। ব্রহ্ম অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে হৃদয়স্থ হইয়াও আনখাগ্র কেশ পর্য্যন্ত সকল শরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সেই অণুস্বরূপ আত্মাই অন্যের শরীরেও ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এইজন্য অপরে যাহা মনে করে, নিজ মনে তাহা অনুভব হইতে পারে। সাধারণতঃ অনুভব হয় না মন চঞ্চল বলিয়া। চঞ্চল মন স্থির হইলে সকলকার মনের ভাব নিজের মনের মধ্যে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এ অবস্থাতে জানা, না জানা, এ মন সে মন প্রভৃতি পৃথক ভাবে রহিয়াছে, কিন্তু ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা পরব্যোমেতে আরোহণ করিতে পারিলে আর নানাত্বের উপলব্ধি নাই, কারণ সেখানে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই ॥ ২৫

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

না। উহাই শান্তিপদ, সেখানে প্রাণ স্থির সুতরাং কর্ম্ম কিছুই থাকে না। এই পরম মঙ্গল-ময় অবস্থা যে সাধনার দ্বারা প্রাপ্তি হয় সেই কর্ম্মও সৎ এবং যাঁহারা এই কর্ম্মে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকেন তাঁহারাই সাধু ॥ ২৬

অন্বয়। যজ্ঞে, তপসি দানে চ (যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে) স্থিতিঃ (যে নিষ্ঠা বা তৎপরতা) সৎ ইতি চ (সৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। তদর্থীয় (ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে) কর্ম্ম চ এব (কর্ম্মও) সৎ ইতি এব অভিধীয়তে (সৎ বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৭

শ্রীধর। কিঞ্চ - যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞাদিষু যা স্থিতিঃ—তাৎপর্য্যেণ অবস্থানং তদপি সদিত্যুচ্যতে। যস্য চেদং নামত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ—ফলং যস্য তৎ তদর্থং কর্ম্ম—পূজোপহার-গৃহাঙ্গনপরিমার্জ্জনোপলেপন-রঙ্গ-মাঙ্গলিকাদিক্রিয়া, তৎ সিদ্ধয়ে যদন্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে উদ্যান-শালিক্ষেত্র ধনার্জ্জনাদি বিষয়ঃ তৎ কর্ম্ম তদর্থীয়ং। তচ্চ অতিব্যবহিতমপি সদিত্যেব অভিধীয়তে। যস্মাৎ এবং অতিপ্রশস্তম্ এতন্নামত্রয়ং, তস্মাৎ এতৎ সর্ব্বকর্ম্মসাদ্-গুণ্যার্থং কীর্ত্তয়েৎ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র চ অর্থবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে। 'বিধেয়ং স্তূয়তে বস্তু' ইতি ন্যায়াৎ। অপরে তু "প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ" "ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ" ইত্যাদি বর্ত্তমানোপদেশঃ "সমিধো যজতি" ইত্যাদিবৎ বিধিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাহুঃ। তত্তু 'সদ্ভাবে সাধুভাবে চ' ইত্যাদিষু প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ ন সংগচ্ছত ইতি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বিধিবল্পনৈব জ্যায়সী ॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]-যজ্ঞাদিতে অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্যায় ও দানে যে স্থিতি—তাৎপর্য্য বা তৎপরতারূপে যে অবস্থান তাহাও সৎ বলিয়া কথিত হয়। 'ওঁ তৎ সৎ' এই নামত্রয় যাঁহার তিনিই পরমাত্মা সেই পরমাত্মা হন "অর্থ" অর্থাৎ ফল যাহার এইরূপ যে কর্ম্ম—তাহাই তদর্থীয় কর্ম্ম—যেমন পূজোপহার সংগ্রহ, দেবগৃহাঙ্গন-পরিমার্জ্জন, উপলেপন, চিত্রবিচিত্রকার্য্য ইত্যাদি যে মাঙ্গলিক কর্ম্ম, এবং এই কর্ম্মগুলি সিদ্ধির জন্য করা হয় যে পুষ্পোদ্যান, ধান্যক্ষেত্র, ও ধনার্জ্জনাদিরূপ যে কর্ম্ম—তাহাই তদর্থীয় কর্ম্ম', সেই কর্ম্ম অতিশয় ব্যবহিত হইলেও "সৎ" এই বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু (ওঁ তৎ সৎ) এই নামত্রয় অতি প্রশস্ত, সেইজন্য সকল কার্য্য সদ্‌গুণযুক্ত করিতে হইলে এই নামত্রয় কীর্ত্তন করাই বিধি—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এ বিষয়ে অর্থবাদ (প্রশংসা) অনুপপত্তি হয় বলিয়া বিধি কল্পনাই উচিত। কারণ 'বিধেয়ং স্তূয়তে বস্তু'—বিধেয় বস্তুর স্তব করা হইয়া থাকে, এই ন্যায়ানুসারে বিধি-কল্পনাই উচিত। অপর কেহ বলিয়া থাকেন যে "প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ" "ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বর্ত্তমান উপদেশ "সমিধো যজতি" ইত্যাদির ন্যায় বিধিরূপে পরিণমনীয় অর্থাৎ বিধিরূপে পরিণত করিতে হইবে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে, কারণ "সদ্ভাবে সাধুভাবে" এই শ্লোকে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে বিধি-কল্পনাই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ "ওঁ তৎসৎ" কেবল অর্থবাদ বা প্রশংসার্থ ব্যবহার হয় না, উহা কীর্ত্তন করাই বিধি ॥ ২৭

শ্রীধর। ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্ত্যর্থম্ অশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং—হবনং, দত্তং—দানং, তপঃ তপ্তং—নির্ব্বর্ত্তিতং। যচ্চ—অন্যদপি কৃতং কর্ম্ম। তৎ সর্ব্বং অসৎ ইত্যুচ্যতে। যতঃ তৎ প্রেত্য - লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ। নো ইহ—ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি অযশস্করত্বাৎ ॥ ২৮

রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং সকল কর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য অশ্রদ্ধাকৃত কর্ম্ম সকলের নিন্দা করিতেছেন।—অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক হুত অর্থাৎ হবন, দত্ত অর্থাৎ দান, আর তপ্ত অর্থাৎ সম্পাদিত তপস্যা। আর অন্য যাহা কৃত কর্ম্ম, সে সমস্তই অসৎ বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু তাহা অঙ্গবৈগুণ্য হেতু লোকান্তরে কোন ফল দান করে না আর অযশস্কর হেতু ইহলোকেও ফলপ্রদ হয় না ॥ ২৮

শ্রীধরস্বামী এই অধ্যায়ের সারার্থ বলিতেছেন—

রজস্তমোময়ী শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়া সত্ত্বময়ী শ্রদ্ধার যে আশ্রয় করে, সে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হয়—ইহাই সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্রহ্মেতে না থেকে হোম করা (ওঁকারের ক্রিয়া), দেওয়া (ক্রিয়া দান), তপস্যা করা অর্থাৎ কূটস্থে থাকা—ব্রহ্মেতে না থেকে করিলেই অসৎ হইল, তাহার ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ নাই।—কর্ম্ম যদি তদর্থীয় না হয় তবেই অসৎ হইল। কর্ম্ম কিরূপে তদর্থীয় হয়? শ্রদ্ধার সহিত সাধন করিলেই অভিমান নষ্ট হইয়া যায়, অভিমানের সহিত কর্ম্ম যদি ভালও হয় তবুও তাহা শুভফল প্রদান করে না। গুরুর উপদেশ, শাস্ত্রোপদেশ অমান্য করিয়া যাহারা স্বেচ্ছাচার বশে কার্য্য করে তাহাদের কার্য্য কখনও সাত্ত্বিক হয় না। অর্থাৎ সে কার্য্যের দ্বারা কখনও সুষুম্নায় প্রাণ প্রত্যাবর্ত্তন করে না। সুষুম্নায় প্রাণ পরিচালিত হইলে তবে যে কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তাহা সমস্তই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। এইরূপে যে কর্ম্ম সাত্ত্বিক নহে, তাহাতে প্রবৃত্তির প্রাবল্য থাকায় তাহা ইহকালেও আনন্দজনক হয় না, এবং পরকালেও মঙ্গলদায়ক হইতে পারে না। কেন সাত্ত্বিক ভাবে কর্ম্ম হওয়া আবশ্যক? সাত্ত্বিকভাব অর্থাৎ সুষুম্নায় প্রাণ প্রবাহিত না হইলে কাহারও আত্মপ্রত্যক্ষ হয় না, এবং স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদির অতীত হওয়া যায় না। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহরূপ উপাধি থাকিতে কাহারও প্রকৃত জ্ঞান ভক্তির উদয় হয় না। ইড়া পিঙ্গলায় যাহাদের শ্বাস বহে তাহারা জ্ঞানলাভের অধিকারী নহে, সেইজন্য শ্বাস যাহাতে সুষুম্নায় প্রবাহিত হয় এইরূপ ভাবে সাধনায় প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ব্রহ্মে স্থিতি লাভ হইবে। ব্রহ্মে স্থিতি লাভ না করিয়া ওঁকার ক্রিয়াই কর, আর কূটস্থেই থাক বা সহস্র সহস্র লোককে ক্রিয়াদানই কর তাহাতে কোন প্রকৃত কল্যাণ লাভ হইবে না। ঐ সকল ক্রিয়া করিলে তজ্জনিত কিছু বাহ্যিক সিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু

বিদীর্ণ করিয়া বধ করিয়াছিলেন। এবং এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে মহাবাহু বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অর্জ্জুন বলিতেছেন হে শ্রীকৃষ্ণ! সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক বিচার পূর্ব্বক (অর্থাৎ তাহাদের পার্থক্য) জানিতে ইচ্ছা করি॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-শরীরের তেজের দ্বারা প্রকাশ হইতেছে:—সন্ন্যাস আর ত্যাগের পৃথক কি?—ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে দ্বিজাতির জন্য বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে চতুরাশ্রমই বিহিত হইয়াছে। চতুরাশ্রম যথাক্রমে (১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ ও (৪) সন্ন্যাস। প্রত্যেক পরবর্ত্তী আশ্রমের যোগ্যতা লাভ করিতে হয় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রম হইতে, সুতরাং কোন আশ্রমটিকেই ত্যাগ করা চলে না। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাগারগুলিতে পৃথক পৃথক শ্রেণী বিভাগ আছে, এবং প্রত্যেক পাঠার্থীকে এক একটি শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস করিয়া পরবর্ত্তী শ্রেণীর পাঠ্য পড়িবার যোগ্যতা লাভ করিতে হয় এবং যোগ্যতা লাভ হইয়াছে কিনা তজ্জন্য পরীক্ষা দিতে হয়, পরীক্ষার পর যোগ্য বিবেচিত হইলে ছাত্রকে উচ্চ শ্রেণীতে পাঠের অধিকার দেওয়া হয়। ভারতবর্ষীয় বর্ণাশ্রম বিভাগকেও উক্তরূপ শ্রেণীবিভাগের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পার্থক্য এই যে শিক্ষাগারের শ্রেণী-বিভাগ সংখ্যায় বহু হইলেও তাহা কয়েক বৎসরের চেষ্টাতেই অতিক্রম করা যায়, কিন্তু ঋষিদের বর্ণাশ্রম বিভাগের উন্নত শ্রেণীর অধিকার লাভ কতিপয় বর্ষের মধ্যে ঘটিয়া না, এমন কি বহু জন্মও লাগিতে পারে। জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া এই সংসার-পাঠাগারে পাঠাভ্যাসের জন্য জীবসমূহ প্রেরিত হয়: যেমন পাঠাভ্যাসে নিপুণতা লাভ করিতে থাকে, শিক্ষার্থীগণ পরজন্মে তদনুরূপ উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে আসিয়া মিলিত হয়। উদ্দেশ্য আরও উচ্চতর শিক্ষালাভ। এই সংস্কারানুযায়ীই জীব আগামী জন্মের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। যাহার যেরূপ অভ্যাস ও চেষ্টা সে তদনুরূপ ফল লাভ করে। এই শিক্ষার চিহ্ন প্রতি জন্মেই সংস্কাররূপে প্রত্যেক জীবের শরীরে, ইন্দ্রিয়ে ও মনে লাগিয়া থাকে। তাহারই ফলে চারি প্রকারের জীব জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) মুক্ত, (২) মুমুক্ষু, (৩) সংসারী, ও (৪) পাষণ্ড। প্রথম—মুক্ত পুরুষ—ইহারা জ্ঞানী, ইঁহাদের পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে। মোক্ষরূপ পরমানন্দের অধিকারী হওয়ায় তাঁহাদের আর কর্ম্মের সহিত বাধ্য বাধকতা নাই, সুতরাং কর্ম্মলেপও আর তাঁহাদের থাকিতে পারে না। (২) মুমুক্ষু, (৩) সংসারী ও (৪) পাষণ্ড—এই তিন শ্রেণীর অভ্যুদয়ের নিমিত্ত কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে—এবং বর্ণবিভাগও তাঁহাদের কর্ম্মের আনুকূল্যের জন্যই ব্যবস্থিত। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরা মুমুক্ষু, ক্ষত্রিয়েরা মুমুক্ষু ও সংসারী, বৈশ্যেরা সংসারী এবং নীচবৃত্তিযুক্ত ক্রূর পাষণ্ডেরাই শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সর্ব্বনিম্নশ্রেণীরাও কর্ম্মানুযায়ী ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন, শাস্ত্রে তাহার ব্যবস্থা আছে, এই ক্রমোন্নতির ফলে তাঁহারা সংসারী ও মুমুক্ষু হইয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ গৃহস্থ হইয়া বর্ণবিহিত গৃহস্থাশ্রমের নিয়মাদি প্রতিপালন করিয়া ও সাধনায় সফলকাম হইবার জন্য পূর্ণরূপে আত্মবল প্রয়োগের জন্য তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম ও আপনাকে উপযুক্ত বোধ করিলে সন্ন্যাসাশ্রম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন। এখন যেমন অধিকার থাক বা না থাক ইচ্ছা হইলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায়, পূর্ব্বকালে এইরূপ স্বেচ্ছামত সন্ন্যাসগ্রহণের

করাকেই "বিবদিষা" সন্ন্যাস বলে। ইহা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাস নহে, ইহা সন্ন্যাসের শিক্ষানবিশী মাত্র।

এই অধ্যায়ে "ত্যাগ" ও "সন্ন্যাস" বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই দুইটি শব্দের ধাতুগত অর্থ একই, কিন্তু "ত্যাগ" শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে গৃহীত হইয়াছে। এই "ত্যাগ" কথাটির আলোচনায় দেখা যায় "ত্যাগ" শব্দটি ভগবদ্গীতার নিজস্ব ও সন্ন্যাস হইতে উহার যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহাও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের কল্যাণের জন্য ত্যাগের একটি বিশিষ্ট পন্থা উদ্ভাবন করিয়া যেন লোকচক্ষুর সম্মুখে উহাকে নূতন করিয়া ধরিলেন। ইহা বেদবিরুদ্ধ নহে, কিন্তু তখনকার সমাজে উহা অবিজ্ঞাত ও অপ্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। বহুপূর্ব্বে কৃত যুগাদিতে ত্যাগ ও সন্ন্যাসকে পৃথক করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু কালচক্রের বিড়ম্বনায় জীবের মতিগতি যখন হীন ও অশুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, তখন আবার এই সন্ন্যাস ও ত্যাগের কথা জনসমাজে প্রচার করার প্রয়োজন হইয়াছিল। সন্ন্যাস ও ত্যাগের ধাতুগত অর্থ যে একই তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু কালক্রমে সন্ন্যাসের একটা রূঢ় অর্থ সমাজে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। যদিও সন্ন্যাসী বলিতে প্রকৃত পক্ষে বুঝায়— "সদন্নে বা কদন্নে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা।

সমবুদ্ধিযস্তুশশ্চৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥"

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, কিন্তু পরে সন্ন্যাসীর বেশগ্রহণটাই যেন বড় হইয়া পড়িয়াছিল। যথা :—"দণ্ডকমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।

নিত্য প্রবাসী নৈকত্র ন সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥"

সন্ন্যাসীর এই শেষোক্ত অর্থই যখন বিশেষভাবে প্রবল হইতে লাগিল, তখন সন্ন্যাসীর মধ্যেও বিবিধ ভেদ ও বিবিধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু অতি প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় উহা অনুমোদিত ছিল না বলিয়াই মনে হয়। সন্ন্যাসের আসল কথা তো ঘর বাড়ী ছাড়াও নহে, বেশভূষা পরাও নহে। সন্ন্যাসের প্রকৃত কথা বুদ্ধির সমতা। সমবুদ্ধিভাবাপন্ন হইয়া কেহ যদি সদ্‌গৃহস্থ বা ব্রহ্মচারীও হন, তবে তিনি বেশধারী সন্ন্যাসী না হইলেও যথার্থরূপে তিনিই সন্ন্যাসী। মুনীশ্বর দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা শুকদেব কেহই গৃহত্যাগী ছিলেন না, তথাপি তাঁহারা সন্ন্যাসী। গীতায় ভগবান এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন—

"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥" ৫।৩

যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাঁহাকে কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। যেহেতু, হে মহাবাহো, রাগদ্বেষাদিশূন্য শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান আবার বলিয়াছেন—

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্চাক্রিয়ঃ॥"

যিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্য বোধে বিহিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী। নিরগ্নি (অগ্নিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মত্যাগী) অথবা অক্রিয় (অনগ্নিসাধ্য কর্ম্মাদি ত্যাগী) সন্ন্যাসীও নহেন, যোগীও নহেন।

এখানে ভগবান স্পষ্টতঃ প্রচলিত সন্ন্যাসের প্রতিবাদ করিলেন। সন্ন্যাসাশ্রম খারাপ বলিয়া যে প্রতিবাদ করিলেন তাহা নহে, অত্যাশ্রমী বা সন্ন্যাসীরাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু অনধিকারে এই আশ্রম গ্রহণ করায় সমাজে বিপ্লব উৎপন্ন হইবে এই আশঙ্কায় তিনি সাজা সন্ন্যাসীদের নিন্দা করিলেন। উপযুক্ত সন্ন্যাসীদের সহিত ত্যাগী গৃহস্থ যোগীদের সমান আসন প্রদান করিলেন।

সন্ন্যাসীরা জ্ঞান-বৈরাগ্যসম্পন্ন ও গৃহত্যাগী এবং ত্যাগীরা ভক্ত জ্ঞানী ও কর্ম্মী কিন্তু গৃহী, সেই সকল জ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্মযোগীদের কর্ম্ম কিরূপে সন্ন্যাসে পরিণত হয় ভগবান এই কথাই গীতায় বিশেষভাবে বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী বলিলেই একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া থাকে, সেইজন্য যাঁহারা গৃহত্যাগী নহেন অথচ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্ত সাধক, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সম-অর্থবোধক "ত্যাগী" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই শব্দটি ব্যবহার করিলে বিশিষ্ট আশ্রমভুক্ত "সন্ন্যাসী" বলিয়া ভ্রম হইবে না, কিন্তু সন্ন্যাসীর সম-উদ্দেশ্যবোধক অর্থ হইবে। অর্থাৎ অত্যাশ্রমী না হইয়াও লোকে সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর মত সমবুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারেন, ভগবান "ত্যাগী" শব্দ দ্বারা সেই সব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের যেন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। "সন্ন্যাস ও ত্যাগ" যে পৃথক উদ্দেশ্যবোধক তাহা তিনি এই অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে অতি স্পষ্টভাবে উভয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। "ত্যাগী" শব্দটি প্রাচীন হইলেও ভগবান গীতায় আবার নূতন করিয়া লোকসমাজে উহার প্রচার করিলেন। তাই তাহার সংজ্ঞা নির্দ্ধারণও করিয়া দিলেন। সমাজে তখন এমন সব মনিষী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহারা সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহারা সংসারও ত্যাগ করেন নাই অথচ ত্যাগের উচ্চ দৃষ্টান্ত তাঁহাদের জীবনে বর্ত্তমান ছিল, হয়তো কাহারও কাহারও সন্ন্যাসীর স্বাভাবিক অধিকারও ছিল না কিন্তু তাঁহাদের ত্যাগের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অত্যাশ্রমীদের পক্ষেও অনুকরণীয় ছিল—যেমন ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর প্রভৃতি। তাঁহাদেরই স্থান নির্দ্দেশের জন্য এই "ত্যাগী" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং গীতার এই অধ্যায়ে তাহার লক্ষণাদি ও সন্ন্যাসীর লক্ষণ হইতে যেটুকু তাহার পার্থক্য তাহাও ভগবান বলিয়া দিয়াছেন। "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা, সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ, ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি" ইত্যাদি শ্লোকে ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ করিতে পারিলে, এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদবিহীন ব্যক্তির কর্ম্ম-বন্ধন হয় না ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা অত্যাশ্রমী না হইয়াও তিনি যে সন্ন্যাসীর উচ্চ পদবীতে উঠিতে পারেন এইসব শ্লোকে ভগবান স্পষ্টতঃ আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ভগবান ভাগবতেও উদ্ধবকে মোক্ষের তিনটি উপায় বলিয়াছেন—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম। "নির্ব্বিণ্ণানাম্ জ্ঞানযোগঃ ন্যাসিনাম্ ইহকর্ম্মসু"—দুঃখ-বুদ্ধিতে কর্ম্মফলে বিরক্ত অতএব সেই সকল কর্ম্মত্যাগীদের জন্যই জ্ঞানযোগ—ইহাই সন্ন্যাসাশ্রমের পালনীয় ধর্ম্ম। "তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাম্ কর্ম্মযোগস্তু কামীনাম্"—দুঃখবুদ্ধিশূন্য ফলে

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥"

ইত্যাদি। অলমতি প্রসঙ্গেন, প্রকৃতমনুসরামঃ॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [এই প্রশ্নের উত্তরে]—শ্রীভগবান বলিতেছেন।

"পুত্রকামনায় যাগ করিবে", "স্বর্গকামনায় যাগ করিবে"—ইত্যাদিরূপ কামনার জন্য যে কাম্যকর্ম্ম বিহিত তাহাদের ন্যাস অর্থাৎ পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলে, অর্থাৎ সম্যক্ ফল সহ সর্ব্বকর্ম্মের যে ন্যাস তাহাকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া জানেন—ইহাই তাৎপর্য্য। আর বিচক্ষণ অর্থাৎ নিপুণ ব্যক্তিরা কাম্য ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের ফলমাত্র ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন, স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগকে তাঁহারা ত্যাগ বলেন না।

যদি বল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের ফলশ্রুতি না থাকায় অবিদ্যমান ফলের ত্যাগ কি প্রকারে সম্ভব হয়? বন্ধ্যার পুত্রত্যাগ তো সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে—যদ্যপিও "স্বর্গকামঃ" বা "পশুকামঃ" ইত্যাদির মত "প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে" "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে" ইত্যাদি স্থলে ফলবিশেষের কথা শ্রুতিতে উল্লেখ নাই, তথাপি অপুরুষার্থব্যাপারে (প্রয়োজন উদ্দেশ্য ভিন্ন কর্ম্মে) জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রবৃত্ত করিতে, বিধি অশক্ত হয় বলিয়া "বিশ্বজিৎ নামক যাগ করিবে" এইরূপ স্থলে বিধিতে ফলের কথা উক্ত না থাকিলেও যেমন কিছু ফলের কথা কল্পনা করিতে হয় তদ্রূপ "প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে" ইত্যাদি স্থলেও কিছু ফল আছে বুঝিতে হইবে। এবং গুরু মতে অতিশয় শ্রদ্ধাবশতঃ স্বসিদ্ধিই বিধির প্রয়োজন সুতরাং বিধি কোন ফলের অপেক্ষা করে না—এইরূপ মন্তব্যও ঠিক নহে, যেহেতু পুরুষের প্রবৃত্তির অনুপপত্তি দুষ্পরিহরণীয় হয় বলিয়া (অর্থাৎ পুরুষের ঐরূপ নিষ্ফল কর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব) আর নিত্যকর্ম্মাদিতেও ফলশ্রুতি দেখা যায়, যথা—"ইহারা সকলে পুণ্যলোক হয়," "কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক যায়" ধর্ম্মের দ্বারা পাপ অপনোদিত হয়" ইত্যাদি। [উক্ত শ্রুতিসকলেও নিত্যকর্ম্মের ফলোল্লেখ রহিয়াছে] অতএব সকল কর্ম্মের ফলত্যাগকেই যে পণ্ডিতেরা ত্যাগ বলেন—ইহা যুক্তিযুক্তই।

যদি বল ফলত্যাগ করিলে লোকের তৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, না—তাহা নহে। যেহেতু "সংযোগপৃথকত্বন্যায় ক্রমে"—সকল কর্ম্ম দ্বারাই বিবদিষা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা উৎপন্ন হয়—ইহা বলা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি এই যে "ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক (ভোগাদিহীনতা বা সন্ন্যাস) দ্বারা সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। কর্ম্ম ফলবন্ধক, অতএব কর্ম্মের ফলত্যাগ করিয়া বিবদিষার্থ (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছায়) সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করণীয় হইতে পারে। নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক দ্বারা দেহাদিতে অহংবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া বুদ্ধির প্রত্যক্প্রবণতা জন্মে, ইহাই বিবদিষা শব্দের অর্থ। সত্ত্বশুদ্ধির জন্য জ্ঞানের অবিরুদ্ধ যথোচিত আবশ্যক ততটুকু মাত্র বা ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলত্যাগ করিতে পারাই প্রকৃত কর্ম্মত্যাগ, স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ (অলসের মত আদৌ কর্ম্ম না করা) কর্ম্মত্যাগ নহে। শ্রুতিতে আছে—"ইহলোকে কর্ম্মাদি করিয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে"—পরে (চিত্তের প্রত্যক্প্রবণতারূপ বিবদিষা জন্মিলে) স্বতঃই কর্ম্মসকল নিবৃত্ত

(সাংখ্য ও মীমাংসক মত)

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

তাহাতে আর বিষয়ের ছাপ পড়ে না। তখন মন কূটস্থে আটকাইয়া থাকিলেও সাধকের অনিচ্ছার ইচ্ছায় সব কাজই চলিতে পারে, কূটস্থ বা বিষ্ণুপদ হইতে বিচলিত না হইয়াও তিনি সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারেন। সব কাজই তাঁহার হয় কিন্তু তাহাতে নিজের কামনা কিছুই থাকে না। ইহাই প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগের অবস্থা। ইহাই সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বোত্তম অবস্থা। সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও—'নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ'। ইহাই বিদ্বৎ সন্ন্যাস, চিত্তশুদ্ধি মনোনাশ দুই-ই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু "কর্ম্মযোগং বিনা জ্ঞানং কস্যচিন্নৈব দৃশ্যতে"—ক্রিয়াযোগ ব্যতীত এরূপ জ্ঞান হইতে কাহারও দেখা যায় না। কূটস্থে লক্ষ্য রাখা যখন সহজ হইয়া যায় তখন সমস্ত পাপ দূর হইয়া যায়, তাঁহার মনে আর পাপ জন্মিতে পারে না, তখনই প্রকৃত জ্ঞান লাভ বা ব্রাহ্মীস্থিতি হইয়া থাকে। "জ্ঞানং উৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।" এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখিবার সামর্থ্য লাভ হয়। তাই সহস্র কর্ম্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও যোগীর কর্ম্মবন্ধন হইতে পারে না। এই সকল মহাপুরুষের সমস্ত কর্ম্ম বিষ্ণু প্রীত্যর্থ হইয়া থাকে, এবং তাঁহার দ্বারা যাহা কিছু হয় সবই ভগবৎ ইচ্ছায় সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হয়। এই সকল পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান বলিয়াছেন—"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি"। ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত বলিয়া ইঁহাদের কালের সীমা নির্দ্দেশ থাকে না, তাঁহারা কালাতীত বা 'অকাল' পুরুষ। কর্ম্ম করিবার বা কর্ম্ম না করিবার কোন ইচ্ছাই থাকে না। সুখাভিলাষ বা দুঃখত্যাগ, জীবিতেচ্ছা বা মরণভয় তাঁহাদের কিছুই থাকে না। এই সকল পুরুষেরা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য মুক্ত হইয়া গিয়াছেন ॥ ২

অন্বয়। একে মনীষিণঃ (কোন কোন পণ্ডিতগণ) কর্ম্ম দোষবৎ (কর্ম্ম দোষবিশিষ্ট) ইতি ত্যাজ্যং (এইজন্য ত্যাজ্য) প্রাহুঃ (বলেন); অপরে চ (আবার কেহ কেহ) যজ্ঞদান-তপঃকর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যম্ ইতি (ত্যাজ্য নহে এইরূপ বলেন) ॥ ৩

শ্রীধর। অবিদুষঃ ফলত্যাগমাত্রম্ এব ত্যাগশব্দার্থঃ ন কর্ম্মত্যাগ ইতি। এতদেব মতান্তরনিরাসেন দৃঢ়ীকর্ত্তুং মতভেদ দর্শয়তি—ত্যাজ্যমিতি। দোষবৎ—হিংসাদিদোষবত্ত্বেন কেবলং বন্ধকম্ ইতি হেতোঃ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে—সাংখ্যাঃ প্রাহুঃ মনীষিণ ইতি। অস্য অয়ং ভাবঃ—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' ইতি নিষেধঃ, পুরুষই অনর্থহেতুর্হিংসা ইত্যাহ। "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি প্রাকরণিকো বিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বম্ আহ। অতো ভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষন্যায়াগোচরত্বাৎ বাধ্যবাধকতা নাস্তি। দ্রব্যসাধ্যেষু চ সর্ব্বেষ্বপি কর্ম্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি। তদুক্তং "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ" ইতি। অস্যার্থঃ—উপায়ো জ্যোতিষ্টোমাদিঃ, সোঽপি দৃষ্টোপায়বৎ,

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪

ইহা তাঁহাদের আপনা আপনিই হয়। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত এখনও স্থির হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। বরং ত্যাগ করিলে মোক্ষমার্গ অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

যাঁহারা মনকে নিজ বশে আনিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই মনিষী তাঁহাদের প্রাণ স্থির হওয়ায় তাঁহারা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। কোনরূপ বাহ্য কর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে আর করা সম্ভব নহে। তাঁহাদের প্রাণ বিনা চেষ্টাতেই তখন স্থির হইয়া থাকে, সুতরাং টানা ফেলার আর প্রয়োজনই হয় না। যজ্ঞ, দান, তপস্যা ত্যাজ্য নহে, এ উপদেশ তাঁহাদের পক্ষেই বুঝিতে হইবে যাঁহাদের প্রাণ আজ্ঞাচক্রে বা তদূর্দ্ধে স্থির থাকে না। ক্রিয়ার পরাবস্থা যাঁহারা স্থায়ীরূপে প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা ক্রিয়ার অভ্যাস ছাড়িয়া দিলে তাঁহাদের নিদিধ্যাসন (ধ্যান) ফুটিয়া উঠিবে না। সাধনাদ্বারা আত্মবোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধন ঠিক ঠিক মত চালাইতে হইবে। অসময়ে ক্রিয়া ত্যাগ করিলে তাহার দুকুলই নষ্ট হয়। সেইজন্যই মীমাংসকেরা সকামীদের (দেহসম্বন্ধী) জন্য কর্ম্মের বিধান করিয়া গিয়াছেন, পরে জ্ঞানলাভের যোগ্যতা লাভ করিবেন বলিয়া। যাহাদের প্রসংখ্যান লাভ হইয়াছে বা যাঁহারা যোগারূঢ় তাঁহাদের কর্ম্ম করিবার আর আবশ্যকতাই নাই। নদীর পর পারে পৌঁছিয়া আর নৌকার প্রয়োজন হয় না বটে কিন্তু তৎপূর্ব্বে নহে ॥ ৩

অন্বয়। ভরতসত্তম (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগ বিষয়ে) মে নিশ্চয়ং (আমার নিশ্চয় অর্থাৎ সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর)। পুরুষব্যাঘ্র (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ) ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ (ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া) সংপ্রকীর্ত্তিত (কথিত হয়) ॥ ৪

শ্রীধর। এবং মতভেদম্ উপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ—নিশ্চয়মিতি। তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাৎ শৃণু। ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব্যম্? ইতি মা অবমংস্থা ইত্যাহ। হে পুরুষব্যাঘ্র—পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগোঽয়ং দুর্ব্বোধঃ। হি—যস্মাৎ অয়ং কর্ম্মত্যাগঃ তত্ত্ববিদ্ভিঃ তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্ বিবেকেন প্রকীর্ত্তিতঃ। ত্রৈবিধ্যং চ "নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণঃ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপ মতভেদ প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছেন]—এইরূপ বিরুদ্ধরূপে প্রতিপন্ন ত্যাগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি তাহা আমার বাক্য হইতে শ্রবণ কর। ত্যাগের অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকলেই জানে অতএব তদ্বিষয়ে আর শুনিবার কি আছে—এরূপ অবজ্ঞা করিও না। তাই বলিতেছেন হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ বড় দুর্ব্বোধ্য বিষয়, যেহেতু এই কর্ম্মত্যাগ তত্ত্বদর্শিগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ বিবেচনা পূর্ব্বক তামসাদি ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই ত্রৈবিধ্য 'নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ' ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ত্যাগী ব্যক্তি সকল ইচ্ছাকেই খেয়ে ফেলেছে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের, তন্নিমিত্তে সে ব্যাঘ্রের মতন পুরুষ। তাহা তিন প্রকারের।—ত্যাগটি সুবিজ্ঞাত বিষয় নহে, সুতরাং তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক,

(যজ্ঞ, দান ও তপ অনুষ্ঠেয়—কারণ উহারা পাবন)

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫

তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ত্যাগ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জ্ঞান লাভ করিলে সাধকের যে ত্যাগ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে তাহাই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ, এই ত্যাগের জন্য মনের উপর কোন জোর জাবরদস্তি করিতে হয় না। দ্বিতীয় প্রকারের যে ত্যাগ তাহা সাধকের স্বাভাবিক নহে, তাহা অর্জ্জিত, অর্থাৎ তাহা স্মরণ মননাদি সাধন প্রভাবে ও বিচারের দ্বারা ধীরে উৎপন্ন হয়, এবং তজ্জন্য সাধককেও অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। এরূপ ত্যাগ নিগুর্ণ না হইলেও সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিকত্যাগে অভ্যস্ত না হইলে কেহই জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহন করিতে সক্ষম হন না। তৃতীয় প্রকারের যে ত্যাগ—তাহা সকাম বা রাজসিক, তখনও চিত্ত অশুদ্ধ, তাই ইঁহাদের যাহা কিছু ত্যাগ তাহা কাম্যবস্তু প্রাপ্তির জন্য। অনেকে সাধনা করেন যোগাভ্যাস করেন আত্মদর্শনের জন্য নহে, শুধু কিছু ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য, তাহাতে চিত্তকে উন্নত ও উদার করিতে পারে না আর যাহা সাধনার প্রধান লক্ষ্য আত্মসাক্ষাৎকার তাহা এই শ্রেণীর সাধকদের কদাচিৎই ঘটিয়া থাকে। রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য ধ্রুবের গৃহত্যাগ ও তপস্যা এই শ্রেণীর ত্যাগের মধ্যে গণ্য। আর একপ্রকারের ত্যাগ আছে যাহা চতুর্থ শ্রেণীর ত্যাগ—উহাই তামসিক ত্যাগ। ইহা বৈরাগ্যবশতঃ ত্যাগ নহে, কর্ম্ম ক্লেশসাধ্য বলিয়া ভ্রান্তিবশতঃ যে কর্ম্মত্যাগ তাহাই তামসিক ত্যাগ। যেমন উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া বা গৃহে ভৎর্সিত হইয়া মনের যে নির্ব্বেদ ভাব হয়, তজ্জন্য পুত্রকলত্রগৃহাদির যে ত্যাগ তাহাই নিকৃষ্ট ত্যাগ। প্রকৃত ত্যাগী যিনি তাঁহার কোন ইচ্ছা বা সঙ্কল্প থাকে না—ইহার আর প্রকার ভেদ নাই, ত্যাগী মাত্রেরই একই রকম অবস্থা ॥ ৪

অন্বয়। যজ্ঞদান তপঃ কর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে) তৎ (তাহা) কার্য্যম্ এব (করাই কর্ত্তব্য)। যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ এব (যজ্ঞ, দান এবং তপস্যাই) মনীষিণাং (বিবেকী বা মুমুক্ষুগণের) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকারক) ॥ ৫

শ্রীধর। প্রথমং তাবৎ নিশ্চয়মাহ - যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্। মনীষিণাং—বিবেকিনাং, পাবনানি - চিত্তশুদ্ধিকরাণি ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ। [প্রথমতঃ দুইটি শ্লোকদ্বারা সেই নিশ্চয়টি বলিতেছেন] যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই ত্রিবিধ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে, কিন্তু অনুষ্ঠেয়, কারণ উহা বিবেকিগণের চিত্ত-শুদ্ধিকর ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া, ক্রিয়া দেওয়া, ব্রহ্মেতে থাকা কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ইহাতে মন পবিত্র হয়।—মন পবিত্র না হইলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। মনের পবিত্রতা যে কি তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে অনেক বার বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যে মনে কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না, সেই মনই পবিত্র মন। স্থিরাবস্থাই মনের সে পবিত্র ভাব। ক্রিয়াদ্বারা মন

(সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ)

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে ।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [সাত্ত্বিক ত্যাগের কথা বলিতেছেন]—"অবশ্য কর্ত্তব্য",—এই বুদ্ধিতে আসক্তি এবং ফলত্যাগ করিয়া যে বিহিত কর্ম্ম করা যায়, তাদৃশ ত্যাগকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা যায়। [রাজসিক ও তামসিক ত্যাগীরা কর্ম্মকেই ত্যাগ করিয়া বসে কিন্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ কর্ম্ম-ত্যাগ করেন না, তাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা মাত্র ত্যাগ করেন। সাত্ত্বিকদের ত্যাগ কর্ম্মত্যাগ নহে, ফলমাত্র ত্যাগই তাঁহাদের লক্ষ্য। প্রশ্ন হইতে পারে--নিত্য কর্ম্মের জন্য শাস্ত্রে কোন ফলোল্লেখ নাই, তবে তাহার ত্যাগ কিরূপে সম্ভব হইবে ? সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম যথাবিহিত ভাবে করিলে সকাম কর্ম্মের ন্যায় তাহতেও কিছু ফল হয়। কোন বৃক্ষে ফল পাওয়া না যাইলেও তাহার ছায়া না চাহিলেও যেমন পাওয়া যায়, তদ্রূপ নিত্যকর্ম্মের অন্য কোন ফল না থাকিলেও, তাহাতে যে পাপক্ষয় হয় এবং তাহা হইতে যে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে তাহা শাস্ত্রসম্মত। সুতরাং কর্ম্মফলে লোভ না রাখিয়া যে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। ফলকামনা দ্বারাই জীব বদ্ধ হইয়া থাকে, হৃদয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিতে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, এই জন্যই মুমুক্ষুগণ ফলাভিসন্ধানরহিত হইয়া নিত্যকর্ম্ম করিয়া থাকেন। সন্ধ্যোপাসনাদি বিহিত কর্ম্মে ফল কামনা না থাকিলেও অনুষ্ঠাতার একটি ফল হইবেই। তাহা এই যে, ত্রিগুণের তাড়নাবশতঃ জীব অবিরত শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীবের পাপ প্রবৃত্তির বেগ হ্রাস হইয়া যায়] ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা সব করা চাই—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিঃশেষরূপে সংযত হইয়া করিবে--সব করিবে—ইহার নাম সাত্ত্বিক ত্যাগ।—সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারেও যে সকল বিহিত কর্ম্ম আমাদিগকে প্রতিদিন করিয়া যাইতে হয়—তাহা সমস্তই করিতে হইবে। কোন কর্ম্ম বাদ দিলে চলিবে না। কর্ম্মে দ্বেষ বুদ্ধি থাকিলে সে কর্ম্ম না করাই স্বাভাবিক। যোগীর কোন কর্ম্মেই দ্বেষ নাই, সেজন্য কোন কর্ম্ম করিতে তাঁহার মন বিদ্রোহী হয় না, আবার আসক্তিবশতঃ কর্ম্মে যত্নশীল হওয়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি সব কর্ম্মই করিয়া যান অথচ তাঁহার কোন সঙ্কল্প থাকে না। যেমন শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম্ম অবিশ্রান্ত চলিতেছে অথচ তাহাতে যেমন সঙ্কল্প নাই, ঠিক তদ্রূপ। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় কোন কর্ম্মই থাকে না, ক্রিয়ার পর-অবস্থার পরাবস্থায় কর্ম্ম হয়, কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না,—এইরূপ ফলাভিসন্ধানশূন্য অবস্থাতেই প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয়। নচেৎ মনে করিয়া ত্যাগ করিতে হইলে প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয় না, একটু ফলের গন্ধ তাহাতে থাকিবেই। কিন্তু প্রাণ সুষুম্নায় চলিলে অভ্যাস ও সংস্কার বশতঃ বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিছু কিছু কর্ম্ম হইলেও, তাহাতে আসক্তি আদৌ থাকে না। অবিশ্রান্ত ভগবৎ-স্মরণে যোগীর চিত্ত মত্ত মাতালের মত হইয়া যায়, সে অবস্থায় আর সঙ্কল্প করিয়া কোন কর্ম্ম করা চলে না ॥ ৯

অন্বয়। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধি) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়-

রহিত) ত্যাগী (ত্যাগী ব্যক্তি) অকুশলং কর্ম্ম (অকল্যাণকর বা দুঃখকর কর্ম্ম) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) [এবং] কুশলে (সুখকর বা কল্যাণকর কর্ম্মে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না) ॥ ১০

শ্রীধর। এবম্ভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্যলক্ষণমাহ—ন দ্বেষ্টীত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ —সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী, অকুশলং—দুঃখাবহং,—শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং, কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি। কুশলে চ সুখকরে কর্ম্মণি—নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ, ন অনুষজ্জতে—প্রীতিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ, মেধাবী—স্থিরবুদ্ধিঃ, যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে, স্বর্গাদি সুখঞ্চ ত্যজতি, তত্র কিয়দেতৎ তাৎকালিকং সুখং দুঃখঞ্চ, ইত্যেবম্ অনুসন্ধানবান্ ইত্যর্থঃ। অতএব ছিন্নঃ-সংশয়ঃ—মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখ-দুঃখয়োঃ উপাদিৎসা-পরিজিহীর্ষালক্ষণং যস্য সঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [এই প্রকার সাত্ত্বিকত্যাগ-পরিনিষ্ঠ ব্যক্তির লক্ষণ বলিতেছেন]—সত্ত্বসমাবিষ্ট—সত্ত্ব দ্বারা সম্যক্ ব্যাপ্ত অর্থাৎ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল অর্থাৎ দুঃখাবহ কর্ম্মকে (যেমন শীতকালে প্রাতঃস্নানাদি) দ্বেষ করেন না, আর কুশল বা সুখকর কর্ম্মে (যেমন গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নস্নানাদিতে) প্রীতি করেন না। তাহার কারণ এই যে, তিনি মেধাবী অর্থাৎ স্থিরবুদ্ধি,—যে অবস্থায় পরিভবাদি মহৎদুঃখও সহ্য করিতে পারেন এবং স্বর্গাদি সুখকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন ; তদবস্থায় তাৎকালিক সুখ-দুঃখকে ক্ষণিক বলিয়া যিনি মনে করেন, তাঁহার আর সেই সুখ-দুঃখের জন্য মনে অনুসন্ধান আসিবে কেন ? [অর্থাৎ কেন সুখ আসিল বা দুঃখ কেন হইল, তাহার কারণ কি—এ সকল বিষয়ে যাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও অনুসন্ধান আসে না], অতএব তিনি ছিন্নসংশয় অর্থাৎ দৈহিক সুখ-দুঃখের গ্রহণেচ্ছা বা পরিহারেচ্ছারূপ লক্ষণ যাঁহার থাকে না তিনিই ছিন্নসংশয় ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভাল কর্ম্ম করিতে দ্বেষ করে না—ভাল কর্ম্মের ইচ্ছাও করে না—সকল কর্ম্মেরই ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করে—ক্রিয়াতে থেকে (যাহা গুরূপদেশগম্য) তাহাতেই আট্‌কিয়ে থেকে সব কর্ম্ম করা—এইরূপ স্থিরবুদ্ধি হইয়া ভিতরে ভিতরে ধারণা পূর্ব্বক আট্‌কিয়ে থেকে সমুদয় কর্ম্ম করে সংশয় রহিত হইয়া।—প্রাণকর্ম্মই "স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম" তাহা "সহজ কর্ম্ম" ও "স্বভাবজ কর্ম্ম"। প্রতিক্ষণে আমরা শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিয়া থাকি অথচ তাহাতে কোন ইচ্ছা থাকে না—এই স্বভাবনিয়ত কর্ম্মে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে যিনি ইচ্ছারহিত হইয়া যান, তিনি সাংসারিক সকল কর্ম্ম করিলেও কোন বিশেষ কর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রীতি বা দ্বেষ হয় না। অকুশল কর্ম্মের উপরও বিদ্বেষ থাকে না এবং কুশল কর্ম্মের প্রতিও আসক্তি থাকে না। তিনি যাহা কিছু মনে করেন সমস্ত কর্ম্মই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করেন। তাহার কারণ—তিনি সাধন করিতে করিতে সত্ত্বসমাবিষ্ট হন ; অর্থাৎ মন দিয়া অধিকক্ষণ ক্রিয়া করিলে শ্বাসের গতি হ্রাস হয় এবং সুষুম্নাবাহী হইয়া থাকে, তাহার ফলে সত্ত্বগুণ তাঁহাকে অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত করে, সুতরাং তাঁহার বুদ্ধিও স্থির হয় অর্থাৎ তিনি মেধাবী হন। আত্মজ্ঞানরূপ প্রজ্ঞাই মেধা, এই মেধা যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই তাঁহার

দেহাভিমানীর কর্ম্মত্যাগ হয় না, ফলত্যাগই মুখ্য ত্যাগ)

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

আত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ হয়, এই স্থিতিলাভ হইতেই মনের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। কূটস্থে লক্ষ্য ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য থাকে না, সুতরাং তাঁহার চিত্তের লয়-বিক্ষেপ দূরীভূত হওয়ায় তাঁহার আত্মা ও অনাত্মা-সম্বন্ধীয় সমস্ত সংশয় শূন্য হইয়া যায়। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে থাকাই পরমার্থ আর দেহাদিতে আসক্ত থাকাই অনর্থ—ইহা তিনি জানেন, এবং তাহা জানেন বলিয়াই তিনি কুশল কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আসক্ত হন না, এবং যদিও অকুশল কর্ম্মও কখন করেন না তবুও তাহাতে কোনরূপ দ্বেষবুদ্ধি থাকে না। এই জন্য মেধাবী হওয়া আবশ্যক। ক্রিয়ার পর-অবস্থাই আসল মেধা, তাহাতে তাঁহার মন সর্ব্বদা আটকানো থাকে, সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্ম করিলেও কোন কর্ম্মের দাগ তাঁহার চিত্তে পড়িতে পারে না, ইহার নামই **ভগবদর্পিত চিত্ত**। এ চিত্তে আর ভাল-মন্দের বিচার আসে না। নেশাখোরের মত তাঁহার মন নেশায় সর্ব্বদা ভোঁ হইয়া থাকে, করিতে হয় তাই করেন, তাহাতে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে—এ সব তরঙ্গ তখন মনেই উঠে না। তাঁহার মনই নাই, সুতরাং তাহাতে সংকল্পের ঢেউ উঠারও সম্ভাবনা নাই। দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত মনেই বিবিধ সংশয় উৎপন্ন হয়, সেই মন প্রাণায়ামাদি সাধন-সাহায্যে সমতা প্রাপ্ত হইলেই দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়, তখন মন আর মর্কটের মত বিষয়-বৃক্ষের শাখায় শাখায় ঘুরিয়া বেড়ায় না। এইরূপে চিত্ত স্থিরতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেই আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১০

অন্বয়। দেহভৃতা (দেহধারী বা দেহাভিমানী জীব) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সকল) অশেষতঃ ত্যক্তুং (অশেষ প্রকারে ত্যাগ করিতে) নহি শক্যং (সমর্থ হয় না)। যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) কর্ম্মফলত্যাগী (কর্ম্মফলত্যাগী) সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (সেই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হয়) ॥ ১১

শ্রীধর। নন্ব্ এবম্ভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাদ্ বরং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগঃ তথা সতি কর্ম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠাসুখং সম্পদ্যতে তত্রাহ—নহীতি। দেহভৃতা—দেহাভিমানবতা, নিঃশেষেণ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যং। তদুক্তম্—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ যস্তু কর্ম্মাণি কুর্বন্ অপি কর্ম্মফলত্যাগী স এব মুখ্যঃ ত্যাগী ইত্যভিধীয়তে ॥ ১

বঙ্গানুবাদ। [তাহা হইলে তো এইরূপ কর্ম্মফলত্যাগ অপেক্ষা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ। উহাতে বিক্ষেপের অভাববশতঃ জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সুখ পাওয়া যাইতে পারে—তাহাতেই বলিতেছেন]—দেহাভিমানী জীব নিঃশেষে সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না,—তৃতীয় অধ্যায়ে "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি সকল কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের ফলত্যাগী হন, তিনিই মুখ্য ত্যাগী বলিয়া কথিত হন ॥ ১১

গণিত হয় তত্ত্ব সকল যাহাতে—তাহা সাংখ্য, আর কৃত হয় অন্ত অর্থাৎ নির্ণয় যাহাতে—তাহাই সাংখ্যশাস্ত্র. তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব তাহা সম্যকরূপে জ্ঞাত হও ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এখন সকলে যে কর্ম্ম করে তাহার পাঁচটী কারণ কথিত হইয়াছে, সেই সকল কারণ জন্য কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত করিতেছে।—কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য যে পাঁচটি কারণ আছে, তাহা জ্ঞাতব্য বলিয়া বলিতেছেন। তাহা জ্ঞাতব্য এইজন্যই,—যে আত্মার কর্তৃত্বাভিমান জন্য এই সংসারলীলা চলে, সেই সংসার নিবৃত্ত হয় না এই কর্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত। এই আত্মবস্তুই সত্য, উহা এক ও অদ্বিতীয়। আত্মার এইরূপ সত্য পরিচয় থাকে না বলিয়াই আত্মাকে বহু বলিয়া মনে হয়, আত্মাতে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখরূপ সংসার অধ্যারোপিত হয়। আত্মার যাহা স্বরূপ. সেই সত্যজ্ঞান না হইয়া অন্য বোধ হয় কেন? অনাত্মবস্তু—যাহা মিথ্যা, তাহাকে সত্যবোধ করিয়া অনাত্মবস্তুতে আত্মবোধ ও মিথ্যাবস্তুতে যে সত্যবোধ হইয়া থাকে উহাই অবিদ্যার কার্য্য। এই অবিদ্যা নষ্ট না হইলে আত্মার স্বরূপ বোধ হয় না। অবিদ্যা নষ্ট হয় বিদ্যা দ্বারা। অসংখ্য তরঙ্গের অভিঘাত হেতু যেমন সমুদ্রের স্থিরত্বকে লক্ষ্য করা যায় না, তদ্রূপ অবিদ্যার অসংখ্য তরঙ্গ ভঙ্গ হেতু স্থির আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। এইজন্য আত্মজ্ঞানের যাহা যাহা আবরক, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান আবশ্যক। সেই জ্ঞানলাভ যে শাস্ত্রদ্বারা হয় তাহাকে সাংখ্যশাস্ত্র বলে। এইজন্য সাংখ্যকে কৃতান্ত বলা হয়। ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়। তখনই আত্মার সম্যক্ খ্যাতি বা প্রকাশ হইয়া থাকে। কৃত অর্থাৎ কর্ম্মের অন্ত বা পরিসমাপ্তি। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু এ অবিদ্যার খেলা যতদিন রুদ্ধ না হয়, ততদিন কর্ম্মের গতিও রুদ্ধ হয় না, এবং কর্ম্মের গতি রুদ্ধ না হইলে জন্ম-যাতায়াতরূপ সংসার-খেলাও নিরন্তর প্রবহমান থাকে। আত্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে অবিদ্যাজনিত কর্ম্মও নিবৃত্ত হয়, এবং জন্ম-যাতায়াতরূপ যে কর্ম্মের ফল—তাহাও বিলুপ্ত হয়। ক্রিয়ার পরাবস্থাই সম্যক্ জ্ঞান, সে অবস্থায় কোন ক্রিয়া থাকে না। ইড়া পিঙ্গলায় যতক্ষণ শ্বাস বহিতে থাকে ততক্ষণই অবিদ্যা। সে সময় কর্ম্মও থাকে, কর্ম্মের ফলও থাকে। ইহাই অনাত্ম দৃষ্টি বা মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞানের যাহা কারণ, সেই কারণ পঞ্চ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হইলে আর অবিদ্যার উৎপত্তিই হইতে পারে না। যেমন সতর্ক থাকিলে চোর চুরি করিতে পারে না, তদ্রূপ মিথ্যাজ্ঞানের কারণগুলিকে জানিলে আর মিথ্যাজ্ঞান জন্য মুগ্ধ হইতে হয় না। "ক্রিয়া, কারক এবং ফল অজ্ঞানের দ্বারাই আত্মাতে আরোপিত হয়, যে অজ্ঞ সে অধিষ্ঠান প্রভৃতি ক্রিয়াসম্পাদক কারকগুলিকেই আত্মা বলিয়া বুঝে, তাহার পক্ষে অশেষরূপে কর্ম্মসন্ন্যাস সম্ভব হয় না"—(শঙ্কর)। ভগবান বলিতেছেন—এই অনাত্মজ্ঞান যাহার উপর দাঁড়াইয়া আছে, সেই কারণগুলিকে বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। ইহা সম্যক্ জানা থাকিলে আর আত্মবিস্মৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। ভগবান গীতাতে পূর্ব্বেও বলিয়াছেন—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" কিন্তু ওঁকার ক্রিয়ার সাহায্যে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই "তৎ" কে ও "সৎ" কে লক্ষ্যই করিতে পারে না। "তৎ" ও "সৎ"এর অভেদ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান ॥ ১৩

(কারণ পঞ্চ)

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪

অন্বয়। অধিষ্ঠানং (দেহ) তথা কর্ত্তা (আর অহঙ্কার) পৃথক্‌বিধং চ করণং (কর্ম্মসাধন বিবিধ ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ (নানাবিধ) পৃথক্ চেষ্টাঃ চ (পৃথক পৃথক চেষ্টা বা ব্যাপার), অত্র (এই কারণ সমূহের মধ্যে) দৈবম্ এব চ (দৈব—ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার বা সর্বপ্রেরক অন্তর্য্যামী) পঞ্চমং (পঞ্চম স্থানীয়) ॥ ১৪

শ্রীধর। তানেব আহ—অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং—শরীরং, কর্ত্তা—চিদচিদ্ গ্রন্থিঃ অহঙ্কারঃ। পৃথগ্বিধম্—অনেক প্রকারং করণং—চক্ষুঃশ্রোত্রাদি। বিবিধাঃ—কার্য্যতঃ স্বরূপতশ্চ, পৃথগ্‌ভূতাঃ চেষ্টাঃ—প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ। অত্র এতেষু এব দৈবং চ পঞ্চমং কারণং—চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকম্ আদিত্যাদি সর্বপ্রেরকোঽন্তর্য্যামী বা ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ। [সর্ব্বকর্ম্মসম্পাদনের সেই কারণগুলি কি তাহাই বলিতেছেন]—(১) অধিষ্ঠান—শরীর, (২) কর্ত্তা—চিৎ অচিতের গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার, (৩) করণম্—অনেকপ্রকার করণ, চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ, (৪) কার্য্যতঃ ও স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা অর্থাৎ প্রাণ-পঞ্চের ব্যাপারাদি। (৫) দৈবম্—অত্র অর্থাৎ ইহার মধ্যে দৈবই পঞ্চম অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক বা সহকারী সূর্য্যাদি, অথবা সর্ব্বপ্রেরক অন্তর্য্যামী। [দৈব অর্থাৎ অনুগ্রাহক দেবতা। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং প্রাণকে দিগ্‌দেবতা, বায়ুদেবতা, অর্কদেবতা, বরুণ-দেবতা ও অশ্বিনীকুমার প্রেরণা করেন। অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম ও প্রজাপতি যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে প্রেরণা করেন। চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর ও বিষ্ণু, যথাক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করেন। পঞ্চপ্রাণ - প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণের দেবতা যথাক্রমে—সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। এই সমস্ত দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই সকল ইন্দ্রিয়াদি স্থূল বিষয় অনুভব করেন। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কারকেও কেহ কেহ দৈব বলেন ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমেই একটী কর্ম্ম মনে মনে স্থির করে সে কর্ত্তা বলিয়াই স্থির করে—স্থির ক'রে করিতে আরম্ভ দেয়—করিতে আরম্ভ ক'রে নানাপ্রকার চেষ্টা করে--করিলে কি হইল—দৈবের দ্বারায় যা কিছু হবার তাই হয়—অতএব বুদ্ধি, অহঙ্কার করা, বিবিধ চেষ্টা, ও দৈব এই সকল কর্ম্মের কারণ হইতেছে। তবে সমুদয় কর্ম্মেরই কারণ মনই, সেই মনকে ক্রিয়ার দ্বারায় স্থির করিলেই কোন কর্ম্মই নাই—ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত।—কোন কর্ম্ম করিতে হইলে প্রথমে মনে সঙ্কল্প হয়, সঙ্কল্পের উদয় মন হইতেই হয়, এবং বুদ্ধি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে —ইহাই অন্তঃকরণের কার্য্য। মনের সঙ্কল্প (১) ইন্দ্রিয় যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন করে। এই যন্ত্রগুলি পরিচালনা করেন (২) প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। এই সকল ক্রিয়া নিষ্পত্তির জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির ধারক একটি আধারের প্রয়োজন, (৩) এই আধার বা অধিষ্ঠানটি হইল

দেহ। এই দেহরূপ আধারটিকে আশ্রয় করিয়াই কর্ম্ম চেষ্টার অভিব্যক্তি হয়। এখন এই কর্ম্মগুলি যাহার উদ্দেশ্যে (প্রয়োজন সাধনের জন্য) সম্পাদিত হয় তিনিই (৪) কর্ত্তা—তিনিই চিদাভাস বা জীব। ইনিই আত্মার সহিত তাদাত্ম্য বা অধ্যাসযুক্ত হইয়া চিৎলক্ষণান্বিত হন। অর্থাৎ তিনি চিৎ নহেন, অথচ চিতের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ চিতের মত প্রতীত হন বা নিজেকে চেতন বলিয়া মনে করেন -ইহাকেই দর্শনশাস্ত্রে "অহঙ্কার" বলে। ইনিই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা। (৫) দৈব—ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলদাতা ঈশ্বর, বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার। অহঙ্কার এই সংস্কারের অনুরূপই হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারের ছাপই অবিদ্যারূপ গ্রন্থি বা অজ্ঞান। এই অবিদ্যাগ্রন্থি চিতের সহিত সংযুক্ত হইয়াই "আমি" "আমি" করে। এই অহঙ্কার না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না, এইজন্য ইহাকে কর্ত্তা বলা হয়। একটি ঘর তৈয়ারী করিতে হইলে, ইট, কাঠ, চুন, মিস্ত্রী, কুলি সবই প্রয়োজন, কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে বা যাহার ইচ্ছায় এই ঘর প্রস্তুত হইবে—তিনি কর্ত্তা। এই কর্ত্তা চিৎ জড়ের মিলিত গ্রন্থি বা অহঙ্কার। কিন্তু পঞ্চম দৈবটিই সৃষ্টির প্রধান কারণ, তিনি প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য বা তাদাত্ম্যভাবে যুক্ত মহামহেশ্বরী মহাপ্রাণ, বা সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর। জগৎ যদি অজ্ঞান কল্পিত হয়, তবে এই অজ্ঞতা কাহার এই প্রশ্ন আসে। কিন্তু শ্রুতিতে আছে—ব্রহ্মের সঙ্কল্পই "একোঽহং বহুস্যাম" এই বিরাট বিশ্বপ্রকাশের মূল কারণ। ব্রহ্মের এই সঙ্কল্পরূপ কারণ না থাকিলে আদৌ সৃষ্টি হইতে পারিত না। ভাগবতে আছে, ব্রহ্মা বলিতেছেন—"চতুষ্পদাদি জন্তুগণ নাসিকায় বদ্ধ হইয়া মনুষ্যের জন্য তাহার ইচ্ছামত যেমন কার্য্য করে, আমরাও সেইরূপ ত্রিগুণে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্ম করি"—(ভাঃ ৫।১।১৫) সুতরাং জীবের প্রথম অদৃষ্ট লিখিত হইয়াছে—ব্রহ্মের সঙ্কল্প দ্বারা। ঈশ্বরের এই অনাদি আদি-সঙ্কল্পই মহানিয়তি বা দৈব। এই নিয়তি লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই। এই নিয়তিই ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কাররূপে প্রণের দ্বারা স্পন্দিত হইয়া জীবের মনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাণের স্পন্দনরূপ ক্রিয়া দেহক্ষেত্রেই সম্পাদিত হয়, দেহক্ষেত্র তাহাতেই সংস্কারানুরূপ কার্য্য করিতে যেন প্রবৃত্ত হয়। কারণ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম প্রাণদ্বারাই শরীর-ইন্দ্রিয়-মনে দৈবরূপ বীজসংযুক্ত হইয়া ফলরূপে প্রকাশিত হয়। পুরুষকার দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে তাহাতে দৈবরূপ বীজ সংযুক্ত হয়, এবং তাহাতেই জীব কর্ম্মানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট ফলই নিয়তি। রুদ্রাদিরও এই নিয়তি লঙ্ঘনে সামর্থ্য নাই। এই নিয়তিই ঈশ্বর-সঙ্কল্প। পুরুষ প্রযত্নের দ্বারা মিলিত হইয়াই এই নিয়তি ফলপ্রসূ হয়। সমস্ত জীবের সম্মিলিত অদৃষ্টই ঈশ্বর-সঙ্কল্প, নচেৎ তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজনবশে এই জগৎ সৃষ্টি হয় না। সুতরাং দৈব অখণ্ডনীয় হইলেও পুরুষকারের স্থান আছে। পুরুষকার ব্যতীত দৈব সিদ্ধ হয় না। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, দৈবই বীজস্বরূপ এবং পুরুষকারই ক্ষেত্রস্বরূপ। বীজে সমস্ত শক্তি নিহিত থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্র-ব্যতীত যেমন তাহা প্রকাশিত হয় না, তদ্রূপ অদৃষ্ট বীজশক্তি হইলেও ক্ষেত্রকর্ষণাদিরূপ পৌরুষ ব্যতীত দৈব সিদ্ধ হয় না।

সুতরাং আমরা যে সকল কর্ম্ম করি তাহার কর্ত্তা কে নিরূপণ করিতে হইলে দেখা যায় —(১) দেহ বা অধিষ্ঠান, (২) ইন্দ্রিয়াদি করণ, (৩) প্রাণাপানাদির চেষ্টা, (৪) কর্ত্তা বা অহঙ্কার

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫

এবং (৫) দৈব—ইহাই মহানিয়তির প্রেরণা। এই পঞ্চ কারণ মিলিয়াই কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। আত্মা কিন্তু এই সকলের সাক্ষী মাত্র, কারণ নহেন। মায়া ব্যতীত জগৎ কল্পনা হয় না, এই জন্য সংসার মায়িক বস্তু। ব্রহ্মে মায়া নাই, সুতরাং তাঁহার মধ্যে জগৎ নাই। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় এইজন্য জগতের অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু সত্তাভাবের অভাব হয় না। ক্রিয়া থাকিলে তবে তো কর্ত্তার প্রয়োজন। পরাবস্থায় কোন ক্রিয়াই থাকে না, এই জন্য আত্মা চিরদিনই অকর্ত্তা। সুতরাং নামরূপময় দৃশ্যবস্তু কল্পিত মাত্র, সত্য নহে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় বটে, কিন্তু রজ্জু কোন দিনই সর্প হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইলেও ব্রহ্ম কখনও জগৎরূপে পরিণত হন না। রজ্জুতে সর্পবোধ যেমন দ্রষ্টার দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র, তদ্রূপ ব্রহ্মেতে সংসার কল্পনা অজ্ঞের বুদ্ধি-বিভ্রম মাত্র। এই ভ্রম ব্রহ্মাশ্রিত নহে, কারণ পূর্ণজ্ঞানময় ব্রহ্মে ভ্রম থাকিতে পারে না, জ্ঞানের মধ্যে অজ্ঞান থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, সেইজন্য ভ্রম জীবাশ্রিত। জীবত্বও যেমন কল্পিত, তদাশ্রিত ভ্রমও তদ্রূপ কল্পনা মাত্র। জ্ঞানোদয় হইলেই অবিদ্যা তিরোহিত হয় এবং তৎসহ জীবভাবও অন্তর্হিত হয়, সুতরাং জীবাশ্রিত যে ভ্রম—তাহাও আর তখন থাকিতে পারে না। চিরস্থির নিত্য সত্য ভাবই ব্রহ্মভাব তরঙ্গায়িত সলিলের মধ্যে চন্দ্রিকা যেরূপ চঞ্চল বলিয়া মনে হয় ব্রহ্মে সেইরূপ অনিত্য সংসার দৃষ্ট হয় এবং তাহাতেই জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখাদির অনুভব হয়। সর্পরূপ ভ্রমের অধিষ্ঠান যেমন সত্য স্বরূপ রজ্জু, তেমনই চিরস্থির আত্মাই এই চঞ্চল মনের আশ্রয়। চাঞ্চল্য তিরোহিত হইলেই, মনও থাকে না, কল্পনাও থাকে না, যাহা চিরস্থির অখণ্ড অবিনাশী, তিনিই প্রকাশিত হন। ইনিই মনের আশ্রয়, মনের মন পরমাত্মা, সাধনার দ্বারা এই চঞ্চল মন যখন চিরস্থির আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মার সহিত এক হইয়া যায়—তখন তাহার মন উপাধিও আর থাকে না, সৃষ্টিও থাকে না ॥ ১৪

অন্বয়। নরঃ (মনুষ্য) শরীরবাঙ্মনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা) যৎ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা (ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোন কর্ম্ম) প্রারভতে (আরম্ভ করে) এতে পঞ্চ (এই পাঁচটি) তস্য হেতবঃ (তাহার হেতু) ॥ ১৫

শ্রীধর। এতেষামেব সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বমাহ—শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম্ম ত্রিষ্বেব অন্তর্ভাব্য শরীর-বাঙ্মনোভিঃ ইত্যুক্তম্। শারীরং বাচিকং মানসং চ ত্রিবিধং কর্ম্মেতি প্রসিদ্ধেঃ। শরীরাদিভিঃ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্ম্যম্ অধর্ম্ম্যং বা করোতি নরঃ তস্য সর্ব্বস্য কর্ম্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ। [সর্ব্বকর্ম্মের হেতুত্ব যে এই পাঁচেরই, তাহা বলিতেছেন]—যথোক্ত পঞ্চ কারণ দ্বারা প্রারভ্যমান যে কর্ম্ম, তাহা শরীরাদির অন্তর্ভুক্ত করিয়া শরীর বাক্য ও মন-দ্বারা এইরূপ বলা হইল] যেহেতু ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে কর্ম্ম শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক

(আত্মা "অকর্ত্তা" "কেবল")

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানাং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬

অন্বয়। তত্র এবং সতি (যখন সকল কর্ম্মের হেতুই ঐ পাঁচটি তখন) যঃ তু (যে ব্যক্তি) কেবলং (নিঃসঙ্গ) আত্মানং (আত্মাকে) কর্ত্তারং পশ্যতি (কর্ত্তা বলিয়া দেখে) অকৃত-বুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃতবুদ্ধি হেতু) সঃ দুর্ম্মতিঃ (সেই দুর্ম্মতি) ন পশ্যতি (সম্যক্‌রূপে দর্শন করে না) ॥ ১৬

শ্রীধর। ততঃ কিম্? অত আহ—তত্রেতি। তত্র—সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি এতে পঞ্চ হেতবঃ ইতি। এবং সতি, কেবলং—নিরুপাধিকম্ অসঙ্গং আত্মানং তু যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি, শাস্ত্রাচার্য্যঃ উপদেশত্যাগেন অসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ, দুর্ম্মতিঃ অসৌ সম্যক্ ন পশ্যতি ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [তাহাতে কি হয়? ইহার উত্তর বলিতেছেন] সেই কর্ম্ম সকলের ঐ পাঁচটি হেতু হইলেও, নিরুপাধি অসঙ্গ আত্মাকে যে মূঢ় কর্ত্তা বলিয়া দেখে, শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশ ত্যাগ করায়—অতএব তাহার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত না হওয়ায়, সেই ব্যক্তি সম্যক্ দর্শনে অসমর্থ ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ সকল কর্ম্মেরই কর্ত্তা আত্মা হইতেছে তাঁহাকেই ক্রিয়া দ্বারায় দেখা যায়, ধরা যায়, ক্রিয়ার পর অবস্থায়—যে কেহ আত্মার ক্রিয়া না করে সে দেখিতে পায় না—কাজে কাজেই আত্মা হইতে অন্যদিকে মন আসক্তিপূর্ব্বক যায়।—আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া দেখাই আমাদের দুর্ম্মতি, আত্মা কর্ত্তা নহেন, কর্ম্মাদি সম্পাদন পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হেতু দ্বারাই হয়—এই সকল কথা প্রাচীন ভাষ্যকার ও টীকাকারেরা বলিয়াছেন, কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় একটু নূতন কথা বলিলেন। পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত পাঁচটি হেতুই কর্ম্মের কর্ত্তা স্বীকার করি, কিন্তু তাহাতেই কি আত্মার প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হইল? আত্মা না থাকিলে ঐ পঞ্চের কর্ম্ম করিবার সাধ্য কোথায়? সুতরাং আত্মা কোন কর্ম্ম করুন বা নাই করুন প্রকৃত কর্ত্তাই কিন্তু আত্মা। কিন্তু আত্মা কর্ত্তা হইয়াও যে অকর্ত্তা—যাহারা ক্রিয়া করে না তাহারা উহা জানিতে পারে না, তাই যাহারা দুর্ম্মতি তাহারা অসঙ্গ আত্মাকে কর্ত্তা মনে করে, তাহারা বলিয়া থাকে আত্মাই আসক্তিপূর্ব্বক যেন সমস্ত করিতেছেন, আত্মার আসক্তি না থাকায় কোন কর্ম্মেতেই তাঁহার অভিমান হয় না—এইটি বুঝিতে না পারাই দুর্ম্মতি, নচেৎ আত্মাই তো সব, সুতরাং তিনি যে সকল কর্ম্মেরই কর্ত্তা—ইহা মনে করা দোষের হইতে পারে না। আত্মার শক্তিতেই ঐ পঞ্চজন কাজ করে বটে, কিন্তু আত্মা নিঃসঙ্গ মুক্ত, তাঁহাকে কর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু যাহারা মন বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বভাব আত্মাতে আরোপ করে, তাহারা আত্মার অকর্ত্তৃত্বভাব কিরূপ তাহা বুঝিতে পারে না। তিনি কাজ করিয়াও কাজ করেন না, চলিয়াও চলেন না, বলিয়াও বলেন না। কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন—"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ, কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥"

শ্রীধর। কঃ তর্হি সুমতিঃ ? যস্য কর্ম্মলেপো নাস্তি ইত্যুক্তম্ ইতি অপেক্ষায়াম্ আহ—যস্যেতি। অহমিতি কৃতঃ অহঙ্কর্ত্তা ইতি এবম্ভূতো ভাবঃ—অভিপ্রায়ো যস্য নাস্তি। যদ্বা অহংকৃতঃ—অহঙ্কারস্য ভাবঃ—স্বভাবঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য নাস্তি। শরীরাদীনামেব কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ, অতএব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে—ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু ন সজ্জতে। সঃ—এবম্ভূতো দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মদর্শী ইমান্ লোকান্—সর্ব্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি বিবিক্ততয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি। ন চ তৎফলৈঃ নিবধ্যতে—বন্ধনং প্রাপ্নোতি। কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধি-দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্ম্মভিঃ তস্য বন্ধশঙ্কা ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—

'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥' ইতি ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [তবে সুমতি কে ? (ইহার উত্তর)—যাঁহার কর্ম্মলেপ নাই—ইহা বলা হইল। এতদর্থে বলিতেছেন]—অহমিতিকৃত অর্থাৎ আমি কর্ত্তা যাহার এইপ্রকার ভাব বা অভিপ্রায় নাই। অথবা শরীরাদিই কর্ম্মের কর্ত্তা এই রূপ আলোচনা হেতু যাঁহার অহংকৃতভাব (অর্থাৎ আমি কর্ত্তাভাব বা কর্তৃত্বাভিনিবেশ) নাই, অতএব যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না (ইষ্টানিষ্ট-বুদ্ধিদ্বারা কর্ম্মসমূহে যিনি আসক্ত হন না) এইরূপ দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত আত্মদর্শনকারী ব্যক্তি লোকদৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণিগণকে হত্যা করিয়াও শুদ্ধভাবে আত্মদৃষ্টিতে কাহাকেও হনন করেন না। না সেই হনন ফলেই আবদ্ধ হন—অর্থাৎ বন্ধনপ্রাপ্ত হন না। সেই লোক যে সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হেতু কর্ম্ম করিয়া বদ্ধ হইবে, এ আশঙ্কাও নিষ্প্রয়োজন—ইহাই তাৎপর্য্য। সেইজন্য বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া ভগবদর্পিতচিত্তে কর্ম্ম করিয়া থাকে, পদ্মপত্র যেমন জলদ্বারা লিপ্ত হয় না, তিনিও সেইরূপ পাপপুণ্যময় কর্ম্মে লিপ্ত হন না [কেন কর্ম্ম-লেপ হয় না ? তাহার কারণ—"কর্ম্মচোদনা" ও "কর্ম্মসংগ্রহ" সমস্তই ত্রিগুণাত্মক। নির্গুণ আত্মার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ নাই, অতএব আত্মজ্ঞ ব্যক্তি যিনি নিরহঙ্কার, তাঁহার কর্ম্মলেপও সেইরূপ সম্ভব নহে] ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যখন আপনাতে আপনি থেকেও নেই—সেই আশ্চর্য্যদশায় থাকিয়া আর কোন বিষয়েতে আসক্তিপূর্ব্বক স্থির বুদ্ধির দ্বারায় লিপ্ত হয় না—সে সমুদয় লোককে মেরে ফেল্লেও সে হনন করে না—না সে হনন কর্‌বার জন্য আবদ্ধ হইতে পারে—কারণ, সে আপনাতে আপনি ছিল না—সে ব্রহ্মের নেশাতে যেমন মাতাল মদের নেশায়।—আত্মার সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন—"প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ—(মাণ্ডূক্য ৭ম মন্ত্রঃ)। প্রপঞ্চোপশমং—জগদ্বিকাশের নিবৃত্তিরূপ অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি সম্বন্ধশূন্য, শান্তং—বিকারশূন্য, অবস্থান্তর প্রাপ্তি তাঁহার হয় না, শিবং—মঙ্গলময়, অদ্বৈতং—দ্বিতীয়ের অভিনিবেশশূন্য, চতুর্থং—জাগ্রদাদি পাদত্রয় হইতে ভিন্ন, সঃ আত্মা—তিনিই আত্মা, মন্যন্তে—যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা বলেন সঃ বিজ্ঞেয়ঃ—তিনিই জ্ঞেয়, তাঁহাকেই জানিতে হইবে। ইহাই আসল জ্ঞান। এই জ্ঞান তাহার হয়—যিনি ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকেন, সে অবস্থায় ক্রিয়া থাকে না, সেখানে কর্ত্তাও থাকে না। সে এক আশ্চর্য্য অবস্থা, নিজ

অনুভবরূপ। এই অবস্থায় বুদ্ধি স্থির থাকে, অর্থাৎ আত্মাকারা হইয়া যায়, সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মে বুদ্ধি লিপ্ত হয় না। অহঙ্কার বা কর্তৃত্বাভিমান থাকিলেই কর্ম্মফলে বুদ্ধি লিপ্ত হয়। যাহার অহংভাব নাই তাঁহার কর্তৃত্বভাবও থাকে না। সুতরাং সে অবস্থায় কর্ম্ম করিলে কর্ম্মজনিত সুখ-দুঃখরূপ ফলে আবদ্ধ হইতে হয় না। যাহার অপরোক্ষানুভূতি হয় নাই, তিনি এরূপ অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিতে পারেন না। মুখে অনাসক্তি দেখানো বা সেইভাবে কর্ম্ম করিতে যাওয়া—সেও অহঙ্কারেরই নামান্তর। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—"হে রাম, তুমি বাহিরে রাজা সাজিয়া রাজ্য শাসন কর, কিন্তু ভিতরে অকর্ত্তা বলিয়া আপনাকে বুঝিও"। পুনঃপুনঃ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া যাহাদের গতি বা বুদ্ধি শুদ্ধ বা সুন্দর হইয়াছে, তাহাদের "আমি কর্ত্তা" এইপ্রকার ভাবনাই আসিতে পারে না, তাহাদের বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত হয় না বলিয়া তাহারা কর্ম্মজনিত ফলে হৃষ্ট বা তাপযুক্ত হয় না। তাঁহার বুদ্ধি তো শরীর ইন্দ্রিয়ের আচারের সহিত মিলে না, সেইজন্য মাতাল যেরূপ মদের নেশায় দেহাভিমানশূন্য হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিও অভিমানরহিত হইয়া যায়—ইহাকেই নিরহঙ্কার ভাব বলে। আত্মার কোনরূপ অবস্থান্তর হয় না বলিয়া বুঝিতে হইবে। আত্মা অন্য কাহারও সহিত তদ্ভাবাপন্ন হইতে পারেন না। কাজেই হনন বা অহনন কোনরূপ কর্ম্মেই তিনি লিপ্ত হন না। অবশ্য "আমি কর্ত্তা" ইহাও যেরূপ মনোভাব, "আমি কর্ত্তা নহি" ইহাও সেইরূপ আর একটি মনোভাব, অহংকার-বিবর্জ্জিত আত্মস্থ পুরুষের এ দুই ভাবই থাকে না। আত্মার শুদ্ধস্বরূপে কিছু অধ্যাস নাই, এই জন্য সে অবস্থায় এ দুই ভাবের কোন ভাবই থাকে না। দেহেন্দ্রিয়াদিতে তখন অহংভাব না থাকায় দেহাদি-কৃত হনন কার্য্যের তিনি হন্তা হন না, এবং বুদ্ধিও আত্মস্থ বলিয়া ঐ সকল কার্য্যে বুদ্ধিও লিপ্ত হইতে না পারায় তত্তৎ কার্য্যে আত্মা বদ্ধও হইতে পারে না। এখন আবার সেই একই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, তবে এ-সব কাণ্ড করে কে? এ ভোজ-বাজী দেখায় কে? কেই বা কর্ম্ম করিয়া দণ্ড পুরস্কার লাভ করে? দণ্ড পুরস্কার তাহাকে দেয়ই বা কে? 'সু' বা 'কু' কর্ম্ম করিতে তাহাকে বলেই বা কে? নিষেধই বা কে করে? ঈশ্বর সকলের বুদ্ধিস্থ হইয়া সকলকে সব কর্ম্ম করাইতেছেন, ইহারই বা অর্থ কি? যদি ঈশ্বরই সব করান তবে আমরা ফল ভোগ করিয়া মরি কেন?

এখন কে ভোগ করে এবং কেই বা ভোগ করায়—ইহা বুঝিতে গেলেই "আমি কে" এবং আমার 'স্বরূপ কি' বুঝিতে হইবে। একটা কথা অতি সত্য, শুভাশুভ যে কোন কর্ম্মই আমরা করি না কেন, তাহা আমরা করিতেই পারিতাম না—যদি আমাদের মধ্যে কোন চেতন বস্তু বা আত্মা না থাকিতেন। চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ভিন্ন কোন অচেতনেরই প্রবৃত্তি বা কার্য্য হইতে পারে না। সকল প্রবৃত্তির মধ্যেই একটি চেতনের প্রেরণা রহিয়াছে, সেই চেতন-প্রেরকই আত্মা বা ব্রহ্ম। অতএব আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া ঠেলিয়া রাখিলে চলিবে কেন? "সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে"—তুমি প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, কালবশে যাহা কিছু রূপান্তরিত হইতেছে, কালের সে শক্তি ভগবান হইতেই। আবার গীতাতে ইহাও আছে—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

জীবকে আঘাতের পর আঘাত খাইতে হইল , এইরূপে তাহার মধ্যে আবার সত্যের প্রকাশ হইতে লাগিল। সত্যের আলোকে সে আপনার স্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া আবার সাধনাতে প্রাণপণ যত্ন করিয়া নিজ-অন্তঃপুরের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। এইবার তাহার বহুদিনের আশা সফল হইবার সম্ভাবনা হইল, ভগবৎকৃপায় স্থূলের নেশা তাহার ছুটিয়া গেল, তখনই অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল। সাধকের অন্তঃকরণ তখন যত শুদ্ধসত্ত্ব ভাবে পূর্ণ হইতে লাগিল, ততই পরা বৈরাগ্যের উদয় হইতে লাগিল। তখন আর ভুল হয় না, কিন্তু এখনও বিভীষিকা দেখা শেষ হয় না, তাই আর কোথাও যায় না, কিছুই চাহে না, নিজের মধ্যে নিজে স্তব্ধ হইয়া থাকে,—ইহাই সর্ব্বধর্ম্ম-সন্ন্যাস। ইহাই সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়স্থ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ! এইবার সব কর্ম্মাকর্ম্ম এবং তাহাদের সমস্ত ফলাফল নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ, প্রপঞ্চের উপশম। এইখানেই ঈশ্বরের সহিত জীবের তাদাত্ম্য-ভাবে মিলন বা স্বরূপ-কেন্দ্রের সহিত নিজ-কেন্দ্রের (অহঙ্কারের) সম্মিলন হয়। যখন ঐশ শক্তির সহিত জীবশক্তি মিলিয়া এক অভিন্ন হইয়া যায়, সেই শুভ মুহূর্ত্তে সাধক সহস্রারে পরব্যোমে উত্থিত হইয়া আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে। সেই শিবশক্তির সম্মিলনক্ষেত্রে জীব নিজের স্বরূপাবস্থা লাভ করে, সে যাহা ছিল আবার তাহাই হইয়া যায়। তখন সেই সহস্রারে নীল-পীত-পঙ্কজের উপরে সর্ব্বশুদ্ধাতীত নিরাকার পরমাত্মার সহিত এক হইয়া সোঽহং ব্রহ্ম বা সর্ব্ববেদ-অগোচর বিদেহ ভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-নিরঞ্জনরূপে জন্মমৃত্যুর অতীত অবস্থা লাভ করেন।

এই সময় মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বরও মায়াতীত হইয়া অন্তর্হিত হ'ন। অহঙ্কার যে প্রকৃতির পরিণাম, অহঙ্কার সেই প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যান। ইহাই "অবরুদ্ধ ভাব"। এখানে আত্মাই আত্মা, আত্মকিরণোদ্দীপ্ত শুদ্ধ সত্ত্বভাবও গুণাতীত-ভাবে পর্য্যবসিত হয়। তখন উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধও বিলুপ্ত হয়।

"নির্মোহমোহপদবীতি ন মে বিকল্পো, নিঃশোকশোকপদবীতি ন মে বিকল্পঃ।
মনো ন বুদ্ধির্ন শরীরমিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রভূতানি ন ভূতপঞ্চকম্।
অহঙ্কৃতিশ্চাপি বিয়ৎস্বরূপকং তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্॥
ন ত্বং ন মে ন মহতো ন গুরুর্ন শিষ্যঃ।
সচ্ছন্দরূপ-সহজং পরমার্থতত্ত্বং, জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥"

অবধূতগীতা

মন, বুদ্ধি, শরীর, ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চমহাভূত—আত্মা এ সকলের কিছুই নয়। সেখানে না তুমি না আমি, সেখানে মহৎ বলিয়াও কিছু নাই, সেখানে গুরুও নাই শিষ্যও নাই। সেই পরমার্থতত্ত্ব সহজ ও সচ্ছন্দ অর্থাৎ কোন আয়াসপূর্ব্বক জানিতে হয় না। জ্ঞানামৃত সমরসপূর্ণ আত্মা, একমাত্র তাহার তুলনা গগন, আমি সেই গগন সদৃশ।

জীব যখন নিজ নিকেতনের দিকে যাত্রা করে, তখন হইতেই তাহার ভাব শুদ্ধ হইতে থাকে। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর হইতে থাকে,—এইরূপ বিশুদ্ধতার উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলেই সে বিশুদ্ধসত্ত্বের মধ্য হইতেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বরের

প্রবর্ত্ত্যতে অনয়া ইতি চোদনা -জ্ঞানাদি ত্রিতয়ং কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদ্বা চোদনেতি বিধিঃ উচ্যতে। তদুক্তং ভট্টৈঃ—"চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ" ইতি।

ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়ম্ অবলম্ব্য কর্ম্মবিধিঃ প্রবর্ত্ততে ইতি। তদুক্তং—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" ইতি। তথাচ করণং—সাধকতমম্। কর্ম্ম চ—কর্ত্তুরীপ্সিততমম্। কর্ত্তা—ক্রিয়া-নির্ব্বর্ত্তকঃ। কর্ম্ম সংগৃহ্যতে অস্মিন্ ইতি—কর্ম্ম-সংগ্রহঃ। করণাদি ত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদি কারকত্রয়ন্তু পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকমেবঃকেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ। অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্ ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [কর্ম্মতে কর্ত্তৃত্বাভিমান যাহার নাই এবং যাহার বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত হয় না—তাহার বন্ধন হয় না, তিনি কাহাকেও বিনাশ করিয়াও বিনাশ করেন না আর বন্ধন প্রাপ্ত হন না।—এই পূর্ব্বোক্ত বিষয়টির প্রমাণ বলিতেছেন যে—কর্ম্মচোদনা, কর্ম্মাশ্রয় ও কর্ম্মফলাদির ত্রিগুণাত্মকতা হেতু নির্গুণ আত্মার সহিত এগুলির কোন সম্বন্ধ নাই—এই অভিপ্রায়ে কর্ম্মচোদনা ও কর্ম্মাশ্রয় কি তাহা বুঝাইতেছেন]—(১) জ্ঞান—ইহা ইষ্ট-সাধন—এইরূপ যে বোধ। (২) জ্ঞেয়—ইষ্ট-সাধন যে কর্ম্ম—তাহাই জ্ঞেয়। (৩) পরিজ্ঞাতা—এবম্ভূত জ্ঞানের যিনি আশ্রয়—তিনিই পরিজ্ঞাতা। এই ত্রিবিধই কর্ম্মচোদনা অর্থাৎ কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু। চোদনা শব্দের অর্থ—যাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা—এই ত্রিতয় কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু। অথবা চোদনা শব্দে বিধি বুঝায়; ভট্ট তাহাই বলিয়াছেন যে "চোদনা, উপদেশ ও বিধি—এই তিনটি একার্থবাচী"।

তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইল—উক্তরূপ লক্ষণযুক্ত ত্রিগুণাত্মক জ্ঞানাদি ত্রয়কে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—"ত্রিগুণান্বিত সকাম পুরুষদিগের জন্য বেদ কর্ম্মফল প্রতিপাদন করিয়াছেন" ইত্যাদি। "করণ"—ক্রিয়া-সাধক, "কর্ম্ম"—কর্ত্তার ঈপ্সিততম (অর্থাৎ অতিশয় অভিলষিত), এবং "কর্ত্তা"—ক্রিয়া-নিবর্ত্তক বা সম্পাদক। "কর্ম্মসংগ্রহ"—ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে ইহাতে গৃহীত হয়, অতএব করণদি ত্রিবিধ কারকই ক্রিয়াশ্রয়। সম্প্রদানাদি কারকত্রয় সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়া-নির্ব্বর্ত্তক নহে, পরম্পরারূপে কেবল ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক মাত্র। অর্থাৎ সাক্ষাৎ ক্রিয়াশ্রয় নহে, এজন্য করণাদিত্রয়কেই ক্রিয়াশ্রয় বলা হইল ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—(১) জানা—(২) জানিবার বস্তু ব্রহ্ম—(৩) আর যিনি জানিবেন এই আত্মা—এই তিন কর্ম্ম কথিত হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে কূটস্থ ব্রহ্মের জ্ঞান—আপনারই হওয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা এই হ'ল কর্ম্ম। করণ মানে ক্রিয়া করা, কর্ম্ম ক্রিয়া ক'রে কূটস্থ ব্রহ্মেতে যাওয়া, ঐ আত্মার যিনি কর্ত্তা বলিয়া মানেন।—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় "আমি" নাই, "তুমি" নাই, "ক্রিয়া" নাই সুতরাং কর্ত্তাও নাই। কিন্তু তথাপি ব্যবহারিক অবস্থায় কর্ম্ম আছে, সুতরাং তাহার কর্ত্তাও আছে। সে কর্ত্তা আত্মা কিনা? আত্মা না থাকিলে কিছু হয় না বটে, এবং সে হিসাবে আত্মা কর্ত্তা হইলেও কর্ম্মের লেপ তাঁহাতে হয় না—এজন্য কর্ম্মের সহিত আত্মার সংশ্রব নাই বলিয়াই মানিতে হইবে। তবে কর্ম্ম-সমূহের প্রবর্ত্তক কাহাকে মানা

"যোনিমুদ্রাতে শ্বেতদ্বীপনিবাসী পরব্যোমস্বরূপ ব্রহ্মমধ্যে অগ্নিশিখা দেখিতে যে সময় লাগে, পরমেশ্বর পুরুষোত্তমকে দেখিতেও সেই সময় লাগে। **যোগীরা এইরূপে সূর্য্য—কূটস্থ ব্রহ্মকে ভেদ করিয়া যোগাভ্যাসের ধারণাদ্বারা পুরুষোত্তমের জ্ঞানলাভ করেন।** "যোসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি"। এই আদিত্যান্তর্গত পুরুষই "আমি"। যখন আমিই সেই এক পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপ—তখনই 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং' হয়। সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ হইলে আর আপনিও থাকে না।

"ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার অবস্থায় থাকা—এই প্রথম ক্রিয়া। এইরূপ থাকিতে থাকিতে সর্ব্বদা ধ্যান করিলেই ব্রহ্মপদকে পায়—মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সুষুম্নার এক টান থাকে—ইহাই দ্বিতীয়মাত্রা, ইহাকে বিষ্ণুদৈবত বলে। অর্থাৎ যোনিমুদ্রায় অল্পক্ষণ স্থিতি থাকিলে ব্রহ্মরন্ধ্র কূটস্থের মধ্যে সকল দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয় পুরুষোত্তম—যিনি নিত্য পুরাণ পুরুষ—তাঁহাকে দেখা যায়। ইহাই বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ লিঙ্গমূল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ু থাকে। আর যে ঈশান দেবতা অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়াদ্বারা যখন সমস্ত জানা যায়—তাহাই তৃতীয় মাত্রা অর্থাৎ ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত ও ঈশ্বর সকল ভূতের মধ্যে আছেন বলিয়া সকল জানা যায়, তখন ছাইয়ের মত বর্ণ দেখা যায়। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ুর টান থাকিবে—এইরূপ ধ্যানে ঈশানপদকে পাইবে। অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে বিন্দু অথবা বাহ্যবিন্দুতে [যাহা ঐর সামনে দেখা যায়) থাকিবে—সে বিনা ইচ্ছা—অনিচ্ছার ইচ্ছা—যাহা বোধগম্য নহে, কেবল তাঁহারই মহিমা—তাঁহার দ্বারা সমস্ত জানিতে পারিবে। আর যাহা অর্দ্ধমাত্রা বা চতুর্থমাত্রা—তখন হৃদয়ে ব্রহ্মের স্থিতি অনুভব হয়, যেখানে সকল দেবতার তেজোময় রূপ দেখা যায়, আকাশে বিচরণ করিতেছে, শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় বর্ণ দেখা যায়, তাহাই সর্ব্বদা ধ্যান করিবে। গগন-মণ্ডলে সে ধ্যান নিত্য করিতে করিতে সহস্রদল পদ্ম নামক নিধি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম আত্মাস্বরূপ, তাঁহার পর আর কিছু নাই।"

(লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যাত বেদান্তদর্শন ২য় অধ্যায়, তৃতীয় পাদ)

উপরোক্ত বিষয়টির সারার্থ এই—

(১) প্রথম কাজ ক্রিয়া করা, (২) ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি, উহাই জ্ঞেয়,—ব্রহ্মবস্তু। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হয়। (৩) ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিতে থাকিতে যে ধ্যানাবস্থা হয়, তদ্দ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ হয়—তখন সুষুম্নার মধ্যে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত একটা টান অনুভব হয়। ইহাই প্রণবের প্রথম মাত্রা। (৪) যোনিমুদ্রায় ব্রহ্মযোনি কূটস্থের মধ্যে সমস্ত দেবতার সাক্ষাৎ হয়, পরে পুরুষোত্তম দর্শন হয়। ইহাই বিষ্ণুপদ—তখন লিঙ্গমূল হইতে (মূলাধার ছাড়িয়া গেল) মস্তক পর্য্যন্ত বায়ু স্থির। ইহাই প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা। (৫) ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা যখন নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত টান হয়—(স্বাধিষ্ঠান ছাড়িয়া গেল) তখন যে একটি অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ হয়—উহাই প্রণবের তৃতীয় মাত্রা। তখন সর্ব্বভূতস্থিত ঈশ্বরকে জানা যায় (এইবার ঈশ্বর দর্শন হইল)। ঈশ্বর সর্ব্বভূতস্থ বলিয়া সাধকও তখন সকলের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি তখন সকলের সব কথা

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জ্ঞান কর্ম্ম কর্ত্তা—তিনরকমের তিন গুণেতে তাহাদিগের গুণ সব যেমন যেমন তাহা বলিতেছি।—আত্মা অকর্ত্তা, তবে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার গুণভেদে ত্রিবিধ অবস্থা হয়, ইহা কিরূপে সম্ভব হয় বলিয়া বুঝিব? এই কর্ত্তা ও জ্ঞেয় বস্তু কি একই বস্তু নহে? ক্রিয়া ব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা নাই। গুণাতীত যে আত্মা তাহার আবার ক্রিয়া কোথায়? সুতরাং ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। এ কর্ত্তা গুণাতীত নহে বরং ত্রিগুণযুক্ত।

আত্মা অকর্ত্তা হইলেও গুণভেদে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তারও ত্রিবিধ অবস্থা হয়। এই কর্ত্তা ও জ্ঞেয় বস্তু (আত্মা) কিন্তু এক বস্তু নহে। ক্রিয়াব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু গুণাতীত যিনি, তাঁহার আবার ক্রিয়ার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং এ কর্ত্তা গুণাতীত নহেন, বরং ত্রিগুণযুক্ত। বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা আভাস চৈতন্যই সমস্ত বস্তুর জ্ঞাতা, সাধন দ্বারা এই আভাস চৈতন্য যখন শুদ্ধ হইয়া যান, তখন তিনিও অকর্ত্তাই হইয়া যান। দৃশ্য বস্তু থাকিলে তাহার দ্রষ্টাও আছে বুঝিতে হইবে, কিন্তু যখন দৃশ্য বস্তুর অভাব হয়, তখন দ্রষ্টৃত্ব-ভাবও থাকে না। চিত্তস্পন্দন হেতুই বহুবিধ বস্তু কল্পিত হয়, প্রাণ-স্পন্দন ব্যতীত চিত্তস্পন্দন হয় না, সুতরাং বহুবিধ দৃশ্য বস্তু উহা প্রাণের বিবিধ স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাণ নিস্পন্দিত হইলে তাহার বহু বস্তুরূপ পরিণামও ক্ষীণ হইয়া যায়, এইরূপে চিত্তস্পন্দনও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে তাহার ভোক্তৃভাবও বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহাই দ্রষ্টার স্বস্বরূপে অবস্থান। বৃত্তির সম্যক্ নিরুদ্ধাবস্থা দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হয়। এই অবস্থাকেই কৈবল্যাবস্থা বলে। তখন বুদ্ধির তখন অভাবপ্রযুক্ত বুদ্ধি-বোধাত্মক ভাবও থাকে না। কিন্তু ব্যুত্থিত অবস্থায় "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র"—পুরুষ যেন বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত অভিন্ন ভাবে প্রতীত হন। দর্পণ থাকিলেই যেমন দর্পণের সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব দর্শন হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি রূপ দর্পণ থাকিতে প্রতিবিম্ব দর্শন দূর হয় না। দ্রষ্টা পুরুষই চৈতন্য-স্বরূপ; এই দ্রষ্টা যাহা জ্ঞাত হন, তাহাই দৃশ্য বা জ্ঞেয় বস্তু। দ্রষ্টা-চৈতন্যের দ্বারা চেতনযুক্ত হইয়া বুদ্ধি বিষয়-সমূহকে প্রকাশ করে। তাহা হইলে দ্রষ্টা-পুরুষ বা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জ্ঞাতা-পুরুষ, এবং বিষয়সমূহ জ্ঞেয়। ইন্দ্রিয়যুক্ত চিত্ত হইল বিষয় জ্ঞানের করণ বা দর্শন শক্তি। চিত্তের সহিত মিলিত হইয়াই আত্মার ভোক্তৃত্ব ভাব হইয়া থাকে। এই ভোক্তৃ-ভাবই অস্মিতাখ্য অভিমান হইতে সঞ্জাত। চিত্ত মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞান হয় তাহা অভিমানেরই প্রকার-বিশেষ। দ্রষ্টা-পুরুষের সন্নিকর্ষ হইতে বুদ্ধিতে বিষয় সকল প্রকাশিত হয়, সেই জন্য বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত পুরুষ অভিন্নভাবে যেন অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, এই জন্য বিষয়ের সহিত পুরুষেরও সারূপ্য প্রতীত হয়। নিরুদ্ধ অবস্থায় যেমন তাঁহার স্বরূপে অবস্থান হয়, তেমনই ব্যুত্থিত অবস্থায় বিষয়রূপে তিনিই প্রতীত হন। সেই জন্য জ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাতা পুরুষ হইতে অভিন্ন। দৃশ্য না থাকিলে যেমন দ্রষ্টা নাই, দ্রষ্টা না থাকিলেও তেমনই দৃশ্য নাই। সত্তাবান বস্তু মাত্রেই কর্ত্তৃ-নিরপেক্ষ হইয়া অস্তিত্বযুক্ত হইতে পারে না। বস্তুর সত্তা দ্রষ্টার সত্তার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে বস্তুর সত্তাও দ্রষ্টৃ-পুরুষ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। আত্মার এইরূপ বহুভাবে প্রকাশই হইল—তাঁহার মায়া বা লীলা। বাস্তবিক দ্রষ্টা ও "আমি"

(পৃথক বা অনৈক্যের জ্ঞানই রাজস জ্ঞান)

পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১

থাকে না। সুতরাং ক্রিয়ার পর অবস্থায় সৃষ্টি সমুদায় থাকিয়াও থাকে না। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মেতে সংসার ভ্রম হয়, চঞ্চল মনের। ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনও নাই সুতরাং সৃষ্টিও নাই আর রজ্জুতে সর্পবোধও নাই। তখন এক অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তু ব্যতীত আর কোন কিছুরই সত্তা থাকে না সুতরাং নির্দ্বন্দ্ব নিরহঙ্কার যোগীর কোন ভোগেচ্ছা বা কোন বস্তুর প্রতি লোভও থাকে না সুতরাং তাঁহার পরিগ্রহের সম্ভাবনা নাই বা কিরূপে হইবে? তাই বলিতেছি সাধক তোমার সকল দরজা খোলা থাকুক, তুমি প্রাণক্রিয়া দ্বারা মনকে বশ করিতে পারিলেই এই জগৎ, জীব, মায়া, ঈশ্বর বা আত্মার সমস্ত রহস্যই অবগত হইতে পারিবে। ইহাই প্রকৃত সাত্ত্বিক জ্ঞান॥ ২০

অন্বয়। তু (কিন্তু) পৃথক্ত্বেন (পৃথক পৃথকরূপ) যৎ জ্ঞানং (যে জ্ঞান) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) পৃথক্‌বিধান্ নানাভাবান্ (পৃথক্‌বিধ নানাভাব সমূহকে) বেত্তি (জানে) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে) রাজসং বিদ্ধি (রাজস বলিয়া জানিবে)॥ ২১

শ্রীধর। রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানং ইত্যস্যৈব বিবরণম্। সর্ব্বেষু ভূতেষু—দেহেষু, নানাভাবান্—বস্তুত এব অনেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্, পৃথগ্বিধান্—সুখিত্বদুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি॥ ২১

বঙ্গানুবাদ। [রাজস জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন]—পৃথক্‌রূপে যে জ্ঞান হয়, ইহা তাহারই বিবরণ। যে জ্ঞানে পৃথকরূপে সর্ব্বভূতে পৃথক্‌বিধ (সুখী দুঃখী আদি রূপে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন) নানাভাব বস্তুতঃ-ই অনেকানেক ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অনুভূত হয়, সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জানিবে॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পৃথক করে নানা বস্তুতে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়াও এক ব্রহ্মস্বরূপ দেখে—সে রাজসিক জ্ঞান।—অপরিবর্ত্তনীয় এক আত্মস্বরূপেরই জ্ঞান হইতে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রবিভক্তরূপে দৃষ্ট হইলেও যে জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে এক ও নিরন্তর আকাশের ন্যায় বোধ হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান—যাহা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় বোধ হয়, ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে। এ শ্লোকে বলা হইতেছে যে পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত একাত্মবোধ নাই বটে, নানা বস্তুকে নানা ভাবে দেখা ও তত্তৎবস্তুতে আসক্তি বা কখন বিরক্তিও প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাহা যে একেরই বহুরূপ—এইরূপ জ্ঞান যখন হয়, তাহা রাজস জ্ঞান। একাত্মভাবের চিন্তা থাকিলেও যত দিন দেহের পার্থক্য ভাবের লোপ না হয়, তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞান বলে না; উহা এক প্রকার মল-মিশ্রিত জ্ঞান—সুতরাং রাজস জ্ঞান। কারণ জ্ঞানের শুদ্ধতা হইলে আর তাহাতে পৃথকত্বের ভাণ থাকিতে পারে না। এখানে ব্রহ্মেরই পৃথক পৃথক ভাব মনে হইলেও পৃথক দৃষ্টি

(সাত্ত্বিক কর্ম্ম)

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

অতএব অল্পবিষয়ক বা অল্প-ফলজনক বলিয়া অতি তুচ্ছ—এবম্ভূত যে জ্ঞান—তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন কর্ম্মের নিমিত্তে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করে বিনা কারণে—সে তামসিক।—দেহ-সর্ব্বস্ব অবিবেকী জীবের যে জ্ঞান—তাহাই তামসিক জ্ঞান। ইহাদের সব ধারণাই মন-মানা, তাহাতে যুক্তিও নাই বিচারেরও স্থান নাই, অথচ নিজের ধারণার প্রতি অটুট বিশ্বাস। তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধি হইতেই এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। শঙ্করাচার্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—যেমন জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে জীব দেহ-পরিমাণ মাত্র কিম্বা ঈশ্বর কাষ্ঠাদি পরিমাণ মাত্র, এরূপ জ্ঞান অযৌক্তিক এবং তাহা কখনও সত্য পদার্থকে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং উহার ফলও অতি তুচ্ছ, অর্থাৎ যাহারা ঐ মতের অনুবর্ত্তন করে, তাহাদের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্প। তামসিকেরা সত্য বস্তুকে দেখিতে পায় না, কারণ তমোগুণের ধর্ম্ম জ্ঞানকে আবরণই করিয়া থাকে ॥ ২২

অন্বয়। অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাভিলাষশূন্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক) সঙ্গরহিতং (অনাসক্তভাবে) অরাগদ্বেষতঃ (অনুরাগ বা দ্বেষদ্বারা প্রেরিত না হইয়া) কৃতং (অনুষ্ঠিত) যৎ নিয়তং কর্ম্ম (যে নিত্যকর্ম্ম) তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে (তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৩

শ্রীধর। ইদানীং ত্রিবিধং কর্ম্ম আহ—নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং—নিত্যতয়া বিহিতম্, সঙ্গরহিতম্—অভিনিবেশ-শূন্যম্, অরাগদ্বেষতঃ কৃতং—পুত্রাদি প্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি। ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেন কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং তিনটি শ্লোকে ত্রিবিধ কর্ম্মের বিষয় বলিতেছেন]—যে কর্ম্ম (১) নিয়ত অর্থাৎ নিত্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিহিত, এবং (২) সঙ্গরহিত অর্থাৎ অভিনিবেশশূন্য, (৩) অরাগদ্বেষত: কৃত—অর্থাৎ পুত্রাদির প্রীতির নিমিত্ত বা শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ যাহা কৃত নয়, (৪) অফলপ্রেপ্সু—অর্থাৎ যে কর্ত্তা ফল ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ত্তা দ্বারা যে কর্ম্ম কৃত, সেই কর্ম্মকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছারহিত হ'য়ে—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ধ্যান ধারণা সমাধিপূর্ব্বক ইচ্ছারহিত, হিংসারহিত—এমত যে কর্ম্ম তাহার নাম সাত্ত্বিক কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে যাওয়া।—ভগবান এইবার ত্রিবিধ কর্ম্মের কথা বলিতেছেন। কর্ম্ম (১) প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় যে ভাব কৃত হয়, (২) প্রাণের কথঞ্চিৎ স্থিরতা হইলে এবং (৩) প্রাণের পূর্ণ স্থিরতায় কর্ম্ম যে ভাবে কৃত হয়—তাহারই কথা এখানে বলিতেছেন। (১) প্রথমাবস্থায় যখন শ্বাস ইড়া পিঙ্গলায় চলে, (২) ইড়া পিঙ্গলায় চলিয়াও সামান্যভাবে যখন সুষুম্নায় চলে, এবং (৩)

অনুবন্ধ অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাবি শুভ ও অশুভ, বিত্তক্ষয়, পরপীড়া এবং নিজ-সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া কেবল মোহবশতঃ যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ঘুমাবার পূর্ব্বে বেঁধে ফেলে যে রকম—এমনতর কর্ম্মে যাহাতে নাশ হয়—আর অন্যের ভাল দেখিতে পারে না—অনপেক্ষ—কাহারও উপেক্ষা করে না অর্থাৎ চারিদিক দেখে করে না এইরূপ পুরুষত্ব প্রকাশ ক'রে মোহেতে ক'রে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে—ইহাকে তামস কর্ম্ম কহে।—ভগবান তামস কর্ম্মের ফল দেখাইতেছেন। তামস কর্ম্মের দোষ এই যে তাহাতে একেবারে বিচার থাকে না। একজন হয়তো ভাল কর্ম্মই করিতেছে, উহাতে কর্ত্তার মঙ্গল হইবে; কিন্তু তামস কর্ত্তার অন্যের মঙ্গল ভাল লাগে না সুতরাং অপরের ভাল কাজেও তাহার দোষ দৃষ্টি থাকিবেই। ছোট ছেলের ঘুম আসিলে যেমন সে আর স্থানাস্থান বিচার করিতে পারে না, ঘুমের ঘোরে বিবশ হইয়া যায়, এইরূপ তামসিক কর্ত্তা এমনতর কর্ম্ম করিতে উদ্যত হ'ন যাহাতে হয়তো তাঁহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু এমনই জেদের বশ যে, নিজের হিত বুঝিতে পারেন না এবং সেইরূপ কর্ম্ম করিতে গিয়া আপনারই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া ফেলেন। বিচার বুদ্ধি থাকে না বলিয়াই এমন সব কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়, যাহাতে পশ্চাতে তাঁহাকেই বিপদে পড়িতে হয়। নিজের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে গিয়া হয়তো যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া ফেলেন। ইহার পশ্চাতে সর্ব্বদাই দুঃখের বা ভয়ের বন্ধন থাকে, নিজের শক্তি-সামর্থ্যেরও অযথা ক্ষয় হইয়া যায় এবং তাহা অন্যেরও ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে। তামসিক কর্ম্ম তখনই হয়, যখন মন নাভির নীচে থাকে—যেমন কামে উন্মত্ত, তখন আর অগ্র-পশ্চাৎ জ্ঞান থাকে না। উহাতে শরীর, মন, ধর্ম্ম সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, এমন কি ঐ সকল কর্ম্মে বহু বিত্তেরও অপব্যয় হয়, তথাপি সে সকল কর্ম্ম করিবার জন্য কর্ত্তার কত যে জেদ তাহার আর সীমা নাই! যে সকল কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে নিজের সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, অন্যকে অযথা পীড়ন করিবার আবশ্যক হয়, মোহবশতঃ মনের আবেগে কেবল কর্ম্মই করা হয় মাত্র, তাহাতে ভাবী সুফল কিছুই নাই—উহাই তামসিক কর্ম্ম। মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতিও এই শ্রেণীর কর্ম্ম। কেবল হিংসা দ্বেষ ও লোভ বশতঃ আপনার সামর্থ্যের বাহিরে হইলেও যে কর্ম্ম করিতে কর্ত্তার প্রবৃত্তি হয় এবং তাহাতে আপনার ও অপরের লাভ ক্ষতির পর্য্যালোচনা নাই, বিচার-শূন্য হইয়া মনের খেয়াল-অনুযায়ী যে কর্ম্ম করা হয়—তাহা তামসিক কর্ম্ম। সাত্ত্বিকাদি ভেদে কর্ত্তার যেরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, কর্ম্মও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। উপরে উপরে কর্ম্মকে বিচার করিলেও চলিবে না। কর্ত্তার আশয় (motive) দেখিয়া কর্ম্মের বিচার করিতে হয় নচেৎ বিচারে ভ্রম হইতে পারে। একজন শুদ্ধান্তঃকরণে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার বাহ্যিক আকার রাজসিক বা তামসিক হইলেও তাহা প্রকৃত পক্ষে রাজসিক বা তামসিক নাও হইতে পারে। যুদ্ধ-বিমুখ অর্জ্জুন "কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ" বলিয়া যুদ্ধ-বিমুখ হইলে তাহা আপাত-দৃষ্টিতে সাত্ত্বিক মনে হইলেও ভগবান তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম মনে করিতে পারেন নাই। উহা অর্জ্জুনের বিচারবিমূঢ়তার তামসিক ফল দেখিয়া ভগবান অর্জ্জুনের ঐরূপ যুদ্ধ নিবৃত্তিতে উৎসাহ দেখাইতে পারেন নাই ॥ ২৫

(রাজস কর্ত্তা)

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭

বলিয়া কোন কামনা করেন না। দেখিতে না পাইলেও মনটা বিষাদে বা নিরানন্দে ভরিয়া যায় না বা তজ্জন্য মনও নিরুদ্যম হইয়া সাধনায় শিথিলতা প্রকাশ করে না। মন দিয়া ক্রিয়া করায় ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা স্থিরতার বেশ উদয় হয়, বুদ্ধিও তাঁহার সেইজন্য খুব স্থির, কোন কিছুতেই উৎফুল্ল বা বিষণ্ণ হন না। হয়তো একটা কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিলেন, কিন্তু কর্ম্মটী সফল হইল না—এজন্য তাঁহার চিত্তে অপ্রসন্ন ভাব ফুটিয়া উঠে না, বরং সর্ব্বদা তাঁহার মুখে হাসিটি লাগিয়া থাকে। চেষ্টা ব্যর্থ হইল ভাবিয়া ক্ষণার্দ্ধের জন্যও চিত্তে বিষাদের দাগ পড়ে না—ইহারই নাম মুক্তসঙ্গ। তাঁহাদের অহংভাব থাকে না, সুতরাং কর্ম্ম করিয়া সফলতা লাভ করিলেও চিত্তে কোন অহঙ্কার বা বিকার আসে না, এইরূপ অনহংবাদী পুরুষেরা সাধন করিয়া কখনও কিছু অনুভব করিলেন কিন্তু সে অনুভব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না—এজন্যও বিষণ্ণ হইয়া পড়েন না। কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল গুরুর উপদেশ মত সাধন করিয়া চলেন এবং বহুকর্ম্মের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াও কূটস্থে লক্ষ্য রাখিতে কখনও তাঁহার ভুল হয় না। কিছু ফল লাভ হউক বা না হউক সাধনায় কোন দিন তাঁহার অপ্রবৃত্তি আসে না, এইরূপ প্রমাদশূন্য ব্যক্তিই সাত্ত্বিক ক্রিয়াবান ॥ ২৬

অন্বয়। রাগী (যাহার রাগ অর্থাৎ আসক্তি আছে), কর্ম্মফল-প্রেপ্সুঃ (কর্ম্মের ফল প্রার্থনা যে করে) লুব্ধঃ (পরদ্রব্যে যাহার তৃষ্ণা আছে), হিংসাত্মকঃ (পরকে পীড়ন করাই যাহার স্বভাব), অশুচিঃ (বাহ্য এবং আন্তর শৌচাচার বর্জ্জিত), হর্ষ-শোকান্বিতঃ কর্ত্তা (হর্ষ ও শোকযুক্ত কর্ত্তা) রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (রাজস বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ২৭

শ্রীধর। রাজসং কর্ত্তারমাহ—রাগীতি। রাগী—পুত্রাদিষু প্রীতিমান্, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ—কর্ম্মফলকামী, লুব্ধঃ—পরস্বাভিলাষী, হিংসাত্মকঃ—মারকস্বভাবঃ, অশুচিঃ—বিহিত-শৌচশূন্য, লাভালাভয়োঃ হর্ষ-শোকাভ্যাং সমন্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ ॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ। [রাজস কর্ত্তার বিষয় বলিতেছেন]—রাগী অর্থাৎ পুত্রাদিতে প্রীতিমান, কর্ম্মফলকামী, পরস্বাভিলাষী, মারকস্বভাব, বিহিত শৌচশূন্য, লাভালাভে হর্ষশোকযুক্ত—এইরূপ কর্ত্তা রাজস ॥ ২৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছার সহিত ফলাকাঙ্ক্ষা, লোভ, হিংসা, অশুচি, সুখী, এবং দুঃখী, এমন যে কর্ত্তা তিনি রাজস কর্ত্তা।—যাহাদের অত্যধিক বিষয়াদিতে প্রীতি, তাহারা সর্ব্বদা পুত্রকন্যাদির লালন পালনে ব্যতিব্যস্ত এবং বিষয়লাভে সতৃষ্ণ থাকে, সুতরাং তাহারা নিয়মিত ভাবে ক্রিয়াদি সাধনে তৎপর নহে। যেটুকু ক্রিয়া করে, তাহাতে ফললাভের আকাঙ্ক্ষাই থাকে অর্থাৎ এ কাজ করিলে শরীর ভাল থাকিবে, কিংবা সিদ্ধ গুরু হয়তো তাঁহার আশীর্ব্বাদে অনেক বিপত্তির হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইবে, তাঁহার সুপারিশে কিছু

সর্ব্বদা—সর্ব্বদাই দুঃখেই মন ভার—আজ না হয় কাল করব—ইহার পর বুড়া হইলে ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি দেবো—এইরূপ অবস্থা তামস কর্ত্তা।—তামসিকদের মন বিষয়ে আটকাইয়া পড়ে, সাধনায় আটকায় না। তাহারা মনে মনে অনেক প্রকার জল্পনা কল্পনা করে কিন্তু কাজে কিছুই করে না। মনে মনে খুব ইচ্ছা—যে ক্রিয়ার পর-অবস্থা হয়, কিন্তু ক্রিয়া করিলে তবে তো ক্রিয়ার পর-অবস্থা আসিবে? ক্রিয়াতে কিন্তু মোটেই মনোযোগ নাই। ক্রিয়া করিতে বসিলেও মন যাহাতে তাহাতে পড়িয়া থাকে, সুতরাং স্থিরতা আসে না এবং মনও নিরুদ্ধ হয় না। ক্রিয়া করিবার সময় একটা যা তা সামান্য দৃশ্য দেখিয়াই মনে করে একটা মস্ত কিছু হইয়াছে এবং তাহাতেই মনে মনে খুব সন্তুষ্ট, কখন কখনও তাহার জন্য কত গর্ব্ব অনুভব করে। সব দিন ক্রিয়া করেও না, জিজ্ঞাসা করিলে বলে—এত কাজের ঝঞ্ঝাট একটুও সময় করে উঠতে পারি না। অথচ সে সব কাজের মাথাও নাই মুণ্ডও নাই, কেবল আপনাকে আপনি ফাঁকি দেওয়া। লোক দেখিলেই দুই চারিবার ফোঁস ফোঁস করে, মনে ইচ্ছা লোকে জানুক সে কত ক্রিয়া করে, এইরূপ লোক ঠকানো প্রবৃত্তি। হয়তো আসনে বসিয়াই ঘুমাইতেছে, কিন্তু লোককে বলা হয়, 'ক্রিয়ায় মন বসিয়া যায় কিনা! তখন আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, কোথায় কি হইতেছে বা কে কি করিতেছে—কিছুই বুঝিতে পারি না, ডাকিলেও শুনিতে পাই না।' অথচ মন সকল দিকেই আছে, কেহ কিছু তাহার বিরুদ্ধে বলিলে সে সব কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। কোন মঙ্গল-কর্ম্মেই যোগ দিতে পারে না, কারণ তাহাতে কাজ করিতে হয় এবং পয়সা খরচ আছে, তাই লোককে বলিয়া বেড়ায়—ওই সব কাজ করিতে গেলে মন বিক্ষিপ্ত হয়, সেই জন্য ও-সব কাজ টাজ আর ভাল লাগে না। আমি সর্ব্বদা বেশ কূটস্থ লক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাকি, আমার ইহাই ভাল লাগে, আর এখন বাজে কাজে সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। মন সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট, কিছুতে হয়তো দু-পয়সা লাভ হইল, তবুও তাহাতে খুশী নয়, মনে হয় আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল। মুখে সর্ব্বদা এমন একটা বিষাদের ভাব থাকে—যেন তাহার একটা বিপদ আসন্ন হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। যখনই কথা বলে, কেবল ঘ্যান ঘ্যান করিয়া নিজের দুঃখের গীতই গাহিতে থাকে। দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া দিলেও সে পথ কখনও মাড়াইবে না। দেখা হইলেই কেবল নিজের কাঁদুনী গাহিতে থাকিবে, এবং এই-রূপ ধারণা—পৃথিবী শুদ্ধ লোক যেন এক জোটে পরামর্শ করিয়া তাহার শত্রুতা সাধন করিতেছে এবং তাহার উন্নতির পথে বাধা জন্মাইতেছে। সামান্য একটা কাজ তাহা করিয়া ফেলিলেই হয়, সে জন্য সময়েরও বেশী প্রয়োজন নাই এবং সে জন্য ব্যয় বাহুল্যও নাই কিন্তু তবুও তাহা লইয়া কত মাথাই ঘামাইবে, কত লোকের সহিতই পরামর্শ আঁটিবে; এইরূপে যে সময়ের মধ্যে তাহা শেষ করিয়া ফেলা উচিত ছিল সদা সন্দিগ্ধচিত্তে সে সময়ের মধ্যে তাহা তো করিতেই পারে না বরং কর্ম্মের যথোপযুক্ত সময় পার হইয়া যায় কিন্তু তাহার চিন্তার শেষ হয় না। ক্রিয়া লওয়া

(বুদ্ধির ভেদ ত্রিবিধ)

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু ।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

উচিত কি অনুচিত এই চিন্তা করিতে করিতে দশ বৎসর কাটিয়া গেল, তবু মন নিঃসংশয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না—এইরূপে একদিন অতর্কিত ভাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িল, আর সব শেষ হইয়া গেল—এই সব কর্ত্তারাই তামস কর্ত্তা ॥ ২৮

অন্বয়। ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয়) বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ (বুদ্ধির এবং ধৃতির) গুণতঃ এব (গুণানুসারেই) ত্রিবিধং ভেদং (তিন প্রকার ভেদ) পৃথক্ত্বেন (পৃথক্ পৃথক্‌রূপে) অশেষেণ (সমগ্ররূপে) প্রোচ্যমানং (যাহা বলা হইবে) শৃণু (তাহা শ্রবণ কর) ॥ ২৯

শ্রীধর। ইদানীং বুদ্ধেঃ ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে—বুদ্ধের্ভেদমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ২৯

বঙ্গানুবাদ। অধুনা বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধতা বিষয়ে বলিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্ট। [হে ধনঞ্জয়, সত্ত্বাদিগুণ-ভেদ বশতঃ বুদ্ধি ও ধৃতির যে তিন প্রকার ভেদ—তাহা পৃথক পৃথক ভাবে সুস্পষ্টরূপে বলিতেছি—শ্রবণ কর] ॥ ২৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—বুদ্ধি, ধৃতি তিন প্রকার—তাহার গুণ বলি পৃথক পৃথক ক'রে।—সত্ত্বাদি গুণ ভেদে বুদ্ধিরও ত্রিবিধ ভেদ হয়, সেই কথাই ভগবান অশেষরূপে অর্থাৎ কিছু বাদ না দিয়া এবং প্রত্যেকটিকে পৃথক ভাবে বলিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন। জীব বা আত্মাকে আমরা বুঝি—বুদ্ধির ভিতর দিয়া। যদিও আত্মাকে ইহাদের বিকার স্পর্শ করিতে পারে না, তবুও অসিদ্ধাবস্থায় অন্তঃকরণের ধর্ম্মই জীবে আরোপিত হয় এবং তদ্দ্বারাই জীবকে বিচার করা হয়। তাই যেন ভগবান বলিতেছেন—আত্মার কর্ম্মবিহীন নিষ্ক্রিয় ভাব তো বুদ্ধি আত্মস্থ না হইলে বুঝা যাইবে না, কিন্তু গুণের মধ্যেই যাঁহারা পড়িয়া আছেন, তাঁহারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবেন কি ভাবে—তাহা জানা না থাকিলে উন্নত অবস্থায় তাঁহারা পৌঁছিবেন কিরূপে? বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলেই না রাগ দ্বেষ ত্যাগ হইবে? চিত্ত শান্ত হইয়া উপরাম লাভ করিবে? তাই ভগবান বুদ্ধি ও ধৃতির ভেদ দেখাইয়া অর্জ্জুনের সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ও ধৃতি যাহাতে প্রাপ্তি হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে বলিতেছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মুক্তসঙ্গ, ধৃতিযুক্ত ও অহঙ্কারশূন্য কর্ত্তাই সাত্ত্বিক। সমস্ত কর্ম্মের মূলেই আমরা বুদ্ধিকে দেখিতে পাইতেছি, বুদ্ধি ব্যতীত শুভ বা অশুভ কোন কর্ম্মই হয় না। বুদ্ধিই জ্ঞানশক্তি এবং ধৃতি ধৈর্য্য বা ধারণার শক্তি—যাহা না থাকিলে কোন কর্ম্মই হইতে পারে না। মনে হইতে পারে কর্ত্তার কথা যখন বলা হইয়াছে, তখন আর বুদ্ধি বা ধৃতি-সম্বন্ধে পৃথক করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি? কর্ত্তাকে বাদ দিয়া বুদ্ধি বা ধৃতির অস্তিত্ব কোথায়? ইহা সত্য বটে, কিন্তু আত্ম-সত্তায় কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব কিছুই নাই, কিন্তু কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বেরই যখন আলোচনা চলিতেছে, তখন তাহার মধ্যে আত্মা কি ভাবে অবস্থান করেন তাহা অবশ্যই প্রণিধান-যোগ্য। আত্মা ঐ অবস্থায় বুদ্ধিরূপ হইয়া বর্ত্তমান থাকেন। বুদ্ধির সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা, তামসিকতার অনুরূপ বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত আত্মাকেও তখন সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক

(রাজসী বুদ্ধি)

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

সুষুম্নাবাহী হইলেই বুদ্ধি স্থির হয় অর্থাৎ বুদ্ধি সাত্ত্বিকী হয়॥ সাত্ত্বিকী বুদ্ধি দ্বারাই বন্ধন মোচন হইয়া থাকে॥ ৩০

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) যয়া (যে বুদ্ধির দ্বারা) ধর্ম্মং অধর্ম্মং চ (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম) কার্য্যম্ অকার্য্যম্ এব চ (কার্য্য ও অকার্য্য) অযথাবৎ (অযথার্থরূপে) প্রজানাতি (বুঝে) সা (তাহা) রাজসী বুদ্ধিঃ (রাজসী বুদ্ধি)॥ ৩১

শ্রীধর। রাজসীং বুদ্ধিং আহ—যয়েতি। অযথাবৎ—সন্দেহাস্পদত্বেন ইত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৩১

বঙ্গানুবাদ। [রাজসী বুদ্ধির বিষয় বলিতেছেন]—অযথাবৎ অর্থাৎ সন্দেহাস্পদতা হেতু [যাহাতে সন্দেহ থাকিয়া যায়] অযথাবৎ। অন্য সমস্ত স্পষ্ট। [হে পার্থ, যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য যথাযথরূপে জানা যায় না, তাহাই রাজসী বুদ্ধি]॥ ৩১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ ক্রিয়া করা ধর্ম্ম—ক্রিয়া না করা অধর্ম্ম ; ক্রিয়া করা কর্ম্ম— ক্রিয়া না করা অকর্ম্ম—যে এইরূপ যথার্থ জানে না এমত যে (অ) স্থিরবুদ্ধি তাহার নাম রাজসিক বুদ্ধি।—যে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত ভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কার্য্যাকার্য্যের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না, তাহাই রাজসী বুদ্ধি। স্বরূপ বুঝিতে পারে না বলিয়া সন্দেহ থাকিয়া যায়, ইহা সত্যই ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য—এইরূপ নিঃসংশয় হওয়া যায় না, সব কিছুতেই অস্পষ্ট অস্পষ্ট ভাব। আমাদের মধ্যে প্রাণরূপ যে সূত্র রহিয়াছে, তাহাই সর্ব্বভূতের পোষক বা ধারক। এই ধর্ম্মরূপী প্রাণসূত্রই যে সব, প্রাণ না থাকিলে সমস্ত লোক নিশ্চল নিস্পন্দবৎ হইয়া পড়ে, তাহা আমরা বুঝি না বলিয়াই প্রাণের প্রতি কোন আস্থা নাই। মনে হয় এই প্রাণ-ধর্ম্ম কলের ইঞ্জিনের মত কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহার সহিত আবার ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? কিন্তু এই প্রাণরূপেই ভগবান প্রতিঘটে বিরাজমান, সূত্রাত্মরূপে প্রাণই জগতের পোষক ও চালক। প্রাণ না থাকিলে কিছুই থাকে না। তাই প্রাণ-ক্রিয়া দ্বারা এই প্রাণকে দীর্ঘ করিতে হয়। প্রাণায়াম করিতে করিতে শ্বাসের আভ্যন্তরিক ও বহির্গতির রোধ হয়, এইরূপ রোধের দ্বারা জ্ঞানের অজ্ঞানমূলক আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়। অজ্ঞান নষ্ট না হইলে জীবের ভববন্ধন মোচন হয় না, সেই জন্য ক্রিয়া করাই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম, এবং না করাই অধর্ম্ম। এই ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহার স্থির বুদ্ধি নাই অর্থাৎ বিশ্বাস নাই, যখন ভাল লাগে করে, যখন ভাল লাগে না করে না—এইরূপ ভাবের যে বুদ্ধি তাহাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, আত্মদর্শন হয় না, সুতরাং তাহা সাংসারিক বুদ্ধি বা রাজসিক বুদ্ধি॥ ৩১

(রাজসিক ধৃতি)

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

বঙ্গানুবাদ। [অধুনা তিনটি শ্লোকে ধৃতির ত্রিবিধতা বলিতেছেন]—চিত্তের একাগ্রতা হেতু বিষয়ান্তরের ধারণা না করিয়া যে ধৃতির দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-সমূহকে নিয়মন বা নিরোধ করা যায়, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনা আপনি যখন ধারণা হ'য়ে মনের এবং প্রাণবায়ুর এবং দশ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান সমুদয় রহিত হ'য়ে যাবে—ধারণা ধ্যান সমাধি পূর্ব্বক স্থির—তখন আপনা আপনি থাকিবে, অন্যদিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি তখন হইবে না—এ রকম ধারণা, এরই নাম সাত্ত্বিক ধারণা।—"ধ্রিয়তে অনয়া ইতি ধৃতিঃ ইতি যত্নবিশেষঃ"—(আনন্দগিরি), যে যত্ন-বিশেষদ্বারা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের ক্রিয়া নিয়মিত হয়। এই ধারণা যোগ ধারণা হওয়া চাই, সমাধিসাধন ব্যতীত ইহা হয় না। সমাধিসাধন ব্যতীত ধারণা হইলে তাহা অসিদ্ধ। সুতরাং যে ধারণা প্রাণায়াম করিতে করিতে প্রাণ বায়ুর নিরোধ হেতু মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন অন্য দিকে দৃষ্টি থাকে না, আপনাতে আপনি থাকে, তাহাই সাত্ত্বিক ধৃতি।

সাধারণতঃ আড়াই দণ্ড ইড়ায়, আড়াই দণ্ড পিঙ্গলায় ও সামান্য ক্ষণ সুষুম্নায় শ্বাস বহে। ইড়াপিঙ্গলার ক্রিয়া দ্বারা সুষুম্নায় শ্বাসের গতি হয়, তখন ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা স্থিরত্ব পদ লাভ হয়। এইরূপ স্থির হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়-মনের বিষয়-গমন নিবৃত্তি হয়। ইহাই পাপশূন্য অবস্থা। ক্রিয়া করিতে করিতে মনের চাঞ্চল্য ক্ষয়ের সহিত পাপেরও ক্ষয় হইয়া থাকে, তখন মন মনেতেই লীন হইয়া যায়। ব্রহ্ম সম, সাধকও সম-ভাবাপন্ন হইয়া যান। তখন আপনার হৃদয়কে ও হৃদয়স্থ দেবতাকে অনুভব করা যায়, পরমানন্দের অবস্থা। সাধকের তখন অন্য কোন আশ্রয় বা অবলম্বন থাকে না। এইরূপ নিরাবলম্ব স্থিতিই ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হয়। এই স্থিতি দ্বারাই যোগীরা মণিবন্ধের পর যে পদ তাহা লাভ করেন, ইহাই বিষ্ণুর পরমপদ। শরীরেতে সর্ব্বদাই বায়ু চলিতেছে, সেই বায়ু দ্বারা ক্রিয়া করিলে সাধক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হন। এই স্থির পদই ঈশ্বর; তিনি প্রাণস্বরূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন। এই স্থিরভাব যখন বিস্তৃত হয়, তখনই মহৎ পদ লাভ হয়, তখনই ঈশ্বরের মহিমা সাধক অবগত হইতে থাকেন। এই স্থিতিপদ যত বাড়িবে, তত সাত্ত্বিকী ধৃতি হইতে থাকিবে। তখন মন বিনাবলম্বনে স্থির হইবে, বিনা চেষ্টায় বা বিনাবরোধে বায়ু স্থির হইয়া যাইবে এবং কোন বিষয়ে লক্ষ্য না থাকিলেও দৃষ্টি স্থির হইয়া যাইবে। ইহারই অপর নাম—খেচরী সিদ্ধি ॥ ৩৩

অন্বয়। অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন,) যয়া ধৃত্যা (যে ধৃতির দ্বারা) ধর্ম্মকামার্থান্ (ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সকল) ধারয়তে (ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ ত্যাগ করে না) তু (কিন্তু) প্রসঙ্গেন (কর্তৃত্বাদি-অভিনিবেশ বশতঃ) ফলাকাঙ্ক্ষী (ফলাকাঙ্ক্ষী হয়) পার্থ! (হে পার্থ) সা ধৃতিঃ রাজসী (সেই ধৃতি রাজসী) ॥ ৩৪

(তামসিক ধৃতি)

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

শ্রীধর। রাজসীং ধৃতিমাহ—যয়া তু ইতি। যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মার্থ-কামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে—ন বিমুঞ্চতি, তৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪

বঙ্গানুবাদ। [রাজসী ধৃতির কথা বলিতেছেন]—যে ধৃতি দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রধান বলিয়া অবধারিত হয় অর্থাৎ তাহা ত্যাগ করে না কিন্তু তৎপ্রসঙ্গ-ক্রমে ফলাকাঙ্ক্ষীও হয়—সেই ধৃতি রাজসী ॥ ৩৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ধর্ম্ম = ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম এবং অন্যসব কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে ধারণা সে রাজসিক ধারণা।—ধর্ম্ম, অর্থ কাম লইয়াই যাহারা মগ্ন, মোক্ষ চিন্তা যাহাদের মনে স্থান পায় না, ফলাকাঙ্ক্ষাই যাহাদিগকে কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত করে; তাহারা মন-ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল ভোগসুখের কথাই আলোচনা করে, তাহাদের ধৃতিই রাজসিক ধৃতি। সাধনাদি অভ্যাস করিলেও ইহাদের চিত্ত বাসনারহিত হইতে চাহে না, সাধনার দ্বারা ফল কখন্ কি ফল লাভ হইবে—এই চিন্তাতেই মগ্ন থাকে। ক্রিয়া করিয়া একটু স্থির হইলে, সে সময়েও ফলাকাঙ্ক্ষা করে এবং প্রসঙ্গক্রমে যদি ঐরূপ চিন্তায় কামনা সিদ্ধ হয়, তবে তাহা খুব মনে করিয়া রাখে—যদি ঐ অবস্থা পুনরায় আসে, আবার সে সময় কিছু চাহিতে হইবে। ইহা মোক্ষমার্গে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে ॥ ৩৪

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) দুর্ম্মেধা (অবিবেকী, দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যে ধৃতির দ্বারা) স্বপ্নং (নিদ্রা) ভয়ং (ভয়) শোকং (শোক) বিষাদং (বিষাদ) মদং চ এব (এবং গর্ব্ব) ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে না) সা ধৃতিঃ তামসী (সেই ধৃতি তামসী) ॥ ৩৫

শ্রীধর। তামসীং ধৃতিমাহ—যয়েতি। দুষ্টা—অবিবেকবহুলা মেধা যস্য সঃ দুর্ম্মেধাঃ পুরুষঃ, যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ ন বিমুঞ্চতি—পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তয়তি। স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা। সা ধৃতিঃ তামসী ॥ ৩৫

বঙ্গানুবাদ। [তামসী ধৃতির কথা বলিতেছেন]—অবিবেক-বহুলা মেধা যাহার—সেই দুর্ম্মেধা পুরুষ যে ধৃতি দ্বারা স্বপ্নাদিকে অর্থাৎ নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মদকে ত্যাগ করে না অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আগমন করে (প্রাপ্ত হয়) সেই ধৃতি তামসী ॥ ৩৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—স্বপ্ন, ভয়, বিষাদ, দেমাক্, এরূপ কর্ম্মেতে ধারণা সে তামসিক।—ধৃতির অর্থ ধারণা। বিগত সুখ-দুঃখাদির বা বিষাদ-শোকের যে স্মৃতি বা ধারণা আমাদের চিত্ত মধ্যে লাগিয়া থাকে, তাহাই সময়ে সময়ে মনোমধ্যে উদিত হয় এবং হইয়া আবার শোক-দুঃখ-মোহ উৎপন্ন করে—যে ধৃতি দ্বারা এইরূপ শোক-মোহকর-বিষয় মনে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়, কিছুতে ভুলিতে দেয় না—তাহাই তামসী ধৃতি। বিষয় ব্যাপারকে দুঃখকর জানিয়াও এই তামসী ধৃতির সংস্কার বশতঃই আমরা বিষয় চিন্তা হইতে বিনিবৃত্ত হইতে পারি না। নিদ্রাও আমাদের একটি তামসিক বৃত্তি, এবং

(সাত্ত্বিক সুখ)

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্ ।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

কর্ম্মতত্ত্বের কথা বলিতে গিয়া কর্ম্মের প্রবর্ত্তক—জ্ঞান, কর্ম্মের আশ্রয়—কর্ত্তা, এবং কর্ম্মের সাধন—বুদ্ধি ধৃতি প্রভৃতির ত্রিবিধ ভেদ বর্ণনা করিলেন, এক্ষণে কর্ম্মের ফল সুখাদিরও ত্রিবিধ ভেদ দেখাইতেছেন। সুখের ত্রিবিধ ভেদ বলিতে গিয়া কিরূপ সুখ মানুষের বাঞ্ছনীয় এবং কোন সুখ অগ্রাহ্য তাহাই বলিতেছেন। ভগবান বলিতেছেন—বিষয় সুখ গ্রাহ্য নহে, তাহা পরিচিত, এবং সহজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে সুখ শেষ পর্য্যন্ত সুখকর নয়, সুতরাং তাহার প্রতি আসক্ত না হইয়া এমন সুখের সন্ধান কর—যাহা সহসা পাওয়া যায় না, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে করিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং প্রকৃতই দুঃখের অবসান হয়। ইহাই সমাধি-জনিত সুখ। অভ্যাস কাহাকে বলে? যোগদর্শনে আছে,—"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।" চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইলে সেই নিরোধ-প্রবাহের নাম স্থিতি। সেই স্থিতির জন্য যে পুনঃ পুনঃ উৎসাহ সহকারে প্রযত্ন—তাহারই নাম অভ্যাস। এই অভ্যাসের দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশের অবসান হয়। আধ্যাত্মিক ক্লেশ—মানসিক; দৈব-প্রতিকূলতায় কিম্বা পূর্ব্ব জন্ম-ফলে যে প্রতিবন্ধকাদি বিঘ্ন আসে—তাহাই আধিদৈবিক; এবং বাত-পিত্ত-কফজনিত যে শারীরিক ক্লেশ—তাহাই আধিভৌতিক। এই সব দুঃখের অন্ত হইলে যে সুখ লাভ হয়, সেই সুখ গুণ-ভেদে তিন প্রকার। সেই সুখ পাইতে হইলেও তাহার অভ্যাস করা আবশ্যক হয়। ক্রিয়ার অভ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে সাধককে সেই সুখময় স্থানে পৌছাইয়া দেয়, যেখানে পৌছিলে (ক্রিয়ার পর-অবস্থায়) অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক দেখা, যাহা দুঃখেরই নামান্তর, তাহা আর থাকে না। কারণ সুখ হইল—সু+খ=সুন্দর আকাশ অর্থাৎ পর ব্যোম। এই পরব্যোমে স্থিতির তুল্য আর উৎকৃষ্টতর সুখ কিছু হইতে পারে না। আর দুঃ+খ তাহাই যাহা সেই পরব্যোম হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। বিষয়াসক্তি যাহার যত অধিক, সে পরব্যোম হইতে তত দূরে থাকে। পঞ্চতত্ত্বের রং চং দেখিয়াই তো লোকে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের পানে ছুটিয়া যায়, কিন্তু সেখানে শূন্য ভাণ্ড ঢং ঢং করিতেছে, সুখের আভাস আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত সুখের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু জীব আপাতমনোহর বস্তু পাইয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পরম সুখের প্রতি উদাসীন হইয়া সমস্ত জীবনকে দুঃখ-ময় করিয়া তুলে। বিষয় পাইলে দুঃখ নষ্ট হয় না, ক্রিয়ার পর-অবস্থাই এক মাত্র দুঃখের নিবর্ত্তক ॥ ৩৬

অন্বয়। যৎ তৎ (যাহা কিছু) অগ্রে বিষম্ ইব (প্রথমে বিষের ন্যায়) পরিণামে (পরিশেষে) অমৃতোপমম্ (অমৃত তুল্য) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ (যাহা আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতার ফলস্বরূপ) তৎ সুখং (সেই সুখ) সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ (সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩৭

করেন. না তিনিও মর্‌বেন ও যিনি মর্‌ বলিতেছেন, তিনিই কোন্ বেঁচে থাকবেন—অর্থাৎ দুই জনেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত, তথাপি ছেলে মানুষের মতন মিথ্যা কথাবার্ত্তাকে সত্য বিবেচনা করেন, অতএব কথাই মন্দ যাহা না বলিয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি মৌন হইয়া যায়। পরিণামেতে ঐ মৈথুনের পর কোন পচা যোনিতে লিঙ্গ দিয়া বিষের মত জ্বালা উপস্থিত হয়—ইহারই নাম রাজসিক সুখ।—শব্দ-স্পর্শ-রূপ রস-গন্ধাদির সহিত শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দের সংযোগ হইলেই যে এক প্রকার সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রথমতঃ অমৃতোপম বলিয়া মনে হয় এবং উহা পাইবার জন্য আমাদের চিত্ত কি ব্যগ্রই না হয়! মনে হয় এমন সুখকর বস্তু আর নাই—কিন্তু স্ত্রী-সঙ্গম প্রভৃতি এই সব সুখের সমাপ্তি কালে এক পরিণাম-বিরস-ভাব আনিয়া দেয়, যাহাতে ঐ সকলকেই আবার ক্ষণকাল পরে বিষতুল্য বলিয়া মনে হয়,—মনে কত ঘৃণা ও সেই সকল সুখকে কত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। শুধু তাহাই নহে—এইরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পরিণাম আরও ভয়াবহ, কারণ উহাতে বল, বীর্য্য, রূপ, মেধা, ধন ও উৎসাহ সবই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কত অধর্ম্মের আশ্রয় লইতে হয় এবং তাহার পরিণামে জীবকে নরকাদি মহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু মানুষ এই সামান্য সুখের মোহে পাগলের মত নিজের কত অনিষ্ট করে, নিজের ভবিষ্যৎ তমসাবৃত করিয়া তুলে, তাহা স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে হৃৎকম্প হইতে থাকে। এখন সাত্ত্বিক সুখের সহিত রাজসিক সুখের তুলনা করিলে দেখা যায় রাজসিক সুখ সাত্ত্বিক সুখের ঠিক বিপরীত। রাজসিক সুখ অগ্রে অমৃততুল্য পরে বিষের মত জ্বালাপ্রদ, সাত্ত্বিক সুখ প্রথমটা বিষের মত অনুভব হয় বটে, কিন্তু পরে অমৃতের মত বোধ হয়। রাজসিক সুখের সাধনায় কোন কষ্ট নাই, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই হইল, কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ সহসা লাভ করা যায় না, এজন্য সাধন করিতে হয়; অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণ তিক্ত হইয়া উঠে কিন্তু যখন একবার আয়ত্ত হইয়া যায়, তখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হয় এবং সেই শুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্মার স্বরূপ দর্শন হয়। তখন মনে যে প্রসন্নতা আসে, তাহার সহিত আর কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না, এবং সে সুখ একমাত্র আত্মজ্ঞান হইতেই লাভ হইতে পারে। আত্মজ্ঞানে যাহাদের নিষ্ঠা নাই, তাহারা বাহ্যবস্তু হইতে সুখের আশা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল সুখের জন্য বহু দুর্গতি তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় এবং তাহার পরিণামেও নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগ ভোগ করিতে হয়, এবং পরকালেও নিরয় গমন হইয়া থাকে। রাজসিক সুখ মাত্র বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন, সেইজন্য তাহা চঞ্চল, এবং এই সুখের জন্য অন্য বস্তুর অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ বশতঃ উৎপন্ন হয় না, তাহা মন, প্রাণ ও বুদ্ধির স্থিরতা হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তাহা অচঞ্চল, এবং তাহা বিষয়মিশ্রিত নহে, এজন্য উহা নির্ম্মল এবং আকাশবৎ স্বচ্ছ ও সর্ব্বতোমুখী। তাহা কেবল পরমানন্দ স্বরূপ, তাহাতে দুঃখের ঢেউ উঠে না। রাজসিক সুখ দেহেন্দ্রিয়ের সংযোগজাত এবং সাত্ত্বিক সুখ দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত অবস্থা হইতেই লাভ হয়॥ ৩৮

(তামস সুখ)

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

অন্বয়। যৎ চ সুখং (আর যে সুখ) অগ্রে অনুবন্ধে চ (প্রথমে ও পশ্চাতে) আত্মনঃ মোহনং (বুদ্ধির মোহকর হয়) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে জাত) তৎ (সেই সুখ) তামসম্ উদাহৃতম্ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩৯

শ্রীধর। তামসং সুখমাহ—যদিতি। অগ্রেচ—প্রথমক্ষণে, অনুবন্ধে চ—পশ্চাদপি, যৎ সুখং আত্মনো মোহকরং। তদেবাহ—নিদ্রা চ আলস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ—কর্ত্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনোগ্রাহ্যম্ এতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ৩৯

বঙ্গানুবাদ। [তামস সুখের কথা বলিতেছেন]—যাহা প্রথমে ও পশ্চাতে আত্মার মোহকর এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ—কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনবধানতা বশতঃ মনোগ্রাহ্য—এই সকল বিষয় হইতে উৎপন্ন যে সুখ তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ৩৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমেই মনটাকে বেঁধে ফেলে কিঞ্চিৎ অল্প সুখের জন্য মোহিত করিয়া দেয়—সে নিদ্রাতে প্রথমেই অনুভব হয়—যদ্যপি কেহ যখন বাধা করে তখন অনুভব হয়। আলস্যেতেও তদ্রূপ। এবং রাগেতেও কিম্বা কোন বিষয়ে প্রমত্ততা পুর্ব্বক আসক্তির সহিত দৃষ্টি করা—ইহাকে তামসিক সুখ কহে অর্থাৎ কিছুই দেখিতে পায় না।—যে সুখ আত্মজ্ঞান হইতেও উৎপন্ন নহে কিম্বা বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃও নহে, যাহা নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই তামসিক সুখ। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়াও আবার দিনের বেলায় ভোঁস ভোঁস করিয়া ঘুমায়, সামান্য জপ ধ্যানেও মনোনিবেশ করিতে পারে না, যদি করে কেবল ঢুলে। অথবা না ঘুমাইলেও বিছানায় পড়িয়া আছে, অল্পক্ষণও বসিতে পারে না, একটু বসিলেই শুইতে ইচ্ছা মরে। জাগিয়া আছে অথচ একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপস্থিত তাহা কিছুতেই করিবে না, করিতে বলিলে রাগিয়া উঠে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় শুইয়া বসিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করিয়া লোকে কি সুখ পায়? অবশ্য ইহাতে কোন বস্তু লাভ নাই, ভোগাদির মত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা চিত্তবিশ্রান্তি হেতু এ সুখ নহে, মনে হয়তো শত কল্পনা করিতেছে, কিন্তু উঠিতে বলিলে বা কিছু করিতে বলিলেই রাগিয়া যাইবে—তাহাতেই মনে হয় এই আলস্য জড়তার মধ্যেও এক প্রকার সুখ আছে, নচেৎ ছাড়িতে চায় না কেন? কিন্তু তাহা বস্তুতন্ত্রতা শূন্য। ইহা এক প্রকার বুদ্ধির আচ্ছন্ন ভাব মাত্র। মাদক দ্রব্য গ্রহণেও এই জাতীয় সুখানুভব হয়। ইহাতে কিন্তু বড় ক্ষতি করে, এই তমোভাব হেতু দেহ ও মনের শক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া আসে, জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য কমিয়া যায়, কোন কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারে না। আলস্য ও অতিনিদ্রার ফলে অনেক শক্তিমান পুরুষও জীবনে সফলতা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। তীক্ষ্ণ প্রতিভা থাকিলেও আলস্যে তাহার গতি সুমন্দ হইয়া যায়। তমোগুণে একপ্রকার মত্ততা আনে, কোন প্রকার বিচার থাকে না,—মদ খাইয়া সারারাত নালায়

(কর্ম্ম বিভাগ ও তদনুযায়ী ত্রিবর্ণ)

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১

সুতরাং কোন কর্ম্মের ফল তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। অতএব সেই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে কিছুতেই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যাইবে না। কিন্তু এই গুণত্রয়ই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রধান অন্তরায়। তাই বলিতেছেন গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বই নির্ম্মল ও প্রকাশধর্ম্মী, সুতরাং যদি সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিতে পার তবে ব্রহ্ম সংস্পর্শ লাভ করিবে, ব্রহ্মের প্রকাশ অনুভব করিবে। তাঁহার প্রকাশ অনুভূত হইলেই আর গুণত্রয় জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। ইড়া পিঙ্গলায় যতদিন প্রাণের প্রবাহ চলিতে থাকে ততদিন সংসার দৃষ্টি নষ্ট হয় না। এইজন্য ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে হইবে, ক্রিয়ার অভ্যাসে প্রাণ সুষুম্নাবাহী হইলেই বিচিত্র রূপ ও বিচিত্র শব্দের দর্শন ও শ্রবণ হইতে থাকে। অচেনা অজানা দেশের সেই সব বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিতে পারিলে চিত্ত আর বাহ্য জগতের চিত্র দর্শনে তখন ব্যাকুল হইবে না, পরে সুষুম্নায় প্রাণ থাকিতে থাকিতে আপনা আপনিই গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইবে। যেমন তিলের মধ্যে তৈল থাকে, দধির মধ্যে ঘৃত থাকে, স্রোতের মধ্যে জল ও কাষ্ঠে অগ্নি থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতির মধ্যেও ব্রহ্ম রহিয়াছেন এবং প্রকৃতিও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে, ক্রিয়া দ্বারা দেহ-প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাকে পরাবস্থারূপে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কূটস্থে থাকিতে থাকিতে অনুভব হয় যেন আত্মাকে দেখিতেছি, পরে আর দ্রষ্টা আমিও থাকে না। যেমন দুগ্ধের প্রতি অণুর মধ্যে ঘৃত থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী আত্মা সবের মধ্যেই প্রকাশিত রহিয়াছেন। কূটস্থে থাকিতে থাকিতে এই বোধ নিশ্চয় হইয়া যায়। সুতরাং ক্রিয়ার অভ্যাস করিয়া কুটস্থ দর্শনের যোগ্যতা আবশ্যক। তাহা হইলে সাধক ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা লাভ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনগুণকে অতিক্রম করিতে পারিবেন। এই তিনগুণে দেবতা, মনুষ্য, ইতর প্রাণী সকলেই আবদ্ধ রহিয়াছে। এই ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে জীবের দুঃখভোগের অবসান হইবে না॥ ৪০

অন্বয়। পরন্তপ! (হে পরন্তপ) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ (স্বভাবজাত গুণানুসারে) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে)॥ ৪১

শ্রীধর। নন্থ চ যদ্যেবং সর্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব তর্হি কথম্ অস্য মোক্ষঃ? ইতি অপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারবিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাৎ তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ইত্যেবং সর্ব্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য প্রদর্শয়িতুং প্রকরণান্তরং আরভতে—ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। হে পরন্তপ—হে শত্রুতাপন, ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং চ শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি—প্রকর্ষেণ বিভাগতো নিহিতানি। শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ। বিভাগোপলক্ষণমাহ। স্বভাবঃ—সাত্ত্বিকাদিঃ,

(ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক বা গুণ কর্ম্ম)

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪২

সুষুম্নায় চলে এবং মধ্যে মধ্যে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থাও লাভ করে, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বা ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা আরও প্রযত্ন করিলে গুণাতীত অবস্থায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। তখন তাঁহারা সর্ব্ব বর্ণের অতীত হইয়া প্রকৃত ত্যাগী হইয়া থাকেন। বাহিরের দেহটী তাঁহার শূদ্র, বৈশ্য অথবা ক্ষত্রিয় হইলেও তিনি তখন ব্রাহ্মণ এবং সর্ব্ববর্ণের নমস্য। এই সকল মুক্ত পুরুষদের প্রকৃতপক্ষে কোন জাতি নাই, তাঁহারা গুণাতীত, এইজন্য গুণকর্ম্মের বিভাগের কথা তাঁহাদের সম্বন্ধে খাটে না। সেইজন্য দেখা যায় কবির, দাদু, নানক, যবন হরিদাস নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণবৎ পূজিত হইয়াছেন এবং অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণ তাঁহাদের চরণাশ্রয় করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছেন॥ ৪১

অন্বয়। শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ অর্থাৎ মনঃসংযম), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম), তপঃ (তপস্যা), শৌচং (শৌচ), ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আর্জবং (সরলতা, কুটিলতা-শূন্য) জ্ঞানং (জ্ঞান, পাণ্ডিত্য), বিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞান—তত্ত্বানুভব) এবং চ আস্তিক্যম্ (ও আস্তিকতা,—পরলোক ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস এবং বেদাদিতে শ্রদ্ধা) ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ (ব্রাহ্মণগণের স্বভাবজাত কর্ম্ম)॥ ৪২

শ্রীধর। তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—শম ইতি। শমঃ—চিত্তোপরমঃ। দমঃ বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ। তপঃ—পূর্ব্বোক্তং শারীরাদি। শৌচং—বাহ্যাভ্যন্তরং। ক্ষান্তিঃ—ক্ষমা। আর্জবম্—অবক্রতা। জ্ঞানং—শাস্ত্রীয়ং। বিজ্ঞানম্—অনুভবঃ। আস্তিক্যম্—অস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ। এতৎ শমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাৎ জাতং কর্ম্ম॥ ৪২

বঙ্গানুবাদ। [তাহাতে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম সকলের কথা বলিতেছেন]—শম চিত্তের উপরম, দম বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপরম, তপঃ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শরীর সম্পাদ্য তপস্যাদি, শৌচ বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি, ক্ষান্তি ক্ষমা, আর্জব অবক্রতা, জ্ঞান শাস্ত্রীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান অনুভব, আস্তিক্য পরলোক আছে এইরূপ নিশ্চয়। এই সকল শমাদি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম॥ ৪২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এক্ষণে সকলের কর্ম্ম বিশেষ করিয়া বলিতেছি ঃ—
শম—ক্রিয়ার পর অবস্থা সকলকে সমানরূপে দেখা ও ষড় ইন্দ্রিয় দমন করা ; কূটস্থ ব্যোমেতে থাকা—শৌচ ব্রহ্মেতে থাকা, সব বিষয় হইতে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম হইতে নিরস্ত—যাহা মনে তাহাই বলে—জ্ঞান—যোনিমুদ্রায় দেখে—দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যেখানে দিনরাত কিছুই নাই সেখানে সব দেখে কিছু বস্তু বা ঈশ্বর ব্রহ্ম আছেন এরূপ যে জানে সেই ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করে—আপনাতে আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি থাকিয়া।—
শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভা-

বঙ্গানুবাদ। [বৈশ্য ও শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিতেছেন।—কৃষি—কর্ষণ, গোরক্ষ্য—গোরক্ষা যে করে সে গোরক্ষ, তাহার ভাব অর্থাৎ পশু-পালন। বাণিজ্য—ক্রয়বিক্রয়াদি, ইহা বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥ ৪৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কেবল ক্রিয়া করে, গো শব্দে জিহ্বা, তাহাই উপরে উঠিয়া রাখে আর ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ক্রিয়া করে, এরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যাহারা করে তাহারা বৈশ্য। আর কেবল আত্মাতে থাকে এই উপযুক্ত ক্রিয়া পাইবার নিমিত্তে যে কর্ম্ম করে সে শূদ্রেরই—ঐ আত্মাতেই থেকে স্থির থাকে।—তমঃ সংমিশ্রিত রজোগুণের আধিক্যই বৈশ্যত্ব, তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য। কৃষি কর্ষণ করা, যিনি দেহরূপ ক্ষেত্রকে কর্ষণ দ্বারা উন্নত করেন। প্রাণায়ামই কর্ষণ ক্রিয়া—তাহা দেহরূপ ক্ষেত্রে করিলে দেহপ্রকৃতির জড়ত্ব ঘুচিয়া যায় এবং স্বভাবচরিত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধন হয়। এইজন্য ইঁহাকে গোরক্ষা করিতে হয়। গো শব্দে জিহ্বা এবং ইন্দ্রিয়। জিহ্বাকে তালুমূলে রাখিয়া প্রাণায়ামাদি করিলে প্রাণায়ামের উৎকর্ষ সাধন হয়, এবং সেই সাধককে যথাসম্ভব ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিবার চেষ্টা করিতে হয় নচেৎ ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি বা গো-পালন হয় না। গো-পালন না হইলে কর্ষণ ক্রিয়া ভালরূপে সুসম্পন্ন হয় না এবং কর্ষণের যে ফল জ্ঞান বা শান্তি তাহাও লাভ হয় না। বৈশ্যদের বাণিজ্যও একটি স্বাভাবিক কর্ম্ম—অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা করা। প্রকৃতির মধ্যে রজঃ ও তমোভাব থাকিলেই কিছু পাইতে ইচ্ছা করে, কারণ তখনও অন্তঃকরণ মলযুক্ত। কিন্তু এই কর্ষণের ফলে তিনি ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া থাকেন। আর শূদ্র যাহারা তাহারা ক্রিয়া পাইবার জন্য সকলের পরিচর্য্যা করে।

এই সেবা-ভাব বা গুরু-শুশ্রূষা না থাকিলে কেহই সাধন পাইবার অধিকারী বিবেচিত হন না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সত্তা সাগর বিশেষ, তাহার মধ্যে অনন্ত জীবরূপ বুদ্‌বুদ্‌ প্রতিনিয়ত উত্থিত হইতেছে। যে জীব বুদ্‌বুদটির মধ্যে শম দম তপঃ শৌচাদি বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক ভাবে স্ফুরিত হয় তাহাই সাত্ত্বিকভাব, এই সাত্ত্বিকভাব যে মানব শ্রেণীদের মধ্যে অধিক মাত্রায় থাকে তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের প্রাণ-প্রবাহ স্বভাবতঃই সুষুম্নাবাহী হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার মধ্যে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে থাকে। এইজন্য ব্রাহ্মণ শান্ত, ব্রাহ্মণ ধীর, ব্রাহ্মণ বিষয়াদিতে নিস্পৃহ হইবেন এবং সাধনায় সিদ্ধ হইয়া সকলকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিবেন। আবার প্রকৃতি সত্তাসাগরের মধ্যে যে বুদ্‌বুদগুলিতে শৌর্য্য, বীর্য্য, দক্ষতা, দান ও প্রভুত্বের ভাব প্রকাশ পায়, বুঝিতে হইবে তাহা সত্ত্ব ও রজোমিশ্রিত ভাব, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়। তাঁহারা লোক সকলকে সুশাসনে রাখিয়া সকলকে সৎপথে পরিচালিত করেন, তাঁহাদের প্রাণপ্রবাহ সুষুম্নায় স্থায়ীভাবে না থাকিলেও প্রায়ই সুষুম্নায় থাকে। এইরূপ গুণকর্ম্মের ফলে বৈশ্য ও শূদ্র ভাব স্ফুরিত হয়। ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য এই ক্রম বা প্রণালী সকলকেই অবলম্বন করিতে হয়। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুরূপ আমাদের চিত্তে তত্তৎ সংস্কার সঞ্চিত থাকে, যাহাতে চিত্ত সংস্কারানুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪৪

(অধিকারানুরূপ কর্ম্মই সিদ্ধিলাভের হেতু)

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

যায়। দৃশ্য বিস্মৃতি ঘটিলেই ধ্যাতার ধ্যেয়াকারে অবস্থিতি হয়। তবে বাহ্য কর্ম্ম বা সাংসারিক কর্ম্ম মনের খেয়াল বশতঃ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাণ কর্ম্ম সেরূপ নহে—উহা মনের খেয়াল বশতঃ হয় না, তাহা আপনা আপনিই হয়। সেই প্রাণে লক্ষ্য রাখিতে পারিলেই আপনা আপনি ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। যেরূপ ভাবে উহা হয় তাহা বলিতেছি ॥ ৪৫

অন্বয়। যতঃ (যাঁহা হইতে) ভূতানাং (প্রাণিগণের) প্রবৃত্তিঃ (প্রবৃত্তি বা কর্ম্ম-চেষ্টা), যেন (যৎকর্ত্তৃক) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত বিশ্ব) ততং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে), তং (তাঁহাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে) স্বকর্ম্মণা অভ্যর্চ্চ্য (নিজ কর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া) মানবঃ সিদ্ধিং বিন্দতি (মানব সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬

শ্রীধর। তমেবাহ—যত ইতি। যতঃ—অন্তর্য্যামিণঃ পরমেশ্বরাৎ, ভূতানাং—প্রাণিনাং, প্রবৃত্তিঃ—চেষ্টা ভবতি। যেন—আত্মনা, সর্ব্বমিদং—বিশ্বং, ততং—ব্যাপ্তম্। তং—ঈশ্বরং স্বকর্ম্মণা অভ্যর্চ্চ্য—পূজয়িত্বা, সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ৪৬

বঙ্গানুবাদ। যে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিসকলের কার্য্য চেষ্টা হয় এবং যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ঈশ্বরকে স্বকর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে ॥ ৪৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যেখান হইতে সমুদয় প্রবৃত্তি হইতেছে অর্থাৎ যে আত্মা দৃষ্টি অন্যদিকে আসক্তি পূর্ব্বক থাকিতেছে—যাহা না থাকিলে যিনি মহাদেব হইতেছেন—কখনই কোন বস্তুতে দৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ মরার মধ্যে জীব সুখস্বরূপ নেই, তন্নিমিত্তে তাহার পক্ষে কিছুই নাই—অতএব জীবাত্মাই মূলীভূত কারণ সমুদয় দ্রব্যের, অতএব স্বকর্ম্ম অর্থাৎ আপনার কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ক্রিয়া - ইহা আদর পূর্ব্বক ভক্তির সহিত সর্ব্বতোভাবে করার নাম অর্চ্চনা—এইরূপ ক্রিয়া গুরুবাক্যের দ্বারা লভ্য হইয়া সমুদয় বস্তুর সিদ্ধি মনুষ্য লোকে পায়—অর্থাৎ যে বস্তুর ইচ্ছা হইল সে বস্তু পাইলে আর ইচ্ছা থাকে না—তদ্রূপ আত্মাতেই আত্মা যখন থাকেন ক্রিয়ার পর অবস্থায়, তখন সব বস্তু পাইলেই যেরূপ ইচ্ছা রহিত হয় তদ্রূপ হয়। যেমন আম খাইলে যে তৃপ্তি হইবে, সেই তৃপ্তিরূপ ফল যদ্যপি সে প্রাপ্ত হইল বিনা খাইয়া; তখন আমের দিকে দৃষ্টি অর্থাৎ আম পাইবার চেষ্টা কেন করিবে। তাহা সকলেরই ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুভব হইয়া থাকে, যাহা গুরুক্ত গম্য।—বর্ণ-বিভাগ অনুযায়ী মনুষ্যের যে ধর্ম্ম, তাহা বাহিরের কথা। তাহাও মানিয়া চলিতে হইবে, নচেৎ সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কর্ম্ম-ফল ও জন্মান্তর-বাদকে ভারতীয় আর্য্য জাতিগণ মান্য

(স্বধর্ম্মই শ্রেয়ঃ, স্বভাবজ কর্ম্মে পাপ হয় না)

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭

মহাদেব, আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন। এই যে ইন্দ্রজালসদৃশ মায়া-প্রপঞ্চের প্রকাশ—ইহাও সেই আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই ব্যক্ত হইতেছে। এই চঞ্চল প্রাণই ভগবানের সেই মায়া-রূপ। জল স্থির থাকিলে তরঙ্গ থাকে না, কিন্তু বায়ুর সংযোগে যেমন স্থির জলে তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ আত্মার স্বকীয় মায়াশক্তি প্রভাবে আত্মাকে তরঙ্গায়িত বলিয়া মনে হয়। আত্মার সেই চঞ্চল ভাবই চঞ্চল প্রাণ। বায়ু থামিলেই যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ কমিয়া যায়, প্রাণের হিল্লোল রুদ্ধ হইলেও প্রাণ সেইরূপ স্থির হয়। স্থির প্রাণই আত্মা, স্থির প্রাণে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহাই আত্মজ্ঞান। সাধক কিরূপে সেই আত্মজ্ঞান লাভে সিদ্ধ হইবেন—তাহারই উপায় বলিতেছেন যে স্বকর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হইবে। বাস্তবিক আত্মার তো কোন কর্ম্ম নাই, তাঁহার কর্ম্ম আমরা কল্পনা করি চঞ্চল প্রাণের দ্বারা—সুতরাং এই চঞ্চল প্রাণই আত্মার কর্ম্ম, এবং এই চঞ্চল প্রাণই জগৎ-প্রকাশের মূল কারণ। এই প্রাণের দ্বারাই তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে। আদর করিয়া ভক্তির সহিত যিনি এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত আত্ম-কর্ম্ম (শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ম্ম) করেন তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহারও আর ফলাসক্তি থাকে না, তিনি ক্রিয়ার পর-অবস্থায় পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়া ইচ্ছারহিত হইয়া যান॥ ৪৬

অন্বয়। স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে) বিগুণঃ (অসম্যক্ অনুষ্ঠিত) স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ (নিজধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ) ; স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম (স্বভাববিহিত কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ (করিতে করিতে) কিল্বিষং ন আপ্নোতি (পাপ প্রাপ্ত হয় না)॥ ৪৭

শ্রীধর। স্বকর্ম্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্ম্মঃ সম্যক্ অনুষ্ঠিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্—শ্রেষ্ঠঃ। ন চ বন্ধুবধাদিযুক্তাদ্যুদ্ধাদেঃ স্বধর্ম্মাৎ ভিক্ষাটনাদি-পরধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম। যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং—নিয়মেন উক্তং, কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি॥ ৪৭

বঙ্গানুবাদ। [স্বকর্ম্মণা—এই বিশেষণের ফল অর্থাৎ সার্থকতা বলিতেছেন]—স্বধর্ম্ম বিগুণ (অঙ্গহীন) হইলেও সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম বন্ধুবধাদি যুক্ত বলিয়া তাহা হইতে ভিক্ষাটনাদিরূপ পর-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ—ইহা মনে করা উচিত নয়। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত স্বভাবনিয়ত (স্বীয় আশ্রমানুযায়ী) কর্ম্ম করিলে কেহ পাপ-প্রাপ্ত হয় না॥ ৪৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া করাতে যদ্যপিস্যাৎ মধ্যে মধ্যে অন্যদিকে মন যায় সেও ভাল, কিন্তু একেবারে অন্য (আত্মা ব্যতীত অন্য) বস্তুতে দৃষ্টি রাখা আগ্রহ পূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত, তাহাতে মৃত্যুর ভয় আছে, কারণ মৃত্যু না হইলে সে ফলের ভোগ কে করিবে। ক্রিয়া করিতে করিতে যে অমর

সম্মত আচার, অনুষ্ঠান ও সাধনাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এজন্য নূতন করিয়া বর্ণাশ্রম বিধির পরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। সকল বর্ণই স্ব-স্ব-স্থান হইতে নীচে নামিয়া গিয়াছে, আবার সকল বর্ণই চেষ্টা দ্বারা স্ব-স্ব-বর্ণোচিত ধর্ম্মে উন্নত হইতে পারে। এজন্য সদাচারসম্পন্ন শূদ্র বা নীচ জাতিকে উপনয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণ না করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। পতিত ব্রাহ্মণও সদাচারসম্পন্ন হইলে আবার ব্রাহ্মণই হইবে, পতিত ক্ষত্রিয় তদ্রূপ সদাচারসম্পন্ন হইয়া আবার ক্ষত্রিয়ই হইবে, এবং শূদ্রও শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবদ্ভজনা করিতে করিতেই বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে কিন্তু তাই বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহার গলায় উপবীত পরাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ করা চলিবে না। ইহাতে সমাজ-শৃঙ্খলার বিশেষ হানি হইয়া থাকে। কাল-প্রভাবে আম্রবৃক্ষের শাখা পত্রও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে, তাহাতে ফল-সমাগমও না হইতে পারে, এমন কি তাহাকে আম্রবৃক্ষ বলিয়া চিনিতে পারাও কঠিন হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম ও যত্ন করিলে এবং বিবিধ উপায়ে উত্তম পাট করিলে আবার তাহাতে নব পত্র ও ফলোদ্গম হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে যে ফল ধরিবে, তাহা তাহার স্ব-জাতির অনুরূপই হইবে, উহা কখনও অন্য জাতীয় ফল প্রসব করিবে না। তদ্রূপ নিজ-নিজ-বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম পালন করিলে এই কলিযুগেও স্ব-স্ব-বর্ণানুগত উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে। অতএব সেইরূপ পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট না হইয়া নূতন করিয়া সমাজ গঠন করিবার চেষ্টা করিলে বা নিজ-ইচ্ছামত সমাজে পরিবর্ত্তন আনিবার চেষ্টা করিলে, আমাদের আশা সফল হইবে না, উহাতে ধর্ম্ম-রক্ষাও হইবে না, সমাজ রক্ষাও হইবে না। বরং ইহাই সমীচীন হইবে—যিনি যে বর্ণেই উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার শাস্ত্রসম্মত বর্ণানুরূপ ধর্ম্ম পালনই কর্ত্তব্য, এইরূপ কর্ত্তব্য পালনে যিনি যতটা সচেষ্ট হইবেন, তাঁহার তদনুরূপ গুণের উৎকর্ষ এবং উন্নতি লাভ হইবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যদি পূর্ণভাবে স্বধর্ম্ম পালনে যত্নশীল হ'ন, তবে তাঁহারা নিজ-জীবনেই উচ্চভাবের অনুকূল নিজ-নিজ-স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন। এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, অতঃপর পরজন্মে ইঁহারা উচ্চতম বর্ণের মধ্যেই জন্মলাভ করিবেন। আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে যদি বর্ণ-বিগর্হিত নীচ ভাবের প্রভাব লক্ষিত হয় বা তাঁহাদের চরিত্র দূষিত হইয়া নিজ উচ্চবর্ণের অনুপযুক্ত হইয়া উঠে তবে তাঁহাদিগকেও পর-জন্মে নীচকুল ও নীচবর্ণের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। জ্যোতিষ শাস্ত্র (ভৃগুসংহিতা) মতেও একথা সুসিদ্ধ। কিন্তু প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বভাবানুযায়ী জাতি-নির্ণয় করিতে হইলে সমস্ত সমাজ ও শাস্ত্র-ব্যবহার অচল হইয়া উঠিবে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ে আছে বটে—"শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহাকেও ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য" ; তাহা এখনও লোকে করিয়া থাকে, নীচকুলে সৎলোক উৎপন্ন হইলেও লোকে তাহাকে ব্রাহ্মণের মতই সমাদর করে। জন্মসংস্কার ও বংশ দেখিয়াই সব সময়ে মর্য্যাদা নিরূপিত হয় না, সদাচার দ্বারাই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য ; সেই সদাচার ব্রাহ্মণের মধ্যে না থাকিলে সে ব্রাহ্মণকে কেহই তো সমাদর করে না, পরন্তু ব্রাহ্মণোচিত সদাচার শূদ্রের মধ্যে থাকিলে সে শূদ্রকেও লোকে ব্রাহ্মণের মত সম্মান দিয়া থাকে। শম-দমাদি সাধনে সকলেরই অধিকার আছে, সকলেই তাহা করিতে পারেন এবং শম-দমাদিসম্পন্ন শূদ্রকে সকলেই সম্মান করিয়া থাকে,

কিন্তু সদাচারসম্পন্ন শূদ্রকে ব্রাহ্মণের আসনে বসাইয়া ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করাইতে হইলে এক বিরাট উচ্ছৃঙ্খলতায় সমাজ ভরিয়া যাইবে, এবং তাহাতে এত অনর্থ উৎপন্ন হইবে যে পরিশেষে তাহা আর সামলানো অসম্ভব হইয়া পড়িবে]।

এইবার অন্তর্লক্ষ্যের কথা বলি :—

স্বধর্ম্ম = আত্মধর্ম্ম, পরমানন্দরূপে স্থিতি লাভই জীবের স্বধর্ম্ম। এই পরিস্থিতি লাভের যে চেষ্টা **তাহার নামই স্বধর্ম্ম রক্ষা বা পালন**। কিন্তু অধিকাংশ জীবই স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, আত্মস্থিতি তাহার নাই, তাই বহির্ম্মুখ জীব আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট না হইয়া প্রতিনিয়ত সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই স্থিতিলাভের উপায় আছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মহিতে রত হওয়াই স্বধর্ম্ম পালন। এই আত্মহিতের চেষ্টা হইতেই জীব আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয় এবং তাহার এই পশুপাশ মোচন হয়। যতদিন জীব আত্মার দিকে লক্ষ্য না করে, ততদিন সে ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া পশুর মতই জীবন যাপন করে। এই ইন্দ্রিয়াসক্তিই পর-ধর্ম্ম, (পরের ধর্ম্ম,) ইহা বাস্তবিকই ভয়াবহ। ইন্দ্রিয়াসক্তি থাকিতে জীবের আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভব নহে, সুতরাং তাহার "মহতী বিনষ্টি" বা মহাবিনাশ হইয়া থাকে। এখানে একটি সন্দেহ আসে যাহাকে স্বধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম বলা হইতেছে, তাহা আবার বিগুণ কি করিয়া হয়? যেমন জলের শৈত্যগুণ, অনলের উষ্ণতা—তাহাদের স্বধর্ম্ম, তেমনই আত্মারও একটী স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম আছে, তাহা আত্মাতেই নিহিত। মনে হইতে পারে আত্মা বা ব্রহ্ম তো নির্গুণ, নির্গুণের ধর্ম্ম কেমন করিয়া থাকে? অবশ্য শুদ্ধ ব্রহ্মে গুণের কল্পনা নাই, কিন্তু মায়াশবলিত যে ব্রহ্ম তন্মধ্যে ভাব আছে সুতরাং তাঁহাতে গুণ বা ধর্ম্মের অভাব কেন হইবে? সগুণ ব্রহ্মও সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ স্বভাব ও নিস্পৃহ। তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছু না থাকিলেও—"নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি" —এবং প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছু না থাকিলেও আমি কর্ম্মে ব্যাপৃতই রহিয়াছি। তাঁহার কোন সঙ্কল্প বা কামনা নাই, তবুও যে তাঁহাকে কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে হয়—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহাকেই যোগীরা অনিচ্ছার ইচ্ছা বলেন। উপনিষদে আছে—

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি॥" মুণ্ডক

যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র অগ্নিসদৃশ উজ্জ্বলকণা নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে নানা প্রকার ভাবযুক্ত জীবগণ উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই প্রলয় কালে বিলীন হয়।

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥" মুণ্ডক

এই পুরুষ হইতে প্রাণশক্তি, মনঃ অর্থাৎ চিন্তাশক্তি, সর্ব্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সর্ব্ববস্তুর আধার পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রহ্মের সঙ্কল্পে এত সব কাণ্ড হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিজ-প্রয়োজন কিছু নাই, যাহা কিছু হয়—সমস্তই তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছায়। এই অনিচ্ছার ইচ্ছাটিই আত্মার স্বধর্ম্ম। এই

শ্রীধর। যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্ম্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্ম্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে, তর্হি সদোষত্বং পরধর্ম্মেঽপি তুল্যম্, ইতি আশয়েনাহ—সহজমিতি। সহজং—স্বভাব-বিহিতং কর্ম্ম, সদোষমপি ন ত্যজেৎ। হি—যস্মাৎ, সর্ব্বেঽপি আরম্ভাঃ—দৃষ্টাদৃষ্টানি সর্ব্বাণ্যপি কর্ম্মাণি, দোষেণ কেনচিৎ আবৃতা—ব্যাপ্তা এব। যথা সহজেন ধূমেন অগ্নিঃ আবৃতঃ তদ্বৎ। অতো যথা অগ্নেঃ ধূমরূপং দোষম্ অপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে, তথা কর্ম্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব সত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮

বঙ্গানুবাদ। [যদি পুনরায় সাংখ্যমতানুসারে স্বধর্ম্মে (ক্ষাত্রধর্ম্মে) হিংসা-লক্ষণ দোষ আছে মনে করিয়া পরধর্ম্ম (ব্রাহ্মণাদি ধর্ম্ম) শ্রেষ্ঠ মনে কর, তাহা হইলে পরধর্ম্মেও তো ঐরূপ তুল্য দোষ আছে, এই আশয়ে বলিতেছেন]—সহজ অর্থাৎ স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম, তাহা দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করা উচিত নহে। যেহেতু দৃষ্টাদৃষ্ট সকল কর্ম্মই কোন না কোন দোষ দ্বারা ব্যাপ্ত। যেমন ধূম দ্বারা বহ্নি আবৃত থাকে—তদ্রূপ। অতএব অগ্নির ধূমরূপ দোষ পরিত্যাগ করিয়া লোকে যেমন অন্ধকার শীতাদি নিবৃত্তির জন্য অগ্নির তাপই সেবা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মেরও দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্ব-শুদ্ধির জন্য গুণাংশই গ্রহণীয়—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৪৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জন্মের সঙ্গে যে কর্ম্ম হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়া (যাহা কেবল গুরুবাক্যের দ্বারাই লভ্য হয়) তাহাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য (দোহাই দোহাই)—তাহা প্রথমে করিতে গেলে ঠিক্ ঠিক্ সমুদয় হয় না অর্থাৎ ভালরূপে ক্রিয়া করিতে পারে না, কিন্তু তাহা বলিয়া ত্যাগ করা উচিত নয়—যেমত আগুন জ্বালিতে গেলে প্রথমেতে চোখে ধোঁয়া লেগে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হয় পরে রসুই করিয়া খেয়ে তৃপ্ত হন - তদ্রূপ আত্মাতেই মন রাখার স্বরূপ কিঞ্চিৎ ক্লেশ প্রথমে হয় কিন্তু ভোজন করিয়া তৃপ্তি হইলে সে ধোঁয়ার ক্লেশের অনুভব হয় না, তাহা ভুলিয়া বরং অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি লাভ করে।— জন্মের সহিত যে কর্ম্মটি হয় তাহাই সহজ কর্ম্ম। প্রাণক্রিয়াই জন্মের সহিত জন্মায়, এইজন্য প্রাণক্রিয়াই মানুষের সহজ কর্ম্ম। জীব যতদিন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট না হয়, ততদিন তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া থাকে না। তবে কি তখন তাহার প্রাণ থাকে না? প্রাণ না থাকিলে গর্ভস্থ জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি ও পুষ্টি কিরূপে সম্ভব হয়? প্রাণ নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু প্রাণের স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকে না, মাতৃ-শরীরের সহিত তাহার নাড়ী সংযুক্ত থাকে, সুতরাং মাতৃশরীর হইতে শরীর-পুষ্টির উপযুক্ত খাদ্য পাইয়া থাকে; প্রাণ-প্রবাহ তখনও থাকে কিন্তু সুষুম্নার মধ্যে বহিতে থাকে, এইজন্য গর্ভস্থ শিশুর জ্ঞান রুদ্ধ হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার সহিত তাহার প্রাণ-প্রবাহ নাসা-রন্ধ্রে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে বহির্ম্মুখ হয়। প্রথম প্রথম প্রাণ-প্রবাহ ক্ষীণভাবে বহির্ম্মুখ হয়, তখনও অন্তঃপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায় না, তাই অনেক সময় শিশুর দিব্য জ্ঞান বা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগ্রত থাকে, প্রাণ প্রবাহ বাহ্য শ্বাস-বায়ুর সহিত যত বেশী পরিমাণে মিলিত হয়, ততই তাহার পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হয়। বাহিরটাই তখন তাহার নিকট বড় হইয়া যায়, আন্তর ভাব স্মৃতি-পথ

হইতে সরিয়া যায়। প্রাণের অন্তঃপ্রবাহটীই সহজ কর্ম্ম, উহা বহির্ম্মুখ হইলেই দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু দোষযুক্ত হইলেও উহা পরিত্যাগ করিয়া লাভ নাই। পরিত্যাগ করিলে আবার সেই সহজ জ্ঞান লাভ হইবে না। বহিঃপ্রবাহটীকে অন্তর্ম্মুখ করিবার প্রচেষ্টাই প্রাণায়ামাদি কৌশল। কিন্তু উহা অনায়াসসাধ্যও নহে এবং তাহা সুখকর সাধনাও নহে। তবুও যাঁহারা প্রাণ-প্রবাহের গতি ফিরাইবার জন্য ঐরূপ সাধনা অভ্যাস করিতে থাকেন, প্রথম প্রথম তাহা সর্ব্বতোভাবে ঠিক হয় না, এইজন্য অনেকের মন বিগড়াইয়া যায়, কিন্তু তবু ক্রিয়া ত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ এই ক্রিয়া ব্যতীত প্রাণকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া দিবার আর কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই, সুতরাং প্রথম প্রথম তাহা যত নীরসই বোধ হউক কল্যাণকামী সাধকের তবুও তাহা করিয়া যাওয়া উচিত। সমস্ত কর্ম্মের প্রথম চেষ্টা দোষযুক্তই হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি কিছু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই কার্য্যে লাগিয়া থাকেন, তিনি অনতিবিলম্বেই ইহার আনন্দ নিজে নিজেই বুঝিতে পারেন। কোথায় বিশ্বঘোরা মন! আর কোথায় স্থির প্রশান্ত আত্মস্থ মন! মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই প্রাণের বহির্ম্মুখী গতি আরম্ভ হয়, তখন দেহে আত্মবোধ হয় এবং দেহজনিত ও দেহের অক্ষমতাজনিত কত ক্লেশ হয়,—শিশু কেবলই রোদন করে—ভিতরের খাইটী হারাইয়া যায়, বাহিরের সঙ্গেও তেমন মিশ খায় না—জীবের এই শোকাবহ অবস্থাটীই শূদ্রভাব। তারপর বালকের উপনয়ন হয় অর্থাৎ গুরুর নিকট উপনীত হয়, গুরু তখন তাহার প্রাণক্রিয়া যাহাতে অন্তর্ম্মুখ হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করেন। গুরু বলপূর্ব্বক শিষ্যের চিত্তকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া দিয়া ক্ষণিকের জন্য "তৎপদং" দর্শন করাইয়া দেন। প্রাণের বহির্ম্মুখ গতি হইতেই মনে যেমন বিষয়াকারা বৃত্তির উদয় হয়, আবার অন্তর্ম্মুখে চালনার অভ্যাসে তেমনই ভিন্নাকারা বৃত্তির উদয় হইতে থাকে। প্রথম প্রথম সাধনা করিতে গিয়া সাধকেরা অনেক কিছু পাইবার আশা করে, নিজের শক্তি দেখাইতে ইচ্ছা হয়—তখনই বৈশ্যভাব, ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম হইতে থাকে। পরে ক্ষত্রিয়ভাব—আত্মজ্ঞান লাভের জন্য রীতিমত যুদ্ধের আয়োজন করিতে হয়। এই যুদ্ধ ব্যাপারটীই হৃদয়গ্রন্থি ভেদের সাধনা। ঐ অবস্থায় সাধকের যে ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, তাহাই তখন তাহার স্বভাবজ কর্ম্ম। বৈশ্যাবস্থায় সাধনার ভাব মৃদু হইবে। ধীরে ধীরে প্রাণকে উঠাইতে নামাইতে হইবে, তাহার মধ্যে কোন তীব্রতা বা বল-প্রয়োগ থাকিবে না। এইভাবে সাধনে কিছুকাল অভ্যস্ত হওয়ার পর শ্বাসের আকর্ষণ বিকর্ষণে যখন কোন কষ্ট থাকিবে না, টানা ফেলা দীর্ঘ হইয়া যাইবে, তখন সাধক এ অবস্থা হইতে উন্নততর দীক্ষায় দীক্ষিত হইবেন। ক্রমে ক্রমে সাধনার কঠোরতা বাড়িবে, উহাই ক্ষত্রিয় ভাব। এইখানে শ্বাসের উপর বল প্রয়োগ করিতে হইবে, কুম্ভকের দ্বারা বলপূর্ব্বক বায়ুকে সুষুম্নার মুখে পরিচালিত করিতে হইবে, "বলাৎকারে গৃহ্ণীয়াৎ" ইহাই ক্ষত্রিয়ের দিগ্বিজয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ। এই প্রকার করিতে করিতে একদিকে যেমন শৌর্য্য, তেজঃ, যোগধারণা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আসিবে, তেমনই অন্যদিকে রিপুদের সহিত প্রবল ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে, মনে হইবে আর যেন পারিলাম না, তখনও যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে চলিবে না, যুদ্ধে অপলায়ন ভাবটীই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। তাহার পর যোগীর অনেক প্রকার

(নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির সাধনক্রম বলিবার প্রতিজ্ঞা)

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০

অন্বয়। কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয়) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) ব্রহ্ম আপ্নোতি (ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন) তথা (তাহা) সমাসেন এব (সংক্ষেপেই) মে নিবোধ (আমার নিকট শ্রবণ কর), যা (যাহা অর্থাৎ যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা (জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি) ॥ ৫০

শ্রীধর। এবম্ভূতস্য পরমহংসস্য জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাবপ্রকারমাহ—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্ভিঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্, যথা—যেন প্রকারেন, ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি। তথা—তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনাৎ নিবোধ—শৃণু ॥ ৫০

বঙ্গানুবাদ। [এবম্ভূত পরমহংসের জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা যে ব্রহ্মভাব হয় তাহারই প্রকার ছয়টি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন]—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ যে প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন সেই প্রকারটি [যাহা জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি] সংক্ষেপেই বলিতেছি শুন ॥ ৫০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—**এইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া সমুদয় সিদ্ধিকে পায় যেরূপ করিয়া তাহা বোঝ—নিঃশেষরূপ স্থিতি, আর ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মেতে থেকে ক্রিয়ার পর অবস্থা সেই পরা অর্থাৎ যাহার পর আর কিছুই নাই ব্রহ্ম ব্যতীত।**—বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি মিলিত হইয়া কর্ম্ম উৎপন্ন করে। যখন এগুলি আর কর্ম্ম উৎপত্তি করিতে পারে না তখনই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয়। কিরূপ সাধনায় এই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হইতে পারে তাহাই ভগবান এইবার বলিবেন। জ্ঞান এবং জ্ঞানের পরিসমাপ্তি,—জ্ঞান হইল ব্রহ্মদর্শন আত্মাকারে স্থিতি যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইয়া থাকে, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিঃশেষরূপে স্থিতিই পরমা সিদ্ধি। জ্ঞানই জ্ঞেয়াকারে প্রকাশিত হয়, এইজন্য জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভেদ। সূর্য্যের কিরণ যেমন দ্বার, ছিদ্র ও গবাক্ষ পথ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আত্মচৈতন্য মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকলকে চৈতন্যযুক্ত করে। চৈতন্য উহাদের ধর্ম্ম নহে। দেহ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত জড় পদার্থে চৈতন্যের আভাস বর্ত্তমান বলিয়া ঐ সকল বস্তুতে আত্মভ্রম হয়। সেইজন্য আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাহাতে যে নামরূপময় গুণের আরোপ করা হয় তাহার নিবৃত্তি করিতে পারিলেই আর দেহাদিতে আত্মভ্রম হইতে পারিবে না। আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সুতরাং তাহার জন্য প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। প্রযত্নের প্রয়োজন হয় অনাত্মজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন কিছু চিন্তা করিবার বস্তু নাই, অচিন্তাও নাই। ব্রহ্মপদ চিন্তা করিয়া আনিবার উপায় নাই, কারণ নিশ্চিন্ত অবস্থাই ব্রহ্মপদ। যখন হাঁ না দুইই থাকে না তখনই ব্রহ্ম সম্পাদন হয়। এই নিশ্চিন্ত অবস্থা প্রাপ্তির যে সাধনা তাহাই বলা হইতেছে ॥ ৫০

অভিভূত হয়, এইজন্য আহারে ও নিদ্রায় সংযম রক্ষা করিতে হয়। সাধকপ্রবর কবির বলিয়াছেন—

'নীদ নিশানী নীচ কি উঠো কবিরা জাগি
ঔর রসায়ন ছোড কী রামরসায়ন লাগি ॥'

নিদ্রা নীচলোকের চিহ্ন, কারণ তমোগুণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট গুণ, যাঁহারা প্রাণকে উপরে উঠাইয়া রাখিতে পারেন তাঁহাদের আর নিদ্রা হয় না, হে কবির, তুমি জাগিয়া উঠ, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় উপরে উঠিয়া থাকিতে পারাই বাহাদুরী। তুমি সামান্য ধাতুর রসায়ন ছাড়িয়া দিয়া আত্মারামের রসায়ন কর। দুই বা বহু পদার্থ পরস্পর যুক্ত হইলে এক বস্তুতে পরিণত হয় বা গুণান্তর প্রাপ্ত হয় যাহা দ্বারা—তাহাই রসায়ন। আমরা সংসারে বাসনা ও চেষ্টা দ্বারা অবিরত আমাদের অবস্থাকে পরিবর্ত্তন করাইতেছি। দরিদ্র ব্যক্তি বহু পরিশ্রম, চেষ্টা, ব্যাপার বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা খুব ধনী হইয়া নিজের অবস্থান্তর সম্পূর্ণ সাধন করিতে পারে, কিন্তু কবির বলিতেছেন এ সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া তুমি রাম-রসায়ন কর। যে রসায়ন দ্বারা এই মোহবদ্ধ জীব জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিয়া আত্মারাম হইয়া যায়—ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই সেই রাম-রসায়ন হইয়া থাকে, অতএব সেই রসায়ন ক্রিয়ায় তুমি লাগিয়া থাক। (৭) কায়-মন বাক্যের সংযম—সুরূপ, বলবান ও ধনীরা নিজ শরীরটাকেই খুব বড় করিয়া দেখে। নিজের মনে খুব দেমাক থাকে যে সে বড়লোক অথবা দেখিতে সুন্দর, কিম্বা সে খুব বলিষ্ঠ,—কিন্তু বাস্তবিক এই দেহটার মত ঘৃণিত ন্যক্কারময় জিনিষ আর কিছুই নাই, জ্ঞানহীন পশুতুল্য ব্যক্তিরাই ইহার গর্ব্ব করে। এক দণ্ডের মধ্যে ইহার কি পরিণাম হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর ইহার জন্য গর্ব্ব করিতে ইচ্ছা করে না। মনেতে এইরূপ বিচার রাখিয়া আসনাদি সাধনে চেষ্টা করিলে শরীরকে সংযত করা যাইতে পারে। মনঃসংযম হয়—মনকে অন্য দিকে যাইতে না দিয়া আপনাতে আপনি থাকিতে পারিলেই প্রকৃত মনের সংযম হয়। বাক্যসংযম—বাক্যসংযমের জন্য জিহ্বাকে তালু-মূলে রাখিয়া চক্রে চক্রে স্মরণ করিতে থাকিবে ও অনাবশ্যক কথা বলিবে না, এইরূপে বাক্যসংযম হয়। বাক্যসংযমে ইচ্ছার নাশ হয়। শক্তি ক্ষয় না হওয়ায় কোন এক বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণ সংযম করা যায় ও কার্য্য সিদ্ধি করা যায়। (৮) প্রত্যহ ধ্যানাভ্যাস ও যোগাভ্যাস করিবে। আমাদের মনে সর্ব্বদা বহু প্রত্যয়ের উদয় হইতেছে, সেই প্রত্যয়ের রোধ দ্বারাই যোগযুক্ত হওয়া যায়। প্রত্যয় রোধ হইবে একাগ্রতা দ্বারা, একাগ্রতা আসিবে প্রাণসংযম হইতে, সুতরাং প্রত্যহ বেশী করিয়া মন দিয়া প্রাণায়াম করিবে। যে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ১৭২৮ বার করিয়া প্রাণায়াম করে এবং মধ্যে মধ্যে অবিরাম কয়েক দিন ধরিয়া ১৭২৮ বার করিয়া ২১৭৩৬ বার পূর্ত্তি করে সে ক্রিয়ার পরাবস্থার আস্বাদন পায় এবং যে এইরূপ ক্রিয়াতে লাগিয়া থাকে তাহার নিত্যই এই অবস্থা হয়। (৯) বৈরাগ্য —উক্তরূপ অভ্যাসের ফলে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেন ইচ্ছাই থাকে না, ইহারই নাম বৈরাগ্য ॥ ৫২

(ব্রহ্মলাভের যোগ্যতা)

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

অন্বয়। অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং (অহঙ্কার, পাশবিক বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, এবং শরীরধারণ বা ধর্ম্মার্থ লোকের নিকট অর্থাদি গ্রহণ) বিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া) নির্ম্মমঃ (মমতাহীন) শান্তঃ (ও বিক্ষেপশূন্য হইলে) [সাধক] ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন) ॥ ৫৩

শ্রীধর। কিঞ্চ—অহঙ্কারমিতি। ততশ্চ বিরক্তোঽহং ইত্যাদি অহঙ্কারং, বলং—দুরাগ্রহং, দর্পং—যোগবলাৎ উন্মার্গ-প্রবৃত্তিলক্ষণং। প্রারব্ধবশাৎ অপ্রাপ্যমাণেষ্বপি বিষয়েষু কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং চ, বিমুচ্য—বিশেষেণ ত্যক্ত্বা। বলাৎ আপন্নেষু নির্ম্মমঃ সন্, শান্তঃ—পরমাং উপশান্তিং প্রাপ্তঃ। ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেন অবস্থানায়, কল্পতে—যোগ্যো ভবতি ॥ ৫৩

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—তাহার পর অহঙ্কার অর্থাৎ আমি বিরক্ত বা বৈরাগ্য-যুক্ত এই অহঙ্কার, বল—দুরাগ্রহ বা ঘৃণিত বিষয়ে স্পৃহা, দর্প—যোগবল হেতু উন্মার্গপ্রবৃত্তি, কাম—প্রারব্ধবশে অপ্রাপ্ত বিষয়াদিতে অভিলাষ, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ—এই সকলকে বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া, এবং এই সমস্ত বিষয় বলপূর্ব্বক আসিয়া পড়িলেও তিনি নির্ম্মম অর্থাৎ মমতাবিহীন, এবং পরম উপশান্ত হইলে তখন তিনি "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ নিশ্চল ব্রহ্ম ভাবে অবস্থানের যোগ্য হইতে পারেন ॥ ৫৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অহংকার, বল, দর্প অর্থাৎ বুক চাড়া দিয়ে চলা, ইচ্ছা, ক্রোধ, অন্যের বাড়ী অর্থাৎ অন্য ব্যস্ততে মন না দেওয়া ব্রহ্ম ব্যতীত, ইহা সকল হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া বিশেষরূপে এই উপযুক্ত সমুদয় বিষয় হইতে মুক্ত হয়, সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমিও থাকে না, আমারও থাকে না—যাহা ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিদিগের সকলেরই অনুভব হইতেছে, ইহারই নাম শান্তি অর্থাৎ ক্রিয়ারই অন্ত—ইহা করিতে করিতে ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যায় অধিক কালে।—(১০) অহঙ্কার—দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের উপর যে আত্মজ্ঞান, তাহাই অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারকে ত্যাগ করিতে হইবে (শঙ্কর)। (১১) বল—যে সামর্থ্য কাম-রাগাদিযুক্ত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎ আগ্রহরূপ বল তাহাই পরিত্যজ্য। (১২) দর্প—ধর্ম্মকে অতিক্রম। যোগাভ্যাস হেতু বিভূতি লাভ হইয়া উন্মার্গগামী হওয়া—এই দর্প লব্ধভূমিক হইলেও যোগীকে ভ্রষ্ট করিতে পারে। (১৩, ১৪) কাম, ক্রোধ—চিত্ত অশুদ্ধ থাকিলে পার্থিব বিষয় লাভে অভিলাষ হয় এবং বাসনা কোনরূপে প্রতিহত হইলে ক্রোধ জন্মে। (১৫) পরিগ্রহ—অন্যপ্রকার পরিগ্রহ তো নয়ই, কেবল শরীর ধারণ জন্য। ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাও উচিত নহে। (অবশ্য ইহা কেবল সন্ন্যাসীদের পক্ষেই সম্ভব)। (১৬) নির্ম্মম—মমত্ব-বুদ্ধির পরিহার করিতে হইবে। কারণ মমত্ব

(পরাভক্তির দ্বারা আত্মার স্বরূপ জ্ঞান বা মুক্তি)

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ৫৫

অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। মানবের বিষয়াসক্ত চিত্ত পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত করে, কিন্তু যাঁহারা আত্মক্রিয়া দ্বারা আত্মারামের ভজন করেন, সেই তৎপর ক্রিয়াবানের নিকট ক্রিয়ার পর অবস্থা রূপ কৈবল্য জ্ঞান আপনা আপনই সমুদিত হইয়া থাকে। সাধক বুঝিতেও পারেন না উহা কিরূপে আসিল। সাধারণতঃ বস্তু প্রাপ্তি হইলে আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয়, কিন্তু যাঁহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্তের ক্রিয়াশক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায় সুতরাং কোন সংস্কারের স্ফুরণ থাকে না এবং এই জন্য ব্রহ্ম ব্যতীত কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে না, পাইলেও তাহার প্রতি রাগ বা বিদ্বেষ আসে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় চিত্ত তরঙ্গশূন্য হওয়ায় আর নানাত্বের উপলব্ধি হয় না। এই সমতার নাম **পরাভক্তি**। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভগবদ্ভাবমীক্ষতে।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

যিনি সর্ব্বভূতে এক ভগবদ্ভাব ও ভগবদাত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন তিনিই ভাগবতোত্তম। অবশ্য ক্রিয়ার পর অবস্থায় এ সকল কথার কোন আলোচনা করাই সম্ভব নহে, কারণ তখন ভূতও থাকে না—আর সর্ব্ব কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু পরাবস্থার পরাবস্থাতে সর্ব্বভূতে যে এক আত্মাই রহিয়াছেন এবং এই সব অনন্ত ভাব যে সেই আত্মভাবের মধ্যে পরিসমাপ্তি হইতেছে তাহা বুঝা যায়॥ ৫৪

অন্বয়। [ব্রহ্মভূত ব্যক্তি] ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) [অহং—আমি] যাবান্ (যে প্রকার) যঃ চ অস্মি (এবং যাহা হই) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) অভিজানাতি (জানিতে পারেন) ; ততঃ (অনন্তর) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা (তত্ত্বতঃ জানিয়া) তদনন্তরম্ (তৎপরে) বিশতে (আমাতে প্রবেশ করেন)॥ ৫৫

* সাম্প্রদায়িকেরা এই শ্লোকটিতে ভক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে বলিতে চান। ভক্তির প্রাধান্য তো আছেই, নচেৎ কিসের জোরে লোক ভগবানকে পাইতে চেষ্টা করিবে? কিন্তু যাঁহাদের মতে জ্ঞান বা মুক্তি কিছুই নহে তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে—'তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ং,—সেই অদ্বয় জ্ঞান বস্তুকেই তত্ত্ববিদের তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপ বলিয়াছেন। অদ্বয় অর্থাৎ যাহার দ্বিতীয় নাই অর্থাৎ একমাত্র সেই বস্তুই আছে, আর বিশ্বে অন্য কোন বস্তু নাই, সুতরাং জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা জ্ঞানেরই প্রকার ভেদ মাত্র। এই জ্ঞান বা তত্ত্বই তৎ বস্তুর স্বরূপ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবানও চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ভগবানের মতে "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্"—কিন্তু আমার মতে জ্ঞানী আমারই স্বরূপ। জ্ঞানী কিরূপে তাঁহার স্বরূপ হন তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা" যেহেতু তিনি যুক্তাত্মা অর্থাৎ আমার সহিত যোগযুক্ত সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি যে আমি সেই আমাকেই তিনি আশ্রয় করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মভূত পুরুষ "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু" হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া থাকে।

(ভগবদাশ্রিতের মোক্ষ)

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬

অন্বয়। সদা (সর্ব্বদা) সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ অপি (সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (মৎপরায়ণ বা আমাকে আশ্রয় করিলে) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে) শাশ্বতং অব্যয়ম্ পদং (নিত্য অক্ষয়পদ) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৫৬

শ্রীধর। স্বকর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাৎ উক্তং মোক্ষপ্রকারম্ উপসংহরতি—সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বাণি—নিত্যানি নৈমিত্তিকাণি চ কর্ম্মানি, পূর্ব্বোক্তক্রমেন সর্ব্বদা কুর্ব্বাণঃ। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—অহমেব ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ো ন তু স্বর্গাদিফলং যস্য সঃ, মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতম্—অনাদি, অব্যয়ং—নিত্যং, সর্ব্বোৎকৃষ্টপদং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬

বঙ্গানুবাদ। [স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনাজনিত উক্ত যে মোক্ষপ্রকার --তাহার উপসংহার করিতেছেন]—নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্মই পূর্ব্বোক্ত ক্রমে করিয়াও যে মদ্ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ আমি যাহার আশ্রয়ণীয়, স্বর্গাদি ফল যাহার আশ্রয়ণীয় নহে, সে আমার প্রসাদে অনাদি নিত্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সমুদয় কর্ম্ম সে ক'রে ও আমার আশ্রয়ে থেকে অর্থাৎ আত্মাতে থেকে ক্রিয়া করে—এই আত্মক্রিয়া করিতে করিতে আনন্দ-লাভ করতঃ নিত্য সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে ব্রহ্মপদে অবিনাশী হইয়া যায়।—ভিতরটা সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ মলশূন্য হওয়ায় সাধকের ধ্যানভাব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তখন আর তিনি বাহিরের কর্ম্ম কিছু করিতে পারেন না, ইহাই কর্ম্মসন্ন্যাস, তখন এক আত্মাকারা বৃত্তি ছাড়া অন্য কোন বৃত্তিরই উদয় হয় না। কিন্তু অন্তঃকরণ এতটা শুদ্ধ যাহার না হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা গভীরতম ভাবে এখনও যাহার হয় নাই বা পূর্ব্ব প্রারব্ধ বশতঃ যাহার মন ততটা নির্ম্মল হইতে পারে নাই সুতরাং সেরূপ উচ্চ অবস্থা ইহজন্মে লাভের আশা নাই, তিনি কি ভাবে কর্ম্ম করিলে শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন সেই শরণাগতি ভাবের কথাই ভগবান এখানে বলিতেছেন। অর্থাৎ যে সাধককে এখনও

তাহা জানিতে পারাই তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানা, এবং এইরূপ জানিলেই যে উপাধিশূন্য আকাশকল্প অবস্থার মধ্যে দ্রষ্টা আমিও ডুবিয়া যায়—তাহাই 'বিশতে তদনন্তরম্'। প্রথমে সাধন করিতে করিতে সাধক এই স্থূলদেহাতীত এক জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গদেহের অনুভব করেন, পরে ঐ জ্যোতিঃর অন্তর্গত আর একটী শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু দেখিতে পান—তাহাই আমার "আমি" বা "জীব"। পরে ঐ জীব-বিন্দুও অনন্ত অরূপ স্থির সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার নাম রূপ বিস্মৃত হয়। সকল নামরূপের মূলে এই বিন্দু রহিয়াছে। অনন্ত জীব অনন্ত বিন্দুরূপে অবস্থিত। পরে দীর্ঘ সমাধিস্থিতি লাভ করিলে সাধক দেখিতে পান এই অনন্ত বিন্দু একটী বিন্দুরই বিম্ব প্রতিবিম্ব মাত্র। এই সমষ্টিভূত অব্যাকৃত চিদাকাশকে অনুভব করিতে পারিলেই সাধকের দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়, কিন্তু তখনও "দ্রষ্টা আমি" থাকিয়া যায়—ইহাই তত্ত্বতঃ জানা। পরে এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিন্দু ও অব্যাকৃত চিদাকাশ সমস্তই আত্মসত্তায় বিলীন হয়। তখন এক অদ্বিতীয় আত্মসত্তা মাত্রই অবশিষ্ট থাকে। তখন তাহা দেখিবারও কেহ থাকে না। কবির সাহেব বলিয়াছেন—"হেরত হেরত হে সখি হেরত গয়া হেরায়"—ইহাই "বিশতে তদনন্তরম্"।

(মচ্চিত্ত হও এবং তজ্জন্য বুদ্ধিযোগ অবলম্বন কর)

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

সংসারের সকল কর্ম্মই করিতে হয় কিন্তু মনটা তাঁহার দিকেই পড়িয়া থাকে, অবসর পাইবা মাত্রই যিনি একটুও সময় নষ্ট না করিয়া ক্রিয়াতে বসিয়া যান, অথবা সকল কর্ম্ম করিতে করিতেও যিনি প্রাণের গতিকে লক্ষ্য করিতে ভুলেন না, অথবা চক্রে চক্রে মনকে সর্ব্বদা লাগাইয়া রাখেন—তাঁহার মন ক্রমে ক্রমে স্থির, বিশুদ্ধ ও প্রসন্ন হয়। ইহার নামই মদ্ব্যপাশ্রয় বা শরণাগতি। পূর্ব্ব সুকৃতির অভাববশতঃ যাহার চিত্তমল একেবারে অপগত হয় নাই, এমন কি যিনি প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মও করিয়া ফেলেন, তিনিও যদি দৃঢ়ভাবে গুরূপদিষ্ট উপায় দ্বারা স্মরণে তৎপর হন তিনিও পরমগতি লাভ করিতে পারেন। কারণ সর্ব্বদা স্মরণের ভাব হইতেই মন স্থির ও প্রসন্ন হইতে থাকে। ইহাই ভক্তির নামান্তর। এইরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভের পর বৈরাগ্য অর্থাৎ অন্য কোন বস্তুতে মন না যাওয়া এবং জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ করিয়া সর্ব্বদা অবিনাশী ব্রহ্ম পদে সাধক প্রবেশ লাভ করতঃ কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫৬

অন্বয়। চেতসা (মনের দ্বারা অথবা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) ময়ি সন্ন্যস্য (আমাতে সমর্পণ করিয়া) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য (বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক, সমত্ববুদ্ধিরূপ যে যোগ তাহা আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ সমাহিত হইয়া) মচ্চিত্তঃ সততং ভব (সতত মচ্চিত্ত হও অর্থাৎ আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হও) ॥ ৫৭

শ্রীধর। যস্মাদেবং তস্মাৎ—চেতসেতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি চেতসা ময়ি **সন্ন্যস্য**—সমর্প্য, মৎপরঃ—অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ। ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগম্ উপাশ্রিত্য, সততং—কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" ইতি ন্যায়েন ময্যেব চিত্তং যস্য তথাভূতো ভব ॥ ৫৭

বঙ্গানুবাদ। [যেহেতু নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রহ্মলাভ হয়, অতএব বলিতেছেন]—কর্ম্ম-সকলকে চিত্ত দ্বারা আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপর অর্থাৎ আমিই পরম প্রাপণীয় পুরুষার্থ যাহার তাদৃশ হইয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা যোগকে আশ্রয়পূর্ব্বক সতত মচ্চিত্ত হও, অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" ইত্যাদি ৪র্থ অধ্যায় শ্লোকোক্ত চিত্ত যেরূপে হয়, তুমিও তদ্রূপ হও ॥ ৫৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—চিত্তের দ্বারায় সর্ব্ব কর্ম্ম ব্রহ্মই করিতেছেন বলিয়া জেনে থাকিলে সব কর্ম্মেরই নাশ, কারণ অন্য এক ব্যক্তি করিতেছে কোন কর্ম্ম,, সে কর্ম্ম তুমি না করিলে তোমার সে কর্ম্মের নাশ—মৎপরঃ=সর্ব্বদাই আত্মাতেই থাকিবে ও ক্রিয়া করিবে ; বুদ্ধি দ্বারায় অর্থাৎ স্থির চিত্তে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া আপনাতেই আপনি সকল কর্ম্ম করিয়াও থাকিবে যাহা সাধুদিগের বিচিত্র দশা, যাহা আপনা আপনি ক্রিয়া করিতে করিতে হয়।—

শ্রীধর। ততো যদ্ভবিষ্যতি তচ্ছৃণু—মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বাণ্যপি দুর্গাণি—দুস্তরাণি সাংসারিকাণি দুঃখানি তরিষ্যসি। বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেৎ—যদি পুনঃ ত্বম্ অহঙ্কারাৎ—জ্ঞাতৃত্বাভিমানাৎ, মদুক্তং এতৎ ন শ্রোষ্যসি, তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি—পুরুষার্থাৎ ভ্রষ্টো ভবিষ্যসি॥ ৫৮

বঙ্গানুবাদ। [তাহার পর যাহা হইবে তাহা শুন]—মদ্গতচিত্ত হইলে আমার প্রসাদে সমস্ত দুস্তর সাংসারিক দুঃখ অতিক্রম করিবে। বিপরীতাচরণে যে দোষ হয় তাহাও বলিতেছেন—যদি পুনরায় তুমি জ্ঞাতৃত্বাভিমান বশতঃ (অর্থাৎ নিজেকে যদি তুমি পণ্ডিত মনে করিয়া) মদুক্ত বাক্য না শুন, তবে তুমি পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে॥ ৫৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমাতে সর্ব্বদা চিত্ত রাখিয়া অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে, যাহা গুরুবক্ত্র গম্য, সকল শত্রুর মধ্যে কেল্লাতে যে পড়িয়া যায় মন তাহা হইতে মুক্ত হইবে। যদ্যপিস্যাৎ আমি বড়লোক বলিয়া অহংকার হইয়া আমার কথা না শুন তাহা হইলে মর্‌বে অর্থাৎ অবস্থান্তর হ'বে—জন্মগ্রহণ করিতে হ'বে—আমার কথাটা শুনো, পাগলার মাতালের কথাটা শুনো।—বাহ্য "আমির" বেষ্টনের মধ্যে আসিলেই চিত্ত অহঙ্কৃত হয় অর্থাৎ তখন আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত "আমি"তে চিত্ত নিমজ্জিত হইলেই আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। এই অবস্থায় সব কেল্লাই পার হওয়া যায়। মনকে বাঁধিবার জন্য ষড়রিপুবর্গ কত স্থানে থানা পাতিয়া বসিয়া আছে। তাই নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণ নিরাবলম্ব করিয়া ফেলিতে হইবে, মনের যেন কোন আশ্রয় বা অবলম্বন না থাকে। নিজের চিত্তকে তাঁহার চিত্তের মধ্যে ডুবাইয়া দিতে হইবে। প্রাণ বহির্মুখী থাকিলে প্রাণস্পন্দনের সহিত চিত্তেও স্পন্দন উঠিবে, তাহাতে কেবল রাশি রাশি বাসনার ফেনই উত্থিত হইবে। সে অবস্থায় চিত্ত বিষয়াকারাকারিত হইয়া কেবল বিষয়েরই অনুসন্ধান করিবে, সে চিত্ত কখন শান্ত বা শুদ্ধ হইতে পারিবে না বা আত্মভাবে মগ্ন হইতে পারিবে না। ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে জীব কখনও তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে পারে না। স্বধর্ম্মই আত্মভাব—উহাই জন্মজরামৃত্যুবিহীন স্থির প্রশান্ত ভাব। এই স্বধর্ম্মে যে আপনার মতিকে বাঁধিতে না পারে, সেই ধর্ম্মহীন ব্যক্তি কখনও তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে পারে না। কঠোপনিষদে বলিয়াছেন—"তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো, ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ"—যাঁহারা অক্রতু অর্থাৎ কামনাশূন্য, যাঁহারা বীতশোক অর্থাৎ শোকদুঃখাদিরহিত, তাঁহারাই শরীরধারক ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রভৃতির প্রসন্নতা বা স্থিরতা বশতঃ আমার বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বভাব বা নির্ব্বিকার ভাব সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

সুতরাং ভগবানের শরণাগত হইতে হইলেও পুরুষার্থের আবশ্যক। পুরুষের প্রযত্নই পৌরুষ, সেই পৌরুষও ভগবদ্‌শক্তি। এই আত্মশক্তির প্রভাবেই মন সর্ব্বপ্রকার আসক্তি শূন্য হইয়া যাইতে পারে। আত্মসাক্ষাৎকার পৌরুষ-প্রযত্নেরই ফল। যে চেষ্টা করিবে, যে লাগিয়া থাকিবে, তাহারই হইবে, এবং তাহাও ঈশ্বরশক্তি বা আত্মশক্তি, সুতরাং তাহা করিয়া কাহারও অহঙ্কার করিবার কিছু থাকে না। যাঁহারা দিনরাত ক্রিয়ায় লাগিয়া থাকেন, তাঁহাদের ক্রিয়ার পরাবস্থা আসিবেই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় জীবের জীবত্ব থাকে না, তখন

নিবদ্ধঃ (আবদ্ধ তুমি) [সুতরাং] অবশঃ অপি (অবশ হইয়াও) তৎ করিষ্যসি (তাহা করিবে) ॥ ৬০

শ্রীধর। কিঞ্চ—স্বভাবজেনেতি। স্বভাবঃ—ক্ষত্রিয়ত্বে হেতুঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারঃ, তস্মাৎ জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা—শৌর্য্যাদিনা পূর্ব্বোক্তেন নিবদ্ধঃ—যন্ত্রিতঃ, ত্বং মোহাৎ যৎ কর্ম্ম—যুদ্ধলক্ষণং, কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি, অবশঃ সন্ তৎ কর্ম্ম করিষ্যসি এব ॥ ৬০

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন] স্বভাব অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব হেতু পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারজাত শৌর্য্যাদি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা তুমি নিয়ন্ত্রিত। মোহবশতঃ এখন যে যুদ্ধরূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অবশ হইয়াও ঐ সকল কর্ম্ম পরে তোমাকে করিতে হইবে ॥ ৬০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আপনার আপনার আত্মা আপনার কর্ম্মেতেই নিঃশেষরূপে বদ্ধ যেমন তুমি ব্রহ্মেতে থাক ত ব্রহ্মেতে যাবে, অন্য দিকে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি কর ত সেইখানে যাবে—তুমি ভালরূপ ক্রিয়া কর ভালরূপ ফল পাইবে, যদিস্যাৎ মোহেতে ক'রে অন্য বস্তুতে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া থাক আত্মাতে না থাক—পরে জন্ম মৃত্যু দুঃখভোগ করিয়া শাস্তিযুক্ত হইয়া এই ক্রিয়া করিতে বাধিত হইবে—কারণ ইহা ব্যতীত অন্য গতি নাই।—জীব পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারজাত স্বভাবের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ, প্রকৃতির সে বেষ্টন উলঙ্ঘন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। জীবত্ব যেখানে, সেখানে সে স্বাধীন নহে, প্রকৃতির অধীন। তাঁহার নিজ স্বরূপে তিনি সদা মুক্ত, সেখানে প্রকৃতিও নাই। আত্মার স্বরূপে কখন দাগ লাগে না, তাহা সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র, প্রকৃতি-পরতন্ত্র নহে। তবে রক্তবর্ণ কাচের পাত্রের মধ্যে জলকে যেমন রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মাকে দেখিলে (জীবভাবে আত্মা প্রকৃতি যুক্ত) প্রকৃতির গুণে আত্মাকে লিপ্ত বলিয়া মনে হইবেই। তাহা অন্যথা করিবার উপায় নাই। যখন সাধক ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মন যখন শরীর, প্রাণবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন সেখানে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই অনুভব থাকিবে না, প্রকৃতিও থাকিবে না, প্রকৃতির অনুভবও থাকিবে না। তখন প্রকৃতি থাকিলেও আত্মার সহিত প্রকৃতি যুক্ত না থাকায় প্রকৃতির কার্য্য আর আত্মাতে অধ্যাসিত হইবে না। প্রকৃতি-মুক্ত আত্মার উপর আর প্রকৃতির কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। আমি মুক্তিলাভ করিব বলিলেও আমার মুক্তি হইবে না, আমি বদ্ধ থাকিব বলিলেও আমি বদ্ধ থাকিতে পারিব না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মবশতঃ যাহার যেরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নিষ্ঠা বা কর্ম্ম চেষ্টাও তদ্রূপ হয়। যাহার জ্ঞান-বৈরাগ্যের সংস্কার আছে, সে সাধনার দিকে মুক্তির পথে চলিবেই, তাহার সাময়িক ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর উহা নির্ভর করে না। সকলেরই স্বভাব নিজ-নিজ-কর্ম্মানুযায়ী গঠিত, সে স্বভাব কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। যদি বল জীবের স্বাধীনতা তবে কোথায়? তাহার উত্তর এই বলি যে—জীবভাবে জীবের স্বাধীনতা নাই, জীব সকল স্ব-স্ব-কর্ম্মজ প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ, সুতরাং জীবভাব থাকিতে জীবের স্বাধীনতা নাই। তবে জীবের জীবত্ব মোচনের উপায় আছে। জীব স্ব-স্বরূপে শুদ্ধ চৈতন্য, নিষ্ক্রিয় ও নিরুপাধিক। তিনি প্রকৃতির কর্ম্মকে

(জীব ঈশ্বরাধীন, অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরই পরিচালক)

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

অন্বয়। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন) ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর) মায়য়া (মায়াশক্তিদ্বারা) যন্ত্রারূঢানি [ইব] (যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায়) সর্ব্বভূতানি (ভূত সকলকে) ভ্রাময়ন্ (ভ্রমণ করাইয়া) সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে (সর্ব্ব জীবের হৃদয় দেশে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠিত আছেন) ॥ ৬১

শ্রীধর। তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং কর্ম্মপারতন্ত্র্যং চোক্তম্। ইদানীং স্বমতমাহ—ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতানাং হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরঃ—অন্তর্য্যামী তিষ্ঠতি। কিং কুর্ব্বন? সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া—নিজ শক্ত্যা, ভ্রাময়ন্—তত্তৎ কর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্। যথা দারুযন্ত্রম্ আরূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ। যদ্বা যন্ত্রাণি—শরীরাণি আরূঢ়ানি ভূতানি—দেহাভিমানিনঃ জীবান্, ভ্রাময়ন্ ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি।

অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণঞ্চ—"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানং অন্তরো যময়তি" যম্ আত্মা ন বেদ, যস্য আত্মা শরীরম্, এষ তে অন্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক)

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে দুইটি শ্লোকে সাংখ্যাদি মতে জীবের প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য (প্রকৃতির অধীনতা) ও স্বভাবপারতন্ত্র্য এবং কর্ম্মপারতন্ত্র্যের কথা বলা হইল। এখন দুইটি শ্লোকে স্বীয় মত বলিতেছেন]—সকল ভূতের হৃদয়-মধ্যে অন্তর্য্যামী ঈশ্বর রহিয়াছেন। কিরূপে আছেন? (ইহার উত্তরে বলিতেছেন) যে সমস্ত ভূতগণকে মায়াদ্বারা অর্থাৎ স্বীয়শক্তি প্রভাবে নিজ নিজ কর্ম্মেতে প্রবর্ত্তমান করতঃ (রহিয়াছেন)। যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূতগণকে ভ্রমণ করায় তদ্রূপ। অথবা যন্ত্র শব্দে শরীর, তাহাতে আরূঢ় দেহাভিমানী জীবগণকে ভ্রমণ করাইয়া—ইহাই অর্থ। এ বিষয়ের প্রমাণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত্র যথা—"এক দেব অর্থাৎ পরমাত্মা যিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে স্থিত এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ বা সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা এবং ভূতগণের অধিবাস অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্বরূপ। তিনি সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা ও চেতয়িতা এবং কেবল অর্থাৎ নিরুপাধিক ও নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে আছে—"যিনি আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়াও বুদ্ধির অন্তর এবং বুদ্ধিকে যিনি পরিচালিত করিতেছেন (তবুও) বুদ্ধি যাঁহাকে জানিতে পারে না, এবং বুদ্ধিই যাঁহার শরীর অর্থাৎ উপাধি, তিনিই তোমার আত্মা, অন্তর্য্যামী এবং অমৃত" ॥ ৬১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ঈশ্বর ক্রিয়ার পর অবস্থায় হৃদয়েতে স্থিতি সকল ভূতেই আছেন, চর এবং অচরে ব্রহ্ম স্বরূপে, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না স্বরূপ যন্ত্রের

করে।' মন্থন-দণ্ড দ্বারা যেমন দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কল্পজ স্ত্রী-দর্শনাদি দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গের অসত্ত্বেও মন যেমন সঙ্কল্পজ অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ীও দেহ হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়"। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—নাড়ী-মুখেই বাহ্যপ্রবৃত্তি স্ফুরিত হইয়া এই গুণময়ী সংসার-লীলা চালাইতে থাকে। তাহার নিরোধের কি উপায়—তাহাও শান্তি-পর্ব্বের ঐ স্থানে উল্লিখিত রহিয়াছে—"বাহ্য-প্রবৃত্তিশূন্য মহাত্মাগণ যোগবলে ক্রমে ক্রমে গুণের সাম্য লাভ করিয়া অন্ত-কালে সত্য-লোকপ্রদ সুষুম্না-মার্গের প্রতি প্রাণ প্রেরণপূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মন বিশ্বাত্মক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সমুদয় বিষয় স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং মনও প্রকাশশালী, বাসনাবিহীন, মন্ত্র-সিদ্ধ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হয়"। যোগ-ক্রিয়া অভ্যাসের ফলে বাহ্য সঙ্কল্পাদি রুদ্ধ লইলে ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হৃদয়ে যে একপ্রকার স্থিতি বোধ হয়, তাহাই ঈশনশীল বা ঈশ্বর ভাব। যোগীরা এই অবস্থাটী প্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারেন—জগতের নিয়ন্তা কে ? কাহার শক্তিতে এই জগৎ চলিতেছে ? তখনই বুঝিতে পারা যায়—

"জগত্ত্বং জগদাধারস্ত্বমেব পরিপালকঃ।
ত্বমেব সর্ব্বভূতানাং ভোক্তা ভোজ্যং জগৎপতে॥" অধ্যাত্মরামায়ণ

দেহমধ্যেই রহিয়াছেন সেই ঈশ্বরকে বুঝা যায় কিরূপে ? জগৎ যাঁহার কটাক্ষপাতে চলিতেছে, সেই জগতের শাসক বা ঈশ্বর সকলের হৃদয় দেশে স্থিতিরূপে সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে জানিবার উপায় এই যে মূলাধারাদি পঞ্চচক্র ভেদ করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে যে সুষুম্না নাড়ী প্রবাহিত হইয়াছে এবং সেই সুষুম্নানাড়ীমধ্যস্থ যে ব্রহ্মনাড়ী বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার অন্তর্গত যে শক্তি বা ব্রহ্মাকাশ রহিয়াছেন,—উহাই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর, তাঁহারই শাসনে পঞ্চতত্ত্ব-মন-ইন্দ্রিয়াদি ভূতনিচয় স্ব-স্ব-কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, উহা না থাকিলে পঞ্চতত্ত্ব কর্ম্মক্ষম হইতে পারিত না।

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" কঠ উঃ

প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশিত জগৎ কারণ ব্রহ্মের ভয়ে বা নিয়মে বাধ্য হইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে তপন উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু স্ব-স্ব-কার্য্যে ধাবমান হইতেছে। আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে দেখা যায় যে প্রাণশক্তির শাসনে এই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম বা মেরুদণ্ড মধ্যগত পঞ্চ-চক্রস্থ শক্তি স্ব-স্ব-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। মহাপ্রাণ বা ব্রহ্মাকাশ সর্ব্বত্র অর্থাৎ মূলাধারাদি পঞ্চভূতময় স্থানেই লক্ষিত হইতে পারেন, কিন্তু প্রধানতঃ ইনি আজ্ঞাচক্রেই বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত আছেন। এই চক্রগুলির হৃদ্দেশে অর্থাৎ মধ্যস্থলেই কূটস্থ জ্যোতিঃ নির্ব্বাত স্থানে প্রদীপশিখার মত প্রজ্বলিত রহিয়াছেন। আবার প্রত্যেক চক্রের কূটস্থই আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থের সহিত সমসূত্র ভাবে মিলিত, যেন সকল চক্রে আজ্ঞাচক্রের জ্যোতিঃই দীপ্যমান রহিয়াছে। এইজন্য এক আজ্ঞাচক্রে লক্ষ্য রাখিলেই সমস্ত চক্রস্থ কূটস্থের প্রতিই লক্ষ্য করা হয়। এই আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থে লক্ষ্য করিতে পারিলেই সর্ব্বভূতস্থিত

ক্রিয়ার পর অবস্থায় পান করিয়া থাকেন। এই অমৃতরূপ সুরা পান করিয়া তাঁহারা অমরপদ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হইয়া যান। তখন প্রকৃতি পুরুষ সেই পরমব্রহ্মপদে লীন হয় এবং সেই স্থিতি দ্বারাই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হইয়া যায়। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া তখন প্রাণের গতি হয়, তখন প্রাণে চাঞ্চল্য থাকে না, মনের পরিকল্পনা থাকে না—সুতরাং জগদ্দর্শন ভাব তিরোহিত হইয়া যায়।

অব্যক্ত রূপে ভগবান যে চরাচর সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহা অনুভব হয়। এই স্থিতি সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু ইড়া, পিঙ্গলা সুষম্নারূপ ত্রিগুণ যন্ত্রে প্রাণের গতি হওয়ায় সেই অব্যক্ত স্থির ভাবকে অনুভব করা যায় না। ত্রিগুণে আরূঢ় হইয়া লক্ষ্য বহির্ম্মুখ হওয়ায় সেই স্থির অব্যক্তাবস্থা যাহা জীবরূপে পরিণত হইয়াছে এবং এই জীবভাব বশতঃ অসত্য প্রপঞ্চ জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে এবং তাহাতে আসক্তি হওয়ায় বার বার জন্মমৃত্যুরূপ ভবভ্রমণ নিবারিত হইতেছে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন স্বরূপে অবস্থান হয়, তখন সমস্ত ব্যক্ত ভাব অব্যক্ত-সত্তায় লীন হইয়া যায়।

জীবের দেহটাই হইতেছে যন্ত্র, যখন জীব স্বস্থানচ্যুত হয় তখনই মায়া তাহাকে আক্রমণ করে, জীবের ভ্রম উৎপন্ন হইয়া দেহে অভিমান হয়। এই দেহকে আমি বা আমার বলিয়া স্বীকার করাই যন্ত্রারূঢ় হওয়া। কিন্তু প্রকৃতিকে অতিক্রম করা জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। ভগবান যেমন প্রকৃতির সাক্ষী মাত্র, সাধককেও সেইরূপ প্রকৃতির দ্রষ্টা মাত্র হইতে হইবে। এই দ্রষ্টা রূপে থাকিতে পারিলেই মায়া অতিক্রম করা যায়। ক্রিয়ার পর অবস্থার সময় সব হইতে বন্ধন খসিয়া পড়ে, তখন মায়ার কার্য্য স্থির ভাবে দেখা যায়, এবং মায়ায় মোহিত হইতে হয় না। এই মায়া তবে কি?—জগৎ জীব যাহার দ্বারা সংসার চক্রে অবিরত ঘুরিতেছে। এই মায়া তাঁহার স্বরূপের নীচে থাকে, মায়া স্বরূপ স্পর্শ করিতে পারে না, সেখানে "সদা নিরস্ত কুহকং।" সেখানে কেবল আত্মা, আর কিছুই নাই। কিন্তু "ব্রহ্মের একোঽহং বহুস্যাম" এই সঙ্কল্পই মায়া বা ভগবদিচ্ছা। দুইদিকে দর্পণ রাখিয়া নিজেকে দেখিলে যেমন একেরই অসংখ্য অসংখ্য প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মের সঙ্কল্পই সেই মায়াদর্পণ, উহাই তাঁহার অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তি—তাহাতে ব্রহ্ম আপনাকে বহুরূপে অবলোকন করেন—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু-প্রাবিশৎ"—ইহাই যেন তাঁহার সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্ট পদার্থে তাঁহার অনুপ্রবেশ। যতক্ষণ মায়া-দর্পণ থাকিবে ততক্ষণ এক আত্মাই অনন্ত দৃশ্য-পদার্থরূপে পরিদৃষ্ট হইবেন। এই মায়াকে কেহ জগৎলীলার কারণ বলেন, কেহ ঈশ্বরের শক্তি বলেন। কিন্তু এই মায়া বড় অচিন্ত্য, ইনি আছেন কি নাই কিছুই বলা যায় না। মায়ার স্বরূপ এই :—

"অনাত্মনি শরীরাদৌ আত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ।
সৈব মায়া তয়ৈ বাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে॥"

অনাত্মা বা শরীরাদিতে যে আত্মবুদ্ধি তাহাই মায়া। তাহার দ্বারাই সংসার পরিকল্পিত হয়। জ্ঞানীরা বলেন সমুদ্রে যেমন তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয় তদ্রূপ পরমাত্মাতে এই বিশ্ব কল্পিত হয়। এই পরিকল্পনা কেন হয়? তাহাকেই জ্ঞানীরা ভ্রান্তি বলেন। কারণ পরমার্থতঃ তাহার

(শরণাগত ভাবই মায়া হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়)

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২

কোন সত্তা নাই। "রজ্জৌ ভুজঙ্গবদ্ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন"। ভ্রান্তিবশতঃ যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ভ্রান্তি সরিয়া যাইলে তখন রজ্জু রজ্জুই থাকে, তাহাতে সর্পজ্ঞান অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম বিচারণা করিলে ব্রহ্মাতিরিক্ত সংসার-সত্তার কোন বোধই থাকে না। হস্তামলকে আছে—

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু।
শরাবোদকস্থ যথা ভাস্করেকঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥

নানা পাত্রস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় যে প্রকাশ স্বরূপ পদার্থ নানা বুদ্ধিতে নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও শুদ্ধচিত্তে যিনি এক অদ্বিতীয় ভাবেই প্রকাশিত হন, সেই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মাই আমি।

ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনাচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥

মেঘের দ্বারা আচ্ছন্নদৃষ্টি অতিমূঢ় ব্যক্তি সূর্য্যকেই মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাহীন মনে করে সেইরূপ মূঢ়দৃষ্টি অবিবেকী ব্যক্তিগণের নিকট যাঁহাকে বদ্ধের ন্যায় বোধ হয়, সেই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মাই আমি ॥ ৬১

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বতোভাবে) তম্ এব (তাঁহারই) শরণং গচ্ছ (শরণাগত হও)। তৎ প্রসাদাৎ (তাঁহার প্রসাদেই) পরাং শান্তিং (পরমা শান্তি) শাশ্বত স্থানং (ও নিত্য ধাম) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৬২

শ্রীধর। তমিতি। যস্মাদেবং সর্ব্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাঃ তস্মাৎ অহংকারং পরিত্যজ্য সর্ব্ব ভাবেন - সর্ব্বাত্মনা, তম্ ঈশ্বরমেব শরণং গচ্ছ। ততঃ তস্যৈব প্রসাদাৎ পরাম্—উৎকৃষ্টাং, শান্তিং স্থানঞ্চ - পারমেশ্বরং, শাশ্বতং—নিত্যং, প্রাপ্স্যসি ॥ ৬২

বঙ্গানুবাদ। [যেহেতু সর্ব্বজীবই পরমেশ্বর-পরতন্ত্র,]—অতএব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হও। পরে তাঁহারই প্রাসাদে পরা-শান্তি এবং শাশ্বত নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই যিনি ত্রিগুণান্বিত হইয়া রহিয়াছেন তিনিই আত্মা তাঁহাকেই স্মরণ কর গুরুবাক্যের দ্বারা ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া সকল বস্তুতে ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্মকে দেখিয়া এইরূপ ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া আনন্দ লাভ করতঃ যাহার পর আর নাই এমত শান্তিপদ শীঘ্রই পাইবে এবং বুদ্ধি দ্বারায় স্থির করিতে পারিবে যে ইহা ব্যতীত অন্য

সেই দেহী স্বকৃত পাপ পুণ্যের ফলে স্থূল সূক্ষ্ম বহুবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং স্বকৃত কর্ম্ম ও জ্ঞানজনিত শুভাশুভ বাসনা বশে ভোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়া অপর জীব বলিয়া প্রতীত হয়।

এই আত্মা যদিও সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত তথাপি তাঁহার অনাদি অবিদ্যা মায়াশক্তি বশতঃ তাঁহাকে গুণময় ও তাহার গুণক্রিয়ার ফল স্বরূপ এই জগদাদি কার্য্যকে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু স্বপ্নজাত পুত্রের যেরূপ অন্তঃকরণের অতিরিক্ত কোন পৃথক সত্তা নাই, তদ্রূপ অবিদ্যাসৃষ্ট বিষয়াদিরও পুরুষাতিরিক্ত কোন পৃথক সত্তা নাই।

সেই অবিদ্যা-বিরহিত আত্মস্বরূপে ফিরিয়া যাওয়া যায় কি প্রকারে? পুরুষের সেই নির্ব্বিকার সত্তায় ফিরিয়া যাইতে হইলেও যেমন ভাবে কূটস্থ পুরুষ হইতে এই বাহ্য ব্যাপার সমূহ সম্প্রসারিত হইয়াছে, ঠিক সেই সেই ভাবের মধ্য দিয়া আবার জীবকে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। উহাই ক্ষিতিতত্ত্ব জলতত্ত্বে, জলতত্ত্ব তেজস্তত্ত্বে, তেজঃকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশের মধ্যে এবং আকাশকে স্থির প্রাণের মধ্যে এবং স্থির প্রাণকে অব্যক্তে লয় করিবার যে প্রণালী সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এতাবৎ সমস্ত বাহ্য বস্তুর মধ্যে প্রাণ-শক্তিরই ক্রীড়া দেখা যাইতেছে, প্রাণই চঞ্চল হইয়া জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন, আবার সেই অব্যক্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সেই স্থির প্রাণকে ধরিতে হইবে, যিনি ত্রিগুণান্বিত হইয়া এই জীব ভাব ব্যক্ত করিতেছেন কিন্তু সমস্ত ব্যক্ত ভাবের মধ্যেও সেই অব্যক্ত ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন নচেৎ কিছুই হইতে পারিত না। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, না পারিলে আর মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। তাই সর্ব্বভাব তাঁহাতে অর্পণ করিয়া তাঁহার হইয়া যাইতে হইবে। সমস্ত ভাবময় সঙ্কল্প প্রাণ হইতে জাগিয়া উঠিতেছে, সেই প্রাণকে ঢালিয়া দিতে হইবে তাঁহাতে। তাহা হইলে আর এ ব্যক্ত জগতের কোন স্ফুরণ লক্ষিত হইবে না, তখন সমস্তই অব্যক্তের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সবই অব্যক্ত হইয়া যাইবে। এই অব্যক্তই পরমপদ, এই অব্যক্তে প্রবেশ করাই সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্য। ভগবানও তাই উপদেশ দিতেছেন—সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর, যেন তিনি ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা না থাকে, প্রাণাপানের সমতা সাধন দ্বারাই সুষুম্নাস্থিত ব্রহ্মাকাশ প্রকাশিত হইবে, তখন তোমার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি আপন আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হইবে। তখন অব্যক্ত পরমপদ প্রকাশিত হইয়া পরাশান্তিরূপ শাশ্বত স্থান যাহার উপর আর কিছু নাই এমন স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। সেই মুখ্য প্রাণে যাইতে হইলে এই ব্যক্ত প্রাণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, এই প্রাণের সাধনাতেই বাহ্য প্রকৃতির উপশম লাভ হইবে, তাহা হইলেই আপনার মধ্যে আপনি থাকিয়া পরমানন্দ লাভ করিবে। উহাই পরমাত্মার প্রসাদ। যে ক্রিয়া করিবে না, সে তাঁহার প্রসাদ কি তাহা কখন অনুভব করিতে পারিবে না॥ ৬২

(গীতা-কথিত জ্ঞানই গুহ্যতর জ্ঞান)

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেন যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

অন্বয়। ইতি (এই) গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং (গুহ্য হইতেও গুহ্যতর তত্ত্বজ্ঞান) তে (তোমার নিকট) ময়া আখ্যাতং (মৎ কর্ত্তৃক উক্ত হইল) এতৎ (ইহা) অশেষেণ বিমৃশ্য (অশেষ প্রকারে আলোচনা করিয়া) যথা ইচ্ছসি (যেরূপ ইচ্ছা হয়) তথা কুরু (তাহাই কর) ॥ ৬৩

শ্রীধর। সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরন্ আহ—ইতীতি। ইতি অনেন প্রকারেণ তে—তুভ্যং, সর্ব্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া, জ্ঞানং আখ্যাতং—উপদিষ্টম্। কথম্ভূতং? গুহ্যাৎ—গোপ্যাৎ রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরং। এতৎ ময়া উপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রম্ অশেষতঃ বিমৃশ্য—পর্য্যালোচ্য, পশ্চাদ্ যথেচ্ছসি তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহঃ নিবর্ত্তিষ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩

বঙ্গানুবাদ। [সমস্ত গীতার্থের উপসংহার করিতেছেন]—এইরূপে তোমাকে সর্ব্বজ্ঞ ও পরম কারুণিক যে আমি, সেই আমাকর্ত্তৃক জ্ঞান উপদিষ্ট হইল। সেই জ্ঞান কিরূপ? তাহা গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় রহস্যমন্ত্রযোগাদি অপেক্ষাও গুহ্যতর। এই মদুপদিষ্ট গীতা শাস্ত্রকে পর্য্যালোচনা করিয়া পশ্চাৎ যাহা ইচ্ছা হয় কর। ইহা (গীতাশাস্ত্র) পর্য্যালোচিত হইলে তোমার মোহ নিবৃত্তি হইবে—ইহাই ভাবার্থ ॥ ৬৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই তোমাকে জ্ঞান সমুদয় বলিলাম—এখন তোমার যা ইচ্ছা হয় তা কর—যাহা গুহ্য হইতে গুহ্যতম অত্যন্ত গুহ্য—যাহা বলিলাম ইহা অত্যন্ত গুহ্য।—যাহাতে মোহ অন্ধকার নষ্ট হয় এবং জ্ঞানদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ গুহ্য হইতেও গুহ্যতর ও গুহ্যতম জ্ঞান ও তাহার সাধনার কথা তোমাকে বলিয়াছি। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে সকল ক্রিয়া-যোগ এবং তাহার ফলস্বরূপ যে সকল জ্ঞান ও অনুভব পদ লাভ হয় তাহা সমস্তই তোমাকে শুনাইয়াছি। এখন তুমি তোমার কর্ত্তব্য অবধারণ কর। জীবের মধ্যে তিনটী ভাব রহিয়াছে—(১) অজ্ঞতা বা দেহাত্মভাব, তখন দেহ এবং দেহের ভোগকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হয়। (২) সুখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাত এবং জন্মমরণের দারুণ ক্লেশ এবং তাহার প্রতিকারেব কোন উপায় না দেখিয়া জীবের নিজ কর্ত্তৃত্বের প্রতি অনাস্থা জন্মে। তখন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি ধারণা হয়, তখন জীব তাঁহাতে আত্মসমর্পণের জন্য মোক্ষানুকূল সাধন ও বিচার অবলম্বন করে। ইহার ফলে (৩) ঐকান্তিক চেষ্টা ও তপস্যা দ্বারা তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে এবং তখন বুঝিতে পারে যে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব আত্মা হইতে সে স্বতন্ত্র নহে (ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুভব)। এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই প্রকৃতির অধীনতা ত্যাগ করিবার সামর্থ্য জন্মে। তখন আমার "আমি"কে বুঝিতে পারে, তখন আত্মার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ হয়, এবং আত্মা ব্যতীত আর কিছুরই জন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষারই উদয় হয় না—ইহাই ভক্তি যোগ। পরে

হও, (২) তুমি মদ্ভক্ত অর্থাৎ আমাতে আত্মসমর্পণ কর, ভক্তির সহিত আমাকে ভজনা কর। (৩) মদ্‌যাজী হও অর্থাৎ আমার পূজার্চ্চনায় মন দাও। (৪) আমাকে নমস্কার কর।

প্রথমেই ভগবানের 'মন্মনা' কথাটি লইয়াই আলোচনা করা যাক। "মন্মনা" হওয়াই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়। ব্রহ্মে চিত্ত বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই "মন্মনা" হইতে পারে না। ভগবানে মনটী সমর্পণ করিতে হইবে, তবেই মন আর তোমার থাকিবে না, ভগবানের হইয়া যাইবে। চিত্ত সর্ব্বদা স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া আমরা বুঝিয়াও তবু তাঁহাকে চিত্ত অর্পণ করিতে পারি না। সুতরাং প্রথমেই চিত্তের যে নিরন্তর স্পন্দন হইতেছে তাহা থামাইতে হইবে। মনের সঙ্কল্প বিকল্পই সেই স্পন্দন—ইহা মনের ধর্ম্ম, সুতরাং মনকে সহজে সঙ্কল্পবিকল্পশূন্য করা যায় না। এইজন্য চিত্তকে একমুখী করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন ধ্যেয় বিষয়ে মনকে রাখিয়া মনে অন্য কোন বৃত্তির উদয় হইতে না দেওয়া। কিন্তু ইহাতেও চিত্তের বহির্ম্মুখ ভাব একেবারে যায় না। সেই জন্য মনকে কোন আধ্যাত্মিক স্থানে রাখিয়া একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হয়। মনুষ্যদেহে সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্থান হইতেছে সহস্রার ও আজ্ঞাচক্র, কিন্তু সহস্রারে প্রথম অভ্যাসীর মন রাখা তত সহজও নহে, নিরাপদও নহে। সেইজন্য আজ্ঞাচক্রে মন রাখাই সর্ব্বোত্তম। আধ্যাত্মিক স্থানগুলি বা ষট্‌চক্রে মনকে নিবিষ্ট করিতে হইলেও প্রথম প্রথম মনে স্পন্দন হইবেই, কিন্তু আজ্ঞাচক্রে বা কোন একটী স্থানে চিত্তকে রাখিতে রাখিতে মনের বেগ বা স্পন্দন একেবারে কমিয়া যাইবে। এইরূপ নিয়মিত অভ্যাসে চিত্তের স্থিরতা বৃদ্ধি পায়, তখন যে কোন ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখা সুকর হয়। কোন একটী বাহ্য বিষয় লইয়াও চিত্ত স্থির করা যায় এবং সাধকের সে বাহ্য বিষয়টী আয়ত্তও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ক্লেশ ক্ষীণ হয় না, সুতরাং তাহাতে পারমার্থিক লাভ নাই। সেইজন্য শুদ্ধ ও সদাচার-সম্পন্ন হইয়া এবং বিষয়ের হেয়ত্ব আলোচনা করিয়া ভগবদ্ভক্তি সহকারে প্রত্যগাত্মার ধ্যানে মনকে নিবেশ করিতে পারিলে মন সহজেই স্থির হয়। সাধনা বা ধ্যানাদির সময় সাবধান হওয়া আবশ্যক যেন মন সে সময় অন্য বিষয় চিন্তা না করে। বিষয়-ধ্যানে চিত্ত গাঢ় নিবিষ্ট হইতেও পারে, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক শক্তির তখনই বিকাশ হওয়া সম্ভব যখন চিত্তে স্পন্দন থাকিবে না এবং তাহা কোন আধ্যাত্মিক চিন্তা বা আধ্যাত্মিক স্থানে স্থির হইয়া থাকিবে। মনের এই প্রকার নিরোধ ভাবই তাহাকে কৈবল্য অভিমুখে উপনীত করে। তখন মনের মনন না থাকায় মনও লয় হইয়া যায়, মন লয় হওয়ায় বিষয়েরও অভাব হইয়া থাকে। বিষয়ের অভাব বশতঃ পুরুষের বুদ্ধি বোধাত্মক ভাবও থাকে না। মনের এইরূপ নিরুদ্ধাবস্থাই প্রকৃত "মন্মনা" অর্থাৎ আপনাতে আপনি। যাঁহারা "মন্মনা" হইতে পারেন নাই, তাঁহারা "মদ্ভক্ত" অর্থাৎ ভজনশীল হইবেন। যাঁহারা এইরূপে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান যাহাতে হয় তজ্জন্য দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে প্রযত্ন করেন, তাঁহারাই ভক্ত। তাঁহাদের সব চেষ্টা তখন প্রযুক্ত হয় "মন্মনা" হইবার জন্য, যেন মন অন্য কিছুতে বাঁধা না পড়ে। এইজন্য মনকে সর্ব্বদা কূটস্থ চিন্তায় রাখা আবশ্যক। যদি মন স্বভাববশে অন্যত্র ছুটিয়া যায় তবুও তাহাকে ধীরে ধীরে ধরিয়া আনিয়া কূটস্থ চিন্তায় নিযুক্ত করিতে হইবে। এইভাবে সাধনা চালাইলে দিব্য জ্যোতিঃ ও নাদ প্রকটিত হইবে,

(পরম গুহ্য ভগবদ্‌বাণী)

"আত্মনিবেদন"

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

তখন মনকে শান্ত করা আর তেমন কঠিন হইবে না। এমন কি ঐরূপ জ্যোতিঃ দেখিতে দেখিতে বা দিব্য সুমধুর নাদ শুনিতে শুনিতে মন একেবারে তন্ময় হইয়া যাইবে। "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" এই ভক্তি লক্ষণ তখন ফুটিয়া উঠিবে। ইহারই জন্য "মদ্‌যাজী" অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে হইবে। এই "মদ্‌যাজী'র সহিত "মাং নমস্কুরু" ওঁকারের ক্রিয়া কর (উহা এক প্রকার সাধনার অঙ্গ)। ক্রিয়ার সহিত যাঁহারা "ওঁকার ক্রিয়া" নিয়মিত ভাবে করেন তাঁহাদের প্রাণ-শক্তি (শ্বাস) মাথায় চড়িয়া বসে। তাহা হইলেই আত্মা কি এবং তাঁহাকে পাওয়াই বা কিরূপ এ সমস্ত কথা তখন বুঝিতে পারা যায়। সমস্ত দেবতারা ও ঋষিরা এই পূজাই করিতেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও আপনাকে আপনি পূজা করেন। এই আত্মপূজার অধিকার লাভ হইলে তুমি কৃতার্থ হইবে। সেই পূজার অধিকার লাভের জন্য তোমার মনঃপ্রাণকে ক্রিয়াতে নিযুক্ত কর। ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই তুমি আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাইবে, তুমি তখন তুমি থাকিবে না, তোমার "আমি" আমাতে মিশিয়া এক হইয়া যাইবে, তুমি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই ক্রিয়ার ফল। সে কথা শ্রীগুরু প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন, সুতরাং তাহার আর অন্যথা হইবে না।

"সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বধিয়া সর্ব্বসংরম্ভরংহসা।
স এব শরণং দেবো গতিরস্তীহ নান্যথা ॥" যোগবাশিষ্ঠ

সমস্ত মনটি দিয়া, সমস্ত বুদ্ধি দিয়া, সমস্ত কার্য্য চেষ্টা দ্বারা তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, সেই পরমদেব ব্যতীত জীবের আর কোন উপায় নাই ॥ ৬৫

অন্বয়। সর্ব্বধর্ম্মান্ (সকল প্রকার অনুষ্ঠানমূলক ধর্ম্ম) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ নিয়মের খুঁটি নাটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছাড়িয়া দিয়া,) একং মাং (একমাত্র আমাকে, অর্থাৎ সকলের আত্মারূপে যে আমি সেই আমাকে) শরণং ব্রজ (আশ্রয় কর); অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সমুদয় পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (বিমুক্ত করিব), মা শুচঃ (শোক করিও না) ॥ ৬৬

শ্রীধর। ততোঽপি গুহ্যতমমাহ—সর্ব্বেতি। মদুক্ত্যা এবং সর্ব্বং ভবিষ্যতি ইতি দৃঢ়-বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব। এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাৎ ইতি মা শুচঃ—শোকং মা কার্ষীঃ। যতঃ ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যঃ অহং মোক্ষয়িষ্যামি ॥ ৬৬

বঙ্গানুবাদ। [আরও গুহ্যতম তত্ত্ব বলিতেছেন]—আমাকে ভক্তি করিলেই সমস্ত হয়—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা বিধিনিয়মের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। এরূপ হইলে (অর্থাৎ আমাকে ধরিয়া থাকিলে) কর্ম্মত্যাগনিমিত্ত পাপ

পাপের বোঝা হইতে কিসে রক্ষা হইবে ? তাই গুরুর উপদেশ এই যে তুমি একটু মন দিয়া স্মরণ করিতে চেষ্টা কর, এই স্মরণ বা ক্রিয়ার ফলে তোমার মন আর অন্য দিকে যাইবে না। ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা যে আসিবেই ; তিনিই যে ভগবান, তাঁহার স্বল্প মাত্র প্রকাশেও যে তুমি পাপমুক্ত হইবে।

আমাদের মধ্যে পাপ পুণ্য কর্ম্ম করে কে জান ? দেহেন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি সমন্বিত প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত। তুমি ক্রিয়া দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের গ্রন্থি খুলিয়া ফেল, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃতির অতীত হইয়া আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রাণ দিয়া এবং প্রাণপণে ক্রিয়া করিতে পারিলেই তাঁহার শরণ লওয়া হইবে। এইরূপ শরণ গ্রহণ যে করে সেই তো তাঁহার ভক্ত। ভক্ত বিপন্ন হইলে বা সাধক নিরাশ হইলে ভগবানই তাহাকে অভয় দান করেন। যে এতকাল ধরিয়া তাঁহার ভজন করিয়া আসিল, যে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহার আবার ভাবনা কি ? যাহা কিছু ত্রুটি যাহা কিছু পাপ হইয়া থাকুক, তবুও তিনি শরণাগত সাধককে মুক্তিদান করেন। তিনি যে বলিয়াছেন—

"সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম ॥"

"তোমার আমি" বলিয়া একবারও যে আমার শরণাগত হইয়া আমার কৃপাপ্রার্থী হয়, আমি তাহাকে অভয় প্রদান করি—এই আমার ব্রত।

তাই নিজ ভক্তকে ভগবান বলিতেছেন তুমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির বশে না চলিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। আত্মার শরণাপন্ন হওয়াই সর্ব্বকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম এবং সর্ব্বধর্ম্মের সেরা ধর্ম্ম। যে তাঁহাকে চায়, সে বিষয়কে চাহে না। প্রাণের সহিত বিষয়কে না চাহিলেই মন বিষয়ের পানে অযথা ছুটিয়া যাইবে না। অনেকে মনে করেন ভগবানই জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মত মায়ার দ্বারা নাচাইতেছেন—জীবের স্বতন্ত্রতা কোথায় ? ভগবান কৃপা করিলে তবে তো মুক্তি হইবে ? মুক্তি ভগবদ্ কৃপার উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু এজন্য জীবকেও প্রযত্ন করিতে হয়। বিনা প্রযত্নে, বিনা তপস্যায় কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। যে তাঁহাকে পাইতে চাহে তাহাকেই কিছু মূল্য দিতে হইবে, যদিও সে মূল্য ভগবদ্প্রাপ্তির তুলনায় কিছুই নহে—তথাপি ঐ মূল্য দিতেই হয় ; ঐ সাধনার ক্লেশই সেই সামান্য মূল্য। সাধনপথের দুর্গমতা ও ক্লেশ দেখিয়া অনেকে বিচলিত হইয়া যান। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত কবি বলিয়াছেন—

"ক্ষণ আধদুঃখ জনম ভরি সুখ
কাহে তু বিনোদিনী মোড়য়সি মুখ"।

কেন তুমি তপস্যার ভয়ে সাধনে বিমুখ হইয়া রহিয়াছ ? তাঁহাকে নিশ্চয় পাইবে। তাঁহার প্রাপ্তির তুলনায় সাধনার ক্লেশ অতি সামান্য, অতএব বিমূঢ়ের ন্যায় মুখ ফিরাইয়া আলস্যে সময়ক্ষেপ করিও না। একবার কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও—তারপর অনন্ত সুখ, আত্মসমুদ্রে নিরন্তর সন্তরণ ! অতএব "নাত্মানং অবসাদয়েৎ"—মনকে অবসন্ন হইতে দিও না। বেগে সাধন করিয়া চল, সাধনের বেগ যত বৃদ্ধি হইবে, যত বৈরাগ্যে প্রাণ ভরিয়া যাইতে

(ভগবদ্ভক্তের নিকট গীতা ব্যাখ্যার ফল)

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮

শ্রদ্ধাশূন্য, শাস্ত্রে যাহাদের অবিশ্বাস—তাহাদিগকেও সাধনার কথা বলিবে না। যাহাদের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস দৃঢ় নহে, যাহারা সর্ব্বদেবময় বাসুদেবকে না জানিয়া বিশেষ বিশেষ দেবতাকে হিংসা ও নিন্দা করে, তাহারা গীতোক্ত সাধনা পাইবার অযোগ্য। সুতরাং তাহাদিগকেও গীতার উপদেশ বলিতে নাই। আর একটী বড় কথা গুরুশুশ্রূষা। গুরুশুশ্রূষা ব্যতীত গীতার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিবার উপায় নাই এবং যে তপঃসাধনে প্রমাদযুক্ত এবং ঈশ্বরের প্রতি যাহারা ভক্তিশূন্য তাহারাও গীতোক্ত উপদেশ গ্রহণে অনধিকারী। অনধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, কারণ তাহার নিকট বিদ্যা আত্মগোপন করেন, কখনও প্রকাশিত হন না। যথা :—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ॥ শ্বেতাশ্বতর উঃ।

যাহার নিজ ইষ্টদেবতার প্রতি পরম ভক্তি আছে এবং গুরুতেও তদ্রূপ ভক্তি থাকে সেই মহাত্মার নিকটেই পূর্ব্বকথিত উপনিষদ শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়।

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় মা মা ব্রূয়াবীর্য্যবতী তথা স্যাম্ ॥" মুক্তিকোপনিষদ।

ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণগণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে গোপন রাখিও তাহা হইলে তোমরা ইষ্ট অর্থাৎ ভোগ ও মুক্তি উভয়ই লাভ করিবে। কিন্তু [যদি সকলের নিকট গোপন না-ও রাখিতে পার] অসূয়াযুক্ত, সরলতাশূন্য ও অসংযমী বা অতপস্বীদিগকে কদাপি বলিবে না, বলিলে বিদ্যার শক্তি থাকিবে না ॥ ৬৭

অন্বয়। যঃ (যিনি) ইদং পরমং গুহ্যং (এই পরম গুহ্য বিষয়) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণের নিকট) অভিধাস্যতি (ব্যাখ্যা করিবেন) [সঃ—তিনি] ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা (আমাতে পরা ভক্তি করিয়া) মাম্ এব এষ্যতি (আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন), অসংশয়ঃ (ইহাতে সন্দেহ নাই) ॥ ৬৮

শ্রীধর। এতৈঃ দোষৈঃ রহিতেভ্যঃ গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ—**য** ইমমিতি। মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি—মদ্ভক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি, স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮

বঙ্গানুবাদ। [এই সকল দোষরহিত ভক্তগণের নিকট গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টার যে কি ফল তাহা বলিতেছেন]—যে ব্যক্তি আমার ভক্তগণকে এই গীতার উপদেশ দিবেন সে ব্যক্তি আমাতে পরাভক্তি করে, পরে নিঃসংশয় হইয়া (তাহার সকল সংশয় ছিন্ন হওয়ায়) আমাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৮

(গীতা শ্রবণের ফল)

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১

শ্রীধর। পঠতঃ ফলমাহ—অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ—শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ, ইমং ধর্ম্ম্যং—ধর্ম্মাৎ অনপেতং সংবাদং যঃ অধ্যেষ্যতে—জপরূপেণ পঠিষ্যতি. তেন পুংসা সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহম্ ইষ্টঃ স্যাম্—ভবেয়মিতি মে মতিঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থম্ অবুধ্যমান এব কেবলং জপতি, তথাপি মম তচ্ছৃণ্বতো মামেব অসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধিঃ ভবতি। যথা লোকে যদৃচ্ছয়াপি যদা কশ্চিৎ কস্যচিৎ নাম গৃহ্লাতি, তদাসৌ মাম্ আহ্বয়তীতি মত্বা তৎপার্শ্বম্ আগচ্ছতি, তথা অহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্। অতএব অজামিল-ক্ষত্রবন্ধু-প্রমুখানাং কথঞ্চিৎ নামোচ্চারণ মাত্রেণ যথা প্রসন্নোঽস্মি তথৈব তস্যাপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭০

বঙ্গানুবাদ। [গীতাপাঠকারীর ফল বলিতেছেন]—আমাদের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই ধর্ম্মসংযুক্ত সংবাদ, যিনি জপরূপে পাঠ করেন সেই পুরুষ কর্ত্তৃক আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাকি, ইহাই মনে করি। সে ব্যক্তি গীতার্থ না বুঝিয়াও যদি কেবল গীতা পাঠ করে, তথাপি তাহা শুনিয়া আমার বোধ হয় যেন সে আমাকেই প্রকাশ করিতেছে (ডাকিতেছে), যেমন যদৃচ্ছাক্রমে কেহ যদি কোন সময়ে কাহারও নাম গ্রহণ করে, সে যেমন 'আমাকেই ডাকিতেছে' মনে করিয়া সেই লোক তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হয়, সেইরূপ আমিও তাহার সন্নিহিত হই। অতএব অজামিল ও ক্ষত্রবন্ধু (ধ্রুব) প্রভৃতির কোনরূপ নামোচ্চারণমাত্রেই তাহাদের উপর যেরূপ প্রসন্ন হইয়াছিলাম সেইরূপ অর্থজ্ঞানহীন গীতাপাঠকারীর প্রতিও আমি প্রসন্ন হইয়া থাকি—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৭০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে একথা শুন্‌বে (পড়বে) তার ভাল হ'বে।—আমাদের উভয়ের এই ধর্ম্মজনক সংবাদ যে অধ্যয়ন করিবে তাহার ভাল হইবে। কেন? যে বিদ্যার সাধনে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় সেই সাধনে উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে এই সংবাদ পাঠ করিলে। ভগবানকে পূজা করিবার সর্ব্বোত্তম উপায় জ্ঞানযোগ, গীতাধ্যয়নে জীবের অন্তঃকরণে সেই জ্ঞানলালসার বৃদ্ধি হয়। সুতরাং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যিনি স্বয়ং জ্ঞানরূপ তিনি যে গীতাধ্যয়নের দ্বারা সংপূজিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? জ্ঞানযজ্ঞের মহাফল পরমপদ লাভ, যিনি গীতা পাঠ করিবেন তাঁহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইবে এবং শুদ্ধ বুদ্ধির ফল যে মোক্ষ তাহাও তিনি লাভ করিবেন ॥ ৭০

অন্বয়। শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ (শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য) যঃ নরঃ (যে ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ অপি (কেবল শ্রবণও করে) সঃ অপি মুক্তঃ (তিনিও মুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্ম্মণাম্ (পুণ্যকর্ম্ম-কারিগণের) শুভান্ লোকান্ (শুভলোক সকল) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হন) ॥ ৭১

শ্রীধর। অন্যস্য জপতো যোঽন্যঃ কশ্চিৎ শৃণোতি তস্যাপি ফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি। যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি, শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থং অয়ং উচ্চৈঃ জপতি, অবদ্ধং জপতীতি বা দোষদৃষ্টিং করোতি, তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—অনসূয়শ্চ অসূয়ারহিতঃ যঃ শৃণুয়াৎ সোঽপি সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ মুক্তঃ সন্ অশ্বমেধাদিপুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১

(অর্জ্জুনের উত্তর —তাঁহার মোহনাশ হইয়াছে)

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

অজ্ঞানসংমোহ—তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞানবশতঃ বিপরীত বুদ্ধি। অন্য সব স্পষ্ট। [হে পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শুনিলে ত ? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট হইল ত ?] ॥ ৭২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ শুন্‌লে সব অজ্ঞান নাশ হয়। (তোমার হইয়াছে তো ?)।—অর্জ্জুনের মোহ নষ্ট হইয়াছে কি না হইয়াছে ভগবান তাহা কি জানেন না ? তবে আবার এ প্রশ্ন কেন ? সর্ব্বমোহ-নাশন, সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ ভগবান যাহার উপদেষ্টা তাহারও কি আবার মোহ থাকিতে পারে ? গীতাশ্রবণের ফলই অজ্ঞান মোহের নাশ, অর্জ্জুনেরও নিশ্চয়ই তাহা হইয়াছে—সেই কথা অর্জ্জুন নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়া জগৎ জীবকে শুনাইয়া দিন, তাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে—এই প্রশ্নের ইহাই উদ্দেশ্য। অজ্ঞান বশতঃই জীবের ভ্রান্তি হয়, শ্রীগুরুকৃপায় শিষ্যের সেই ভ্রান্তি নাশ হয়। শিষ্য সাধনায় কৃতকৃত্য হইলে গুরুর যে আনন্দ, সে আনন্দ বুঝি শিষ্য সাধকেরও হয় না। শিষ্য প্রাণের সহিত উপদেশ ধারণ করিতে পারিলেন কিনা, যদি গ্রহণ করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে উপায়ান্তর দ্বারা তাঁহাকে বুঝানো হইবে ইহা সদ্‌গুরুর চিরদিনের অভিপ্রায়। শিষ্যের উপদেশ গ্রহণ ও গুরুর উপদেশ দান এই-জন্যই। যদি শিষ্যের মোহ নষ্ট হইয়া থাকে, তবে গুরু শিষ্য উভয়ের প্রয়াসই সার্থক! গুরুর উপদেশ মত সাধন করিয়া সাধকের স্বরূপ জ্ঞান হয় ও নিজ স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়, অর্জ্জুনেরও তাহা হইল কিনা সে পরিচয় আমরা পর শ্লোকে পাইব ॥ ৭২

অন্বয়। অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। অচ্যুত ! (হে অচ্যুত) ত্বৎপ্রসাদাৎ (তোমার কৃপায়) মোহ নষ্টঃ (মোহ নষ্ট হইয়াছে), ময়া (মৎকর্ত্তৃক) স্মৃতিঃ লব্ধা (স্মৃতিলাভ হইল—অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ হইল) গতসন্দেহঃ (নিঃসংশয় হইয়া) স্থিতঃ অস্মি (আমি স্থির হইয়াছি), তব বচনং করিষ্যে (তোমার উপদেশ মত কার্য্য করিব) ॥ ৭৩

শ্রীধর। কৃতার্থঃ সন্ অর্জ্জুন উবাচ—নষ্টো মোহ ইতি। আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ। যতঃ অয়ম্ অহমস্মি ইতি স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিঃ ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া লব্ধা। অতঃ স্থিতোঽস্মি যুদ্ধায় উত্থিতোঽস্মি, গতঃ ধর্ম্মবিষয়ঃ সন্দেহো যস্য সোঽহং তব আজ্ঞাং করিষ্য ইতি ॥ ৭৩

বঙ্গানুবাদ। [কৃতার্থ হইয়া অর্জ্জুন বলিলেন]—আত্মবিষয়ক যে মোহ তাহা নষ্ট হইল, যেহেতু "এই আমি" এই স্বরূপসন্ধান-রূপ স্মৃতি তোমার প্রসাদে লাভ করিলাম। অতএব স্থিত হইলাম অর্থাৎ যুদ্ধার্থ উত্থিত হইতেছি। গত হইয়াছে ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ যাহার সেই আমি তোমার আদেশ মত কার্য্য করিব ॥ ৭৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরের তেজ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে ঃ—আমার মোহ আর সন্দেহ সব গেল—যা বল্‌বেন তাই কর্‌ব।—কুলক্ষয়কৃত দোষের চিন্তা ও

সঞ্জয় উবাচ।

(অদ্ভুত রোমহর্ষণ সংবাদ)

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥ ৭৪

পাগলের মত শুধু হা-হুতাশ করিতেছিলাম এবং নির্লজ্জের মত আর যুদ্ধ করিব না বলিয়া তোমার নিকট নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, এখন সে সব দুর্ব্বুদ্ধি তোমার প্রসাদে ও ক্রিয়ার পর অবস্থার প্রসাদে, সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে—এখন তোমার বাক্য, হে গুরুদেব, আমি নিশ্চয় পালন করিব। এই দেখ "স্থিতোঽস্মি"—আমি আবার যুদ্ধার্থ উত্থিত হইলাম। আমার মেরুদণ্ড সোজা হইয়াছে এবং তাহাতে একটি টান অনুভব করিতেছি।

নাভিচক্রের তেজস্তত্ত্ব, বড় আদরের জীব আবার মেরুদণ্ড সরল করিয়া সাধনার্থ উঠিয়া বসিলেন! এইবার তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—"করিষ্যে বচনং তব—গুরু বাক্য যেমন করিয়াই হউক পালন করিবই"। জীবশক্তি যখন এই ভাবে কোমর বাঁধিয়া সাধন সমরে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য সাধনার্থ সোজা হইয়া আসনে দৃঢ়ভাবে উপবেশন করে, তখন ক্রিয়ার পর অবস্থা বা আত্মজ্ঞান লাভের আর বিলম্ব থাকে না। তখন জগদ্‌গুরু আত্মদেব কূটস্থ চৈতন্যও নিজ মাধুরী সাধককে আস্বাদন করাইয়া দেন, জীব তখন "রসো বৈ সঃ"-কে আপনা হইতে অভিন্ন জানিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। আর সন্দেহের লেশ থাকে না। এইরূপে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায় চিরদিনের জন্য তাঁহার সংসার লীলারও অবসান হয়॥ ৭৩

অন্বয়। সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)। অহং (আমি) ইতি (এইরূপে) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) চ পার্থস্য (এবং অর্জ্জুনের) ইমং রোমহর্ষণং (এই রোমাঞ্চকর) অদ্ভুতং সংবাদম্ (অদ্ভুত কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছিলাম)॥ ৭৪

শ্রীধর। তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথাম্ অনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। রোমহর্ষণ°—রোমাঞ্চকর° সংবাদম্, অশ্রৌষং শ্রুতবান্ অহম্। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৭৪

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ বলিয়া প্রস্তাবিত কথার অনুসন্ধানার্থ (উপসংহরার্থ) সঞ্জয় বলিতেছেন]—রোমহর্ষণ শব্দে রোমাঞ্চকর সংবাদ। (মহাত্মা বাসুদেবের ও পার্থের এই রোমাঞ্চকর কথোপকথন) আমি শ্রবণ করিয়াছি॥ ৭৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই যে সম্বাদ এ অদ্ভুত।—কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সাধনার অতি গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে এইজন্য এ সম্বাদ বাস্তবিকই অদ্ভুত। আর ইহাতে যে সব অনুভবের কথা বলা হইল তাহার কিছু কিছুও যাহার প্রত্যক্ষ হয় তাহার বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। এই অস্থি-মজ্জা-মেদপরিপূর্ণ দেহ ইহার মধ্যে প্রাণের সঞ্চরণ, মন বুদ্ধির খেলা, তাহার মধ্যে আবার এই সব দৃশ্য দর্শন, এই সব কত অজানা জিনিসের অনুভব —ইহা মনে হইলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে!

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্যাসের প্রসাদাৎ শোনা গেল এই যোগ।—এই সংবাদ পরম গোপনীয় কেন? বিনা সাধনায় বা বাহ্য ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কেহ ইহা বুঝিতে পারে না। ইহা শুনা যায় ব্যাসদেবের প্রসাদে। এই ব্যাসদেব কে? শ্রীকৃষ্ণও যা ইনিও তাই। ব্যাসে ও শ্রীকৃষ্ণে প্রভেদ কি? উভয়েই ভগবানের অবতার কূটস্থ চৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ "তৎ" স্বরূপ অর্থাৎ আপনাতে আপনি। সেখানকার কথা ভাষায় ব্যক্ত হয় না এবং সে কথা এই কর্ণেও শুনা যায় না। তাই সেই কূটস্থ চৈতন্যই যখন একটু বাহ্যেন্দ্রিয়-মিলিত হইয়া ব্যক্ত হ'ন (যেমন পরাবস্থার পরাবস্থায় হইয়া থাকে) তখন যে দিব্যজ্ঞান আমাদের মনোগোচর হয় তাহাই ব্যাসের প্রসাদ। ব্যাস হইলেন বেদবিভাগ কর্ত্তা, সুতরাং যেখানে বিভাগ সেখানে কিছু ভেদজ্ঞান আছেই। যেখানে জ্ঞানের পূর্ণতাও আছে এবং কিছু ভেদজ্ঞানও আছে, সেই স্থান হইতেই এই সব সংবাদ শুনা যায়— ব্যাস তাই ভগবানের অংশাবতার। ঘনীভূত পরাবস্থায় কিছুই জানিতে পারা যায় না, কারণ সেখানে দ্বিতীয় বস্তুর অভাব, জ্ঞাতা জ্ঞেয় বলিয়া সেখানে কিছু নাই, সেখানে থাকিয়া কোন বস্তুর বর্ণনা করা অসম্ভব। ব্রহ্ম ভাবের নিম্ন অবস্থাই ঈশ্বর ভাব, পরমাত্মা নির্গুণ, সেখানে মাত্র একটিই ভাব। যেখানে সৃষ্টির কথা আসে, জগত জীবের কথা আসে সেখানে তিনি পুরুষোত্তম বা নারায়ণ, সেখানে তিনি মায়ার অধীশ্বর সর্ব্বময়। অবতারাদি যত কিছু এই নারায়ণ হইতেই হইয়া থাকে। অবতারেরাও মায়া মনুষ্যরূপে দৃষ্ট হইলেও পুরুষোত্তম নারায়ণ হইতে অভিন্ন। পরমাত্মাই মূর্ত্তি গ্রহণ করেন এবং সেই মূর্ত্তি গ্রহণ কালেও তিনি পরমাত্মাই। পরমাত্মারই ঘনীভূত মূর্ত্তি অবতারেরা। এই অবতার সমূহের মধ্যে যাহাতে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হয়, তিনিই পূর্ণাবতার। আর যেখানে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাকৃত কম তাহাকে অংশাবতার বলা হয়। অংশাবতারের মধ্যেও জ্ঞানের পূর্ণতা বিদ্যমান। ইহারা জ্ঞানভূমিকার বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত, এইজন্য ঐশ্বর্য্য বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। জ্ঞানভূমিকায় বা সমাধির উচ্চতম অবস্থাই ব্রহ্ম ভাব, তন্নিম্ন ভাবই ঈশ্বর ভাব। এই ঈশ্বর ভাবের আংশিক বিকাশ যেখানে তাহাই ব্যাস, এখানে মায়ার মিশ্রণ অপেক্ষাকৃত অধিক—এইজন্য এখানে কিছু ভেদ ভাব দৃষ্ট হয়। ব্যাসের অর্থও বিভাগকর্ত্তা। ভেদ ভাব না থাকিলে বিভাগ করা সম্ভব হয় না। উহাতে সমাধি প্রজ্ঞাও থাকে, সাংসারিক জ্ঞানও থাকে। কূটস্থের যে মণ্ডলে জ্ঞানাত্মিকা ভাবের বিকাশ হয়, তাহা হইতে আরও একটু নিম্নে অবতরণ করিলে তখন উহা সাধকের বোধগম্য হয়, কিন্তু তখনও দিব্যদৃষ্টি থাকে—**তাহাকেই পরাবস্থার পরাবস্থা** বলে। এই অবস্থায় যে দিব্যজ্ঞান হয় তাহাই ব্যাসের প্রসাদে সঞ্জয়ের শ্রবণ। ইহা পরম যোগতত্ত্বও বটে, কারণ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন করিয়া দেওয়াই এই সংবাদের উদ্দেশ্য। ইহা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখের কথা। শ্রীকৃষ্ণই নিখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ নামও সার্থক। কারণ পরাবস্থায় জীব যখন পরমাত্মার সহিত এক হইয়া জীবন্মুক্তি অবস্থা ভোগ করে—তখন সে বুঝিতে পারে ইহার কি প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তি। সে শক্তির টানে পড়িলে ধন জন গৃহ পুত্র কলত্র

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্ম ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয়ের আনন্দের আর সীমা নাই। এত আনন্দের কারণ কি? কারণ এই জগদ্ব্যাপারের মধ্যে জীবের ইন্দ্রিয়গুলি সাময়িক তৃপ্তি লাভ করিলেও জীব প্রকৃত তৃপ্ত হয় না, বহুভাবের মধ্যে এক ঐক্য ভাবকে দেখিতে না পাইলে জীব শান্ত হয় না। নানাত্ব ও অনৈক্য তাহাকে অভয় দান করিতে পারে না। যতক্ষণ জীব নানাত্ব দর্শন করে ততক্ষণ জীব কিছুতেই সন্তাপমুক্ত হয় না। তাই শ্রুতি বলিলেন—

"যদবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥" (কঠ)

যে আত্মচৈতন্য ইহ অর্থাৎ এই বিশ্বে বা দেহস্থ অন্তঃকরণে প্রকাশিত সেই আত্মচৈতন্যই অমুত্র তথায় অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অবস্থায়; যে চৈতন্য মায়াতীত ভাবে, সেই চৈতন্য এই এখানে অর্থাৎ দেহ বা দেহস্থ অন্তঃকরণে অনুস্যূত রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মচৈতন্যে নানা ভাব (অর্থাৎ অন্ত করণের ভিন্নতা বশতঃ আত্মা বা ব্রহ্মের ভিন্নতা) দর্শন করে, সে ব্যক্তি পুনঃপুনঃ মৃত্যুর পর মৃত্যু লাভ করিতে থাকে। অর্থাৎ পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যুর হস্ত হইতে সে মুক্তি লাভ করে না। এখন এই এক বিশ্বাত্মার মধ্যে যখন সমস্ত নরনারী, দেবতা, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, নদী সমুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ একাধারে সমস্ত অবস্থিত দেখিতে লাগিলেন, শুধু তাহাই নহে, সেই নানাভাব যখন এক মহাজ্যোতিঃর মধ্যে আত্মহারা হইয়া গেল—তখন পৃথক পৃথক দৃশ্য পদার্থের আর পার্থক্য রহিল কোথায়—এই ভাবিয়া সঞ্জয়ের বিস্ময় উৎপন্ন হইল। যে ভেদভাব নানা উপদেশ ও বিচার বিতর্কেও যাইবার নহে তাহা যখন বিশ্বরূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে এক হইতে দেখা গেল, তখন বিশ্বের মহান ঐক্য দেখিয়া ভেদবুদ্ধিবিমূঢ় চিত্ত নির্ব্বাক হইয়া গেল। এ কথা যতবার স্মরণ হয় ততই বিস্ময়ে চিত্ত অভিভূত হইয়া যায় ॥ ৭৭

অন্বয়। যত্র (যেখানে বা যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বর কৃষ্ণ) যত্র (যেখানে) ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ (ধনুর্দ্ধর পার্থ), তত্র (সে স্থানে) শ্রীঃ (রাজলক্ষ্মী) বিজয়ঃ (বিজয়) ভূতিঃ (অভ্যুদয় বা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি) ধ্রুবা নীতিঃ (অখণ্ডিত বা অব্যভিচারী ন্যায়) [বর্ত্তমান] ইতি মে মতিঃ (ইহা আমার নিশ্চয়) ॥ ৭৮

শ্রীধর। অতঃ ত্বং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যজ ইত্যাশয়েনাহ—যত্রেতি। যত্র—যেষাং পক্ষে, যোগানাম্ ঈশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে, যত্র চ পার্থো গাণ্ডীব ধনুর্দ্ধরঃ, তত্রৈব শ্রী—রাজ্যলক্ষ্মীঃ তত্রৈব বিজয়ঃ, তত্রৈব চ ভূতিঃ—উত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিশ্চ, নীতিঃ—ন্যায়োঽপি, তত্রৈব ধ্রুবা—নিশ্চিতা, ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। ইতি মম মতিঃ—নিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রঃ ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণম্ উপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্ব্বস্বং তেভ্যো নিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং কুরু ইতি ভাবঃ।

আলোড়ন করিয়া জলমধ্যস্থ মণিগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি কি সংকর্ণধার ব্যতীত আবর্ত্ত মধ্যে ডুবিয়া যায় না ? সেইরূপ গুরুকৃপা না পাইলে গীতাতত্ত্ব জানা যায় না ॥ ৭৮

ইতি ভগবদ্গীতার সুবোধিনী টীকার বঙ্গানুবাদ পরিসমাপ্ত ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কৃষ্ণ যে দিকে সে দিকে জয় অর্থাৎ কূটস্থেরই জয়।—অর্থাৎ মানুষ যতই দেহভাবে মত্ত থাকিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকুক, একদিন দেহাতীত কূটস্থ চৈতন্যের প্রতি নজর পড়িবেই। সেদিন আসিবেই যেদিন সব ভুলিয়া, প্রকৃতির সুদৃঢ়-বেষ্টনী উল্লঙ্ঘন করিয়া জীব পরমাত্মার সন্নিধানে তাঁহার চরণ প্রান্তে আসিয়া মিলিত হইবেই। সেই সাধু ক্রিয়াবানেরা যাঁহাদের রজস্তম প্রক্ষীণ হইয়া সত্ত্বগুণ যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে—তাঁহারাই একদিন গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবেন—অতএব হে ক্রিয়াবানগণ, গুণবিধ্বংসী এই ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হও ও নিজ জীবন সফল কর।

এই পরমানন্দের সংবাদ যে সকল মহাপুরুষেরা চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছেন--সেই সকল হতত্রপ আত্মজ্ঞ পুরুষেরা, ও যে মহাপুরুষ এই পথের দীপবর্ত্তিকা হস্তে অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া জগৎ জীবের কল্যাণ করিয়াছেন সেই যোগীশ্বর পুরুষ জয়যুক্ত হউন ॥ ৭৮

ইতি শ্যামাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীগুরুপদ ভরসা ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ও সমস্ত গীতার সারাংশ

ভক্তি বা শ্রদ্ধা না হইলে যোগাভ্যাসাদিতে প্রবৃত্তিই হয় না। যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত পুরুষেরই প্রাণ, মন, বুদ্ধি স্থির হয়, এবং এই স্থির মনেই আত্মাকে সর্ব্বাপেক্ষা আপনার বা প্রিয়তম বলিয়া মনে হয়। ভগবান বা আত্মা ব্যতীত আমার অস্তিত্বই নাই ভক্তি দ্বারা এই ধারণাই দৃঢ় হয়। আমার প্রভুই সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত এইরূপ ধারণার ফলেই বিশ্বের সম পদার্থে তাঁহাকে ধারণা করা সম্ভব হয়, এইরূপে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন হইলে পৃথক ভাবে জগৎ বস্তুর জন্য বা দেহাদিতে আর তেমন আসক্তি থাকিতে পাবে না। এই অবস্থাতেই সাধকের সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ততার উদয় হয়। এই নির্লিপ্ত-ভাব হইতেই জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা লাভ হয়, পরে স্বরূপে অবস্থান হয়। যোগাভ্যাস দ্বারা সাধক যোগ-বলে বিভূষিত হন এবং যোগ-বলে সাধকের অসামান্য দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়, সেই দিব্য দৃষ্টি হইতেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উদয় হয় এবং তাহাতেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়। এই পুরুষ-দর্শন ব্যতীত আত্মভাবনা (নিজের সম্বন্ধে বহুবিধ জল্পনা) নিবৃত্ত হয় না। পুরুষ জ্ঞান হইলে ভগবান বাসুদেবের মায়াশক্তির প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায় এবং জীবও যে ভগবানের সহিত অভেদ ভাবে সম্বদ্ধ সে জ্ঞানও সাধকের হইয়া থাকে, এবং এই জ্ঞান দ্বারাই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ হয়। ভাগবতে শ্রীনারদ বলিতেছেন—

"যেনৈবাহং ভগবতো বাসুদেবস্য বেধসঃ।
মায়ানুভাবমবিদং যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্॥"

যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিশ্বব্যাপী বাসুদেবের মায়া প্রভাব বুঝিতে পারিলাম; এবং সেই জ্ঞানদ্বারাই বিষ্ণুর পরম পদ সাক্ষাৎ করা যায়। কিন্তু যতদিন মায়া উপরতা না হন ততদিন জীব নিজেকে সম্পন্ন মনে করিতে পারে না। মায়া নিবৃত্ত হইলে সাধক বুঝিতে পারেন কিরূপে ভগবানের অচিন্ত্য মায়াশক্তি প্রভাবে পুরুষ হইতে কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহময় প্রকৃতির আবির্ভাব ও তাহার ক্রম-বিকাশ হয়। গুণত্রয়েরই বিবিধ সংযোগ হইতে এই অনন্ত রূপময় জগত প্রস্ফুটিত হয়, তাহা বাস্তবিক একেরই বিবিধ পরিণাম মাত্র এবং গুণত্রয়ের কার্য্য-পরম্পরা হইতে এই সব বিবিধ দৃশ্যবস্তু ও পৃথক ভাবাদির অনুভব হয়। কিন্তু সকলের মূল সেই একটী বস্তুই এবং সেই এক হইতে সমস্ত বস্তু অভিন্ন। যতদিন সকলের মূল-স্বরূপ এই একে পৌছিতে পারা না যায়, ততদিন নানাত্ব দর্শন নষ্ট হয় না। নানাত্ব দর্শনই অজ্ঞানের নামান্তর। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥" কঠোপনিষদ্

যে আত্ম চৈতন্য এই দেহ-পুর মধ্যে প্রকাশিত, সেই আত্মাই আবার অমুত্র অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অবস্থায় রহিয়াছেন, আবার সে ব্রহ্ম-চৈতন্য মায়াতীত ভাবে বিরাজ করিতেছেন, সেই

শুদ্ধ হইয়া থাকে, আর বিষয় বাসনায় চিত্ত উৎক্ষিপ্ত হয় না। চিত্তশুদ্ধিই জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতা প্রমাণ করে। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যাহার যতটুকু স্থিতি হয়, তাহার সেই পরিমাণে জ্ঞানোদয় হয়। ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা নিঃশেষরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতিই এই সাধনানুষ্ঠানের বা ক্রিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিসমাপ্তি। তজ্জন্য সাধককে করিতে হইবে (১) কায়মনোবাক্য সংযম (২) লঘু আহার (৩) নির্জ্জন স্থানে বাস বা জনসঙ্গ ত্যাগ (৪) দর্প, ক্রোধ ও পরপীড়াবর্জ্জন এবং নিরহঙ্কার হইয়া সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে লাগিয়া থাকা অর্থাৎ ধ্যান ধারণার অভ্যাস করা—তাহা হইলে চিত্ত মমতারহিত হইবে ও শান্ত হইবে—এইরূপে যোগী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সামর্থ্য লাভ করিবেন।

ব্রহ্মভূত যোগীর কি কি লক্ষণ ফুটিয়া উঠে তাহাই ৫৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

পরাভক্তি দ্বারা আমি যে অখণ্ডানন্দ দ্বৈতরহিত ব্রহ্ম, তাহার সাক্ষাৎকার হয়। পরে প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসানে (অজ্ঞান কার্য্য দেহাদির নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে) ঘট-নাশের সহিত যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের সহিত এক হইয়া যায় তদ্রূপ উপাধি বিনির্ম্মুক্ত সাধক আত্মাকারেই স্থিতিলাভ করেন। দর্পণ ভঙ্গ হইলে প্রতিবিম্ব যেমন থাকে না, সেইরূপ আত্মাকারে স্থিত সাধকের সর্ব্বোপাধির ক্ষয় হইয়া যায়।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ক্রিয়া করিতে করিতে মন যখন বিক্ষেপশূন্য হইয়া স্থির হয়, তখন চিত্তাকাশের সমস্ত মল বিধৌত হইয়া যায়, তখন আর দ্বিতীয় কিছু সত্তার চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকে না, সমস্ত তত্ত্বই তখন তত্ত্বাতীত অবস্থায় বিলীন হইয়া যায়, তখনই নিজের স্বরূপ সত্তার প্রকৃত জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান হওয়ার পর জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের আর পৃথক্ বোধ থাকে না, সমস্তই তখন ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। "আমি" যে কি—তাহা জানিয়া জ্ঞাতা-আমি জ্ঞেয়-আমিতে লয় হইয়া যায়। উহাই দ্বৈতাদ্বৈত শূন্য চিদ্ঘনানন্দরূপ আত্মপ্রত্যয়, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বুঝিতে পারা যায়। গীতায় বলা হইয়াছে—

চিত্তরূপ যন্ত্রে ভাবনাময় যে সমস্ত কর্ম্মবীজ রহিয়াছে, তাহার স্ফুরণ হইতেছে ঈশ্বরেচ্ছায়, —ইহা জানিতে পারিলেই জীবের কর্ম্ম নষ্ট হয়। যতদিন আমি কর্ম্ম করিতেছি এই ধারণা থাকে, ততদিন সে কর্ম্মের শুভাশুভ ফল আমাকেই ভোগ করিতে হয়, যখন বুঝিতে পারিলাম আমার কর্ম্ম নাই, তখন কর্ম্মের নাশ হইয়া গেল, তখন আর কর্ম্ম আমাকে জড়াইতে পারিবে না। কর্ম্ম কেন যে হয় এবং কেনই বা ঈশ্বরকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বা মালিক বলে তাহা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হৃদয়ে স্থিতি হইলেই বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য

"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥"

যে "মৎপরঃ" অর্থাৎ সর্ব্বদা আত্মাতে থাকে, তাহার মনে হয় সব কর্ম্ম ব্রহ্মই করিতেছেন, ইহা জানিতে পারা যায় বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিরচিত্ত (বুদ্ধিযোগ)

হয় না এবং তাঁহার কোন সঙ্কল্প করাও আবশ্যক হয় না। সমুদ্রের নিকটে উপনীত হইতে পারিলে রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তি যেমন সমুদ্রের স্বাভাবিক স্নিগ্ধ বায়ু দ্বারা সুস্নিগ্ধ হয়, তদ্রূপ ভগবানের নিকট যে পৌঁছিতে পারে, ঈশ্বরে স্থিত স্বতঃসিদ্ধ শান্তিও তদ্রূপ ভক্ত সাধককে সংসার তাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া দেয়, এবং ভগবানেরও এজন্য কোন সঙ্কল্প করিতে হয় না। তাহার প্রমাণ—যোগী যখন ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় উপনীত হন, তখন তিনিও সেইরূপ শান্তিলাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন, বাসনা সঙ্কল্প তাঁহারও তখন থাকে না। ক্রিয়ার পরাবস্থার ঘনীভূত স্বরূপই মদনমোহন শ্যামসুন্দর রূপ। এই পরাবস্থায় যে তৃপ্তি, যে আনন্দ, সে আনন্দ আর কিছুতে পাইবার সম্ভব নহে—উহা সত্যই সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ। উহাই পুরুষোত্তম নারায়ণের নিত্য শাশ্বত মূর্ত্তি, সুতরাং উহা মোক্ষ ও নিত্য অখণ্ডিত আনন্দের একমাত্র আশ্রয়।

গীতায় জীবের স্বরূপ

যিনি অধিষ্ঠানরূপে এই সমস্ত জগত ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। দেহী কূটস্থ ও নিত্য, শরীর নষ্ট হইলেও কূটস্থ নষ্ট হন না। তিনি অচ্ছেদ্য অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য, ইনি নিত্য সর্ব্বব্যাপী, রূপান্তর শূন্য এবং অনাদি। ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর এবং মনেরও অগোচর, এই কূটস্থ দেহীই ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি যেমন তেমনই আছেন ও থাকেন, এই দেহটীরই যৌবন জরাদি বিবিধ অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়। যাঁহার এই কূটস্থ ব্রহ্মে বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তিনি এই সকল বিকার দেখিয়া মুগ্ধ হন না। পঞ্চ তন্মাত্রেরই ব্যক্তভাব এই শরীর। ইহাই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম পঞ্চ সূক্ষ্ম-ভূতের সমষ্টি। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধাখ্য চক্র ইহাই ভূতপঞ্চকের লীলাস্থল। প্রণবাখ্য দেহই অকার, উকার, মকার ও নাদ বিন্দুর অধিষ্ঠান। এই সকলের অতীতই কূটস্থ ব্রহ্ম, যাঁহার স্থান আজ্ঞাচক্র, ঐখানে যখন বায়ু স্থির হয়, তখন উহা যে মাত্রা-রহিত শব্দাতীত ও নাদ বিন্দু কলাতীত—তাহা সাধকেরা বুঝিতে পারেন। মাত্রাস্পর্শ বোধ হয় বায়ুর চাঞ্চল্য হেতু, ক্রিয়া দ্বারা যখন সেই বায়ু স্থির হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সংযোগ ছিন্ন হয়। মাত্রাস্পর্শ বর্ত্তমান থাকিতে সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ববহিত হওয়া যায় না। যখন মাত্রাস্পর্শ বর্জ্জিত হইতে পারা যায়, তখন সুখ দুঃখের স্পর্শও থাকে না। তখন এক পরমানন্দ অবস্থার সাক্ষাৎ হয়, তখন মন মত্ত মধুকরের মত নেশায় ভোঁ হইয়া বসিয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রে উহারই বর্ণনা আছে। উত্তমপুরুষ তিনি সকলের অতীত, বায়ু সর্ব্বদা স্থির হইলেই উহা অনুভব হয়। মৃতদেহে যেমন কোন ব্যথা অনুভব হয় না, যাহার বায়ু স্থির হইয়া যায় তাহারও তেমনই কোন ব্যথা অনুভব হয় না। কূটস্থের কোন ব্যথা নাই, কারণ উহা স্থির অথচ অমর। এই ওঁকাররূপ শরীরে প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণ যে না করে, সে স্বভাবরূপ স্থিরপদ বা ব্রহ্মপদকে জানিতে পারে না। স্থিরপদ জানিতে না পারাই অজ্ঞান, এই অজ্ঞান যাহার যত, তাহার ক্লেশভোগও ততই অনিবার্য্য।

গীতায় কর্ম্মতত্ত্ব, পুরুষোত্তম যোগ, দৈবাসুর সম্পদ ও সন্ন্যাস ত্যাগেরও বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ঐগুলিই গীতার বিশেষত্ব।

হয় এবং কেই বা তাহা হইতে মুক্ত হয়? এবং কেই বা তাহাকে মুক্ত করেন? এইটাই বিশেষ ভাবে আলোচ্য। প্রকৃতি বা মায়ার তিনটী গুণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। রজস্তমঃ যখন সত্ত্বের দ্বারা অভিভূত হয় তখন সেই সত্ত্বপ্রধান গুণটীই শুদ্ধসত্ত্ব। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল ও প্রকাশক, উহাতে জ্ঞান কখনও আচ্ছাদিত হয় না। এই শুদ্ধ সত্ত্বভাবের উপর যে ব্রহ্মচৈতন্যের লীলা দেখা যায়, তাহাতে ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব যেন ঢাকা পড়ে, এবং তাহাতেই সগুণ ভাবের খেলা আরম্ভ হয়। এই শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে দেখিলে তাঁহাকে সগুণ মনে হয়, তখন তিনি ঈশ্বর,—এই বিরাট বিশ্বের অধিপতি, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা। এই শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্য দিয়া যে খেলা হয়, তাহাতে যে শক্তির প্রকাশ হয় তাহাই ঈশ্বর ভাব। শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য এখানে মায়ামিশ্রিত। মায়ামধ্যস্থ সত্ত্বগুণের শক্তি এখানে লীলায়িত বলিয়া ব্রহ্মকে লীলাময় ঈশ্বর বলিয়া মনে হয়। লাল কাচের মধ্য দিয়া যে আলোক আসে তাহাকে যেমন লাল আলোক বলি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আলোক লাল বা সবুজ নহে, তদ্রূপ শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্য দিয়া যে চৈতন্যের স্ফুরণ তাহা নির্গুণ হইয়াও শুদ্ধ সত্ত্ব সগুণ রূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। আবার রজস্তমের মধ্য দিয়া যে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় তাহাই চিজ্জড়ের মিশ্রণ ভাব। উহাই জীব ও জগত রূপ। যদিও তিনটী গুণই প্রকৃতির, তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। সত্ত্ব গুণটী স্বচ্ছ, ভাস্বর ও শান্ত বলিয়া আমি সুখী, আমি জ্ঞানী ইত্যাদি মনোধর্ম্মগুলিকে ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত যোজনা করিয়া দেয়। আর রজোগুণ বিক্ষেপশক্তিযুক্ত, সুতরাং রাগাত্মক বলিয়া কর্ম্মাসক্তি দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ আবরণশক্তিপ্রধান বলিয়া দেহীকে অকার্য্যে প্রযুক্ত করে এবং অনুদ্যম, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতির দ্বারা বদ্ধ করে। গুণগুলি জড় হইলেও চৈতন্যদীপ্ত বলিয়া তাহাদিগকেও চেতন বলিয়া ধারণা করে। সত্ত্বগুণের গতি নিরন্তর ঊর্দ্ধমুখে বা আত্মাভিমুখী বলিয়া উহা জীবকে নিরন্তর নিবৃত্তিমার্গের দিকে পরিচালিত করে এবং রজস্তমোগুণ ইহার বিপরীত মুখে বা প্রবৃত্তিমার্গের দিকে পরিচালিত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি ত্রিগুণ সম্মিলিত ভাবেই সমস্ত কার্য্য করে, তবে এক এক সময়ে এক একটীর প্রাধান্য থাকে. তখন সে অপর দুইটী গুণকে অভিভূত করে। তাই যখন রজস্তমোগুণ প্রবল হইয়া বিষয় সুখে তীব্র বেগে প্রধাবিত হয়, তখন সত্ত্বের ক্ষীণ কণ্ঠ অনুচ্চস্বরে তাহাদিগকে প্রবৃত্তিমার্গে যাইতে নিষেধ করে, আবার যখন সত্ত্ব প্রবল হয় তখন রজস্তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ জীবকে নিবৃত্তি পথে পরিচালিত করে, তখন রজস্তমের গুণ কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ, আলস্য জড়তাকে সত্ত্বগুণ বাধা দেয়। এই শুদ্ধ সত্ত্ব প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর—তিনিই জীবকে পাপপঙ্ক হইতে টানিয়া লন। শুদ্ধ সত্ত্বে থাকিতে থাকিতে জীবের জ্ঞান এত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হয়, যদ্দ্বারা সে আপনাকে আপনি মুক্ত মনে করে এবং যতদিন রজস্তমোগুণে জীব অভিভূত থাকে, ততদিন এই প্রবৃত্তি ও মোহমূলক গুণদ্বয়ে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই শোকমোহগ্রস্ত হইয়া দুঃখভোগ করে। রক্তপুষ্প বা নীলপুষ্প যেমন শুদ্ধ স্বচ্ছ স্ফটিককে রক্ত বা নীলবর্ণে অনুরঞ্জিত করে, কিন্তু রক্ত বা নীলবর্ণ কখনই স্ফটিককে তাহার স্বাভাবিক ভাব হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ শুদ্ধ চৈতন্যটি মায়াযুক্ত ঈশ্বরভাব বা মায়ামিশ্রিত জীবভাবে প্রকাশিত হইলেও তাহা

সদা কালই শুদ্ধ ও সুনির্ম্মল থাকে। আপনাকে আপনি এইরূপ দেখিতে পারিলেই জীবন্মুক্ত অবস্থায় পৌছান যায়।

প্রাণের মধ্যেই এই ত্রিগুণ যুক্ত হইয়াছে। এই প্রাণের স্পন্দনই গুণত্রয়ের স্পন্দন। প্রাণ যখন ইড়ায় বহে তখনই রজোগুণ, যখন পিঙ্গলায় বহে তখনই তমোগুণ এবং যখন সুষুম্নায় বহে তখনই সত্বগুণ। আবার প্রাণ যখন ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত হইয়া স্থির হয় তখনই ব্রহ্মভাব, সেখানে আর গুণের খেলা নাই, সুতরাং জন্ম মরণ সুখ দুঃখাদিও তখন আর অনুভবের বিষয় হয় না। গুণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাই ঈশ্বর বা শুদ্ধ সত্বভাবের শরণ লইতে বলা হইয়াছে। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ, তেমনই ব্রহ্মাত্মার মধ্যে প্রাণলীলা। প্রাণের বিবিধ স্পন্দনই বিবিধ কর্ম্ম; তাহাতেই জীব বদ্ধ হয়। আবার কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধারের ন্যায় যে প্রাণকর্ম্ম দ্বারা প্রাণকে স্থির করিতে পারে তাহারই কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয় এবং ভববন্ধন কাটিয়া যায়। এইজন্য যাহাতে প্রাণ স্থির হয় তাহার চেষ্টা সকলকেই করিতে হইবে। ক্রিয়াভ্যাস দ্বারাই প্রাণের স্থিরতা আসে। প্রাণ স্থির হইলেই মন ও মনের স্থিরতার সহিত বুদ্ধির স্থিরতা আসে। অতএব নিরহঙ্কার হইয়া (আমি সকলের চেয়ে ছোট) অন্য বস্তু হইতে মনের লক্ষ্যকে ফিরাইয়া কেবল ক্রিয়াতে মনকে নিবদ্ধ কর, অল্প আহার কর, বেশী কথা বলিও না বা মনে বিবিধ জল্পনা কল্পনা করিও না—এইরূপে বাক্য মন ও রসনাকে সংযত করিতে পারিলেই আপনাতে আপনি থাকিতে পারিবে এবং তাহা হইলেই যাহাতে ক্রিয়ার অন্ত হয় সেই ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ শান্তি লাভ করিয়া স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাইবে। তখন অন্য কোন ব্যাপারই তোমার মনের অপ্রসন্নতা আনয়ন করিতে পারিবে না। যাহার চিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় লীন হইয়া যায় তাহার আর উদ্বেগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, কোন লাভ ক্ষতির হিসাব নাই—সে চরাচর সর্ব্বভূতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া যায়। যাহা কিছু হইতেছে সবই ব্রহ্ম করিতেছেন এই অনুভব তাহার স্থির হয় সুতরাং অকর্ত্তা বলিয়া তাহার কর্ম্মলেপ হয় না, সুতরাং ফলভোগও করিতে হয় না তাই তাহাদের সর্ব্ব কর্ম্মেরও নাশ হয়। যদিও তাঁহার ইন্দ্রিয় দ্বারা সকল কর্ম্মই হইতে পারে তথাপি তাঁহার বুদ্ধি ব্রহ্ম লক্ষ্যে স্থির থাকে বলিয়া কোন কর্ম্মই তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। সাধু ক্রিয়াবানদের এইরূপ বিচিত্র দশা হইয়া থাকে। ইহা তর্ক দ্বারা বা বুদ্ধি খাটাইয়া বুঝিতে পারা যায় না, এ অবস্থা যাহার হয় সেই বুঝিতে পারে।

ঈশ্বর সাধুদিগের হৃদয়ে যেমন আছেন, অসাধুদিগের হৃদয়েও তেমনি ভাবে আছেন, এবং তাঁহারই আদেশে বা ইঙ্গিতে ভূতমাত্রই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপ যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া স্ব স্ব নিয়তি অনুসারে পরিচালিত হয়। সাধুরা ক্রিয়ার উপদেশ পাইয়া গুরু-উপদেশ অনুযায়ী চলিতে চলিতে তাঁহাদের প্রাণ সুষুম্নায় ও পরে সুষুম্নার অতীত অবস্থায় স্থির হইয়া যায়, কিন্তু সংসারাসক্ত অসাধুগণের প্রাণ ইড়া পিঙ্গলা অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং অজ্ঞান ও বিষয়ে আসক্তি হেতু তাহারা বারবার নূতন দেহে সংযুক্ত হইয়া জগতে যাতায়াত করে। আত্মা ত্রিগুণরহিত, আবার সেই আত্মাই গুণকে আশ্রয় করিয়া শ্বাসরূপে চঞ্চল হইয়া কত কষ্টই

ভোগ করেন, আবার গুরূপদেশ মত চলিয়া যখন তাঁহার শ্বাস স্থির হয় তখন তিনি শান্তিপদ লাভ করিয়া সুখদুঃখ পাশ হইতে মুক্ত হন। ইহাই গুহ্যাৎগুহ্যতর জ্ঞান।

যিনি মহামায়া, তিনিই মায়াধীশ চৈতন্য, তাঁহাকে কেহ কেহ অর্দ্ধনারীশ্বরও বলেন; এবং কেহ তাঁহাকে পুরুষ, কেহ তাঁহাকে ঈশ্বরের স্বকীয় প্রকৃতিও বলিয়া থাকেন। তিনি যাহাই হউন, সেই মহাশক্তিই সংসার স্থিতির কারণ। যিনি আত্মা, তিনিই পরমাত্মা. তিনিই মহামায়া ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবপ্রসবিনী এই বিশ্বজগতের জননীরূপা, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব, তিনিই আমার "আমি"। জ্ঞানীরা নিজাত্মার সহিত পরমাত্মার এই অভিন্নভাব উপলব্ধি করেন বলিয়াই তাঁহারা "সোঽহং" বলিয়া থাকেন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর এবং তাহার অতীত পরব্রহ্মই ওঁকার পদবাচ্য। সেই ওঁকারই আনন্দরূপে, পরে মহাশূন্যরূপে এবং পরিশেষে নিত্যজ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

ক্রিয়াভ্যাস দ্বারা লয়বিক্ষেপরূপ অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে আর ফলাভিসন্ধান থাকে না, তখন আমার "আমি"র সহিত পরিচয় হয়, এবং মিথ্যা অহঙ্কৃত "আমি" চিরদিনের জন্য সেই "পরম আমি"র মধ্যে আত্মগোপন করে। তখন মায়া নাই, সুতরাং মায়াতে প্রতিবিম্ব পড়ে না, এইরূপে জীব ভাব চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়।

দৈব ও আসুর সম্পদ্

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুযায়ীই জীব আসুরী সম্পদ অথবা দৈবী সম্পদের অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখিলেই ইহা উত্তমরূপে বুঝা যাইবে। যাহারা আসুরসম্পদযুক্ত তাহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভের অনধিকারী, তাহাদের পক্ষে ভগবদ্ ভজন করা বা জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। অর্জ্জুনও সেইরূপ অধিকারী কিনা তাঁহার মনে এই সন্দেহ হইতেছিল, তাই ভগবান অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তুমি ভয় পাইও না, তুমি যে দৈবী সম্পদের অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ভগবৎপ্রবণতা তোমার পক্ষে তাই স্বাভাবিক। এই দৈবী সম্পদের অধিকার যাহাদের না থাকে, তাহারা সাধন পথে আসিতেই চায় না, যদি বা আসে সাধন পথে অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য এই কথা শুনিয়া অনেকেই ভীত হইবেন, কিন্তু ভয় পাইয়া হতাশ হইবার কারণ নাই। জন্মজন্মার্জ্জিত সাধনাভ্যাসের সংস্কার যাহার থাকে, তাহার পক্ষে এ যোগপথ তত কঠিন বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু এ অধিকার লইয়া না আসিলেও এই জন্মের পুরুষকার দ্বারা যথেষ্ট দৈবী সম্পদ অর্জ্জন করিয়া লইতেও পারা যায়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যখন দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই বরং আসুর সম্পদ লইয়াই আসিয়াছে, তখন তাহার চিত্ত ভগবদ্ মুখে কেনই বা যাইবে? যাওয়া কঠিন নিশ্চয়ই, কিন্তু একেবারেই যাইবে না তাহা নহে, অবশ্য কিছু চেষ্টা করিতে হইবে। যদি বল চেষ্টা আসিবে কেন? তাহার উত্তর এই যে আমাদের প্রকৃতিটী ত্রিগুণময়ী; আমার মধ্যে রজোভাব তমোভাব হয়তো অধিক প্রবল, কিন্তু সত্ত্বভাব সামান্য হইলেও কিছু থাকিবে নিশ্চয়ই। ইহাতেই অনেক কাজ হইতে পারে। যদি কোন

দুইটী শক্তি খেলা করিতেছে দেখা যায়। একটী স্থির ও নিত্য এবং অন্যটী চঞ্চল, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু এই স্থির বস্তুটী না থাকিলে যেটী নিত্য পরিবর্ত্তনশীল তাহার অস্তিত্বই কল্পনা করা যাইত না। এই নিত্য ও অনিত্য বস্তু দুইটির একটীকে ক্ষর ও অপরটীকে অক্ষর বলা হইয়া থাকে। আত্মার কূটস্থ অপরিণাম ভাবটীই পুরুষ এবং আত্মার বহুরূপে প্রকাশ বা পরিণামশীল ভাবটীই ক্ষর পুরুষ। এই অক্ষর অপরিণামী কূটস্থ ভাবটীকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। অক্ষর পুরুষই আত্মার সত্য বিম্ব এবং তাহা হইতে যে সহস্র সহস্র (যথা পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ) প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় তাহাই ক্ষরভাব। পুরুষোত্তমের সহিত অক্ষরের বহু সাদৃশ্য আছে বলিয়া পুরুষোত্তমকেও অক্ষর বলা হইয়া থাকে। ক্ষরকেও পুরুষ বলা হয় কারণ চিতের প্রতিবিম্ব পড়িয়া তাহাকেও চৈতন্যময় করিয়া রাখিয়াছে। এই ক্ষর পুরুষ সর্ব্বদা বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন, সেই জন্য তিনি নিজ স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এক আত্মাই বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন, তাহা না বুঝিয়া যিনি নানাত্বরূপ ভেদদর্শন করেন তাঁহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত তাঁহার কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, ইহাই প্রকৃত পক্ষে বিনাশ।

পুরুষোত্তম যোগ

"তদিদং ভগবান্ রাজন্নেক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্।
অন্তরোঽন্তরো ভাতি পশ্যতং মায়য়োরুধা ॥" ভাঃ, ১ম স্কঃ

এই সমস্ত বিশ্বই জগৎ প্রকাশক পরমেশ্বরের স্বরূপ, পরমেশ্বর ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। তিনি এক, তাঁহাতে নানাত্ব নাই, তিনিই ভোক্তা এবং তিনিই অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, কেবল মায়াবশে নানারূপে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন।

পরিণামী সকল বস্তু ও জীবের মধ্যে যে একটী অপরিণামী নিত্য বস্তু রহিয়াছে যাঁহাকে এই চক্ষু দেখিতে পায় না, যাঁহাকে দেখিতে হইলে দিব্যচক্ষু প্রয়োজন, ত্রিকুটীতে যাঁহার স্থিতি যাহা যোগীদের যোগপথানুগম্য, লোকে তাঁহাকে বুঝিতে না পারিলেও যিনি নিত্য, সত্য অবিনাশী, তিনিই কূটস্থ অক্ষর। এই কূটস্থ অক্ষর হইতেও আর একটি উত্তম পুরুষ আছেন এই কূটস্থকে দেখিতে দেখিতে পরে উত্তমপুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকেই শাস্ত্রে পরমাত্মা বলিয়াছেন—ইনি স্বর্গ মর্ত্ত, পাতাল, ত্রিভুবন ব্যাপিয়া এবং তাহার অতীত হইয়াও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনিই কর্ত্তা, তিনিই ঈশ্বর এবং তিনিই পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম। এই পুরুষেরই যে দিকটি অন্তহীন অপরিণামী তাঁহাকেই অক্ষর পুরুষ বলে। তাঁহার অপর দিকটি পরিণামী ও বহুরূপ বিশিষ্ট, চেতন অচেতন সমস্ত জীব ও জগৎ তাঁহা হইতে প্রতিনিয়ত সম্ভূত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে।

ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি বিভাবই যখন তাঁহার, তখন তিনি ক্ষরের অতীত হইবেন কিরূপে? তাঁহাকে বাদ দিয়া ক্ষর ভাবও হইতে পারে না—'ঈশাবস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—চেতন অচেতন যাহা কিছু রহিয়াছে, সেই সমস্তই পরমেশ্বর সত্তায় পরিপূর্ণ, তদ্ব্যতীত

হে নাথ! ব্রহ্মাদিরও প্রভু সে কাল, তিনিও যেখানে আপনার প্রভাব দেখাইতে অসমর্থ, ব্রহ্মা সনকাদি সেবিত ও সুরেন্দ্রবন্দিত সেই পদারবিন্দে আমরা প্রণাম করি। হে বিশ্বভাবন্! আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। আপনিই আমাদিগের মাতা, পিতা, বন্ধু, সদ্‌গুরু এবং পরম দেবতা, আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আমবা কৃতার্থ হইয়াছি। সেই নরদেবতার কৃপা কিরূপে লাভ করিতে হয়? তাই বলিতেছেন—

"স বা অয়ং যৎপদমত্র সুরয়ো
জিতেন্দ্রিয়া নির্জ্জিতমাতরিশ্বনঃ।
পশ্যন্তি ভক্ত্যুৎ কলিতামলাত্মনা,
নয়েষ সত্ত্বং পরিমাষ্টুমর্হতি॥"

এই কর্ম্মভূমিতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ প্রাণায়ামাদির দ্বারা অন্তঃশ্বাস রোধ করতঃ, ভক্তিবশে উৎকণ্ঠিত চিত্ত হইয়া, বুদ্ধির নির্ম্মল অবস্থায় যাঁহার স্বরূপ জানিতে সক্ষম হন, সেই শ্রীকৃষ্ণই আমাদের অগ্রে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এই ভগবানই সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধির নির্ম্মলতা ব্যতীত তাঁহাকে বুঝিতে পারা যায় না। এই অন্তঃশ্বাস রুদ্ধ না হইলে বুদ্ধির নির্ম্মলতা সাধিত হয় না, এবং বুদ্ধি নির্ম্মল না হইলে তাঁহাকে ঐকান্তিকভাবে ভালবাসিতে পারা যায় না।

এই ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবদ্‌ভাবের উপরেও আর এক ভাবাতীত ভাব রহিয়াছে। যেখানে কেবল তিনিই আছেন, আর কিছুই নাই, সেখানে সৃষ্টিও নাই সংহারও নাই, কার্য্যও নাই কারণও নাই, এই সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মভাবকেই শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিবর্গ পরমতত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রযত্নশীল যোগীরা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া থাকিয়া আপনার মধ্যে আপনার এই নিজ স্বরূপকে উপলব্ধি করেন, এবং উপলব্ধি করিয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। সমস্ত বেদশাস্ত্রের মধ্যে এই কথাই আলোচিত হইয়াছে, 'সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি, যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি'। সমস্ত বেদ যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং যে পরমপদলাভের জন্যই তপস্যা ও কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠিত হয় এবং যে পদপ্রাপ্তির জন্য সাধুগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

তিনি সাকার, নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ এইরূপ বহুভাবে চিন্ত্যমান হইয়া থাকেন। এজন্য পরস্পরের মধ্যে বিবাদেরও অন্ত নাই, কিন্তু যিনি তাঁহার পুরুষোত্তমরূপ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিরাছেন তাঁহার মনে আর এ সব সন্দেহ থাকে না। তিনি জানেন সেই এক পরম পুরুষই সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ, ও সর্ব্বময় হইয়া সর্ব্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আছেন বলিয়াই অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, আদিত্য চন্দ্রের অন্তর্গত সমস্ত তেজঃ ও রস দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্নরূপেও তিনি, তাহার ভোক্তা-রূপেও তিনি—আবার তিনিই অন্তর্য্যামীরূপে সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

পরিপূর্ণ। আকাশের মধ্যে সূর্য্যরশ্মিকে যেমন দেখা যায় না. কিন্তু আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া যখন কোন বস্তুর মধ্যে নিপতিত হয় তখনই সেই তেজঃকে বুঝিতে পারা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মতেজঃ ঘটস্থ হইলেই তাহাকে বুঝিতে পারা যায়, তখন তাহার ঘটানুরূপ নামরূপের প্রকাশ হয়। নামরূপময় এই ঘটই ক্ষরভাব, ঘটমধ্যস্থ আকাশ বা তেজঃই অক্ষরভাব। আকাশের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে পরব্যোম রহিয়াছে তন্মধ্যে কত ব্রহ্মাণু রহিয়াছে, সেই এক একটী ব্রহ্মাণুর মধ্যে আবার ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে; যখন সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও সমস্ত বস্তুর মধ্যে সেই ব্রহ্মাণুর বোধ হইবে তখনই ব্রহ্মজ্ঞান হইবে। ক্রিয়ার পরাবস্থাতেই উহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, হৃদয়েতেই এই পরাবস্থার স্থিতি অনুভূত হইয়া থাকে। যদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে চাও তো ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিবার জন্য প্রযত্ন কর। হৃদয়ে এই স্থিতি ঘনীভূত হইলেই আর কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা থাকে না, উহাই সকল জ্ঞানের অন্ত বা বেদান্ত - **উহাই পুরুষোত্তম ভাব**। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মা ব্যতীত মোটের উপর অন্য সমস্ত বস্তুই ক্ষর, এই ক্ষরভাবই জন্মমরণের অধীন। কূটস্থ অক্ষরই অবিনাশী পুরুষ। যিনি কূটস্থে দৃষ্টি না রাখিয়া জগদ্বস্তুতে আসক্ত হন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দেহান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়। আর যিনি অষ্ট প্রহর কূটস্থেতে লাগিয়া থাকেন তিনি অবিনাশী কূটস্থই হইয়া যান। এই ক্ষর ও অক্ষরের উপর পরমাত্মা বা পরমেশ্বর তিনিই পুরুষোত্তম, ক্ষর ও অক্ষর এ দুই-ই তাঁহার বিভিন্ন ভাব, উহারা উভয়ই তাঁহার শক্তি একটী পরিণামী ও অন্যটী পরিণামহীন এইমাত্র প্রভেদ। গীতাতে ইঁহাদিগকেই পরা ও অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। চঞ্চল শ্বাসপ্রশ্বাসে এই পরিণামী ভাবটীই বিশেষরূপে ব্যক্ত, শ্বাসের স্থিরতাই অচঞ্চল কূটস্থের রূপ, এই স্থিরভাবকে অবলম্বন করিয়াই চঞ্চল ভাবটী প্রবহমান হইতেছে। তাই পুরুষোত্তম একদিকে যেমন নির্গুণ নিষ্ক্রিয় সদামুক্ত, অন্যদিকে তিনি আবার ভর্ত্তা, ভোক্তা মহেশ্বর। এই জগত ও জীবভাব উভয়ই তাঁহার নাম রূপ, কিন্তু তিনি স্বয়ং নামরূপ-বিবর্জ্জিত।

লয় বিক্ষেপই চিত্তের অশুদ্ধি, যোগাভ্যাস দ্বারা লয় বিক্ষেপ নষ্ট হইলে তবে চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে ফলাভিসন্ধি থাকে না, তাহা সর্ব্বদাই ঈশ্বরমুখী, সুতরাং সেই শুদ্ধ

ভগবদর্পণ

বুদ্ধিতে যাহা কিছু কৃত হয় তাহা সমস্তই ভগবদর্পিত হইয়া থাকে। এই ভগবদর্পণ সম্পূর্ণ হইলেই চিত্ত নিরন্তর শুদ্ধ থাকে, তাহাই সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের হেতু। জীবের বিবিধ বাসনাই সংসার, ঘনীভূত বাসনাই গৃহ, দার, পুত্র, মিত্র, বন্ধু, দ্বেষ্য, শত্রু প্রভৃতি রচনা করে। বাসনা ক্ষয় না হইলে জীব মৃত্যুর পর সেই সব লোকে গমন করে যেথানে তাহার বাসনানুকূল ভোগলালসা পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু তীব্রতর সাধন প্রভাবে যাহার চিত্ত যত স্থির হইতে থাকে, তাহার তত ভগবদ্নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়, এইরূপ নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আপনাকে আপনি স্থিতিরূপ পরমা নিবৃত্তি লাভ হইয়া থাকে। সেখানে আর সংসার নাই। কিন্তু এজন্য ব্রহ্ম বাসনাও তীব্র হওয়া আবশ্যক, নচেৎ সংসার বাসনা সম্যক্রূপে নষ্ট হয় না। যাহারা বলে প্রযত্ন

"শান্ত ব্রহ্মবপুর্ভূত্বা কর্ম্ম ব্রহ্মময়ং কুরু।
ব্রহ্মার্পণসমাচারো ব্রহ্মৈব ভবসি ক্ষণাৎ॥"

ব্রহ্ম যেমন শান্ত, ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা তুমিও সেইরূপ শান্ত হইয়া কর্ম্ম কর। জল ও জলের তরঙ্গ যেরূপ অভিন্ন, কর্ম্মও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এইরূপে কর্ম্ম ব্রহ্মার্পিত হইলে তুমি ক্ষণেকের মধ্যেই ব্রহ্মরূপ হইয়া যাইবে।

যদি ইহা করিতে না পার তবে সর্ব্বত্র সগুণ ঈশ্বরভাব দর্শন করিবার চেষ্টা কর—

ঈশ্বরার্পণ

"ঈশ্বরার্পিত সর্ব্বার্থ ঈশ্বরাত্মা নিরাময়ঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতাত্মা ভব ভূষিতভূতলঃ॥"

ঈশ্বরাত্মায় সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরেই মন নিমগ্ন কর, তাহা হইলেও তুমি নিরাময় হইতে পারিবে। সর্ব্বভূতের আত্মাই যে ঈশ্বর, ঈশ্বরার্পিত চিত্তে কর্ম্ম করিতে পারিলেও তুমি জগতের ভূষণস্বরূপ হইবে।

"সংন্যস্ত সর্ব্বসঙ্কল্পঃ সমঃ শান্তমনা মুনিঃ।
সংন্যাসযোগ যুক্তাত্মা কুর্ব্বন্ মুক্তমতির্ভব॥"

তুমি সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া শান্তমনা হইয়া দেখ তুমিই সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। এইরূপ সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ হইলেই তুমি যুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে।

"সর্ব্বসঙ্কল্পসংশান্তৌ প্রশান্তঘনবাসনম্।
ন কিঞ্চিদ্ভাবনাকারং যৎ তদ্ ব্রহ্মপরং বিদুঃ॥"

যখন সঙ্কল্প সম্যক্‌রূপে শান্ত হয়, বাসনাসমূহ প্রশান্ত হয়, চিত্তে কোন প্রকার ভাবনার উদয় হয় না, তাহাকেই ব্রহ্মভাবে অবস্থিত বলিয়া জানিবে। অনাদি কাল হইতে চিত্তে যে কর্ম্ম-সংস্কার সঞ্চিত থাকে তাহাই বাসনা। জলের মধ্যে মৃত্তিকা থাকিলেও জলকে স্বচ্ছ দেখায়, কিন্তু জলটী যদি আলোড়িত হয় তাহা হইলেই অস্বচ্ছ হয়। চিত্তে বাসনা থাকেই, তাহাকে আলোচনা করিলেই তদ্বিষয়ক সঙ্কল্প হয়, সঙ্কল্পকে আলোড়ন করিলেই তাহা ভাবনারূপে পরিণত হয়—এই সঙ্কল্প, বাসনা ও ভাবনা চিত্ত হইতে মুছিয়া গেলেই চিত্তের চিত্তত্ব থাকে না, চিত্তের এইরূপ প্রশান্ত ভাবই জীবন্মুক্তের লক্ষণ। চিত্তই অজ্ঞানে বাসস্থান, চিত্ত ক্ষয় হইলেই অজ্ঞান নাশ হয়। চিত্তই কর্ম্মময় বাসনা দ্বারা কার্য্যরূপে পরিণত হয় এবং উহাই সমস্ত কর্ম্মভাব বা শক্তির মূল, এবং ব্রহ্মই চিত্তের আশ্রয়। যখন চিত্ত হইতে কর্ম্মবাসনা বিলুপ্ত হয়, তখন চিত্তও ক্ষয় হইয়া যায়, সুতরাং তখন এক ব্রহ্মভাব ব্যতীত অন্য কিছু থাকিতে পারে না। তখন অন্তর বহিঃ সমস্তই ব্রহ্মময়।

সঙ্কল্প, বাসনা ও ভাবনা

"সমস্ত কলনাজালস্যেশ্বরত্বৈক ভাবনা।
গলিতদ্বৈতনির্ভাসমেতদেবেশ্বরার্পণম্॥"

কি করিয়া কর্ম্ম ব্রহ্মার্পণ করিতে হয়?

যদিও জড় ও চৈতন্যকে বিচারার্থ পৃথক করিয়াই বুঝিতে হয়, কিন্তু বাস্তবিক জড় বলিয়া কোন বস্তু নাই। চৈতন্য যখন তমঃ দ্বারা অভিভূত হন তখনই তাহা জড় দৃশ্যরূপে প্রতীত হয়। জড় পৃথক কিছু বস্তু নহে। বোধরূপে সমস্ত বস্তুই এক চিৎস্বরূপ। সমস্ত বস্তুই

সামান্য বা মায়াতনু বলে, শেষেরটীই তাঁহার পরম রূপ এবং উহা নিত্য, আদ্যন্তরহিত ও মায়ার পরপার। প্রথম রূপটী ভক্তের প্রাণকে আকর্ষণ করে, ভক্ত যখন সেইরূপ দেখিতে দেখিতে বা স্মরণ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যান, তখন তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়, সেই শুদ্ধচিত্তেই পরমরূপ প্রকাশিত হয়, চিত্ত অশুদ্ধ থাকিতে কিছুতেই বুঝা যায় না। এইজন্য প্রথম ভাবের পূজা ও যোগাদি অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত যখন লয়-বিক্ষেপরূপ মল শূন্য হয়, সেই নির্ম্মল সত্ত্ব হইতেই আদ্যন্তরহিত জ্ঞানময় পরমরূপটীকে বুঝা যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই পরমরূপের পরিচয় দিতেছেন—

"সামান্যং পরমং চৈব দ্বে রূপে বিদ্ধি মেঽনঘ।
পাণ্যাদিযুক্তং সামান্যং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥
পরং রূপমনাদ্যন্তং সন্মাত্রৈকমনাময়ম্।
ব্রহ্মাত্মপরমাত্মাদি শব্দৈনৈতদুদাহৃতে॥"

হে অনঘ, আমার সামান্য ও পরম দুইটী রূপ আছে জানিও। যেটী হস্তপদাদিবিশিষ্ট শঙ্খচক্রগদাধারী রূপ তাহাই আমার সামান্য রূপ, আর যেটী আমার পরমরূপ সেইটী আদি-অন্তহীন ও অনাময়, উহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা শব্দে অভিহিত।

"যাবদপ্রতিবুদ্ধস্ত্বং অনাত্মজ্ঞতয়া স্থিতঃ।
তাবচ্চতুর্ভুজাকারং দেবপূজাপরো ভব॥
তৎক্রমাৎ সম্প্রবুদ্ধস্ত্বং ততো জ্ঞাস্যসি তৎপরম্।
মম রূপমনাদ্যন্তং যেন ভূয়ো ন জায়তে॥"

আত্মজ্ঞানের অভাব হেতু যতদিন তুমি প্রবুদ্ধ না হও, ততদিন তুমি চতুর্ভুজাকার আমার সামান্য রূপের পূজাদি করিও। এইরূপ বাহ্য পূজাদি করিতে করিতে যখন তুমি প্রবুদ্ধ হইবে তখন তুমি আমার আদ্যন্তরহিত পরমরূপটী জানিতে পারিবে, যাহা জানিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

"প্রতিবিম্বেষ্বিবাদর্শসমং সাক্ষিবদাস্থিতম্।
নশ্যৎসু ন বিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"

আমি সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত, দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় লোকে আমাতে জগত দর্শন করে। আমার মায়াদর্পণে প্রতিবিম্বিত জগদ্রূপের আমি সাক্ষী মাত্র; মায়াদর্পণ সঙ্কুচিত হইলেই আর প্রতিবিম্ব দর্শন হয় না, সুতরাং প্রতিবিম্ব নষ্ট হইলেও সাক্ষীস্বরূপ আত্মা চির-বর্ত্তমান—ইহা যিনি জানেন তিনিই ঠিক জানেন। অতএব—

"ন কুর্য্যাদ্ভোগ সন্ত্যাগং ন কুর্য্যাদ্ভোগভাবনম্।
স্থাতব্যং সুসমেনৈব যথাপ্রাপ্তানুবর্ত্তিনা॥"

দেহ ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় সেইটুকু ভোগ ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, এবং ভোগের বিচিত্রতার জন্যও চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। মনে সর্ব্বদা সমতা রক্ষা করিয়া যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুবর্ত্তন করিবে।

বলিয়াছেন—

"ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥"

এই জ্ঞান লাভ করিয়া যাহারা আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করেন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সৃষ্টকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয় কালেও লয় প্রাপ্ত হন না।

এখন বুঝা গেল জন্ম মরণের দুঃখভোগই জীবত্ব, এই জীবত্ব ঘুচিবে কিরূপে ?

যোগমায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন জীব নিজ স্বরূপকে ভুলিয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছে, তাই সে দীন হইয়া আতুর হইয়া কেবল আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এই পথহারা ভ্রান্ত পথিকের জন্যই ঋষিরা সাধন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীব যতদিন মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে ততদিন তাহার উচ্চলক্ষ্য থাকে না, ততদিন সে পশুর মত জীবন যাপন করে। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ইহাই জীবসাধারণের ধর্ম্ম। মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীব সকলেই সাধারণতঃ এই ধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত হয়। সমস্ত জীবদেহ হইতে মনুষ্য-দেহই সর্ব্বোত্তম দেহ। এই দেহ পাইয়াই জীব মুক্তির সোপান অন্বেষণে যত্নশীল হইতে পারে। মনুষ্যের মধ্যে এই ধর্ম্ম অনন্যসাধারণ। উহাই জ্ঞান। মনুষ্যের মধ্যে যে পশুভাব রহিয়াছে এই জ্ঞান দ্বারাই সে তাহার এই পশুভাব সংযত করিয়া দিব্যভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারে, ইহাই জীবের পরিত্রাণ। যাহারা মোক্ষের সোপানভূত সুদুর্লভ মনুষ্যদেহ পাইয়া এই দেহমধ্যস্থ জীবকে পরিত্রাণের চেষ্টা না করে, তদপেক্ষা মহাপাপী আর কে হইতে পারে ?

"সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভম্।
যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্র কঃ॥" (কুলার্ণব)

পশুত্ব সংযমনের অধিকারী ভেদে ঋষিরা তিনটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই কর্ম্ম (যোগ), ভক্তি ও জ্ঞান নামে আখ্যাত হইয়াছে। প্রাণ, মন, বুদ্ধিই যথাক্রমে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান লাভের সাধন। এই পথত্রয় দ্বারাই জীব পুনরায় নিজধামে প্রবেশ করিতে পারে। প্রাণ মন বুদ্ধির যাহা স্বাভাবিক গতি বা ধর্ম্ম তাহার ছন্দানুবর্ত্তনই জীব-ধর্ম্ম। কিন্তু মনুষ্য বুদ্ধির সাহায্যে উচ্চ বিচার দ্বারা এই ছন্দানুগমনের প্রতিরোধ করিতে পারে। যোগাভ্যাস, ভক্তি ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারা মনুষ্য যখন আপনার সমস্ত শক্তিকে পরিচালনা করিতে উদ্যত হয় ও পরে কৃতকার্য্য হয় তখনই সে দেবত্বলাভ করিতে পারে। এইরূপ অনুশীলন বা ভগবদ্ভজনের জন্য পাপক্ষয় হওয়া আবশ্যক, নচেৎ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য জীবের মধ্যে সেরূপ আগ্রহ উৎপন্ন হয় না। তাহারাই ভগবানকে দৃঢ়ভাবে ভজনা করিতে পারে যাহাদের পাপক্ষয় হইয়া গিয়াছে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥"

দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্ম্মুক্ত নহে বলিয়াই ভগবানকে দৃঢ়ভাবে ভজনা করিবার প্রবৃত্তি সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে তেমন প্রবল ভাবে আসে না। মনুষ্যের পাশবিক ধর্ম্মগুলিই উহার প্রধান

অন্তরায়। এই পশুভাবের উপরে উঠিতে না পারিলে জীবের মধ্যে যে একটী অসাধারণ শক্তি বা ধর্ম্ম রহিয়াছে তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে না। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বলিতেছেন—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহবৈরিণম্॥" গীতা, ৩য় অঃ

রজোগুণজাত দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং ক্রোধ—ইহাদিগকে মোক্ষমার্গের পরম শত্রু বলিয়া জানিবে।

"আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেনানলেন চ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥"

হে কৌন্তেয়, জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নিতে জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। ইন্দ্রিয় সমূহ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয়। কাম ইহাদিগের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশক এই পাপরূপ কামকে বিনাশ কর।

যতদিন এই সকল পশুবৃত্তি দমিত না হয় ততদিন প্রাণ, মন ও বুদ্ধির মধ্যে যে অলৌকিক শক্তি রহিয়াছে তাহার কোন সন্ধানই মনুষ্য পায় না। এই অলৌকিক শক্তি প্রস্ফুটিত করিবার উপায় ঋষিরা শাস্ত্রে বহুস্থানে আলোচনা করিয়াছেন। প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে দৈবীধর্ম্মের অনুকূলছন্দে পরিচালিত করিলেই আমাদের ধর্ম্মলাভ হয়, ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হয়। যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারা প্রাণ, মন ও বুদ্ধি যত উৎকর্ষতা লাভ করিবে ততই উহারা ঈশ্বরমুখী হইবে। ইহাদের চরম উৎকর্ষতার দ্বারাই জীবের জীবত্ব মোচন হয়। প্রথমে প্রাণশক্তির বিষয় আলোচনা করা যাক। প্রাণশক্তিকে দৈবী সম্পদের অনুকূল ভাবে পরিচালনা করিতে না পারিলে এই প্রাণই ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইবার পক্ষে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব-প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। প্রাণশক্তির কার্য্য স্পন্দন।—প্রাণশক্তি দ্বারা স্পন্দিত হইয়াই ইন্দ্রিয়, দেহ, মন অনবরত বিষয়াভিমুখে ছুটিয়া যাইতেছে। প্রাণের গতিও যেমন অবিরামধারে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইন্দ্রিয়দের বিষয়গ্রহণ-স্পৃহাও তদনুরূপ বলবতী হইতেছে। এইজন্য প্রাণশক্তিকে যথেচ্ছ স্পন্দিত হইতে না দিয়া যাহাতে উহার গতি দৈবীসম্পদের অভিমুখে প্রসারিত হয়, সেই চেষ্টা করাই সাধকের প্রথম প্রয়োজন। যে বিদ্যা বা কৌশল দ্বারা প্রাণকে দৈবীভাবে অনুপ্রাণিত করা যায় ঋষিরা সেই বিদ্যাকেই **যোগবিদ্যা** বলিয়াছেন, উহার প্রধান অঙ্গই **প্রাণায়াম**।

"অভ্যাসাৎ হৃদিরূঢ়েন সত্যসম্বোধবহ্নিনা।
নির্দ্দগ্ধং বাসনাবীজং ন ভূয়ঃ পরিরোহতি॥"

অভ্যাসের দৃঢ়তা দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞানবহ্নি প্রজ্বলিত কর, এবং বাসনাবীজ নিঃশেষে দগ্ধ কর, বীজ দগ্ধ হইলে আর অঙ্কুর জন্মিবে না।

"সমুদায় প্রাণীর শরীরে কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস এই পঞ্চ দোষ রহিয়াছে। কামাদি প্রাকৃতিক গুণসমূহকে জয় করিতে পারিলেই জীবাত্মা দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হন। যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও স্নেহ এই পঞ্চ দোষ ত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষ হয়।" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

অনেকে মনে করেন যোগাভ্যাসাদির মধ্যে যে প্রাণায়াম রহিয়াছে উহা অস্বাভাবিক। প্রাণায়াম বাস্তবিক অস্বাভাবিক হইলে ভগবান গীতার মধ্যে উহার উপদেশ দিতেন না। ভগবান যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলিতে গিয়া প্রাণযজ্ঞের কথা বলিতেছেন—

"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥"

কেহ কেহ অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে এবং কেহ বা প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে হোম করেন। এইরূপে কেহ কেহ সংযতাহারী যোগী প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রাণাপানের ঊর্দ্ধ ও অধোগতি রোধ পূর্ব্বক কুম্ভকদ্বারা প্রাণসকলকে প্রাণেতেই হোম করেন।

"সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥"

এই সকল যজ্ঞকারিগণ যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষ অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—"কুম্ভকে হি সর্ব্বে প্রাণা একী ভবন্তি। তত্রৈব লীয়মানেষু ইন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তি।" কুম্ভকে সর্ব্বপ্রাণ একীভূত হয়, এই স্তম্ভনরূপ কুম্ভক অত্যন্ত স্থির হইলে যোগী ইন্দ্রিয়গণকে সেই নিগৃহীত প্রাণবায়ুতে লয় করিয়া থাকেন। (শঙ্কর ভাষ্য)

গীতায় ভগবান আবার পঞ্চম অধ্যায়ে বলিতেছেন—

"স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিনৌ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি র্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥"

শ্রীধরস্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"অথেদানীং ধ্যানযোগং সম্যগ্দর্শনস্য অন্তরঙ্গং বিস্তরেণ বক্ষ্যামি ইতি তস্য সূত্রস্থানীয়ান্ শ্লোকান্ উপদিশতি স্ম।" যোগানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্ত হন ইহা বলিয়াছেন, সেই যোগই পুনরায় এই দুইটী শ্লোকদ্বারা সংক্ষেপে বলিতেছেন। রূপ

শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধের ১৯।২০।২১।২২ শ্লোক পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা কত অধিক। পরে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে বলিতেছেন—

"যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্ত-
র্ব্বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনাত্মরাত্মনাম্।
ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি
বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাম্ ॥"

যাঁহাদের লিঙ্গশরীর বায়ুর মধ্যেই অবস্থান করে সেই শ্রেষ্ঠ যোগীদিগের গতি কর্ম্মিদিগের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন নহে অর্থাৎ তাঁহারা ত্রিভুবনের অন্তরে বাহিরে বিচরণ করিতে পারেন। বিদ্যা উপাসনা, তপস্যা ও অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস জনিত সমাধিজ জ্ঞান দ্বারা যে গতি লাভ হয় কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মিগণ সে গতি লাভ করিতে পারে না।

"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থাবিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥"

যে যোগাভ্যাস দ্বারা ভগবান বাসুদেবে ভক্তিযোগ লাভ হইয়া থাকে সংসারপ্রবিষ্ট ব্যক্তি-গণের তদপেক্ষা অন্য কোন মঙ্গলময় পথ নাই।

পরিশিষ্ট

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব গীতার যে যোগাঙ্গ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে,—এই যোগাঙ্গ ব্যাখ্যা শাস্ত্রসম্মত। আমরা এখানে গরুড়-পুরাণান্তর্গত "গীতাসার" হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

শ্রীভগবানুবাচ

গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অর্জ্জুনায়োদিতং পুরা।
অষ্টাঙ্গযোগং মুক্ত্যর্থং সর্ব্ববেদান্তসারগম্॥

শ্রীভগবান কহিলেন; আমি গীতার সার বর্ণন করিব যাহা পূর্ব্বে অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছিলাম। সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সারগর্ভ অষ্টাঙ্গযোগই গীতার্থসার॥

আত্মলাভঃ পরো নান্য আত্মা দেহাদিবর্জ্জিতঃ।
রূপাদিমান্ হি দেহোঽতঃ করণত্বাদি লোচনম্॥

আত্মলাভই পরমলাভ, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আত্মা দেহবর্জ্জিত। যেহেতু দেহ রূপাদি গুণযুক্ত এবং লোচনাদি ইন্দ্রিয়গণও আত্মার করণ মাত্র॥

দেহ, মন, অহঙ্কার ও প্রাণ কেহই আত্মা নহে, কিন্তু আত্মা "বিধূম ইব দীপ্তার্চ্চিরাদিত্য ইব দীপ্তিমান"।

আত্মা ধূমশূন্য অগ্নির ন্যায় ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান।

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ ক্ষেত্রস্তানি পশ্যতি।
খানাস্ত মনসা রশ্মীন্ যদা সম্যঙ্ নিযচ্ছতি॥
তদা প্রকাশতেহ্যাত্মা ঘটে দীপো জলন্নিব।
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ॥

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী ক্ষেত্রজ্ঞই ইন্দ্রিয়গণকে দেখিতে পান। মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়রশ্মিগুলি (সূর্য্য যেমন রশ্মির দ্বারা আমাদিগকে স্পর্শ করেন, ইন্দ্রিয়শক্তিও সেইরূপ বিষয়সমূহ স্পর্শ করে) সম্যক্ নিয়মিত হইলেই দীপে যেরূপ জ্বালা প্রকাশিত হয় আত্মাও সেইরূপ দেহঘটে প্রকাশিত হন। পাপকর্ম্মের ক্ষয় হইলেই জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ॥
মনোবুদ্ধিমহঙ্কারমব্যক্তং পুরুষং তথা।
প্রসংখ্যায় পরাবাপ্তো বিমুক্তো বন্ধনৈর্ভবেৎ॥

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ঋষিরুবাচ—

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্॥ ১

সূত উবাচ—

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং গুহ্যি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥ ৩
অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং স কীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্নয়া শ্রুতম্॥ ৪
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৫
সারথ্যমস্ত্রনস্যাদৌ কুর্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬

গীতামাহাত্ম্যের অনুবাদ

শৌনক কহিলেন, হে সূত! পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যে (নারায়ণক্ষেত্রে) মুনি ব্যাসদেব যে গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থ আমার নিকট বল।১।

সূত বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহা পরম গুহ্যতম। এই গীতামাহাত্ম্য সুন্দরভাবে বলিতে কেই বা সমর্থ? ২। শ্রীকৃষ্ণই ইহা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, বেদব্যাস ও তৎপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য এবং মিথিলাধিপতি জনক ইঁহারাও ইহার ফল কিঞ্চিৎমাত্র জানেন।৩। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তি সকল ইহার ফল শ্রবণ করিয়া ইহার মাহাত্ম্য লেশমাত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমিও বেদব্যাসের মুখ হইতে কিছু শ্রবণ করিয়াছি, অতএব তাহাই আপনার নিকট বলিতেছি।৪। সমস্ত উপনিষদ্‌গুলি যেন গাভীস্বরূপ, এবং সেই গাভীর দোগ্ধা গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং পার্থ এই গাভীর বৎস স্বরূপ (বৎস যেমন স্বীয় মাতার দুগ্ধ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, অর্জ্জুন এই উপদেশামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, চিরদিনের জন্য তাঁহার ভবক্ষুধা মিটিয়া গিয়াছিল)। গীতারূপ অমৃতই এই উপনিষদ গাভীর সুস্বাদু দুগ্ধ, এবং এই গীতামৃতরূপ দুগ্ধ সুধীগণই পান করিয়া থাকেন।৫। যিনি প্রথমে অর্জ্জুনের সারথ্যকার্য্যে ব্রতী হইয়া লোকত্রয়ের উপকারার্থ এই গীতামৃত দান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।৬। যে ব্যক্তি এই ঘোর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হন,

সংসার সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ৭
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥ ৮
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯
গীতাজ্ঞানেন সংবোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং চাথ নির্গুণম্ ॥ ১০
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মণি ॥ ১১
সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কাম্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩
যস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪
গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবস্তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫

তিনি এই গীতারূপ তরণী আশ্রয় করিলে অনায়াসে সংসার সাগরের পার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ৭। যে ব্যক্তি গীতাজ্ঞানের শ্রবণাভ্যাস করে নাই, অথচ সে যদি মোক্ষাভিলাষী হইয়া থাকে তবে সে বালকগণেরও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। ৮। যাঁহারা গীতাশাস্ত্র অহর্নিশ শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন, তাঁহারা দেবতাস্বরূপ, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ৯।

শ্রীকৃষ্ণ গীতাজ্ঞান উপদেশ দ্বারা অর্জ্জুনকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে সগুণ ও নির্গুণ ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১০। ভুক্তি-মুক্তি-সমুচ্ছ্রিত-গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ অষ্টাদশ সোপান দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মে অধিকতর উন্নতিলাভ হইয়া থাকে। ১১। গীতারূপ সলিলে স্নান করিয়া সাধুদের সংসার-মালিন্য ধৌত হইয়া যায়; কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধাহীন তাঁহাদের গীতাসলিলে অবগাহন হস্তীস্নানের ন্যায় বৃথা হইয়া থাকে। ১২। যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র পঠনপাঠন করিতে না জানে, মনুষ্যলোকে তাহার সমস্ত কার্য্যই বৃথা হইয়া থাকে। ১৩। যেহেতু, গীতাশাস্ত্রে যে অনভিজ্ঞ তদপেক্ষা নরাধম আর ইহজগতে কেহ নাই, তাহার মনুষ্য দেহ ধারণে, তাহার জ্ঞানে ও কুলশীলে ধিক্। ১৪। যে ব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে তদপেক্ষা নরাধম আর কেহ নাই, তাহার দেহে, কল্যাণে, শীলতায় এবং তাহার গৃহাশ্রম ও বৈভবাদিতে ধিক্। ১৫। গীতাশাস্ত্র

গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
ধিক্ প্রালব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥ ১৬
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্ জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্ ॥ ১৮
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শক্রভির্ন স হীয়তে ॥ ২০
শালগ্রামে শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩

যে অবগত নহে তদপেক্ষা অধম আর কেহই নাই, তাহার প্রারব্ধ কর্ম্ম, ও প্রতিষ্ঠায় ধিক্, তাহার পূজা, মান ও মহত্বে ধিক্। ১৬। গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই অর্থাৎ তাহাতে যাহার বুদ্ধি প্রবিষ্ট নহে তাহার সমস্তই নিষ্ফল, তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত নিষ্ঠা, তপস্যা ও যশকেও ধিক্। ১৭। যে ব্যক্তি গীতার্থ পঠন করে নাই, তদপেক্ষা নরাধম আর কেহই নাই; এবং যে জ্ঞান গীতাশাস্ত্রে গীত হয় নাই, তাহাকে আসুর-জ্ঞান বলিয়া মানিবে। ১৮। এবং সে জ্ঞান একেবারেই নিষ্ফল ও তাহা ধর্ম্মবিরহিত এবং বেদবেদান্ত-বিনিন্দিত, অতএব ধর্ম্মময়ী গীতাকেই আশ্রয় করিবে, তাহা সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িনী ও সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূতা, এবং গীতার ন্যায় বিশুদ্ধা আর অন্য কিছুই নাই বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা ইহারই বিশিষ্টতা জানিবে। ১৯। বিষ্ণুপর্ব্বে একাদশীতে যিনি গীতা পাঠ করেন তিনি নিদ্রা, জাগরণ, গমন, উপবেশন কোথাও কোন অবস্থাতেই শক্র দ্বারা ত্রাসিত হন না। ২০। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার সমীপে, দেবালয়ে, শিবালয়ে, কোন তীর্থস্থানে বা নদীতটে গীতা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। ২১। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ পরিতুষ্ট হয়েন, বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, তীর্থসেবা ও ব্রতাদি অনুষ্ঠান দ্বারাও তাদৃশ পরিতোষ প্রাপ্ত হন না। ২২। যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্তচিত্তে গীতাধ্যয়ন করেন তাঁহার বেদশাস্ত্র পুরাণাদি পাঠের যে ফল তাহাই লাভ হইয়া থাকে। ২৩। যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রাম শিলার সম্মুখে, সজ্জন সভায়,

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সংসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্ ॥ ২৬
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥ ২৯
তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥ ৩২

যজ্ঞক্ষেত্রে কিংবা ভগবদ্ভক্তের নিকট যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ২৪। যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া থাকেন তাঁহার সদক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করা হইল বুঝিতে হইবে। ২৫। যিনি গীতার্থ শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, কিংবা পরকে শুনাইবার জন্য গীতা ব্যাখ্যা করেন তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৬। যিনি ভক্তি সহকারে বিধিপূর্ব্বক সাদরে বিশুদ্ধ গীতা পুস্তক দান করেন তাঁহার ভার্য্যা প্রিয়া হন, এবং তিনি যশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করেন ও তিনি স্নেহভাজনদিগের প্রিয় (দয়িতাপ্রিয়) হইয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২৭—২৮। যে গৃহে গীতার অর্চ্চনা হয়, তথায় অভিচার বা অভিশাপাদি জনিত কোনরূপ দুঃখই আসিতে পারে না। ২৯। পরন্তু তাপত্রয় সমুদ্ভূত পীড়া, ব্যাধি, অভিশাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরক-যন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না। তাঁহার দেহে বিস্ফোটকাদি বাধা উৎপন্ন হয় না, তিনি কৃষ্ণপদে দাস্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৩০—৩১। গীতাভ্যাসরত ব্যক্তির সমস্ত জীবের সহিত সখ্যতা লাভ হয়; এবং তাদৃশ ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ করিলেও তাঁহাকে মুক্ত ও সুখী বলা যাইতে পারে, কারণ কোন কর্ম্মের দ্বারা তিনি আবদ্ধ হন না। গীতাধ্যায়ী মহাপাপ ও অতিপাপ করিলেও পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় সেই পাপ

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৫৪
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণোভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫
অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ৫৭
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯

সিদ্ধিলাভ করিয়া অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন। ৪৯—৫১। যিনি সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অসমর্থ তিনি তাহার অর্দ্ধ পাঠ করিবেন, তাহাতেই তাঁহার নিঃসন্দেহে গোদান জনিত পুণ্যলাভ হইবে। ৫২। যিনি গীতার একতৃতীয়াংশ পাঠ করিবেন তিনি সোমযাগের ফললাভ করিয়া থাকেন এবং গীতার ষষ্ঠাংশ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ করিবেন। ৫৩। যিনি প্রত্যহ দুই অধ্যায় পাঠ করেন তিনি এক কল্পকাল ইন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৪। যে ব্যক্তি ভক্তি-সংযুক্ত হইয়া এক অধ্যায়ও পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোকে গণত্বপ্রাপ্ত হইয়া বহুকাল বাস করেন। ৫৫। যিনি অধ্যায়ের অর্দ্ধ বা একপাদ নিত্য পাঠ করেন, তিনি শত মন্বন্তর কাল রবিলোকে বাস করেন। ৫৬। যিনি গীতার দশটী, সাতটী, পাঁচটী, চারিটী তিনটী, দুইটী, একটী বা অর্দ্ধ শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি অযুত বর্ষ ধরিয়া চন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৭। যিনি গীতার এক অধ্যায়ের, এক শ্লোকের বা একপাদ মাত্রের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। ৫৮। যিনি অন্তকালে গীতার্থ বা গীতাপাঠ শ্রবণ করেন, তিনি মহাপাতকযুক্ত হইলেও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। ৫৯। যিনি গীতা-পুস্তকসংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত

গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রযাতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্।
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥ ৬১
যদ্‌যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমং।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২
পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্ ॥ ৬৩
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রযান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ ॥ ৬৪
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৫
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥ ৬৬
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৬৭
গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৮

পরমানন্দে বাস করেন। ৬০। গীতার এক অধ্যায় সমাযুক্ত হইয়াও যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার আর নীচ-যোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না, তিনি পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া সেই দেহে গীতাভ্যাস করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, মৃত্যুকালে "গীতা" এই শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলেও তাঁহার সদ্‌গতি লাভ হয়। ৬১। গীতাপাঠপূর্ব্বক যে যে কর্ম্ম আরব্ধ হয়, সেই সেই কর্ম্ম নির্দ্দোষ হইয়া পূর্ণ ফলদানে সমর্থ হয়। ৬২। শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে গীতা পঠিত হইলে তাঁহারা নিরয়ে থাকিলেও তথা হইতে আনন্দে স্বর্গে গমন করেন। ৬৩। শ্রাদ্ধতর্পিত পিতৃগণ গীতাপাঠে সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পিতৃলোকে গমন করেন। ৬৪। যিনি ধেনুপুচ্ছসংযুক্ত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি তদ্দিনেই সম্যক্‌রূপে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। ৬৫। যিনি সুবর্ণসংযুক্ত গীতাপুস্তক বিদ্বানবিপ্রকে দান করেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৬৬। যিনি একশত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না। ৬৭।

গীতাদান প্রভাবে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া তিনি সপ্তকল্প কাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ৬৮। গীতার সম্যক্ অর্থ শ্রবণ করিয়া যিনি গীতা পুস্তক দান

যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ॥ ৭৮
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ॥ ৭৯
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান হরিঃ॥ ৮০

সূত উবাচ—

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াং কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম।
গীতান্তে পঠতে যস্তু তথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ॥ ৮১
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ॥ ৮২
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৩
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্॥ ৮৪

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

অথচ পরমার্থ লাভে যত্নশীল হয়, উন্মত্তের শ্রম যেমন নিষ্ফল, তাহার পরিশ্রমও সেইরূপ নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৭৮। গীতা শ্রবণ করিয়া স্বর্ণ, ভোজ্য, পট্টবস্ত্র প্রভৃতি পরমাত্মার প্রীত্যর্থ নিবেদন করিবে। ৭৯। গীতার ব্যাখ্যাকর্ত্তাকে ভক্তিপূর্ব্বক নানাপ্রকার দ্রব্য ও বস্ত্রাদি উপহার প্রদান করিলে ভগবান হরিকেই সন্তুষ্ট করা হয়। ৮০।

সূত কহিলেন—যিনি শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতার এই মাহাত্ম্য গীতাপাঠান্তে পাঠ করিয়া থাকেন তিনি যথোক্ত ফলভাগী হন। ৮১। গীতা পাঠ করিয়া যিনি গীতার মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাঁহার গীতা পাঠের ফললাভ হয় না, তাঁহার পরিশ্রমই সার হয়। ৮২। এই মাহাত্ম্য সংযুক্ত গীতা যিনি পাঠ করেন, অথবা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৮৩। যিনি অর্থের সহিত গীতা শ্রবণ করিয়া মাহাত্ম্যও শ্রবণ করেন, তাঁহারই স্বর্গসুখাবহ পুণ্যফল লাভ হইয়া থাকে॥ ৮৪॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্য সমাপ্ত।

ওঁ হরিঃ ওঁ।

একস্থানে তাঁহার নিজ হস্তের লিখিত খাতার মধ্যে দেখিতে পাইলাম—"Birth date exactly not known" সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি কিছুই আমার মন্তব্য দিতে পারিব না। যোগিবরের পৌত্রদ্বয় (শ্রীমান অভয়াচরণ লাহিড়ী ও শ্রীমান আনন্দমোহন লাহিড়ী) উভয়েই তাঁহার জন্ম সময় শকাব্দা ১৭৫০, সন ১২৩৫, ১৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার অপর পক্ষীয় সপ্তমী তিথি বলিয়া (ইং ১৮২৮, ৩০শে সেপ্টেম্বর) নির্ণয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আমি একমত না হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ আমি মহাপুরুষের জীবনী লিখিতে বসি নাই, সুতরাং এস্থলে যুক্তি তর্ক দেখাইয়া জন্মসময় নির্ণয়ের সঙ্গতি অসঙ্গতি আমি দেখাইতে চাহি না, এবং তাহার কোন প্রয়োজনও নাই, শুধু গীতাপাঠকদের সহিত তাঁহার সামান্য পরিচয় করিয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। তাহাতে জন্ম সময়ের ২।৪ বৎসর পার্থক্যে কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

প্রাচীন কাল হইতেই বিদ্যা ও ধর্ম্মের দিক দিয়া বাঙ্গালা দেশের মধ্যে নবদ্বীপের বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আছে। নদীয়া জেলা বঙ্গদেশের বহু প্রাচীন ও অধুনাতন অনেক শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের জন্মভূমি। বহু মনীষী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। যোগীবর শ্যামাচরণও এই নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের সংলগ্ন ও সন্নিহিত জলঙ্গী বা খড়িয়া নদীর তীরবর্ত্তী ঘুরণী নামক গ্রামে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ শিবচরণ সরকার এবং পিতা গৌরমোহন সরকার ধনে, প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন ঘুরণীর প্রসিদ্ধ লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন; গৌরমোহনের দ্বিতীয়া পত্নী মুক্তকেশী দেবীই শ্যামাচরণ লাহিড়ী (সরকার) মহাশয়ের গর্ভধারিণী ছিলেন। ধর্ম্মকর্ম্মে পূজার্চ্চনায় এবং দানাদিতে এই বংশীয় লোকদিগের দেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। খড়ে নদীর প্রবল বন্যাবেগে প্রাচীন সরকার বংশের বসতবাটী, শিবমন্দির প্রভৃতি ভূমিসাৎ হইয়া নদীগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, এখনও ধ্বংসাবশেষের চিহ্নস্বরূপ ইষ্টকাদি ইতস্ততঃ নদীতটে বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্যামাচরণের পঞ্চবর্ষকাল এই ঘুরণী গ্রামেই অতিবাহিত হয়। শুনা যায় তখনও নাকি তিনি শিশুসুলভ চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া একান্তে একাকী পদ্মাসন করিয়া বসিয়া থাকিতেন। জন্মান্তরীয় সংস্কার তাঁহার জীবনকে যে দিকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইবে তাহার সূচনা তাঁহার শিশুজীবনেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। শ্যামাচরণের পিতা ও পিতামহ মধ্যে মধ্যে নৌকাযোগে কাশীধামে গিয়া কিছু দিন ধরিয়া তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে গৌরমোহন ভাগ্যবিপর্য্যয় হেতু সাংসারিক প্রয়োজন বশতঃ ঘুরণীর বসবাস উঠাইয়া দিয়া একেবারে কাশীতেই স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য পরিবারবর্গ ও শিশু শ্যামাচরণকে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। কাশীর মদনপুরা মহল্লায় সিমন চৌহাট্টার নিকট একটী বাড়ী ক্রয় করিয়া তথায় সকলে বাস করিতে লাগিলেন। কাশী বহুদিন হইতেই প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের একটী আশ্রয় স্থান রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। ইংরাজরাজ্যের

শৈশব

তাঁহাদের গৃহে অনেক অতিথি ও আগন্তুক আসিয়া ভোজন করিতেন, তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সকলকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। এজন্য তিনি দিবসে বড় বেশী সময় পাইতেন না, এই জন্য রাত্রিতে সকলকে ভোজন করাইয়া রাত্রি ১০টার পর হইতে ৩।৪ ঘণ্টা কাল প্রত্যহ সাধনায় মনোনিবেশ করিতেন।"

শ্রীমান আনন্দমোহন যোগিরাজের জীবনীতে লিখিয়াছেন "আনুমানিক ত্রয়োবিংশ বয়ঃক্রম কালে তিনি গাজিপুরে সরকারি চাকরী আরম্ভ করেন। মির্জাপুর, বক্সর, কটুয়া, গোরখপুর, দানাপুর, রাণীক্ষেত, কাশী প্রভৃতি স্থানে তিনি যথাক্রমে বদলি হইয়া চাকরি করিয়াছিলেন। সরকারি পূর্ত্তবিভাগে (Public works department, Military Engineering Works) এ তিনি কাজ করিতেন। সৈন্য সামন্তদের রসদ দেওয়া এবং রাস্তাঘাট তৈয়ার করা তখন ইংরাজদের এই সামরিক বিভাগের একটী প্রধান কার্য্য ছিল। এইজন্য তখন রাজকীয় পূর্ত্তকর্ম্ম বিশারদ (Royal Engineer) নিযুক্ত হইয়াছিল। এই বিভাগের অফিসে দানাপুরে তিনি দ্বিতীয় ক্লার্কের কাজ করিবার জন্য বদলি হইয়াছিলেন। ঐ অফিসের নাম আজকাল D. D. M. W. Office হইয়াছে (Deputy Director of Military Works Office) হইয়াছে। তিনি শেষ জীবনে তখনকার ব্যারাক মাষ্টার (আজকাল উহাকে S. D. O. বলে) হইয়াছিলেন।"

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ

যখন গাজীপুরে তিনি কর্ম্ম করিতেন, তখন তাঁহার বেতন খুব সামান্যই ছিল। তখন তিনি সেনাবিভাগের অফিসার সাহেবদিগকে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা শিখাইতেন, তাহাতে তাঁহার কিছু আয় হইত, তাহাতেই তিনি আপনার ও কাশীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে উক্ত আফিস কাশীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় তিনি কাশী বদলী হইয়া আসিলেন। ঐ বৎসর ৩১শে মে তাঁহার পিতৃদেব কাশীলাভ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল, অত্যন্ত অশান্তির জন্য তিনি তথায় থাকিতে না পারিয়া সিমন চৌহাট্টায় ঘরভাড়া করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি গরুড়েশ্বরে বসতবাটী খরিদ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন; কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াও এই গৃহেই তিনি বাস করিতেন এবং এই গৃহেই তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার অবসান হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ৺তুকড়ি লাহিড়ী মহাশয় এই গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন। এবং লাহিড়ী মহাশয়ের ভাগ্যবতী পত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই গৃহেই দেহাবসান হইয়াছে।

পিতৃবিয়োগ ১৮৫২ খ্রীঃ ৩১শে মে

বাহ্যিক লোকহিতকর কার্য্যেও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। অবশ্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও যথা সবজজ রামকালী চৌধুরী মহাশয়, মাননীয় গিরিশচন্দ্র দে, কাশীনাথ বিশ্বাস প্রভৃতিও এই কার্য্যে তাঁহার সহায়ক ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সমস্ত দিন চাকরী করিয়া ও গৃহশিক্ষকতার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এবং গৃহের বিবিধ কর্ম্মাদি করিয়া ক্লান্তদেহে আবার তিনি এই জনহিতকর

কার্য্যের জন্য বিপুল পরিশ্রম করিতেন। ইহাতেই বুঝা যায় তিনি কিরূপ উদ্যমশীল ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। এত পরিশ্রমের পরও কর্ম্মক্লান্ত শরীরে আবার যে তিনি এই জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন ইহাতে তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তাই প্রমাণ করে। এবং এইরূপ দৃঢ়চিত্ততার জন্যই ভবিষ্যৎ জীবনে যোগাভ্যাসের বিপুল পরিশ্রম তাঁহাকে ক্লান্ত করিতে পারে নাই। এবং তিনি যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, মনের এই দৃঢ়তা এবং পরিশ্রমের অনলস অক্লান্তিই যে তাহার অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"—বীর্য্যবান পুরুষেরাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার জীবনে রহিয়াছে।

গুরুদর্শন ও দীক্ষালাভ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের সর্ব্বপ্রধান আশ্চর্য্য ঘটনা। এইবার সেই কথাই বলিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আরও কয়েকটী কথা আলোচনা করা আবশ্যক। তাঁহার দীক্ষা সম্বন্ধে আমি আমাদের একজন বিশিষ্ট গুরুভ্রাতার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম এখানে তাহাই উল্লেখ করিব। এই ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ তিনি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন, তাঁহার গৃহেই ভোজনাদি করিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট যে সব পত্রাদি আসিত তাঁহার আদেশ মত তিনি সেই সকল পত্রাদির উত্তর দিতেন। আমাদের এই গুরুভাইটীর নাম অমর বাবু, ইনি অত্যন্ত গুরুভক্ত ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, নিজের জীবনের অনেক ঘটনা অকপটে সকলের নিকট বলিবার তাঁহার যথেষ্ট সৎ সাহস ছিল। পরে তাঁহার অমর নাথ ব্রহ্মচারী নাম হইয়াছিল। তিনি "অনিষ" নামক একখানি সুন্দর উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সাধকের ও সাধন সংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের কথা এবং হিমালয় প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা ছিল।

গুরুদর্শন ও দীক্ষালাভ

লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ এই সময় হিমালয়স্থ নৈনিতালের নিকটবর্ত্তী রাণীক্ষেত নামক স্থানে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত প্রদেশে যাত্রা করিলেন। এই সময় সম্ভবতঃ তিনি দানাপুরের Royal Engineering officeএ ক্লার্কের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তখন বোধ হয় অক্টোবর কিম্বা নভেম্বর মাস। নিজ স্থান হইতে পাঁচশত মাইল দূরে সুদূর হিমালয়ের পার্ব্বত্যমালার ভিতর দিয়া তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে। তখনও রেলপথ হয় নাই, সুতরাং সেই সুদূর পথ তাঁহাকে অন্যরূপ যানবাহনাদির সাহায্যে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে যে সুমহদ্ ঘটনা ঘটিবে এবং জীবনযাত্রায় যে আমূল পরিবর্ত্তন আসিবে তাহার আভাস মাত্রও তখন তিনি অবগত নহেন। তখন তিনি যেন চাকরীর দায়েই স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের মায়া কাটাইয়া বন্ধুবান্ধবহীন শীতবহুল ভারতের উত্তর দিকস্থ হিমালয়ের প্রান্তদেশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীমান আনন্দমোহন যোগিরাজের যে জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাণীক্ষেত পৌঁছিবার উল্লেখ আছে, তাহা হইলে তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর হয়। শ্রীমান অভয়াচরণ যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রাণীক্ষেতে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হন এইরূপ উল্লেখ আছে,

তখন সাধু বলিলেন—"শ্যামাচরণ, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, আমাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ ?" শ্যামাচরণ বলিলেন—"না, কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, কখনও আপনাকে দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না"। তখন সাধু ধীরে ধীরে তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। তাঁহার স্পর্শ পাইবামাত্র সমগ্র শরীরে একটা তড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল, যেন অতীত জন্মের সব কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া সাধুর পা জড়াইয়া ধরিলেন, আনন্দের উচ্ছ্বাসে যেন তাঁহার গাত্র মন নৃত্য করিয়া উঠিল। বহুদিনের পরে আবার তিনি তাঁহার প্রেমময় গুরুর দর্শন পাইলেন। ঠিক সেই দিনেই কি না মনে নাই, কিন্তু তাঁহার দীক্ষা হইয়া গেল। এই দীক্ষা তো অনেকেরই হয়, কিন্তু তাঁহার দীক্ষার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। আজ শুধু তিনি দীক্ষিত হইলেন না, তাঁহার সহিত তাঁহার ভাবী শিষ্যদেরও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। জগতের বহুলোক যে সাধনার পথ পাইবে, অতীত কালের কত সাধক সাধনপথ পাইবার জন্য আবার যে তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইবে, আবার ভারতের গৃহে গৃহে গীতা পঠিত হইবে, গীতাজ্ঞান প্রচারিত হইবে, যোগাভ্যাসের সুদুর্লভ ঋষিসেবিত প্রাচীন পন্থা আবার জনসমাজে সহজলভ্য হইয়া প্রচারিত হইবে—এই সমস্ত ভাবী কর্ম্মের সূচনা তাঁহার দীক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাই তাঁহার দীক্ষার দিন একটি গণনীয় দিন, অনেকের ভাগ্য তাঁহার দীক্ষার সহিত জড়িত, আজ তাঁহার দীক্ষার সহিত জগতে সাধন সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল।

সাধনা।

এই সময় শ্যামাচরণ গুরুপদিষ্ট পথে তীব্র সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। স্বল্প দিনের মধ্যেই তিনি বহুদূর অগ্রসর হইলেন, অনেক দুর্ব্বোধ্য অজ্ঞাত বিষয় সহজেই তাঁহার বোধগম্য হইতে লাগিল। তিনি এখন সাধনায় ও গুরুপ্রেমে বিভোর আর সে স্থান ছাড়িয়া তাঁহার যাইতে মন সরে না, কি যেন এক অজ্ঞাত অনাস্বাদিত বস্তুর স্বাদ পাইলেন, তাঁহার মনঃ প্রাণ সেই বস্তুতত্ত্বে ডুবিয়া রহিল, আর সে মন যেন উঠিতে চাহে না। অত্যন্ত অনিচ্ছায় অফিসে যাইতে হয় তাই যাইলেন, কিন্তু প্রত্যহই তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া আবার গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইতেন। অতি অল্প কয়েক দিনেই তিনি সাধনার নেশায় আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলেন এবং এক অভিনব অজ্ঞাতপূর্ব্ব অবস্থায় তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন। একদিন তাঁহার গুরু (ইঁহাকে আমরা বাবাজী বলিয়া জানি) জানাইলেন শীঘ্রই তাঁহাকে এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, যে কৌশলে তাঁহাকে এখানে আনা হইয়াছিল তাহা তিনি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। এখানে অপর একটি ক্লার্কের আসিবার কথা হইয়াছিল, বাবাজীর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সেই অপর ব্যক্তির স্থানে তাঁহাকেই কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এখন যে কার্য্য সাধনার জন্য তাঁহার এখানে আসা—তাহা হইয়া গেল, এইবার তাঁহার ফিরিয়া যাইবার সময় উপস্থিত, কিন্তু শ্রীগুরুচরণ ছাড়িয়া তাঁহার যে যাইতে মন উঠে না—গুরু বুঝাইয়া বলিলেন "তোমাকে অনেক কাজ করিতে হইবে, দেশে না ফিরিলে চলিবে না, অনেক লোক তোমার অপেক্ষায়

শাস্ত্রগ্রন্থের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

তিনি ষড়দর্শনের, কতকগুলি উপনিষদের এবং গীতা চরক মনু প্রভৃতি ২১ খানি গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেগুলি সাধারণের বোধগম্য না হইলেও সাধকদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাহার পূর্ব্বে এই সকল গ্রন্থের বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এইরূপ সাধন রহস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই।

মহাপ্রয়াণ

এইরূপে প্রায় ১৫ বৎসর (১৮০০—১৮৯৫ খ্রীঃ) ধরিয়া সাধারণের মধ্যে এই যোগধর্ম্ম প্রচার করিয়া এবং জিজ্ঞাসুবর্গের সন্দেহ বিদূরিত করিয়া ১৮৯৫ খৃঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৩২০ সনের ১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজার মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে তাঁহার দেবদেহের অবসান হয়। তাঁহার পুত্রদ্বয় ও ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে পদ্মাসনে বসাইয়া তাঁহার পবিত্রদেহ পুষ্পমালা চন্দনে ভূষিত করিয়া মণিকর্ণিকা ঘাটে লইয়া গেলেন। চিতা শয্যায় শয়ন করাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে যখন স্নান করানো হইতেছিল তখন সকলেই তাঁহাকে জীবিত বোধ করিয়া চমকিত হইয়াছিলেন।

জীবনগ্রন্থের আলোচনা

তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া যে ১৫ বৎসর শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি অধিকাংশ সময় ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই অতিবাহিত করিতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি কথা পর্য্যন্ত বেশী বলিতে পারিতেন না। কথা কহিতে কহিতে সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইত তিনি কি বলিতেছেন, একটু অন্যমনস্ক হইলেই তিনি পূর্ব্বকথা ছাড়িয়া আবার মগ্ন হইয়া যাইতেন। সে আশ্চর্য্য অবস্থার কথা বর্ণনা করা অসাধ্য।

তিনি নাম প্রতিষ্ঠার দিকে একবারেই লক্ষ্য রাখিতেন না, তাহার ফলে অতি অল্প লোকেই তাঁহার সহিত মিলিবার সুযোগ পাইয়াছেন। অনেকে তাঁহার নামও শোনেন নাই, কিন্তু তাঁহার মত উচ্চাঙ্গের রাজযোগী বর্ত্তমানকালে কেন, সুদূর অতীত কালেও দুর্লভ ছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যোগীর ও ভক্তের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে সে সকল লক্ষণ তাঁহাতে যেমন পরিস্ফুট আকারে দেখা যাইত এমন আর কাহাতেও দেখা গিয়াছে কি না জানি না। তাঁহার কথাবার্ত্তা বেশভূষা বা আচার ব্যবহারে আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না। তিনি সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত ছিলেন না, স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া সংসার করিতেন, জীবিকার জন্য কর্ম্ম করিতেন, অথচ তাঁহাকে পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত দেখাইত, কোন দুঃখ কষ্ট বা কোন বিপদ তাঁহার মনের সে সুগভীর স্থিরতাকে স্পর্শ করিতে পারিত না—হৃদয়দেবতার সহিত নিগূঢ় মিলন জনিত অতুল আনন্দ তাঁহার মুখমণ্ডলকে সর্ব্বদা মধুর প্রভায় প্রদীপ্ত করিয়া রাখিত। কবি Goldsmith এর "Eternal sunshine over the mind" তাঁহাতেই অন্বর্থ হইয়াছিল। চারি পাশে শত কর্ম্মের ঝটিকা ও বজ্র বিদ্যুৎ, কিন্তু তাঁহার অন্তর অভ্রভেদী গিরিশিখরের ন্যায় জ্ঞানের প্রভায় ও শান্তির স্নিগ্ধ কিরণে নিরন্তর সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত।

জীবনকে ধন্য মনে করিতেন। এইরূপে তাঁহার সাধন পদ্ধতি বঙ্গদেশে ও বঙ্গের বাহিরে বহুলভাবে প্রচারিত হয়। এক্ষণে সুদূর আমেরিকায় ও ইংলণ্ডেও প্রচারিত হইতেছে। আধুনিক কালে গীতার মাহাত্ম্য প্রচারের তিনিই প্রধান পথপ্রদর্শক।

যোগপথ দুরূহ পথ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, সকলের সে পথে প্রবেশাধিকার নাই ইহাও সত্য, অথচ যোগপথ ব্যতীত শাস্ত্রের দুরবগাহ রহস্য ভেদ করা একেবারেই অসম্ভব। যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকেই অল্পবিস্তর এ পথে প্রবিষ্ট হইয়া জগতের গূঢ়রহস্য অবগত হইতে পারে ও নিরাময় স্থানে পৌঁছিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে, সেইজন্য নানা শ্রেণীতে বিভক্ত সমুদয় যোগবিদ্যাকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া সম্মিলিত আকারে ক্রমানুযায়ী অভ্যাস করিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। সাধনেচ্ছুগণের যোগ্যতা ও শ্রমের অনুযায়ী যাহাতে সকলে ধীরে ধীরে ক্রমোন্নত লাভ করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং যোগাঙ্গের বিবিধ সাধনার মধ্যে যেগুলি বর্ত্তমান কালের উপযোগী হইবে তদনুরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাঁহার শিক্ষাগারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার আদিম বা সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর সাধনাভ্যাসটীও নিতান্ত দুর্ব্বল চিত্তের পক্ষেও উপযোগী। এই সকল সাধনার ক্রমগুলি সহজ হইলেও তাহার ফল অসাধারণ; সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর সাধকেরাও পরিশ্রম ও যত্ন করিলেই উচ্চ ফল লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার সাধন প্রণালীর মধ্যে এইরূপ সুব্যবস্থা থাকায় কাহাকেও নিরাশ হইতে হয় নাই, সামান্য ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলেই সাধনা আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন আচার্য্য যোগাভ্যাসের নিগূঢ় পন্থাগুলি সকলের পক্ষে সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না জানি না, অবশ্য কিছু সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া না চলিলে যোগাভ্যাস বিড়ম্বনা মাত্র।

এরূপ উচ্চশ্রেণীর লোকশিক্ষকের মহনীয় চরিত্র, বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান, আশ্চর্য্য যোগৈশ্বর্য্য এবং অপূর্ব্ব অনাসক্তি যে বিশেষভাবে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই ইহাকে আমি ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করি। কারণ তিনি বাঙ্গালী ছিলেন।

তাঁহার শিষ্য সংখ্যা অবশ্য তৎকালোপযোগী কম ছিল না। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের শিষ্য সংখ্যাও অনেক, এবং বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং সুদূর পাঞ্জাবেও তাঁহার শিষ্যগণ অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। কিন্তু যে ভাস্কর সূর্য্যের কনককিরণে ইহারা উদ্ভাসিত তাঁহার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নাই।

আজকাল পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য অবগত হইবার একটা সচেতন চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এই সময়ে এই লোকশিক্ষকের চরিত্র ও উপদেশ বিশেষভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য। কারণ তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন উহাই সেই ঋষিসেবিত পন্থা, ধর্ম্মের রহস্যকে অবগত হইবার জন্য তদপেক্ষা সুগমতর পন্থা আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই।

আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল তাঁহার দেবদেহের অবসান হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাঁহার স্মৃতি পূজা অনেক স্থানে নিত্য হইতেছে। বহুস্থানে তাঁহার সমাধি ও স্মৃতি মন্দির (পুরী, কাশী, হরিদ্বার, রাঁচি, বিষ্ণুপুর, দেওঘর) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তাঁহার ভক্তগণ সেই সেই স্থানে নিত্য পূজা করিয়া আজিও তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ অঃ ১৩ শ্লোঃ ৩
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো ৩ ২৮
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং ৬ ৪৩
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ ১৪ ৬
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ ১ ২৬
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নম্ ১১ ১৩
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা ৬ ১২
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারং ১৮ ১৬
তদিঅনভিসন্ধায় ১৭ ২৫
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন ৪ ৩৪
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানঃ ৫ ১৭
তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী ৬ ৪৬
তপাম্যহমহং বর্ষং ৯ ১৯
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি ১৪ ৮
তমুবাচ হৃষীকেশঃ ২ ১০
তমেব শরণং গচ্ছ ১৮ ৬২
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে ১৬ ২৪
তস্মাৎ প্রণম্যপ্রণিধায় ১১ ৪৪
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ ৩ ৪১
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব ১১ ৩৩
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু ৮ ৭
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং ৪ ৪২
তস্মাদসক্তঃ সততং ৩ ১৯
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং ২ ২৫
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য ১৭ ২৪
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো ২ ৬৮
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং ১ ১২
তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্ ২ ১
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ ৬ ২৩
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ ১৬ ১৯
তান্সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ ১ ২৭
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য ২ ৬১
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী ১২ ১৯
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ ১৬ ৩
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং ৯ ২১
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা ১২ ৭
তেষামেবানুকম্পার্থম্ ১০ ১১
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত ৭ ১৭
তেষাং সততযুক্তানাং ১০ ১০
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং ৪ ২০
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে ১৮ ৩
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ ৭ ১৩
ত্রিবিধং নরকস্যেদম্ ১৬ ২১
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা ১৭ ২
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ ২ ৪৫
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ ৯

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্ অঃ ১১ শ্লোঃ ১৮
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃপুরাণঃ ১১ ৩৮

দ

দণ্ডো দময়তামস্মি ১০ ৩৮
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ১৬ ৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে ১১ ২৫
দাতব্যমিতি যদ্দানং ১৭ ২০
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ১১ ১২
দিব্যমাল্যাম্বরধরং ১১ ১১
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম ১৮ ৮
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ ২ ৫৬
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম ২ ৪৯
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ১ ২
দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং ১১ ৫১
দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ ১ ২৮
দেব-দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ ১৭ ১৪
দেবান্ ভাবয়তানেন ৩ ১১
দেহিনোঽস্মিন্ যথাদেহে ২ ১৩
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং ২ ৩০
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং ৪ ২৫
দৈবীসম্পদ্ বিমোক্ষায় ১৬ ৫
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী ৭ ১৪
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং ১ ৪২
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং ১১ ২০
দ্যূতং ছলয়তামস্মি ১০ ৩৬
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপো যজ্ঞাঃ ৪ ২৮
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ ১ ১৮
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ ১১ ৩৪
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ১৫ ১৬
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকে ১৬ ৬

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ১ ১
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ ৩ ৩৮
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ৮ ২৫
ধৃতা যয়া ধারয়তে ১৮ ৩৩
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ ১ ৫
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি ১৩ ২৪
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ ২ ৬২

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি ৫ ১৪
ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ ৩ ৪
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু ১৮ ৬৯
ন চ মৎস্থানি ভূতানি ৯ ৫
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি ৯ ৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ১ ৩০
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি অঃ ১ শ্লোঃ ৩১
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো ২ ৬
ন জায়তে ম্রিয়তে বা ২ ২০
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা ১৮ ৪০
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ১৫ ৬
নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্ ১১ ৮
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ২ ১২
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম ১৮
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য ৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ ৩ ২৬
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ১১ ২৪
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে ১১ ৪০
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ৪ ১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢাঃ ৭ ১৫
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ৩ ২২
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ ১০ ২
ন রূপমস্যেহ তথোপ ১৫ ৩
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ১১ ৩৮
নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ১৮ ৭৩
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি ৩ ৫
নহি জ্ঞানেন সদৃশং ৪ ৩৮
নহি দেহভৃতা শক্যং ১৮ ১১
নহি প্রপশ্যামি মম ২ ৮
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ৬ ১৬
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ৫ ১৫
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং ১০ ৪০
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং ১৪ ১৯
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য ৪ ৩১
নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ ১৬
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ৬৬
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য ৭ ২৫
নাহং বেদৈর্ন তপসা ১১ ৫৩
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ ১৮ ৭
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং ৩ ৮
নিয়তং সঙ্গ রহিতং ১৮ ২৩
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ৪ ২১
নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গ ১৫ ৫
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ১৮ ৪
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি ২ ৪০
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ ৮ ২৭
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি ২ ২৩
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি ৫ ৮
নৈব তস্য কৃতেনার্থো ৩ ১৮

প

পঞ্চৈতানি মহাবাহো ১৮ ১৩
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং ৯ ২৬
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো ৮ ২০

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ অঃ ১৩ শ্লোঃ ৩০
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ৪ ৭
যদা বিনিয়তং চিত্তং ৬ ১৮
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু ১৪ ১৪
যদা সংহরতে চায়ং ২ ৫৮
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ৬ ৪
যদি মামপ্রতীকারম্ ১ ৪৫
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং ৩ ২৩
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং ২ ৩২
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো ৪ ২২
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ ৩ ২১
যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ ১০ ৪১
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি ১ ৩৭
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং ১৮ ৩৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ৮ ৬
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ১৮ ৩৪
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ ১৮ ৩১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং ৬ ২২
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ ৬ ২
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে ২ ১৫
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য ১৬ ২৩
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহঃ ২ ৫৭
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ১৮ ৫
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো ৩ ১৩
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র ৩ ৯
যজ্ঞে তপসি দানে চ ১৭ ২৭
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ ৩ ১৭
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা ৩ ৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহম্ ১৫ ১৮
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো ১২ ১৫
যস্য নাহংকৃতো ভাবো ১৮ ১৭
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ ৪ ১৯
যাতযামং গতরসং ১৭ ১০
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং ২ ৬৯
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং ২ ৪২
যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ ১৩ ২৬
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং ১ ২২
যাবানর্থ উদপানে ২ ৪৬
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ ৯ ২৫
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা ৫ ১২
যুক্তাহারবিহারস্য ৬ ১৭
যুঞ্জন্নেবং...নিয়তমানসঃ ৬ ১৫
যুঞ্জন্নেবং বিগতকল্মষঃ ৬ ২৮
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ ১ ৬
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবাঃ ৭ ১২
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং ১২ ২০
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ১২ ৬
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যং অঃ ১২ শ্লোঃ ৩
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো ৩ ৩২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা ৯ ২৩
যে মে মতমিদং নিত্যম্ ৩ ৩১
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ৪ ১১
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য ১৭ ১
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং ৭ ২৮
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা ৫ ২২
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামঃ ৫ ২৪
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা ৫ ৭
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং ৪ ৪১
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি ২ ৪৮
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং ৬ ৪৭
যোগী যুঞ্জীত সততম্ ৬ ১০
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং ১ ২৩
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ১২ ১৭
যো মামজমনাদিঞ্চ ১০ ৩
যো মামেবমসংমূঢ়ো ১৫ ১৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র ৬ ৩০
যো যো যাং যাং তনুং ৭ ২১
যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ ৬ ৩৩

র

রজসি প্রলয়ং গত্বা ১৪ ১৫
রজস্তমশ্চাভিভূয় ১৪ ১০
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি ১৪ ৭
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় ৭ ৮
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু ২ ৬৪
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ ১৮ ২৭
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য ১৮ ৭৬
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্ ৯ ২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি ১০ ২৩
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ ১১ ২২
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং ১১ ২৩

ল

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং ৫ ২৫
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ ১১ ৩০
লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা ৩ ৩
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ ১৮ ১২

ব

বক্তুমর্হস্যশেষেণ ১০ ১৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা ১১ ২৭
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ ১১ ৩৯
বাসাংসি জীর্ণানি যথা ২ ২২
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ৫ ১৮
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং ১৭ ১৩
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী অঃ ১৮ শ্লোঃ ৫২
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে ২ ৫৯
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ ১৮ ৩৮
বিস্তরেণাত্মনো যোগং ১০ ১৮
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ ২ ৭১
বীতরাগভয়ক্রোধাঃ ৪ ১০
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি ১০ ৩৭
বেদানাং সামবেদোঽস্মি ১০ ২২
বেদাবিনাশিনং নিত্যং ২ ২১
বেদাহং সমতীতানি ৭ ২৬
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু ৮ ২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে ১ ২৯
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ ২ ৪১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন ৩ ২
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবান্ ১৮ ৭৫

শ

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং ৫ ২৩
শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ ৬ ২৫
শমো দমস্তপঃ শৌচং ১৮ ৪২
শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ ১৮ ১৫
শরীরং যদবাপ্নোতি ১৫ ৮
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে ৮ ২৬
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য ৬ ১
শুভাশুভফলৈরেবং ৯ ২৮
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং ১৮ ৪৩
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং ১৭ ১৭
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ ১৮ ৭১
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং ৪ ৪০
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে ২ ৫৩
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাৎ ৪ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো ... ভয়াবহঃ ৩ ৩৫
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো...কিল্বিষম্ ১৮ ৪৭
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ ১২ ১২
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে ৪ ২৬
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ ১৫ ৯

স

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য ৪ ৩
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো ৩ ২৫
সখেতি মত্বা প্রসভং ১১ ৪১
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ১ ১৯
সঙ্করো নরকায়ৈব ১ ৪২
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্ ৬ ২৪
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং ৯ ১৪
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ ৭ ২২
সৎকারমানপূজার্থং ১৭ ১৮
সত্ত্বং রজস্তম ইতি ১৪ ৫

বিষয় সূচী

প্রথম খণ্ড

অ

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধর্ম্ম, সর্ব্বাপেক্ষা বড—হিংসাভাব ...	১৩১
অধ্যাত্ম চিত্ত কি ?	২১০
অধ্যাস ...	২০৬,২০৭,২০৮,৩২২,৪০০
অনাশ্রিত কর্ম্মফলের অবস্থা ..	৩৫১
"অনুভব" পদ ...	৩০০, ৩৪২ ৩৭৮
অনুভব—সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত অথচ ব্যুত্থিত যোগীর ...	৩৮৮ ৯০
অনুভূতি, দিব্যগন্ধ, রস ও তেজের—বিভিন্ন স্থানে চিত্ত সংযম করিলে ..	৬০
অন্তঃকরণ শুদ্ধি .. .	১২
অপর বৈরাগ্য—চারি প্রকার ..	৪০৭ ৮
অভ্যাস ও অভ্যাসের ফল ...	৩৮২, ৪০৭, ৪০৮
অশরীরিণী বাণী	১২৯
অশুদ্ধ চিত্তের লক্ষণ ও তাহার প্রতিকারের উপায়	১৮৪
অসংসক্তি—যোগের পঞ্চম ভূমিকা ...	১৫৬
অসম্প্রজ্ঞাত বা নিরোধ সমাধি—(নির্ব্বিকল্প)	১৭৩,৩৬৮-৭০,৩৭৪,৩৮২-৩,৩৯২,৩৯৩
অসম্প্রজ্ঞাত যোগলাভের—চারিটী উপায় (পাতঞ্জল)	৪০৯ ১০
অহংজ্ঞান—দুই প্রকারের	৫৭

আ

বিষয়	পৃষ্ঠা
আকাশ—পাঁচ প্রকার	৭২
আত্মদর্শন—যোগাভ্যাস ব্যতীত অসম্ভব ..	৩৫৬
আত্মা—অকর্ত্তা কিরূপে ?	২৬৫, ২৬৬-৭
আত্মা বা ব্রহ্মের তিনটী স্বরূপ ...	২৫৭
আত্মা-গুরু ...	৩৪৩, ৪১৩
আত্মার সম্বন্ধ, দেহের সহিত কিরূপ ? ...	১২৮
আদ্যাশক্তি ভগবতী—শিবপ্রাণ ...	১৪৭
আনন্দ—আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম তবে জীবের এত নিরানন্দ কেন ? ...	১৫০-৮
আনন্দ কোথায়, ব্রহ্মে না বিষয়ে ?	১১০,১৫৭,২৬২, ৩৩৮,৩৩৯
আনন্দময়কে কেন কৃষ্ণ বলে ? ...	৭০
আপ্ত কাহারা	৩৮১
আপ্তবাক্য বা বেদবাণী কিরূপে প্রকাশিত হয় ?	১২৮-৯
আভাস চৈতন্য	২৪৩
আরুরুক্ষ—কাহারা	৩৫৪
আহার ও নিদ্রার নিয়ম—(যোগাভ্যাসকারীর)	৩৭১-২

ই

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইন্দ্রিয় জয়ের প্রধান উপায় ...	২১৬, ২২৮
ইন্দ্রিয় সকল বহির্ম্মুখী হয় কেন ? ...	২৬০

ঈ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈশ্বর ভাব	৩২৯
ঈশ্বর শরণাগতি কি ? ...	৩৯১
ঈশ্বরার্পিত চিত্ত	৩১৬

উ

বিষয়	পৃষ্ঠা
"উত্তমা সহজাবস্থা"	৩৫৩
উদকপিণ্ড দানের ফল ..	৮৯-৯০
উন্মনী অবস্থা	৯১,১২৫,১৩৩,২০১,৩২৫

ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঐশ্বরিক মায়া—জগতপ্রপঞ্চের কারণ ..	১১২

ক

বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্ত্তা কে ?	২৭৪
কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য হওয়ার উপায় ...	১২৫
কর্ম্ম—সঞ্চিত, ক্রিয়মান, প্রারব্ধ ...	৩০৪
কর্ম্ম বন্ধন	২১০,২৭২
কর্ম্মচক্র	১৯৪
কর্ম্মের বিভাগ—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম ...	২৭১-৩
কল্যাণকৃৎ	৪১৪
কাম—জ্ঞানীর নিত্য বৈরী কেন ? ...	২২৫
কামজয়ের উপায় .	২২৫,২৩২-৩৩,৩৫৮
কাশীক্ষেত্র	৭৩
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজন কেন ? ...	৫৫,৫৭
কুল ও কুলবৃক্ষ	৮৭,৯৩
কুলধর্ম্ম—(লৌকিক ও যোগশাস্ত্রীয়) ...	৯২
কুলীন	৯২
কূটস্থ ..	৬৯-৭০,৩৬০
"কেবল কর্ম্ম"	২৭৮-৯
"কেবল কুম্ভক"	২৯৪
ক্রিয়ার দ্বারা সর্ব্বদেবতার উপাসনা ...	১৯০
ক্রিয়ার পরাবস্থা—বিজ্ঞানপদ ...	৩৬০ ৩৭৮
" " —অপ্রাপ্তির কারণ ...	৩৬০
ক্লেশ পঞ্চ	২৮৯ ৩৬৯

গ

বিষয়	পৃষ্ঠা
গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে বর্ণবিভাগ ..	২৬৭-৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাসনা	১৪৩
বিচারণা	১৫৬
বিজ্ঞানপদ—ক্রিয়ার পরাবস্থা	৩৬০
বিদ্যার উপাসনা ...	২৯১
বিপরীত রতাতুরা	১৩০
বিষ্ণুর পরমপদ কি ?	১৪৫, ১৫২, ১৫৪, ২৩১, ২৭৩, ৪১৮
ব্যূহ—চারিটী, ভগবানের ...	২৩৭ ২৩৮
বৈরাগ্য—কি ? ...	৩৭৪,৪০৭,৪০৮
ব্রহ্মজ্ঞান ...	৫৫,২৬৬,৩১০,৩২৯
ব্রহ্মজ্ঞ কে ?	৩৩৬,৩৩৭
ব্রহ্মযোনি—কূটস্থ বা চিদাকাশ	২৪৩,৩৩৫,৩৩৬
ব্রাহ্মীস্থিতি	১৭৫,২৩৩

ভ

ভক্তি—নিশ্চলা	১৩৭,৩৭৫
ভাণ্ড দেহ	৮৯
ভাব সমাধি	৩৬৯
ভূতশুদ্ধি ...	১৮৯,১৯০,২২৪, ২৩৭,২৪০
ভ্রামরী গুহা ...	২১৮,২১৯,২২০

ম

মন ...	১১০ ২১৭—১৮,২৯৬, ৪০৮
মনু—অন্তর্লক্ষ্য	২৩৮
মহৎতত্ত্ব (দ্বিতীয় পুরুষ)	২৩৬,২৪৩,৩৭০
মহাকাল	২৪৪,২৯৮
মহাশ্মশান	১৫৭
মহামহেশ্বর ভাব ...	২২৪,৩৪৮,৩৮৩
মহাস্মৃতি বা ধ্রুবা স্মৃতি	২৪৪
মায়া নাশ করিবার উপায় ...	১১৮
মুনি—কে ?	৩৫৪
মোহ—কি ?	১৫২,৩৩৭
মোহ—দূর হয় কখন ?	১৫৩
মোক্ষের উপায়	৩১২-১৩

য

যজ্ঞেশ্বরের রূপ—অসীম স্থিরতা ...	১৮৮
যুক্তাবস্থা কি ?	৩২৬,৩৪১,৩৬০-১,৩৬৮,৩৭৪
যোগ কি ?	১৫১,১৫৪,২৪০,৩৬৯,৩৭৮,৩৮১, ৪১৪,৪২১,৪২২
যোগ—জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রধান উপায় ...	১৪১,১৫০
যোগমল—(সমাধির অন্তরায়) নয়টী ...	৩৯৭
যোগাভ্যাসের ফল—আত্মদর্শন ও চিত্তশুদ্ধি	৩২০,৩৫৬,৩৭৬
যোগারূঢ়ের অবস্থা	২৭৫,৩৫৪-৫,৩৫১,৩৬০,৩৬১

শ

শম সাধনা	৩৫৫
শরণাগতি	১০২
শরীর—তিনটী	১১৪
„ —প্রণবস্বরূপ	২৩২
শরীরের আবশ্যকতা—প্রকৃত ধর্ম্মপালনে	৫৯,২১৮
শান্তি	১৩৭
শ্বাসপ্রশ্বাসই—জীবের মন্ত্র ...	১৮৮
শুদ্ধান্তঃকরণের লক্ষণ	১৪৩
শুভ ও অশুভ কামনার ফল ...	১৮৯
শুভেচ্ছা	১৫৬
শিব—কে ?	২৭৯

স

সংযম	৮১
সংশুদ্ধকিল্বিষ অবস্থা	৯১৯
সত্ত্বাপত্তি	১৫৬
সন্ন্যাসী ..	৩২০,৩৫০-১
সপ্তভূমিকা—যোগের	১৫৬
সমদর্শন ...	৩৯৮-৯,৪০০
সমদৃষ্টি	৩৩৪
সমভাব	১৩৮
সমাধি—সবিকল্প (সম্প্রজ্ঞাত), নির্ব্বিকল্প (অসম্প্রজ্ঞাত)	৭১,১৭৩,২০৫,৩৬৮ ৭০,৩৭৪ ৩৮১ ৭,৩৯২,৩৯৩
সমাধি অভ্যাসের ক্রম ...	৩৯৩
সমাধি নিদ্রার বিভিন্ন স্তর ...	৩৯২
সমাধির অন্তরায় ও বিঘ্ন	৩৯৬,৩৯৭
সাধক—চারি শ্রেণীর ...	২১২
„ —প্রকৃত গুরুভক্ত—কিরূপ হওয়া উচিত ?	৩২৪,৩২২-৩
সাধন অভ্যাস করে না—তিন শ্রেণীর লোক ও তাহাদের গতি ...	৩০৭-৮
সাধনার স্থান	৩৬৩
সুষুম্নার জাগরণ	৩১৮
স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধীর পার্থক্য ...	১৫৯
স্বধর্ম্ম—ক্রিয়ার পরাবস্থা ...	১৩৪
সৈন্য—দেহযুদ্ধক্ষেত্রে	৫৬

হ

হিংসাভাব—সর্ব্বাপেক্ষা বড় অধর্ম্ম ...	১৩১
হৃদয়গ্রন্থি	৩০৪,৩৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
প	
পঞ্চাগ্নি ...	১০৪
পঞ্চপ্রাণ—উৎপত্তিস্থান ও গতি	২১০
পঞ্চীকরণ বা পঞ্চভূতের মিশ্রণ প্রণালী	৭
পরমধাম—স্বানুভব পদ—ক্রিয়ার পর অবস্থা	৩
পরমাগতি (ইচ্ছারহিত অবস্থা)	৮০, ৮৩, ৮৭
পরাপ্রকৃতি—ব্রহ্মসূত্র বা প্রাণ, জীবের যোনি	১৯
পরাবুদ্ধি ...	১১৯, ৩১১
পুরুষ—কূটস্থ	১৩৯
পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ ...	৮
পুরুষোত্তম রূপ ও অবস্থা	৮, ২০২, ৩০৫
পূজা—(প্রাণ দিয়া) ...	২৯০
প্রকৃতি—পরা ও অপরা	১২
প্রতীক উপাসনা ...	৩৭১
প্রাণ	[illegible], ৭০, ২৮২, ৩০৯-১০, ৩১৭, ৩৩০
প্রাণায়াম	১৫২, ২৩০
প্রাণের বিভিন্ন স্থানে স্থিতি ...	৩১১
ব	
বর্ণ—পঞ্চভূতের	১০, ২৪৩
বিজ্ঞানপদ—ক্রিয়ার পর অবস্থা	৩
বিদেহমুক্তি বা কমমুক্তি	১১
বিবেক খ্যাতি	২৭৪
বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি ...	১১৪, ৩৩৬
বিষয়বতী প্রবৃত্তি ...	১৪৪
বিষ্ণুর পরমপদ—ক্রিয়ার পরাবস্থা	১১৩, ২২৮, ৩৩৬
বৈশ্বানর অগ্নিই প্রাণ—ইনিই আত্মা বা গুরু	২১৩
ব্যক্তভাব—ভগবানের রূপময় তিনটি ...	৩০[illegible]
ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ...	[illegible]
ব্রহ্মযোনি—চিৎজড়গ্রন্থি প্রভৃতি	[illegible]
„ —বিন্দু	১৪
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ	৭৩
ব্রহ্মনাড়ী ও তদন্তর্গত চক্রগুলির বিবরণ ...	১৯০—১
ব্রহ্মার্পণ বা স্বরূপস্থিতি ...	১৬৭, ৩৫৬
ব্রহ্মের চারি পাদ	৩১২
ভ	
ভক্ত	২৭-২৯, ৩০৯
ভক্তি ...	৯৯, ১১৮
ভূতভাবোদ্ভবকর ভাব- শ্বাসের বহির্গমনাগমন	৫৪
ভূতশুদ্ধি—লিঙ্গশরীরের শোধন ...	৬৪, ১৯০
ম	
"মদাশ্রয়" অবস্থা	১
মন্ত্রশিখা	১৯১
মহাকাল—ক্রিয়ার পরাবস্থা ...	৫৭
মহাকাশ—পরাপ্রকৃতি—ব্রহ্মসূত্র ...	১১
মহাত্মা ...	৩৩, ১৪০—৪১
মহাবিদ্যা—স্থির প্রাণ ...	১৮২
মহাব্রত	২৭৭
মহামায়া—চঞ্চল প্রাণ	২৪, ১৮২
মহেশ্বর—স্থির প্রাণ	২৫, ১৬১
মায়া—জগদাদি সৃষ্টি ও লয়ের নিমিত্ত কারণ	১৩০
"মুক্তবেণী"	১৯০
মুক্তি—সালোক্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য ...	১১০
মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের উপাসনা	২০৩
মৃত্যু প্রকৃত—দেহে আত্মবোধে ...	[illegible]
য	
"যুক্তবেণী"	১৯
যুক্তাবস্থা	১১৮
যোগ, মন্ত্র ও যোগসিদ্ধি ...	৭৭, ১৯০, ৩২৫
যোগের অন্তরায়—নয়টী ...	১৫৬—
যোগের সপ্তভূমিকা বা প্রান্তভূমি ...	২৭৫
যোগক্ষেম	১৫৯
যোনিমুদ্রা ..	৭৮, ৩৪৫
যোগীর—মৃত্যু ...	৬৯, ৭১
শ	
শরণাগতি ...	২৫, ২৯৯, ৩২১
শরীর ওঁকার স্বরূপ ...	৫, ১৪৯, ১৫৪
শাম্ভবী মুদ্রা	২০৩, ২৩৪
"শুক্রপূজা" ...	৩১১
শিবভাব বা ব্রহ্মভাব	৫৪
শ্বাস বা প্রাণকে কেন আত্মা বলা হয়?	২০৯
শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ—মনের স্থিরভাব ...	২৯২
স	
সমাপত্তি	৩২৩
সাধু	৩২৬, ৩৭৪
সাম্পরায়	১২১
সুষুম্না ...	৭৯, ৮০, ১৪৪
সিদ্ধি—ইচ্ছারহিত অবস্থা ...	৩৩৮
স্থিতধীর লক্ষণ	২০১
সৃষ্টিতত্ত্ব ...	... ৭, ১৯৩—৯৪
স্ব স্বরূপাবস্থা, স্বরূপস্থিতি ...	১১৭, ১৪৩, ১৬৭

—:—

তৃতীয় খণ্ড

বিষয় … পৃষ্ঠা

অ

অণুই ব্রহ্মযোনি … … ১২০
অভ্যাস … ৬৮, ৬৯
অপরা প্রকৃতি ৯৫, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৩
অপরোক্ষানুভূতি ৯২
অবরুদ্ধ রূপ … … ৭২
অবতার … ৪৩০

আ

আত্মবিনিগ্রহ … ২৩
আত্মস্বরূপে ফিরিবার উপায় ও আত্মস্বরূপে অবস্থান ৩২৩, ৪০১
আত্ম সাক্ষাৎকারের উপায় … ১০৫-৬,২৯২
আত্মার আবরণ ও প্রাণের প্রকাশ ৯৯
আত্মায়ের (সপ্ত) জ্ঞেয়, সাধন ও করণ ১২১ ২৮
আসনসিদ্ধির ফল … … ২৯

ঈ

ঈশ্বর—নির্গুণ পরমাত্মা যখন লীলাবশতঃ সগুণ হন বা চৈতন্যময়ী পরমাশক্তি … ৩৫, ৩৬
" মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্য (তত্ত্ব) … ৯৯, ১০২
" ক্রিয়ার পর অবস্থায় হৃদয়ে যে স্থিতিরূপ অনুভব ১১৯

উ

উত্তম পুরুষ … … ২০৫-৬
উদান বায়ু … … ১০৩
উন্মনী ভাব … ২৬, ৫০, ৫২
উপবাসরূপ ব্রত—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা ৩৮, ৩৯

ঋ

ঋষি … … ২৫৫

ক

কূটস্থ … … ১৫, ৬২, ৯৫
কৈবল্যাবস্থা … … ২০৩, ২৩৭
ক্রিয়া ও ক্রিয়াযোগ ৭, ১০৬ ৭, ১১০, ৩৭৩
ক্রিয়ার পর-অবস্থা … ৬৬, ১০৮, ১৭৮
ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতির অবস্থা ৩০, ৩৬, ৪৪, ১৫৪, ২০৯, ২১১

খ

খাদ্যের ত্রিবিধ দোষ … … ২৬৪

বিষয় … পৃষ্ঠা

খেচরী সিদ্ধির অবস্থা … … ৩৫৬

গ

গায়ত্রীর তিনটী পদ .. … ১৩
গুণ, পঞ্চদশ … … ১০৯
গুণসঙ্গ . … ৫৮
গুণাতীত অবস্থায় পৌছিবার সাধনার ক্রম ও তাহার ফল … … ২৫৫
গুরু বা আত্মার উপাসনা .. … ২২

চ

"চিৎকণ" . ১৯২, ২০২
চিদাকাশ … … ৯৮ ৯৯

জ

জগৎ কি ?—সাংখ্য ও গীতা মতে . . ১০৪
জীব—অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য (তত্ত্ব) ১০২
জীবন্মুক্তি . … ১৬৩
জীবাত্মা—কূটস্থ . … ৯৫
জ্ঞানী বা মুক্ত পুরুষের লক্ষণ … ৪১

ত

তত্ত্ব কাহাকে বলে ? .. … ১১৭
তত্ত্বজ্ঞান যোগ সাপেক্ষ … … ১০৩
তত্ত্বের (পাঁচ) বিবিধ বর্ণ … ২৮৭
তুর্য্যাবস্থা … … ১০৮
ত্রিপুর দেহই ক্ষেত্রের রূপ ১২৩, ২০৭, ২৮০
ত্যাগ ও সন্ন্যাস … ২২৩-৩৪, ২৯৮-৯৯
ত্যাগীর স্বাভাবিক লক্ষণ … … ২৯৯

ধ

ধর্ম্ম — স্থিরত্ব … … ৬৬
ধ্যানযোগ কি ? .. … ১০৬

ন

নানাত্ব দর্শন … … ৩২
নাভিস্থ শক্তিই কূটস্থের তেজ … ৯
নিশ্চল অবস্থা … … ৪৯
নিষ্কাম কর্ম্ম—একমাত্র প্রাণকর্ম্ম … ১০৬০
নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির অবস্থা … … ৩৮৪

বিষয় পৃষ্ঠা

প

পরব্রহ্মের দুইটী বিভাগ ১২১
পরমাত্মা (পুরুষোত্তম) ৯৫
পরাপ্রকৃতি ৮১, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৩
পরাবুদ্ধি ১০৮, ১৫৬
পরাভক্তি, জ্ঞান ও মুক্তি অভেদ ... ৩৮১
পরাসিদ্ধির অবস্থা ... ১১৭
পুরুষ - ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম ... ৯৮, ২০৫
পুরুষোত্তম ভাব ২০৬, ২০৭
প্রকৃতি—ব্রহ্মের সগুণ বা ঈশ্বর ভাব . ৯৬-৯৮, ১০০
প্রকৃতি ও পুরুষ ৯৯
প্রকৃতি বা মায়া হইতে মুক্তিলাভের উপায় ১০০-১২
প্রণব ৩৮১
প্রণবরূপ দেহ—সপ্ত চক্র ও তাহার সপ্তাঙ্গ (সপ্ত আম্নায) ... ১২৩
প্রাণ ব্রহ্মের উপাধি ৬৬, ৬২
প্রাণতত্ত্ব ... ৭-৯, ১১৩-১৪
প্রাণায়াম ... ২

ব

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ৩৭৭-৭৯
বস্তুত্বের বিলোপ সাধন ৪৪
বিদ্বৎ সন্ন্যাস ... ২৯২, ৩০০
"বিপরীত রতি" ক্রিয়া ... ১২২, ৩৯৪
বিবিদিষা সন্ন্যাস ২৯২, ২৯৩, ৩১৬
বিষ্ণুর পরমপদ ৬৬ ১৭৮, ১৮২, ২৯০ ৩০৬
ব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ ৪১০
ব্রহ্ম ও প্রাণ ... ৪৬০
ব্রহ্মবিদ্যা প্রাণবায়ুর ক্রিয়া ... ২৪৫
ব্রহ্মনাড়ীতে প্রাণের পরিচালনা ... ১০৭ ৮
ব্রহ্মযোনি ১২ , ১২৪ ১২৭, ১৬২
ব্রহ্মের লক্ষণ—স্বরূপ ও তটস্থ – ১২ ১০৩, ১০৪, ১০৫
ব্রহ্মের সপ্ত অবস্থা .. ৪৭

ভ

ভগবান ঈক্ষণ . ১০১
ভগবদর্পিত চিত্ত ... ৩১১
ভগবানের নিরুপাধিক ও সোপাধিক ভাব ৭৭
ভগবানের চরণদ্বয়—শ্বাসপ্রশ্বাস ১৭৮, ১৮৪, ১৮৮
ভূতপ্রকৃতি ও মুক্তিলাভ ... ৯৫, ৯৬
ভূতশুদ্ধি ... ১১০, ২৮০
ভূতাত্মা ... ৯৪, ১৫৫, ২০০

ম

মহানির্ব্বাণ পদ ২০৬
মহাযজ্ঞ—পঞ্চ ... ২১৬—১৭ ২৭৫
মায়া ... ৭৭, ১০১ ৩
মায়ার স্বরূপ—অনাত্মা বা শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি ৪০৭
মুক্তি ... ৩৯৪
মৃত্যু—নানাত্বদর্শন ... ৯২

য

যজ্ঞোপবীত . ৮১, ১৭১
যোগমায়া .. ৮১
যোগাভ্যাসের ফল ... ৯১, ..

ল

লিঙ্গ পূজা ... ১৬৬ ৬৭

শ

শরণাগতির অবস্থা ... ৩৯৫-৬, ৩৯৭
শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় কেন ৩, ৪
শাস্ত্র ... ২৪৩
শিব—পরব্যোম—ব্রহ্মস্বরূপ গায়ত্রী ৫৭

স

সগুণ ও নির্গুণ ভাব ব্রহ্মের—কার্য্য ও কারণভাব ... ১০০, ১২১
সত্ত্বশক্তি ও সত্ত্বের বিশুদ্ধ লক্ষণ ... ৯২, ১৩১
সম্প্রতিষ্ঠা—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকা ... ৫৭ ৮
সন্ন্যাস বিবিদিষা ও বিদ্বৎ ... ১৯২
"সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ" ভগবানে—কি ? ৬৬
সাংখ্যযোগ ... ১০৬
সাধনা ও তাহার ... ২০০, ২২৫, ৪১১
সূত্রাত্মা ... ৯৫, ১১২, ২০১
সৃষ্টি—চারিপ্রকার ... ৯৬, ১২১-১২২
"স্বকর্ম্ম"—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ক্রিয়া ৩৭৪
স্বভাব—চারিবর্ণে সৃষ্টির কারণ ... ৩৬৮
স্বস্বরূপে অবস্থান . ৬-৯, ১৭-১৯, ২০৯ ৩৩৭, ৩৫১

ক্ষ

ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র, অভিন্ন ... ১০০
ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ—কূটস্থ .. ১৫৫

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত।

আনন্দাশ্রম, বদ্ধমান, হইতে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

* * গীতাখানি কয়েক দিন ধরিয়া পাঠ করিলাম, দেখিলাম ইহা যতই প্রচারিত হইবে ততই দেশের মঙ্গল।

প্রতি শ্লোকের অন্বয়ের সহিত যে প্রতি কথার বাঙ্গলা অর্থ দিয়াছ, তাহাতে সাধারণের বুঝিবার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। ইহা সকলের পক্ষে একটী অত্যাবশ্যকীয় নূতন জিনিষ হইল। মেয়েরাও শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিবে।

কাশীর বাবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাগুলি বহু যত্নে সংগ্রহ করিয়া তোমার গীতায় সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হইয়াছ দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। ইহা সকলে বুঝিতে না পারিলেও কিছু কিছু বুঝিবার লোক আছে, এবং তোমার এই প্রচারের দ্বারা ঐ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইবে। যাহারা লাহিড়ী বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন তাহারাই তোমার এই অমরী কীর্ত্তি রক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই। * * *

পুরী মুক্তিমণ্ডপ পণ্ডিত-সভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীআনন্দচন্দ্র মিশ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—

* * ইহাতে প্রত্যক্ষদৃষ্টিগম্য যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এবং শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ বিদ্বৎপ্রবরের যে ভূমিকা লিখিত রহিয়াছে, ঐ উভয়ের মণিকাঞ্চন যোগ সুসম্ভব হইয়াছে। আবার আপনার অনবদ্য লেখনীপ্রসূত স্বচ্ছ ভাষাতে যে দীপিকা দীপ্তি রহিয়াছে তাহাতে স্থূলদর্শীর পক্ষেও সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধান-সরণী পরিষ্কৃত হইয়াছে।

"উদ্বোধন" বলেন :—

গ্রন্থকারের মতে শান্তনু—শান্ত পুরুষ। ইঁহার দুই প্রকৃতি—বিদ্যা ও অবিদ্যা—গঙ্গা ও সত্যবতী। গঙ্গার আট পুত্রের মধ্যে সাতটি গঙ্গা নিমজ্জিত করেন অর্থাৎ সুষুম্নার অন্তর্নিহিত সাতটি অনভিব্যক্ত অতীন্দ্রিয় শক্তি। গঙ্গার একটি মাত্র পুত্র ভীষ্ম জীবিত থাকিয়া কুরুকুল রক্ষা করেন, ইনিই আভাস চৈতন্য যাঁহার দ্বারা সংসার ক্রিয়া সাধিত হয়। অবিদ্যা সত্যবতী হইতে দুই পুত্র জন্মে—(১) এক চিত্রাঙ্গদ বা পঞ্চভূতাত্মক বিচিত্র দৃশ্য এবং (২) বিচিত্রবীর্য্য—

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

		মূল্য
১।	দিনচর্য্যা ৪র্থ সংস্করণ	৸০
২।	আশ্রম চতুষ্টয়	॥০
৩।	অভ্যাসযোগ ২য় সংস্করণ	১৲, বাঁধা ১৷০
৪।	দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব	।৴০
৫।	বিল্বদল	১৷৷০
৬।	আত্মানুসন্ধান ও আত্মানুভূতি	
৭।	শতদল	৭০
৮।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রথম খণ্ড	২৲
	দ্বিতীয় খণ্ড	৩৲

13253
...NTHAGAR • NADIA • NABADWIP, NADIA • P.O. NAB...
ESTD. 1907